শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

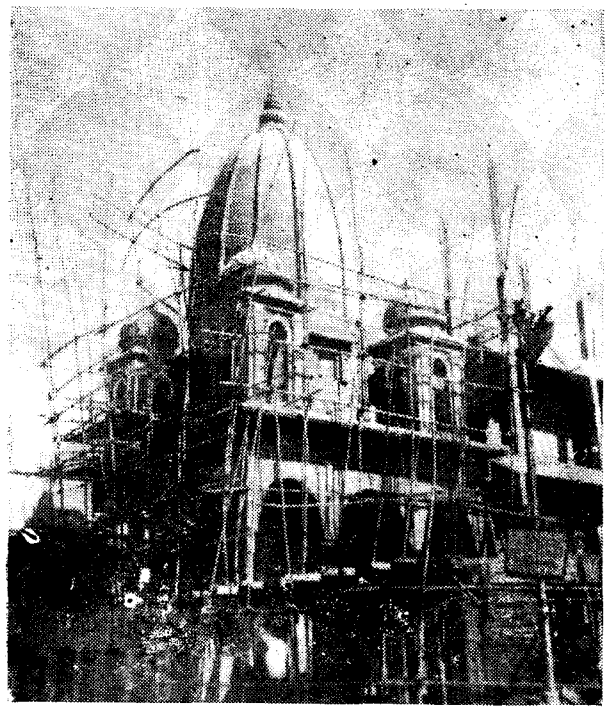

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৭২

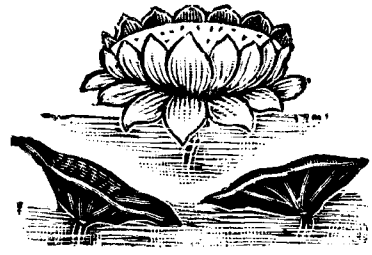

সম্পাদক ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

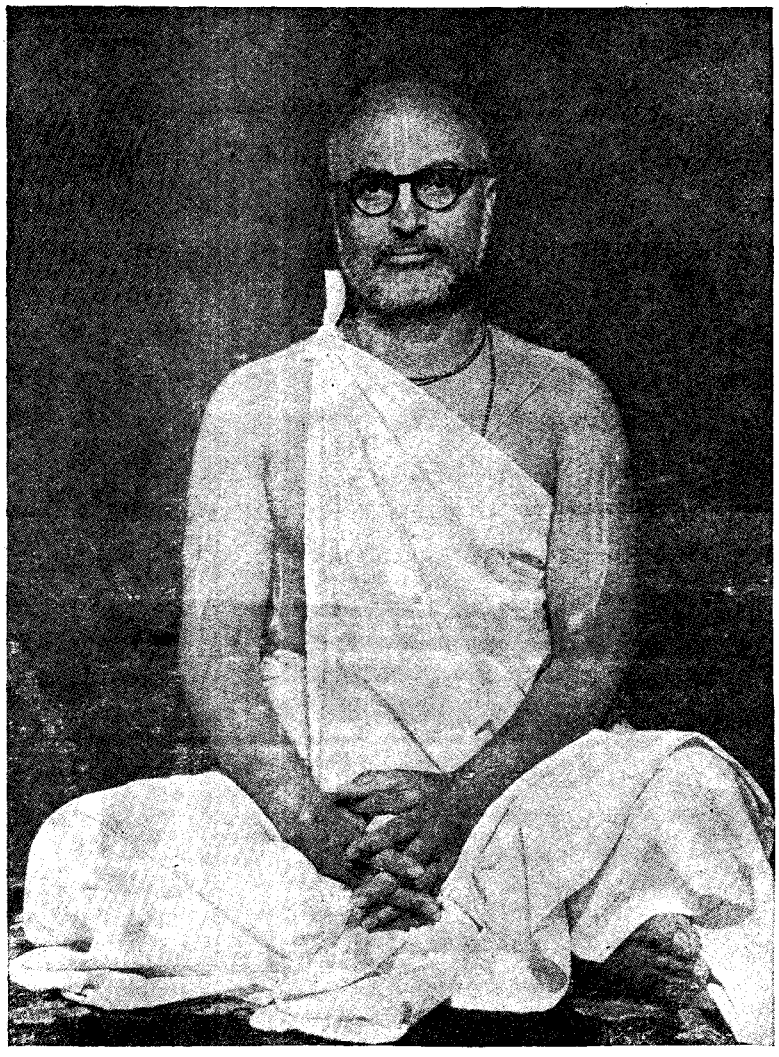

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নব-বর্ষারম্ভে

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনা

শ্রীচৈতন্যবাণী আজ ষষ্ঠবর্ষে প্রকাশিতা হইলেন। অচৈতন্যপ্রায় বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব বিশ্বের চেতনতা সম্পাদনে তৎপর হইবেন ভাবিয়া আমরা উল্লসিত। জীব স্বরূপনির্ণয় হইতেই তাহার স্বার্থ নির্দ্ধারিত হয় এবং উক্ত স্বার্থ-বুদ্ধিই তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে—সু বা কু-কর্ম্মে আগ্রহযুক্ত করায়। স্বার্থ-বোধই জীবকে সুনীতি বা দুর্নীতিতে প্ররোচিত করে। যতদিন পর্য্যন্ত না মনুষ্য নিজের প্রকৃত চিৎস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং চিৎকণ জীবের অন্ত চেতনের প্রতি মমতা ও স্বার্থবোধ জাগ্রত হয়, তত দিন অচেতন ও সীমাবিশিষ্ট পদার্থের জন্য লোভ ও দুর্নীতি আদি দেশ হইতে পরিত্যক্ত হইবে না। আত্মস্বরূপবোধ জাগ্রত হইলেও জড় দেহ থাকা পর্য্যন্ত আত্মার স্বার্থের অনুকূলে দেহসম্বন্ধীয় প্রয়োজনাদি মিটাইতে অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইবে। মুখ্য প্রয়োজন ও একমাত্র মৃগ্য—পরমাত্মা বা অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি অর্থে—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তি। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অনুকূলে জীবন-ধারণ ও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহই জীবের প্রকৃত স্বার্থানুশীলন। উহারই অপর নাম পরমার্থ বা শ্রীভগবদ্ভজন। শ্রীচৈতন্যবাণী সকলের স্বরূপোদ্বোধন করতঃ প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রকৃত স্বার্থে অবস্থিত হইয়া দুঃখ ও দারিদ্র্যের হাত হইতে উদ্ধারলাভের নিমিত্ত আহ্বান জানাইতেছেন। বিভু সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব হইতে প্রকটিত, সচ্চিদানন্দ তত্ত্বেই স্থিত এবং তদ্দ্বারা রক্ষিত ও পালিত হইয়াও তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্যই মনুষ্যকে দুঃখভাগী করিতেছে। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে ঔদাসীন্যই জীবের যাবতীয় ক্লেশের হেতু। দারিদ্র্য ও ক্লেশের মূলীভূত কারণ অপনোদনে আমরা সুখ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ কীর্ত্তনে নিরত হইলে সুখাবির্ভাবে দুঃখ আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে। শ্রীচৈতন্যবাণী সকলেরই পরম হিতৈষিণী।

দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকিলেও চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের পরাধীনতা দেশবাসীকে প্রতি পদবিক্ষেপে চঞ্চল ও অশান্ত করিতেছে। জড় লোলুপতা পরস্পরের মধ্যে রাগ দ্বেষ আনয়ন করিতেছে। মনুষ্য সমাজকে পূর্ণ চিত্তত্বের দিকে আকৃষ্ট করিতে না পারিলে জড় বিষয় লইয়া পরস্পরের মধ্যে হানা-হানি কখনও প্রশমিত হইবে না। শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে বা পাঠে চিত্তত্বের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে থাকিলে তদনুসারে অচিতের মোহ আনুপাতিক ভাবে হ্রাস পাইবে। সুতরাং দুঃখ এবং অশান্তিও দূরীভূত হইবেই।

আজ শ্রীচৈতন্যবাণীর নববর্ষাবির্ভাবে বিশ্বের দুঃখ ও অশান্তি অন্তর্হিত হউক, বিশ্ববাসী শ্রীচৈতন্য প্রেমে প্রবুদ্ধ হউন, চৈতন্যের সম্বন্ধে পরস্পর প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হউন, পরস্পর পরস্পরের সুখ সম্বর্দ্ধনে যত্নশীল হউন—ইহাই শুভবাসরে এই দীন সেবকের শ্রীচৈতন্যবাণীর নিকটে সকাতর প্রার্থনা।

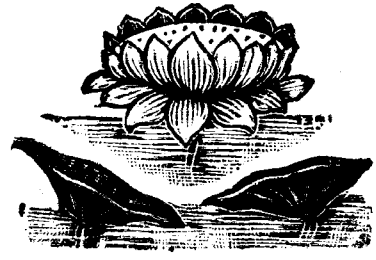

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে বিজ্ঞপ্তি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শুভ বসন্তের রাকাপৌর্ণমাসী,
বরষের পরে আসিলেন হাসি',
ঘোষিলেন জয় গৌরপূর্ণশশী-
আবির্ভাব শচী-জগন্নাথ-ঘরে। ১॥
বসন্ত শ্রীরাগে ধরিয়া সুতান,
বসন্তের দূত গাহে গৌরগান,
আত্মহারা তাহে ভক্তমনঃপ্রাণ,
গৌরাঙ্গের গুণ গাহে প্রেমভরে। ২॥
(১) শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রণয়-মহিমা,
(২) তদাস্বাদ্য কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সীমা-
(২) আস্বাদনে তাঁর কি সুখ-গরিমা,
জানিবারে লোভ শ্যামের-অন্তরে। ৩॥
(তাই) শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি',
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ ধরিলেন হরি,
শচীগর্ভ-সিন্ধুর-মাঝে অবতরি',
জন্মিলেন নবদ্বীপ-মায়াপুরে। ৪॥
ব্রজে রাধাপ্রেম করি' আস্বাদন,
সম্ভোগ-লীলার করেন পোষণ,
শ্রীরাধারে কত করান ক্রন্দন,
অদর্শনে মর্ম্মাহত করি' তাঁ'রে। ৫॥
(এবে) বিপ্রলম্ভে নিজে করেন ক্রন্দন,
কাঁহা কৃষ্ণ বলি' হন অচেতন,
অহর্নিশ রাধাভাবে নিমগন,
ভেসে যায় বুক সদা আঁখিনীরে। ৬॥
মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য-লীলায়,
বৃন্দাবনে রাধা-সহ শ্যামরায়,
(নবদ্বীপে) ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য-লীলায়
রাধা-শ্যাম মিলি' গৌররূপ ধরে। ৭॥
গৌর-কৃষ্ণে নবদ্বীপে-বৃন্দাবনে,
নাহি কোন ভেদ কহে বিজ্ঞগণে,
লীলা-রসগত বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানে,
গৌর-কৃষ্ণ ভজি' অনায়াসে তরে। ৮॥
ব্রজপ্রেম নিজে করি' আস্বাদন,
আপামরে সেই প্রেম-বিতরণ,
ঔদার্য্য-লীলায় ইহাই বিশেষণ,
অযাচকে যেচে প্রেম দান করে। ৯॥
পতিত দুর্গত জীবের কল্যাণ,
সাধিবারে তা'র ব্যাকুল পরাণ,
অনর্পিতচর প্রেম করি' দান,
(শেষে) বাঁধা পড়ে তা'র সাধা প্রেম-ডোরে। ১০॥
স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন,
ভক্তভাব ধরি' করিয়া ভজন,
শিক্ষা দেন ভক্তি করি' আচরণ,
(এমন) আদর্শ আচার্য্য কে মিলাতে পারে। ১১॥
দুষ্টের দলন, শিষ্টের পালন,
কলিযুগধর্ম্ম—নাম-প্রবর্ত্তন,
(কৃষ্ণ) বিষ্ণুদ্বারে করে এসব করম,
অবতারি-কর্ম্ম—নহে ভার হয়ে। ১২॥
(কিন্তু) যেকালে কৃষ্ণেচ্ছা ধরায় আসিতে,
যুগধর্ম্ম তাহে হয়ত' মিলিতে,
সব অবতার আসি' মিলে তা'তে,
তদুচিত কার্য্য পাই দেখিবারে। ১৩॥
বস্তুতঃ ব্রজের প্রেম আস্বাদনে,
রাগভক্তি লোকে প্রচার-কারণে,
রসরাজ মহাভাব সম্মিলনে,
দয়াময় গৌর হ'ন অবতারে। ১৪॥
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব নাহি পায়,
(তাই) চারিভাব-ভক্তি-সহ নাম গায়,
নিজে নেচে গৌর জগতে নাচায়,
ব্রজপ্রেমধন বিলায় সবারে। ১৫॥
শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-কণ্ঠ ধরি'
হর্ষে প্রভু কহিয়াছেন দৃঢ় করি',
কলিতে পরম উপায় যে হরি-
নাম-সংকীর্ত্তন—সর্ব্বযজ্ঞ-সারে। ১৬॥

সর্ব্বশক্তি নামে আছেন নিহিত,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম দিতে সে সমর্থ,
সর্ব্বসিদ্ধি নাম-কৃপায় নিশ্চিত,
সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব একাধারে। ১৭॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্র,
গদাধর-শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
একতত্ত্ব পঞ্চ হইয়া বিভিন্ন,
প্রেমধন বিলাইল যারে তারে। ১৮॥
শিক্ষাষ্টকে মহাপ্রভু নিজমুখে
শ্রীনাম-মহিমা কহিলেন সুখে,
সপার্ষদে ভজি' দেখান প্রত্যক্ষে,
নামবিনা গতি নাহিক সংসারে। ১৯॥
শ্রীনামভজন—'শ্রীচৈতন্যবাণী',
সর্ব্বরসখনি নামচিন্তামণি,
নামী সহ নামে ভেদ নাহি জানি',
ভজ ভজ নাম কৃপা-পারাবারে। ২০॥
বাচ্য-নামী হ'তে বাচক শ্রীনামে,
অধিক করুণা কহে বুধজনে,
নাম রূপে কৃষ্ণ আসিয়া ভুবনে,
আশ্রিতেরে প্রেম দেন অকাতরে। ২১॥
কলিযুগপাবনাবতারী গোরা,
সপার্ষদে নামে হইয়া বিভোরা,
শ্রীনাম-ভজনে বলেন 'ভক্তি পরা',
অপরাধ ছাড়ি' ভজ নিরন্তরে। ২২॥
নামের আভাসে দুঃখ দূরে যাবে,
সর্ব্বানর্থ গিয়া চিত্ত শুদ্ধ হ'বে,
শুদ্ধনামে কৃষ্ণে প্রেম উপজিবে,
নিমজ্জিত হবে প্রেমের সাগরে। ২৩॥
(মনরে) শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা-দীক্ষা কর সার,
গৌরবিনা গতি নাহি দেখি আর,
কুতর্ক সংশয় কর পরিহার,
ভজ মন গৌর অবতার-সারে। ২৪॥

জাতি-কুল-ধন-মানে মত্ত হৈয়া,
রহিও না গৌরপদ পাসরিয়া,
কায় মনঃ প্রাণ সব সমর্পিয়া,
ভজ দয়াময় গৌর-শশধরে। ২৫॥
কৃষ্ণ নামে ধামে আছয়ে বিচার,
অপরাধ-সত্ত্বে নহে কৃপা তাঁর,
(কিন্তু) প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধ সবার,
গৌর নাম-ধামাশ্রয়ে মুক্তদ্বার। ২৬॥
পরম উদার গৌরপদাশ্রয়ে,
অপরাধ শীঘ্র যায় দূর হ'য়ে,
ভক্তিরসসিক্ত হয়ত' হৃদয়ে,
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে জন্মে অধিকার। ২৭॥
গৌর ব'লে কাঁদ ওরে মূঢ় মন,
মায়া-মোহ-ঘোরে হ'য়োনা মগন,
কতদিন আর রহিবে জীবন,
এখনো কি আশায় মরিতেছ ঘুরে। ২৮॥
শ্রীরাধা-মাধব-আশা বুকে বেঁধে,
ছাড়' অন্য আশা-মরীচিকা-ফাঁদে,
বাঁধ হৃদি মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদে,
হা-গৌরাঙ্গ ব'লে ডাক অনিবার। ২৯॥
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে,
অহর্নিশ কর গৌরাপদ ধ্যানে,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে সঁপি কায় মনে,
'শ্রীচৈতন্যবাণী' কর মন সার। ৩০॥
সরস্বতী-ভাগীরথীর সঙ্গমে,
শ্রীরাধার প্রিয়তম ঈশোদ্যানে,
শ্রীরাধামাধব লীলা মধ্যদিনে,
(অতি) সাবধানে স্মর মনরে আমার। ৩১॥
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পুণ্যস্থানে,
শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব-পুণ্য-দিনে,
শ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুর-চরণে
(শ্রী) গুরুগৌর-ভক্তি মাগে দীন ছার। ৩২॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৭২। ২২ গোবিন্দ, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, রবিবার; ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬। | ১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়াতেই পরাশান্তি লাভ।

[ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বাঙ্গালাদেশের সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের নাম অবগত আছেন। তিনি যে প্রেমধর্ম্মের প্রচারক ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আরাধ্য—একথা অনেকেই সাধারণভাবে জানেন। যাঁহারা আপনাদিগকে চৈতন্যদেবের অধস্তন-সূত্রে চৈতন্যদেবের কথায় অবস্থিত বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার যথার্থ বিষয় অবগত নহেন, কিছু কিছু বিকৃতভাবে জানেন মাত্র, তাঁহারা মনে করেন,—চৈতন্য-দেবের কথায় দার্শনিক বিষয়ের কিছু অভাব আছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমি ঘটনাক্রমে দিনাজপুরে ছিলাম। একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ডেপুটী ইন্সপেক্টর-অব-স্কুল্‌সকে চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব-সম্পন্ন দেখিলাম। তিনি শিক্ষিতাভিমানী ছিলেন। তাঁহার মতে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' একই শ্রেণীর গ্রন্থ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বিদ্যাসুন্দরে হরিকথা কি আছে, দার্শনিক চরম মীমাংসাই বা কি আছে?' তিনি বলিলেন,— 'অতিশয়োক্তি-অলঙ্কারে ভূষিত চৈতন্য-মাহাত্ম্যপূর্ণ পয়ারী পুঁথি চরিত্রহীন ব্যক্তিগণেরই পাঠ্য'। বঙ্গদেশের এমনও একদিন গিয়াছে! আমরা শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এইরূপ নানা কল্পিত-কথা বহু তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিতে পাই। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিতাম,—চৈতন্যদেব অপেক্ষা স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণের উদারতা ও চরিত্র অধিকতর উন্নত। চৈতন্যদেব সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু গৃহমেধী স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণ স্ব-স্ব ভার্য্যার প্রতি অতিশয় প্রীতিবিশিষ্ট; সুতরাং তাঁহারা চৈতন্যদেব অপেক্ষাও অধিকতর উদার ও চরিত্রবন্ত। পূর্ব্বে আরও শুনিতাম যে চৈতন্যদেব সমাজের একজন প্রধান অহিতকারী! বহু ব্যক্তিকে তিনি সংসার ছাড়াইয়াছেন, রাজ্য ও বিষয়-ত্যাগ করাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছেন, বহু

লোকের স্ত্রী, পুত্র, জননীকে কাঁদাইয়াছেন, বিভিন্ন বর্ণে উদ্ভূত, এমন কি, যবনকুলে আবির্ভূত ব্যক্তিগণের সহিত ব্যবহারাদি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বহু সম্মান ও তাঁহাদিগের দ্বারা গুরুর কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং চৈতন্যদেব সমাজের একজন প্রধান অহিতকারী!

আবার, ভিন্নপথাবলম্বিগণ চৈতন্যদেবের কথা আলোচনা না করার ফলে—প্রকৃত চৈতন্যভক্তের নিকট নিরপেক্ষভাবে চৈতন্যদেবের কথা না শুনার ফলে, নানা-প্রকার মনোধর্ম্মের পন্থায় অনুরক্ত হইয়াছেন। চৈতন্য-দেবের বাণী কর্ণে না পৌঁছিবার ফলেই কতকগুলি লোক নানা-প্রকার নবীন কল্পিত কুপথে বিপথে গমন করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রকৃত চৈতন্যানুগত ব্যক্তির প্রকৃষ্ট সঙ্গপ্রভাবে যদি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কোনদিন তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে এরূপভাবে অন্যপথে গমনপূর্ব্বক পরম-দুর্ভাগ্য বরণ আমরা তাঁহাদিগের ভাগ্যে দেখিতে পাইতাম না। চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর বিভিন্ন ধর্ম্মপন্থীর উদয় হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকল ধর্ম্মপন্থী মনে করেন,—চৈতন্যদেব অপেক্ষাও তাঁহাদের প্রতি জগতের বহির্ম্মুখ লোকের অধিক আদর হইবে, কারণ, তাঁহারা লোকের মনোধর্ম্মের অনুকূল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর সিদ্ধান্তদ্বারা লোকের চিত্ত রঞ্জন করিতে সমর্থ। কিন্তু একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কথাতেই জগতের বিভিন্ন-ধর্ম্মস্রোতের পরস্পর বিবদমান ভাবসমূহ বিদূরিত হইতে পারে,—মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়াতেই জগতে জীবের সর্ব্ববিধ অশুভ বিনষ্ট হইয়া পরাশান্তি লাভ হইতে পারে।”

—শ্রীল প্রভুপাদ

নিয়মাগ্রহ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

নিয়ম দুই প্রকার অর্থাৎ বিধি লক্ষণ ও নিষেধ-লক্ষণ। যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই বিধি-লক্ষণ-নিয়ম। যাহা যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই নিষেধ-লক্ষণ-নিয়ম। উভয়-লক্ষণ-নিয়মই জীবের মঙ্গলজনক।

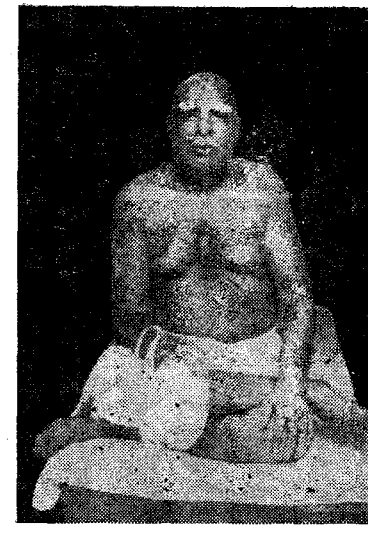

বদ্ধজীব অত্যন্ত হেয় অবস্থা হইতে অত্যন্ত উপাদেয় অবস্থা প্রাপ্তির যোগ্য। উভয় অবস্থার মধ্যে অনেক অবস্থা আছে। প্রত্যেক অবস্থাই এক একটি ক্রম-সোপান। প্রত্যেক ক্রম-সোপানই জীবের এক একটি বিশ্রামস্থল। প্রত্যেক ক্রম-সোপানেই পৃথক পৃথক বিধি-নিষেধরূপ কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে; জীব যখন যে সোপানে পদ রাখিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন তখন সেই সোপানের নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ পালনে তিনি

বাধ্য। সেই নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ পালন করিতে করিতে তাঁহার অব্যবহিত পর-সোপান-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়। ঐ যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিলে তিনি পদচ্যুত হইয়া নিম্নস্থ সোপানে নামিয়া পড়েন। ইহার নাম দুর্গতি। উচ্চ-সোপান-প্রাপ্তির নাম সদ্গতি।

স্বীয় সংপ্রাপ্ত সোপান-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যথাযোগ্য পালনের নাম 'স্বধর্ম্ম' বা স্বাধিকারনিষ্ঠা। স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং স্বাধিকার-নিষ্ঠা ত্যাগের নাম 'দোষ'। গুণ-দোষ বলিয়া আর কিছু নাই। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই উপদেশ বলিয়াছেন।

(শ্রী ভাঃ ১১।২১।২,৭),

যে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥
দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম তনুভৃৎ।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং তদ্বিপর্য্যয়ই 'দোষ'—ইহাই সত্য-সিদ্ধান্ত। দেশ, কাল ও বস্তু-সকলে জীবের কর্ত্তব্য-নিয়মের জন্য গুণ ও দোষের বিধান হইয়াছে।

এই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আবার বিচার করিতে গেলে নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ হয়। জীব বিশুদ্ধ চিদ্বস্তু। তাঁহার নিত্য-স্বভাবে অবস্থিতি কালে যে বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, তাহা নিত্য নিয়ম। তিনি সংসার প্রাপ্ত হইয়া মায়া দত্ত উপাধিদ্বারা স্বীয় সিদ্ধ অবস্থা হইতে যে পৃথক অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা ঔপাধিক। সেই ঔপাধিক অবস্থাই বহুবিধ; নিত্য অবস্থা অদ্বয় ও এক।

নিত্য অবস্থায় জীবের প্রেমই—বিধি এবং মৎসরতাই—নিষেধ। সেই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম জীবের নিত্য-স্বভাবের অনুগত। মৎসরতাশূন্য প্রেমময় জীব নিত্য-রসের আশ্রয়। রস পঞ্চবিধ হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় তত্ত্ব। সেই অবস্থার নিয়ম আমাদের এস্থলে বিচার্য্য নয়। কেবল এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, সেই অবস্থায় জীবের নিত্যস্থিতি।

নৈমিত্তিক অবস্থায় নিয়ম-সকল বহুবিধ হইলেও স্থূল লক্ষণ বিচারপূর্ব্বক সমস্ত সোপানগুলিকে তিনটী সীমাবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ, গীতা, স্মৃতি-সকলের মতেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটি স্থূল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি বিধি ও কতকগুলি নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে। কর্ম্ম-বিভাগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং তদনুগত দশবিধ সংস্কার ও আহ্নিক কর্ম্মগুলি-বিধি। পাতক, উপপাতকাদি—নিষেধ। দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ জ্ঞান-বিভাগে সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য, চিদচিদ্-আলোচনা বিধি। কাম্যকর্ম্ম, নিষিদ্ধ-কর্ম্ম ও বিষয়াসক্তি—নিষেধ। ভক্তি-বিভাগে ঔদাসীন্য, ভক্তির অনুকূলতার সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানবিভাগের বিধি-নিষেধ-পালন এবং তদ্দ্বারা দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক ভগবদনুশীলনই—বিধি। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ সমস্ত কর্ম্ম, জ্ঞান, ত্যাগ, বিষয়াসক্তি, অন্যাভিলাষ ভক্তি-প্রতিকূল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-পরিত্যাগই এ পর্ব্বের নিষেধ।

বদ্ধজীব অবৈধজীবন অর্থাৎ অত্যাচার-চরিত্র ছাড়িয়া যে-সময়ে উন্নত হ'ন তখন তিনি প্রথমে কর্ম্মকাণ্ডরূপ সোপানে অধিষ্ঠিত হ'ন। সেই সোপানস্থ জীব জ্ঞান-বিভাগের উচ্চ সোপানকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে থাকিবেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে নিয়ম। যে-পর্য্যন্ত চিদ্‌চিদ্ আলোচনা ও অহঙ্কারতত্ত্বের বিবেকক্রমে জড়ময় কর্ম্মে তাঁহার নির্ব্বেদ না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইয়া পড়েন। আবার যখন তদ্রূপ নির্ব্বেদ উৎপন্ন হয়, তখন উচ্চাধিকার আসিয়া তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠাকে দূর করে। সে-সময়ে কর্ম্মাধিকারগত নিয়মসকলে আগ্রহ করিলে তাঁহার আর উন্নতি-সাধন হয় না।

সেইরূপ জ্ঞান-বিভাগীয় সোপানারূঢ় পুরুষের পক্ষে জ্ঞান-নিষ্ঠাই নিয়ম। যে-পর্য্যন্ত ভক্তি-সোপানে রুচি না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞান-নিয়মে অবস্থিত থাকিবেন। ভক্তিতে অধিকার জন্মিলেই জ্ঞান-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে

হইবে; নতুবা তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। যথা—(শ্রী ভাঃ ১১।২০।৯),—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

যে-কাল-পর্য্যন্ত বিবেকজাত নির্ব্বেদ না হয় সে পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল করিবে। সেই নির্ব্বেদ ততদিন কার্য্যকর হইবে—যতদিন কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধার উদয় না হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তির অধিকারতত্ত্ব। যথা (শ্রী ভাঃ ১১।২০।৩১),—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥"

আমার ভক্তিযুক্ত যোগীদিগের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়োজনক হয় না। অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য-নিষ্ঠা হৃদয় হইতে দূর হয়, তখনই ভক্তিক্রিয়া ভালরূপে হইতে থাকে।

কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে চৌদ্দলোকময় প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় জগদ্রূপ সোপান অতিক্রম করতঃ বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তিসোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়।

ভক্তিসোপানে সমারূঢ় পুরুষের শ্রদ্ধাই—নিয়ম। সেই শ্রদ্ধা সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে ভজনবলে বিগতানর্থ হইলে ভক্তি-নিষ্ঠারূপে প্রকাশ পায়। যত যত অনর্থ বিগত হয়, তত তত উন্নতির সোপানের অতিক্রম হইতে হইতে নিষ্ঠা রুচিরূপে, রুচি আসক্তিরূপে এবং আসক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব রতিরূপে সামগ্রীযোগে রস হয়। যথা (শ্রী ভাঃ ১১।১৪।২৬),—

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সম্প্রযুক্তম্॥"

আমার পুণ্যগাথা-শ্রবণ কীর্ত্তনদ্বারা জীবাত্মা ক্রমশঃ যত যত পরিষ্কৃত হ'ন্, তিনি তত তত সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে পা'ন। অঞ্জন-সম্পৃক্ত চক্ষু যেরূপ সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমশঃ দেখে, তদ্রূপ।

শ্রীল রূপ গোস্বামী 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে (১।৪।১০) ক্রমটি স্পষ্ট করিয়াছেন,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটি সোপান। এই চারিটি সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেক সোপানে শ্রদ্ধার অবস্থা-ভেদে কিছু কিছু পৃথক্ নিয়ম আছে। এক একটি সোপানকে পশ্চাৎ রাখিয়া যখন অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে হয়, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী সোপানের নিয়মগুলিকে আদর করিতে হয়। যাঁহারা তাহা না করিয়া পশ্চাদবর্ত্তী সোপানের নিয়মাগ্রহ না ছাড়েন তাঁহাদিগকে ঐসকল নিয়ম শৃঙ্খল হইয়া পূর্ব্ব সোপানেই আবদ্ধ রাখে, অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে দেয় না।

ভক্তিমার্গে যে সোপানে যে নিয়ম স্থিরীকৃত আছে, সে সমুদায়ই একটি প্রধান সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। সাধারণ নিয়ম; যথা (শ্রীপদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৪২শ অধ্যায়),—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

কৃষ্ণস্মরণ নিরন্তর কর্ত্তব্য—এই মূলবিধি হইতে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধির উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণবিস্মৃতি কখনই কর্ত্তব্য নয়—এই মূল নিষেধ হইতে সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল বিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতি কালে পূর্ব্ব-বিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি

নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগতিলাভে অশক্ত হইবেন। ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে এ বিষয়টি সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' (২০শ বিলাস, উপসংহার শ্লোক) এই বিষয়ে বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—

"কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্॥"

'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' যত কৃত্য লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় গৃহী, ধনী, সাধুদিগের সম্বন্ধে লিখিত। ত্যক্ত-পরিগ্রহ মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম লিখিত হয় নাই।

"অবশ্যং তানি সর্ব্বাণি তেষাং তাদৃক্সিদ্ধয়ে।
প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তিহি সদাচারৈকসাধনা॥"
(শ্রী হঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক)

যদিও ত্যক্ত-পরিগ্রহ পুরুষদিগের জন্য নিয়মসকল এই গ্রন্থে অপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি ত্যক্ত-পরিগ্রহ-অবস্থা সিদ্ধির জন্য সেই সকল অপেক্ষিত নিয়ম পালন করা সাধকদিগের কর্ত্তব্য। ত্যক্ত-পরিগ্রহ সাধুদিগের কৃত আচারই সে সম্বন্ধে সদাচার। তাহাই মাত্র তাঁহাদের পালনীয়।

প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষের প্রথম লক্ষণই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগতি। তাহা গৃহস্থ গৃহত্যাগী-ভেদে দ্বিপ্রকার। সেই অবস্থার নিয়মগুলি যতদূর গৃহীদিগের পালনীয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শিব-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রতসকল ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি গৃহত্যাগীর উপযোগী, তাহা গৃহত্যাগী শরণাগত পুরুষের পালনীয়। গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েই সাধনোন্নতি লাভ করিতে করিতে অনন্য শরণাগত হ'ন। তখন তাঁহাদের নিয়ম কিছু পৃথক হইয়া পড়ে। সে-অবস্থায় সাধনোন্নতিক্রমে ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগতি উপস্থিত হয়। যথা—(শ্রী ভাঃ ১১।১৮।২৮, শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিঃ, শ্রীভাঃ ১১।২০।৩৬)

"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥
একান্তিতাং গতানান্তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥"

আমার ভক্ত জ্ঞান-নিষ্ঠই হউন, বিরক্তই হউন, বা নিরপেক্ষই হউন—তিনি আশ্রমসকলকে তত্তদাশ্রমের লিঙ্গের সহিত পরিত্যাগ করতঃ অবিধি-গোচর হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যাঁহারা একান্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, ভক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্বয়ং প্রবর্ত্তমানা অর্থাৎ ব্রতনিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না। ব্রত-নিয়মাদি তাঁহাদের পক্ষে বিঘ্নজনক হয়। আমার একান্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধে গুণদোষোদ্ভব গুণ-সকল স্থান পায় না; কেন-না, তাঁহারা সমচিত্ত সাধু এবং বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃতমন্যন্ন রোচতে॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ॥"
(শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক)

একান্ত শরণাগত ভক্তদিগের প্রায়ই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-স্মরণ পরম প্রীতির সহিত সাধিত হয়, সুতরাং নিম্নাধিকারীদিগের জন্য আর যে-সকল কৃত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে তাঁহাদের রুচি হয় না। সময়ে সময়ে তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিত্যবিধিসকলে প্রবৃত্ত হ'ন। তাঁহাদের নিয়ম-বন্ধন বা নিয়মাগ্রহ থাকে না। এই 'শ্রীউপাদেশামৃতে'র অষ্টম-শ্লোকে ইহা দর্শিত হইয়াছে। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য অর্থাৎ অন্যান্য কৃত্যের অসাধনে তাঁহাদের কোন প্রকার লাঘব হয় না।

তাৎপর্য্য এই যে—**উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন সোপানস্থ যে কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছাবিলাসমাত্র। জ্ঞানাধিকারী** কর্ম্মাধিকারের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে পালন করেন, বিধি-

বাধ্যতার সহিত পালন করেন না। ভক্ত্যধিকারীও তদ্রূপ কর্ম্মাধিকার ও জ্ঞানাধিকারের নিয়ম-সকল কোন কোন কারণ-বশতঃ স্বেচ্ছাচারের সহিত পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই বিধি-নিষেধের বাধ্য না হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ পরমোচ্চ-ভক্ত্যধিকারী একান্ত ভক্তও কর্ম্ম, জ্ঞান ও সাধারণ-সাধনভক্তির নিয়ম-সকল পালন করিয়াও নিয়মাগ্রহী হ'ন না। স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের একান্ত-ভজনে প্রবৃত্ত হ'ন। সাধন-ভক্তমাত্রই নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে নিয়মাদি পালন করেন, তাহাই তাঁহার মঙ্গলজনক।

উপদেশ এই যে—স্বীয় অধিকারগত নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই নিয়ম-ফলেই সাধকের উচ্চসোপান লাভ হয়। তখন পূর্ব্ব নিয়মে আগ্রহ থাকে না। সাধক এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ও কীর্ত্তন-লক্ষণ ভজনের প্রতি লক্ষ্য করত ক্রম-সোপান অতিক্রম করিতে থাকিবেন।

শ্রীশ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৫২ পৃষ্ঠার পর)

[২]

একবার শ্রীপণ্ডিত জগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্রাদি সহ নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী মাতার চরণ দর্শন করিতে আসেন এবং তৎসমুদায় শ্রীশচীমাতাকে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বলিয়া সুখ দান করেন। গৌড়-দেশবাসী গৌরগতপ্রাণসকল ভক্তই শ্রীজগদানন্দ-মুখে গৌরগাথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সেই মানে,—'পাইলুঁ চৈতন্য'॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।১০১

তিনি কাঞ্চনপল্লীস্থ (কাঁচড়াপাড়া) শ্রীল শিবানন্দ সেন ঠাকুরের গৃহে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহারার্থ তাঁহার নিকট হইতে 'একমাত্রা' অর্থাৎ ষোল সের উৎকৃষ্ট সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল সংগ্রহ করত তাহা একটি কলসীতে ভরিয়া পরম যত্নে ৩০০ মাইল পথ মাথায় করিয়া বহিয়া আনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে দিবার জন্য তৎসেবকপ্রবর শ্রীগোবিন্দ-সমীপে প্রদান করিলেন। শ্রীগোবিন্দ তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে মহাপ্রভু জানাইলেন—"সন্ন্যাসীর তৈলেই অধিকার নাই, তাহাতে আবার সুগন্ধি তৈল, উহা শ্রীজগন্নাথমন্দিরে দাও, তাঁহার প্রদীপে ব্যবহৃত হইবে।" শ্রীগোবিন্দ ঐ কথা পণ্ডিতজীকে জানাইলে তিনি একটু মৌন হইয়া থাকিলেন, কোন কথা বলিলেন না। দিন দশেক পরে শ্রীগোবিন্দ আর একবার মহাপ্রভুকে জানাইলেন—'পণ্ডিতের ইচ্ছা, আপনি তৈলটি অঙ্গীকার করুন।' তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"(শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।)
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন!
এই সুখ লাগি আমি করিলুঁ সন্ন্যাস!
আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমার 'পরিহাস'॥
পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর যেই পাবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি' আমারে কহিবে॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।১১২-১১৪

মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে গোবিন্দ মৌন হইয়া রহিলেন। প্রাতঃকালে জগদানন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভু কহিলেন—'পণ্ডিত, তুমি গৌড়দেশ হইতে তৈল আনিয়াছ ভালই, কিন্তু আমি ত' সন্ন্যাসী, সুগন্ধি তৈল গ্রহণের অধিকার আমার ত' নাই, উহ

শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবার্থ অর্পণ কর, উহাতে তাঁহার প্রদীপ জ্বলিবে, তোমারও পরিশ্রম সার্থক হইবে।' বাম্যস্বভাব পণ্ডিত তচ্ছ্রবণে প্রণয়াভিমানজনিত রোষভরে বলিলেন,—'আমি গৌড়দেশ হইতে তোমার জন্য তৈল আনিয়াছি, ইহা তোমাকে কে বলিল?' এই বলিয়াই ঘর হইতে তৈলের কলসটি আনিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখস্থ অঙ্গণে সজোরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াই নিজের ঘরে গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিলেন। দুইদিন ঘর বন্ধ, তৃতীয় দিবস ভক্তপ্রেমবশ ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না, নিজেই তাঁহার দ্বারে গিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"পণ্ডিত তুমি উঠ, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, তুমি নিজে রন্ধন করিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও, আমি এখন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রভুদর্শনার্থ যাইতেছি, মধ্যাহ্নে আসিয়া তোমার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিব।" প্রভুপ্রেম-বিহ্বল পণ্ডিতের মান টুটিয়া গেল, শীঘ্র উঠিয়া স্নান করিয়া উত্তম শাল্যন্ন ও নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক করিয়া তদুপরি তুলসী মঞ্জরী দিলেন, জগন্নাথের পিঠা পানা প্রভৃতি ভোগও সাজাইয়া রাখিলেন। মহাপ্রভু আসিয়া বলিলেন—'আর একখানি পাতায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি বাড়িয়া লও, আজ তোমাতে আমাতে একসঙ্গে ভোজন করিব।' মহাপ্রভু ভোজন বিরত হইয়া হস্ত তুলিয়াই রহিলেন দেখিয়া পণ্ডিত প্রেম-ভরে বলিলেন—

"আপনে প্রসাদ লহ, পাছে মুঞি লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু॥"

পণ্ডিতের সম্মতিসূচক বাক্য পাইয়া মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলেন এবং পণ্ডিতের প্রেমপাচিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ!
এই ত' জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে প্রশংসা-সূচক বাক্য শ্রবণে গৌরগতপ্রাণ পণ্ডিত লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"* * যে খাইবে, সেই পাককর্ত্তা। আমি-সব—কেবলমাত্র সামগ্রী আহর্ত্তা॥" পণ্ডিত প্রেমভরে মহাপ্রভুকে নানা ব্যঞ্জন পুনঃ পুনঃ পরিবেশন করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতের অভিমান-ভয়ে মহাপ্রভু কিছুই না বলিয়া তৎসমুদয় পরমানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতের আগ্রহে অন্যদিন অপেক্ষা দশগুণ অধিক ভোজন হইয়া গেল। মহাপ্রভু বার বার ভোজন-পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিবার মন করিতেছেন, এমন সময়ে পণ্ডিত আবার পাত্র ভরিয়া ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া বসেন! পণ্ডিতকে কিছু বলিতে গেলেই আবার তিনি উপবাস করিবেন, এই ভয়ে মহাপ্রভু আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, ভয়ে ভয়ে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু পণ্ডিতকে বহু বিনয় ও সম্মান সহকারে পরিবেশন বিরামার্থ কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন,—'দশগুণ খাওয়াইলা এবে কর সমাধান।' পণ্ডিতের পরিবেশন ক্ষান্ত হইল, তখন মহাপ্রভু উঠিয়া আচমন করিলেন। পণ্ডিত মহাপ্রভুকে মুখবাস, মাল্যচন্দনাদি দিলে তাহা লইয়া মহাপ্রভু সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন এবং পণ্ডিতকে আজ তাঁহার সম্মুখেই প্রসাদ পাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন পণ্ডিত কহিলেন—'প্রভু, আপনি যাইয়া বিশ্রাম করুন, রামাই ও রঘুনাথ ভট্ট রসুই-কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে কিছু প্রসাদ দিয়া আমি প্রসাদ পাইতে বসিব।' মহাপ্রভু পণ্ডিতের ভোজন-সংবাদ তাঁহাকে জানাইবার জন্য গোবিন্দকে সেখানে রাখিয়া নিজগৃহ গম্ভীরায় চলিয়া গেলে পণ্ডিত গোবিন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গোবিন্দ, তুমি শীঘ্র গিয়া মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন কর, বলিও—পণ্ডিত এখন ভোজনে বসিলেন", মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট তোমার জন্য ধরিয়া রাখিব, প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি আসিয়া ভোজন করিও।" গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিয়া পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ ও রঘুনাথ ভট্টকে

বণ্টন করিয়া দিয়া নিজে গ্রহণ করিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? গোবিন্দকে পুনরায় অনুসন্ধানার্থ পাঠাইলেন,—

"দেখ,—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র আসি সমাচার কহিবে আমায়॥"

গোবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতের ভোজন-সংবাদ দিলে তখন মহাপ্রভু সুস্থ হইয়া স্বচ্ছন্দে শয়ন করিলেন। পূর্ব্বে যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও বাম্যস্বভাব সত্যভামাতে প্রেমকোন্দল চলিত, এক্ষণে মহাপ্রভু ও বাম্যস্বভাব জগদানন্দেও সেইরূপ প্রেমের খেলা চলে।

ইহারই নাম—শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত'। কবিরাজ গোস্বামী, ইহা শ্রবণের ফল-শ্রুতিতে লিখিয়াছেন—

"জগদানন্দের 'প্রেমাবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন॥"

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিতেছেন—

'প্রেমবিবর্ত্ত',—এক অর্থ এই যে, প্রেমের বিবর্ত্ত অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষভ্রম হয়, এরূপ ব্যবহার; দ্বিতীয়ার্থ এই যে জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে স্ব-কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।১৫৪ অঃপ্রঃ ভাঃ

"(শ্রীল) জগদানন্দ সমুদ্রকূলে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-স্থানের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান কালে 'সাতাসন' নামক ভজন-কুটীরসমূহের অন্যতম গিরিধারী-আসনে থাকিতেন, ইহ শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য-লিখিত গ্রন্থ হইতে জানা যায়।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।১২০ "তৈল ভাঙ্গি সেইপথে নিজঘর গিয়া। শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া॥" এই পয়ারের অন্তর্গত 'নিজঘর' শব্দের অনুভাষ্য।)

শ্রীসত্যভামার অবতার জগদানন্দ পণ্ডিতের বাম্যস্বভাব সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামা প্রায় প্রেম 'বাম্য-স্বভাব'॥
বার বার প্রণয় কলহ করে প্রভু-সনে।
অন্যোন্যে খটমটি চলে দুইজনে॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১৩৮-১৫৯

পরন্তু শ্রীরুক্মিণীর অবতার শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর 'দক্ষিণ-স্বভাব'—একদা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণী দেবীকে শ্লেষপূর্ব্বক গুণহীন কৃষ্ণকে ছাড়িয়া অপর গুণবান্ পত্যন্তর গ্রহণের উপদেশ দিলে রুক্মিণী দক্ষিণ-স্বভাববশতঃ ভীতা হইয়া কান্তের পদতলে পতিতা হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বল্লভ ভট্টপ্রতি প্রীতির উপলক্ষ্যে কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক গদাধরের প্রেম পরীক্ষা করিতে গেলে তাঁহার চিত্তে স্বাভাবিকী ঐশ্বর্য্য-ভাবমিশ্রা প্রেমস্নিগ্ধ নম্রতা বশতঃ প্রণয়রোষোদয়ের পরিবর্ত্তে ত্রাসেরই সঞ্চার হইয়াছিল। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন—

"গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যৈছে দক্ষিণ স্বভাব॥
তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয়॥
এইলক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি' পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১৪০-১৪৩

একসময় শ্রীরূপগোস্বামী পুরী হইতে গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন, এদিকে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবন হইতে একাকী ঝারিখণ্ড বন পথে শ্রীপুরীধামে আগমন করিলেন। ঝারিখণ্ডপথে আসিবার কালে শ্রীভগবদিচ্ছায় জল-দোষে এবং উপবাসাদি-জন্য পিত্তাধিক্যাদি নিমিত্তা-বলম্বনে শ্রীসনাতনের চিন্ময় গাত্রে বহির্দর্শনে সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু অর্থাৎ খোস পাঁচড়া হইয়া পড়িল, চুলকাইবার সময় রস ঝরিতে লাগিল। তাহাতে পথিমধ্যে অত্যন্ত নির্ব্বেদ-বশতঃ সনাতন শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে মহাপ্রভুর সম্মুখে রথচক্রতলে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করত পুরীতে

আসিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাসায় রহিলেন। তথায় মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে তাঁহার কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া গেল, তাহাতে সনাতন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। ক্রমে কনিষ্ঠভ্রাতা অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ও তাঁহার অপূর্ব্ব রামভজননিষ্ঠার কথা বলিতে মহাপ্রভু উপাস্যনিষ্ঠার কথা শ্রবণে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং মুরারিগুপ্তেরও রামনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত শ্রবণ করাইলেন, সনাতন শ্রীহরিদাসের কুটীরে থাকিয়া প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথের চক্র দর্শন করিয়া প্রণাম করেন। গোবিন্দ তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর প্রসাদ আনিয়া দেন। একদিন মহাপ্রভু আচম্বিতে সনাতনকে বলিতে লাগিলেন—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে॥
দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো রজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥" ইত্যাদি

বিশেষতঃ তোমার এই শরীর যখন আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, তখন ইহাতে ত' তোমার কোন অধিকার নাই। তোমার সেই শরীরদ্বারা আমাকে বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তি-সেবাপ্রচারাদি অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য শুনিয়া সনাতন বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে? কুহক যেমন কাষ্ঠের পুতলীকে যে ভাবে নাচায় সে সেইভাবে নাচে, সেইরূপ তুমি যাহাকে যে ভাবে নাচাইবে, সে সেই ভাবেই নাচিতে থাকিবে, কি করিয়া সে নাচিতেছে, তাতা সে নিজেই জানে না।" (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—সাধক প্রত্যহ কি লক্ষ্য করবেন?

উত্তর—সাধকের প্রত্যহ দেখা উচিত যে, আমাদের শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই পরিমাণে আমাদের বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না? যদি তা' না হয়, তবে জান্‌তে হ'বে যে আমাদের ভক্তি-চেষ্টায় কপটতা আছে—কামনা আছে। গুরুকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা ক'রে সেই কপটতাকে বহু যত্নে দূর কর্‌তে হ'বে। ইহারই নাম—ক্রমোর্দ্ধগমন।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

প্রশ্ন—বৈরাগ্য জিনিষটী কি?

উত্তর—বৈরাগ্য সহজ ভক্তির একটি অবান্তর ফল। ভক্তিতে স্থিতি না হ'লে প্রকৃত বৈরাগ্য হয় না। ভক্তিমান্ পুরুষকে অবশ্য বৈরাগ্যবান্ হ'তে হ'বেই হ'বে। যাঁর যতটুকু ভক্তি, তাঁর ততটুকু সহজ বৈরাগ্য। ভগবানে যে পরিমাণে অনুরাগ বা ভক্তি হ'বে, জগৎ বা মায়ার প্রতি সেই পরিমাণে বিরাগ আস্‌বে। যে স্থলে অধিক ভক্তি দেখা যায়, অথচ বৈরাগ্য নাই, সেখানে ভক্তিসম্বন্ধে সন্দেহ কর্‌তে হ'বে। ভক্তি যখন বিশেষ বল লাভ করেন, তখন বৈরাগ্যও প্রবল হ'য়ে ভক্তের সংসার ছেদন করে। ক্রমে ক্রমে মায়া বন্ধন হ'তে সহজ মুক্তি হয়।

'আমি অমুক শর্ম্মা, আমার কর্ম্ম সংসার করা'—এই যে জড় অহঙ্কার, ইহা হ'তেই যত উৎপাত উপস্থিত

য়েছে, ভজন কর্‌তে কর্‌তে যে অহঙ্কারের ক্রম-নিবৃত্তি, তা'কে বৈরাগ্য বলি, এবং ঐ অহঙ্কারের পূর্ণ নিবৃত্তির নাম—মুক্তি। এই ভয়ঙ্কর সংসারবন্ধনকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সুতরাং ইতর-বিষয়ে যুক্ত-বৈরাগ্য না কর্‌লে ভজন হয় না এবং ভজন না হ'লে প্রয়োজন-সিদ্ধিও হয় না।

গৃহ ভজনবিরোধী হ'লে অবশ্যই ত্যাজ্য। যাঁর সংসার ভাল লাগে না, তিনি সংসার ত্যাগ কর্‌তে পারেন। (শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

প্রশ্ন—তৃণাদপি সুনীচতা কা'কে বলে?

উত্তর—বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজেকে তৃণ অপেক্ষা অধম মনে করেন। বাস্তবিক তিনি অধম বা নীচ নহেন। ভগবানের আদরের বস্তু। ভক্ত সকলেরই পূজনীয়—সম্মানার্হ। এজন্য নীচ না বলিয়া সুনীচ শব্দের প্রয়োগ।

আমি 'গুরুপাদপদ্মের পদধূলি'—'আমি কৃষ্ণের দাস' এই অপ্রাকৃত অভিমানই তৃণাদপি সুনীচতা বা জড়াভিমান-রাহিত্য।

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবা—এই তিনটী মহাপ্রভুর শিক্ষা। তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ—কপটতা নহে, মুখে বা বাহ্য অভিনয়ে নীচতা প্রদর্শন নহে, কিন্তু তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ—সত্য সত্য কীর্ত্তনে অধিকার অর্থাৎ নামে রুচি—শ্রীনামের সেবক অভিমান। গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই—নামে রুচির দ্বার-স্বরূপ, গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই তৃণাদপি সুনীচতা, অবৈষ্ণবের নিকট নীচতা প্রকাশ নহে, বৈষ্ণবের নিকট নীচতা—দৈন্য প্রকাশ বা কৃপাভিক্ষা। যার তার নিকট দৈন্য কর্‌তে নাই—ইহাই মহাজনোপদেশ। গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডের নিকট—রাবণের নিকট কিংবা ভণ্ড-বিপ্রের নিকট নীচতা প্রদর্শন বৈষ্ণবসেবা বা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, তাহা দ্বারা কখনও কীর্ত্তনে অধিকার বা নামে রুচি হয় না, উহার দ্বারা জীবের প্রতি হিংসা করা হয়। রামভক্ত হনুমানজীর লঙ্কা-দহনই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গুরু-সেবাই কি ভগবৎ-সেবা?

উত্তর—মন্দির অপেক্ষা গুরু—যে মন্দিরে ভগবান্ নিরন্তর পরমসুখে বাস কর্‌ছেন, সেই গুরুর শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জনা, শুশ্রূষা প্রভৃতি করাই বিষ্ণুমন্দিরের সেবা।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—জীবে দয়া মানে কি?

উত্তর—জীবে দয়া অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় উদ্বুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অধিক চমৎকারিতা।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবান্ যা করেন, তা' সবই কি মঙ্গলকর?

উত্তর—নিশ্চয়ই। দয়াময়ের সবই দয়া। মঙ্গল-ময়ের বিধানে অমঙ্গল থাক্‌তে পারে না। ভগবান্ যখন যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্যই করেন। যাঁরা আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণকে মঙ্গল বা ভগবানের দয়া এবং আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতকে অমঙ্গল বা ভগবানের নিষ্ঠুরতা বিচার করেন, সেই সকল বদ্ধজীবসম্প্রদায় দাবার এক চাল মাত্র বুঝেন, চার, পাঁচ চালের পর কি হ'বে তা বুঝ্‌তে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের দয়া অমন্দোদয় দয়া, তাঁদের দয়ায় অমঙ্গল বা মন্দ ব'লে কিছু নাই। রোগীকে যখন বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করে, তখন রোগী বৈদ্যকে দয়াহীন নিষ্ঠুর বলে, কিন্তু রোগ-নির্ম্মুক্ত হ'লে বুঝ্‌তে পারে যে, বৈদ্য তিক্ত ঔষধ দিয়ে কত দয়ার কার্য্য ক'রেছেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মন্ত্রে যে নমঃ শব্দ আছে, তার অর্থ কি?

উত্তর—অহঙ্কার বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ ক'রে প্রণত বা শরণাগত হওয়াই নমঃ শব্দের অর্থ। হে গুরুদেব, হে কৃষ্ণ, আজ হ'তে আমি তোমার আশ্রিত সেবক, তুমি কৃপা ক'রে আমাকে চালিত কর, সেবায় নিযুক্ত কর; আজ হ'তে আমি আমার কর্ত্তৃত্ব বা অহঙ্কার পরিত্যাগ কর্‌লাম। এখন তোমার আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশই

আমার জীবনের ধ্রুবতারা বা নিয়ামক হউক—ইহাই প্রার্থনা।

আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি পালক—এই সব জড় অভিমান পরিত্যাগ করার নাম 'নমস্কার'। 'আমি কর্ত্তা'—এই দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অপসারিত হ'লে তখনই প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব প্রকট থাকৃতে থাকৃতে তাঁর বিশ্রম্ভ-সেবা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করাই বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু সেই অতিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুদেবে প্রীতিবিশিষ্ট না হওয়ার জন্য যদি সিদ্ধিলাভ করতে না পারি, তাঁকে হৃদয়দেবতা জেনে হৃদয় দিয়ে যদি সম্যগ্‌ভাবে নিষ্কামভাবে তাঁর সেবা করতে না পারি, তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত—নিশ্চয়ই বঞ্চিত—নিশ্চয়ই বঞ্চিত। আমার একমাত্র রক্ষক—একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা—একমাত্র নিরুপাধিক বান্ধবকে নিকটে পেয়েও কপালের দোষে হারালাম। এমনই আমার দুর্দ্দৈব! সুরধুনীর তীরে এসে পানীয় সংগ্রহের জন্য আবার মরুভূমির দিকে ছুটলাম,—রত্নখনির সন্ধান পেয়েও রত্নসংগ্রহের জন্য পুনরায় মনোহারী দোকানের কাচখণ্ডের চাকচিক্যের অনুসন্ধানে প্রলুব্ধ হ'লাম, কি সর্ব্বনাশ! যাঁরা সুবুদ্ধি হ'বেন, তাঁরা নিষ্কপট ও অন্যাভিলাষশূন্য হ'য়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ আনুগত্যময় জীবনযাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন, নতুবা বঞ্চিতই হ'বেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবদ্দর্শন কি ক'রে হ'বে?

উত্তর—শ্রীহরি স্বপ্রকাশ-বস্তু। তিনি দয়ার সাগর। আমরা সেবোন্মুখ হ'লে শ্রীহরি কৃপা ক'রে—'তিনি কিরূপ আকারের হরি, কি রকম রং এর হরি'—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত ক'রে দেন।

ভোক্তা কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে যে দর্শনের প্রচেষ্টা, তাতে ভগবদ্দর্শন হয় না। শ্রবণানুগ্রহে শুদ্ধচিত্তেই ভগবদ্দর্শন সম্ভব। জড়ের কোন অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন করতে পারে না। চেতনের বৃত্তিদ্বারা চেতনের চক্ষুদ্বারা চেতনের দর্শন হয়। সেবকই সেব্যের দর্শন পায়। সেব্য সেবককেই কৃপা ক'রে দর্শন দেন। আগে অন্তর্দর্শন, পরে বহির্দর্শন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—জীবের বদ্ধ-অভিমান কতকাল থাকে?

উত্তর—যে কাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, যে কাল পর্য্যন্ত জীব নিজেকে ভগবৎ-সেবক ব'লে জানতে না পারে, তত দিনই তা'র বদ্ধজীব-অভিমান বা কর্ত্তা-অভিমান থাকে। তপ্রাবৃত অভিমান না হ'লে জড়াভিমান কি ক'রে যাবে? (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমরা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছিনা কেন?

উত্তর—আমাদের অণুচেতনবৃত্তির একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহৎ চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। বহির্জগতের কথা সম্বল করায় আমরা ভগবানে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারছি না। যিনি বহির্জগতের কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি অকিঞ্চন, প্রাকৃত জগতের দৃশ্য বস্তু যাঁর অবলম্বনীয় হয় না, তিনিই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারেন—ভগবানে নির্ভর করতে পারেন। জীবন্ত-শাস্ত্র সাধুর শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করতে করতে আমরা অধোক্ষজ শ্রীহরিতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা লাভ করতে পারি।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কখন আমাদের মঙ্গল হয়?

উত্তর—সাধু মহাজনের নিকট ভগবৎ কথা শুনে যখন আমরা তাঁর আনুগত্য করি, তখনই আমাদের মঙ্গল বা সুবিধা হয়। Pottery Work করতে হ'লে অভিজ্ঞ কুম্ভকারের নিকট শুনে নিয়ে কার্য্যারম্ভ করতে হয়। সন্দেশ তৈরী করতে হ'লে মোদকের নিকট নির্ম্মাণ-প্রণালী জেনে নিতে হয়। কিন্তু সেরূপ শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞের আনুগত্য না ক'রে স্বতন্ত্রভাবে মঙ্গল লাভ করবার বিচার গ্রহণ করলে আমাদের সাফল্যলাভে অনেক অসুবিধা হ'য়ে থাকে। তখন আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে না পেরে মনোধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে পড়ি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আম্নায়-পন্থা গ্রহণ-ব্যতীত সত্য উপলব্ধির অন্য উপায় নাই। নিষ্কিঞ্চন মহাজনের শ্রীচরণরজে অভিষেক ব্যতীত আমাদের 'দর্শন' ব'লে কোন কথাই হ'তে পারে না। মহাজনগণই আমাদিগকে ভোগ্যদর্শন বা কুদর্শনের হাত হতে রক্ষা করতে পারেন। বাস্তবসত্য তখনই করায়ত্ত হয়—যখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি—গুরুর হ'য়ে কৃষ্ণসেবাকে জীবন করি। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শরণাগতি ব্যতীত কি মঙ্গল হয় না?

উত্তর—না। কৃষ্ণের পূর্ণ শরণ গ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই। আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, ভ্রমণে, সদসৎকার্য্যকালে কৃষ্ণ যদি আমাদের স্মৃতিপথে না থাকেন, তা'হলে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হব।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমি-আমার-ভাব প্রবল থাক্‌লে সুবিধা হবে না। 'আমরা ভোক্তা, জড় জগৎ আমাদের ভোগ্য'—এই বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলে আমরা অধঃপাতে চ'লে যাব। আমরা চিৎ, জড় জগৎ অচিৎ। যাকে ভোগ করতে পারি তাকে বলি 'জড়'। আমরা নিজস্বরূপ ভুলে গিয়ে 'অচিদ্ বস্তুটা আমাদের ভোগ্য, আমরা ভোক্তা'—এরূপ অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হই। অহঙ্কার প্রবল হ'তে হ'তে 'অহং ব্রহ্ম', 'আমি খোদা' এরূপ দুর্ব্বিচার এসে জীবের সর্ব্বনাশ-করে। 'আমি বড় হ'ব'—এরূপ বিচারে আচ্ছন্ন হ'লে জীবের মঙ্গলের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হ'য়ে যায়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবান জীবকে কি ভাবে কৃপা করেন?

উত্তর—ভগবান্ বাহিরে আচার্য্যরূপে অর্থাৎ মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুরূপে মন্ত্র ও স্বভক্তি উপদেশ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে ভক্তিলাভোপযোগী বুদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক স্ব-ভজন করাইয়া পার্ষদ করিয়া লন।

(ভাঃ ১১।২৯।৬ চক্রবর্ত্তী টীকা চ)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্তি অনুমাত্র করিয়াও কি পূর্ণফল লাভ হয়?

উত্তর—হাঁ। নিষ্কামা ভক্তি পরিসমাপ্তি অভাবেও বিন্দুমাত্র ধ্বংস হয় না। এই শুদ্ধা ভক্তি অনুমাত্র করিয়াও পূর্ণ ফল লাভ হয়। এত ভগবানের দয়া! শুদ্ধভক্তিতে তিনি এত সন্তুষ্ট! (ভাঃ ১১।২৯।২০-২১ চক্রবর্ত্তী টীকা চ)

প্রশ্ন—নিষ্কপট ভক্তের বিচার কিরূপ?

উত্তর—ময়া তুভ্যং আত্মা-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সহিতং শরীরং অর্পিতং। মৎ-শরীরেণ অনেন যত্ত্বং চিকীর্ষসি তৎ কুরু। যত্র ক্বাপি স্থাপয়িতুং ইচ্ছসি তত্র স্থাপয়।

(ভাঃ ১১।২৯।৩৮ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ কি অযোগ্যকেও কৃপা করেন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কৃপার সমুদ্র আশ্রিত বৎসল শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই কৃপা করেন। তিনি আশ্রিত ভক্তকে কৃপা না করিয়া পারেন না। তাই শাস্ত্র বলেন—'ন হি কৃপাং হি কৃপাম্বুধিরুজ্‌ঝতি।'

শাস্ত্র আরও বলেন—'শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি-কৃপাকর। কৃপাপ্রাপ্তির কোন যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি কৃপার আকর বা উৎপত্তিস্থান। যদি অন্য কাহারও কৃপা দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাও নিরুপাধি-কৃপাসাগরের কণা-মাত্র। (বৃঃ ভাঃ ২।১।৩২)

প্রশ্ন—সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ না করিয়া কি মঙ্গল হয় না?

উত্তর—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্রই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। তদভাবে মন্ত্রজপে জ্ঞানাদি কিছুই শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। (বৃঃ ভাঃ ২।১।৬২)

প্রশ্ন—ভয় হয় কেন?

উত্তর—রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করিয়া যে লোক ভয় পায়, তাহাতে রজ্জুর কোন দোষ নাই। রজ্জুর স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ জীব ভয় পায়। ইহা জীবেরই দোষ। জগৎকে ভগবদ্‌ভোগ্য বা ভগবৎসেবার উপকরণ জানিলে আর ভয় হয় না। অজ্ঞনতাবশতঃই জীব কষ্ট ও ভয় পায়। (ভাঃ ১৮।২৬।১৭ চক্রবর্ত্তী টীকা চ)

সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক (ভাঙ্গা-গড়া) মনই ভোগ্য বিষয় চিন্তা করে। এইজন্য সংসার বা ভয় হয়। এই মনকে নিগ্রহ করা দরকার। কিন্তু 'মনোনিরোধো গুরুচরণ-ভক্ত্যা বিনা প্রকারান্তরেণ ন ভবেৎ।'

(ঐ ১১।২।৩৮ চক্রবর্ত্তী টীকা চ)

মন দমিত হইলেই সে সতত ভগবচ্চিন্তা করে তখন আর ভয়, চিন্তা দুঃখ থাকে না। অতো মনো বিষ্ণৌ নিবেশয়েৎ।'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা" গ্রন্থের প্রতিবাদ

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক (ক)-তর্ক (খ)-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার]

আমরা শ্রীসত্যপদ সাহিত্যাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ মহাশয়ের লিখিত 'শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা' নামক একটি পুস্তক পাঠ করিলাম, ইহা হইতে জানা গেল যে, কাঁথি সংস্থ 'নীহার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীহেমন্ত কুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে 'কয়েকটি প্রশ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধের উত্তরদান-প্রসঙ্গে শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি,এ; বি,টি; কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় উক্ত পত্রিকায় যে "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদরূপে এই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। একজন পণ্ডিত (?) ব্যক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ একখানি কুতথ্য ও কুরুচিপূর্ণ এবং অপরাধ-জনক মন্তব্য-সমন্বিত পুস্তক প্রকাশিত হইয়া জনসমাজে পরিবেশিত হইবে, ইহা অসহনীয়। এই পুস্তকে কলি-যুগপাবনাবতারী শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিতবিগ্রহ আপামর জন-সাধারণের নিকট ভগবদবতাররূপে পূজিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা অস্বীকার করা হইয়াছে; ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি বিদ্বন্মান্য গ্রন্থকে নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; সর্বসম্প্রদায়মান্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা হইয়াছে; ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকার করা হয় নাই; শ্রীমদ্‌ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামিপাদকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে; বহুস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিন্দা করা হইয়াছে এবং বহু অবান্তর অপ্রীতিকর এবং অসামঞ্জস্য পূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এইরূপ একখানি কুগ্রন্থ সর্বপ্রকারে উপেক্ষণীয় হইলেও ইহা জনসমাজে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমাদের বহু বিশিষ্টবন্ধু ইহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উৎসাহিত করায় আমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইতঃপূর্বে 'প্রণবপারিজাত' ও "শ্রীগৌড়ীয় দর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত কাঁথি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী নবতীর্থ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্ব অস্বীকারসূচক প্রবন্ধের প্রতিবাদে 'অবতারত্ব সমীক্ষা' নামক একটি প্রবন্ধ আমি উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় অবশ্য তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন। তাহাতে তৎকৃত গ্রন্থের প্রায় সর্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি এইরূপ একখানি গ্রন্থ লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়-জনক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্ব শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচনা করিয়া ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিব। ইহাতে সুধীসমাজ আনন্দিত হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্ব প্রমাণের নিমিত্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের (১০।৮।১৩) 'আসন্‌বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥' শ্লোকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ :—'প্রতিযুগে শরীর গ্রহণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিনটি বর্ণ ছিল। বর্তমানে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' এই প্রকার ব্যাখ্যা সাহি-ত্যাচার্য্য মহাশয় দোষযুক্ত বলিয়াছেন। তিনি এই

থ্যার ক্রমভঙ্গ দোষ প্রদর্শন পূর্বক 'ইদানীং' শব্দের লিকাল' অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য অনর্থক বহু প্রয়াস রিয়াছেন। অধিকন্তু নিজমত স্থাপনের নিমিত্ত (৩য়পৃঃ) াত' বর্ণকে বলদেবের বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন র্থ পৃঃ)। কাজেই বলদেবকে দ্বাপরের অবতার এবং স্বয়ং গবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কলিযুগের অবতার বলিয়াছেন। অথবা ভয়কে দ্বাপরের অবতার বলিয়াছেন। এইস্থলে ষ্ণকে দ্বাপরের অবতার বলিলে বিভুপদ বাবুর ব্যাখ্যার নুকূল হয়, কৃষ্ণকে দ্বাপরের অবতার না বলিয়া লদেবকে দ্বাপরের অবতার ও কৃষ্ণকে কলির অবতার লিলে একবৎসরের ব্যবধানে দ্বাপর ও কলির অবতার ল্পনা করিতে হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। আবার াঁহার গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ র্ত্যধাম ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কলি প্রবৃত্ত হইয়াছে'। ইহা ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে (১২।২।২৯)। এই উক্তি আর 'ইদানীং শব্দে দ্বাপরের সন্ধ্যাংশকে কলিকালও বলা চলে' এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে কি প্রকার সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সুধীগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্বসূরিগণের মতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এই শ্লোকে কোন ক্রম বিবক্ষিত হয় নাই, কেবল মাত্র চারিযুগের চারিবর্ণের কথা বলা হইয়াছে। ক্রম সম্বন্ধে একাদশ স্কন্ধে কোন্ যুগে কোন্ বর্ণের অবতার উপাসিত হইবেন বর্ণনা করিতে গিয়া যুগক্রমের বিবক্ষা করিয়াছেন। যথা—'কৃতে শুক্ল·····ইত্যাদি।'

এই শ্লোকের স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লেখক কি প্রকার অতি সাধারণ ভুলগুলি করিয়াছেন, তাহা যে কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। 'ইদানীং' শব্দকে 'কলিযুগ' অর্থ করিয়া তিনি একাধিক ভুল করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন—'কলিযুগে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ বিগ্রহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কলিযুগে কল্কিই একমাত্র ভগবানের অবতার। তিনি কলির শেষে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার বর্ণও কৃষ্ণই হইবে।' এক্ষেত্রে গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে, কল্কির কথা তিনি আদৌ বলেন নাই। শুক্লাদি অবতার দশ বা দ্বাবিংশ অবতারের অন্তর্গত নহেন। তাহা যদি হইত, অবতার-প্রকরণে সেইরূপই উক্ত হইত। তৃতীয়তঃ 'ইদানীং' শব্দকে সন্ধ্যাংশ বলিয়া উল্লেখ করতঃ কলিযুগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সন্ধ্যাংশ পরবর্ত্তী যুগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেই যুগের সন্ধ্যাংশ, সেই যুগেই গৃহীত হয়। প্রমাণ :— 'ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন্ দিব্যে বর্ষসহস্রকে। সসন্ধ্যাংশে সুনিঃশেষে কৃতন্তু প্রতিপদ্যতে॥ (মৎস্য পুরাণ ২৭৩।১১)।' সন্ধ্যাংশ সহিত দিব্য বর্ষসহস্র পরিমাণ কলিযুগ গত হইলে কৃত (সত্য) যুগ আরম্ভ হয়। আরও 'যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥' (ভাগবত ১২।২।৩৩।) বিষ্ণুপুরাণে পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছিলেন,—'যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সত্যজ্য মেদিনীম্। তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকেয়ো বলী কলিঃ॥' (৫।৩৮।৮)॥ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল কলিযুগ নহে। মহাভারতের বনপর্বে ১৪৯ অধ্যায়ে শ্রীভীমের নিকট শ্রীহনুমান বলিতেছেন—'অচিরেই কলিযুগ প্রবৃত্ত হইবে'। যথা— 'ইদং কলিযুগং নাম ন চিরাৎ প্রতিপৎস্যতে'। (মহাভারত বনপর্ব্ব ১৪৯।৩৯)॥ সুতরাং যখন 'নচিরাৎ' বলিতেছেন, তখন কলি প্রবৃত্ত হয় নাই। 'হে ভীম! পূর্বে তোমার নিকট যে যুগের লোকের স্বভাবাদির কথা বর্ণনা করিয়াছিলাম, ইহারই নাম কলিযুগ। এই কলিযুগ অচিরকাল মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণ দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং 'ইদানীং' শব্দে দ্বাপর যুগই, কলিযুগ নহে। যদি শ্রীকৃষ্ণকে কলিযুগের অবতার ধরা হয়, তবে শ্রীরামচন্দ্রকেও দ্বাপরের অবতার বলিতে হইবে। উভয়েই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধ্যাংশে এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর ও কলির সন্ধ্যাংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রমাণ—'সন্ধ্যাংশে সমনুপ্রাপ্তে ত্রেতায়াং দ্বাপরস্য চ। অহং দাশরথী রামো ভবিষ্যামি জগৎপতিঃ॥'

(মহাভারত ৩৩৯।৮৫)॥ 'দ্বাপরস্য কলেশ্চৈব সন্ধৌ পার্থ্য-বসামিকে। প্রাদুর্ভাবঃ কংসহেতোর্মথুরায়াং ভবিষ্যতি॥' (মহাভারত শান্তি পর্ব ৩৩৯।৯০)॥ দেবর্ষি শ্রীনারদকে ভগবান্ বলিলেন—ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধি-সময়ে দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাম নামে বিখ্যাত হইব। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দুরাত্মা কংসের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত মথুরা নগরীতে আমার জন্ম হইবে। মাঘীপূর্ণিমায় কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। পরীক্ষিতের সময় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে বর্ত্তমান। এক এক নক্ষত্রে ১০০ বৎসর সপ্তর্ষি-মণ্ডল যুক্ত থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি সময়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল অশ্লেষা নক্ষত্রে যুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর প্রকট ছিলেন। 'শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকংবিভো।' (ভাগবত।) ভাস্করাচার্য্য তাহাই বলেন। (A History of Indiau Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta vol No. IV. page. 51.) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 'যুধিষ্ঠিরের সময়' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩১০১ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন— ৩১০১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। এইসব হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সন্ধ্যাংশ বলিতে দ্বাপর যুগই বুঝায়, কলিযুগ নহে।

সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বলদেবকে পীতবর্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করার চেষ্টা করিয়াছেন। 'পীত' শব্দে গৌরবর্ণ হইলেও বলদেব পীতবর্ণ নহেন, তিনি বরাবরই সিত অর্থাৎ শুভ্র গৌর। পীতগৌর হরিদ্রাভ। পীতগৌর বলিতে কেবলমাত্র মহাপ্রভুকে বুঝাইবে। ইহা পরে আলোচিত হইতেছে। 'গৌরঃ পীতে সিতেঽরুণে।' ইতি অমরঃ।

'ইদানীং' শব্দের অর্থ কলিযুগ করিতে গিয়া সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় মহাভারতের 'তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ।' অর্থাৎ 'তামস কলিযুগকে প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ হইবেন।' এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের অর্থে (৫ম পৃঃ) কলিযুগের অন্তে ভগবানের অবতারের বর্ণ যে কৃষ্ণবর্ণ, ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য 'তামসং যুগম্' অর্থে কলিযুগের শেষ বুঝায় না। কল্কিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এইরূপ অপকৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

লেখক মহাশয় 'গতঃ' শব্দের ব্যাকরণগত আলোচনা লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছেন। ইহা আমরা উপেক্ষাই করিলাম। কারণ 'ইদানীং' শব্দে বর্ত্তমান অর্থ হইলে তাহার সহিত অতীত বা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ার সম্বন্ধই হইতে পারে না।

সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় (৬পৃঃ) "পীতবর্ণকে কলিযুগের অবতারের বর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিলে মহাভারতের বনপর্বে ১৪৯ অধ্যায়ে 'দ্বাপরে চ যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে। বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুর্দ্ধা বেদ এব চ॥' অর্থাৎ দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দুইপাদ মাত্র অবশেষ থাকিবে, বিষ্ণু পীতবর্ণ প্রাপ্ত হইবেন এবং বেদও চারিভাগে বিভক্ত হইবে।"—এই শ্লোকের সহিত বিরোধ পরিহার করিয়া ভাগবতের পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে পীতবর্ণকে দ্বাপরযুগের অবতারেরই বর্ণ বলিতে হইবে। কলিযুগের বর্ণ বলা চলে না, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝায়", এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বুঝা উচিত যে, এই স্থলে মহাভারতের ঐ শ্লোকের উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। উহা সাধারণ যুগাবতার সম্পর্কিত। অন্যান্য পুরাণেও অনুরূপ শ্লোক আছে। পরন্তু বলদেব যুগাবতার নহেন, তিনি লীলাবতার। এই সম্পর্কে অর্থাৎ পীতবর্ণকে দ্বাপর যুগের অবতারের বর্ণ বলিতে গিয়া লেখক মহাশয় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সকলকেই 'বঙ্গনা-দোষদুষ্ট' এই অপবাদ দিয়া মহৎ নিন্দারূপ মহাঅপরাধ করিয়া মহাপ্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়াছেন।

মহাভারতের বনপর্বে হনুমানের উক্তিতে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে (কৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ১৩ অধ্যায়ে), স্কন্দপুরাণে (নাগর

খণ্ড ২৭২ অধ্যায়ে), হরিবংশে (৭১।৩১) এবং ভবিষ্য-পুরাণে, মৎস্যপুরাণে (২৭৩ অধ্যায়ে) দ্বাপরে যে পীতবর্ণ অবতারের কথা আছে, তাহা বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টা-বিংশতি চতুর্যুগের যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবদবতারের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবসুদেবের নিকট শ্রীনারদ বলিয়াছেন, সেই দ্বাপর ব্যতীত অন্যান্য দ্বাপরের যুগাবতার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। সেই বিশেষ দ্বাপরের অব্যবহিত পরের কলিব্যতীত অন্যান্য কলিতে যুগাবতার বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ হন। মহাভারতের বনপর্বে ১৪৯ অধ্যায়ে সাধারণ যুগাবতার এবং শান্তি-পর্বে ৩৩৯ অধ্যায়ে বিশেষ দ্বাপর যুগীয় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতারও বর্ণিত হইয়াছেন। তদ্রূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩শ অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে) সাধারণ যুগাবতার এবং ৫৪ শ্লোকে বিশেষ দ্বাপরে গোলোকনাথ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণাবতারের অন্তর্ভুক্ত রূপেই যুগাবতার সকল বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্ত "শুক্লোরক্ত·····গতঃ" ইতি বাক্যের ইদানীং শব্দের অর্থ দ্বাপরে। কারণ, উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডে ১২৮ অধ্যায় ১১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে শ্রীনন্দ-মহারাজকে বলিতেছেন—'গোলোকং গচ্ছ শীঘ্রঞ্চ সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ। আরাৎ কলেরাগমনং কর্ম্মমূল-নিকৃন্তনম্॥' 'গোকুলবাসিগণের সহিত শীঘ্র গোলোকে গমন করুন। শুভকর্ম্মবীজ-নাশক কলির আগমন অদূর-বর্ত্তী।' তখনও কলিযুগ আরম্ভ হয় নাই। স্কন্দপুরাণে প্রভাস খণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। তৎপরে ধর্ম্মাধর্ম্ম-মিশ্রিত দ্বাপরযুগ গত হইলে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইল। 'স্বধামসংস্থিতে দেবে·····। দ্বাপরে চ ব্যতিক্রান্তে ধর্ম্মাধর্ম্মবিমিশ্রিতে॥ সম্প্রাপ্তে বৈ মহারৌদ্রে যুগে বৈ কলিসংজ্ঞিতে॥' ইত্যাদি প্রমাণবচন দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন, সেই দ্বাপরের পরের কলিতে ভগবানের পীতবর্ণ অবতার হন। অর্থাৎ প্রতি কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে তিনিই পীতবর্ণে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং যখন স্বয়ংভগবান্ আবির্ভূত হন, তখন অন্যান্য যুগাবতারগণও অংশরূপে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত থাকেন। বর্ত্তমান দ্বাপরে এবং কলিতে পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ স্বতন্ত্র অবতার দৃষ্ট হন না। প্রতিকল্পে এইরূপ একবার মাত্র হইয়া থাকে। আরও প্রমাণ—মৎস্যপুরাণ (৬৯।৫।৮) 'বৈবস্বতাখ্যে সপ্তাতে ১পুমে সপ্তলোকবৃৎ। দ্বাপরাখ্যং যুগং তদ্বদষ্টাবিংশতিমং জগুঃ॥ তস্যান্তে স মহাদেবো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি॥ দ্বৈপায়নঋষিস্তদ্বদ্রৌহিণেয়োঽথ কেশবঃ। কংসাদি দর্পমথনঃ কেশবঃ ক্লেশ নাশনঃ॥' অর্থাৎ বৈবস্বতাখ্য সপ্তমমন্বন্তর উপস্থিত হইলে তাহার যে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগ, সে যুগের শেষ ভাগে সপ্তলোক-কর্ত্তা মহাদেব বাসুদেব জনার্দ্দন ভূভার হরণের জন্য দ্বৈপায়ন, রৌহিণেয় ও কেশব এই ত্রিধা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন। সেই বিষ্ণু কংসাদি-দর্প মথন করিয়া সকলের ক্লেশ অপনয়ন করিবেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে সাধারণ যুগাবতারগণ শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ এই ক্রমে অন্যান্য মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু বৈবস্বত মন্বন্তরের কেবল মাত্র অষ্টাবিংশতি দ্বাপর ও কলিতে কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবর্ণ ক্রমে স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হন। সাধারণ যুগাবতার পৃথক্ আবির্ভূত হন না। ইহাতে বিরোধের আদৌ অবকাশ নাই। সুতরাং গর্গাচার্য্যের 'আসন্ বর্ণা·····ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥' ইত্যাদি এবং করভাজনের 'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ·····ইত্যাদি' বচন বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলিকাল সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় দ্বাপর ও কলি বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি সংখ্যক হইতেছে।

অতএব সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের অবতার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তটি হয় তাঁহার অজ্ঞতাপ্রসূত অথবা কুতর্কনিষ্ঠ চিন্তাপ্রসূত অথবা তাঁহার বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) প্রসূত; দুর্বুদ্ধিতাবশতঃ তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল অর্থ গ্রহণ না

করিয়া প্রতিকূল অর্থ প্রচারের অপচেষ্টা বলবতী হইয়াছে জানিতে হইবে।

সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকের ৮ম ও ৯ম পৃষ্ঠায় স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত ১০ অবতার এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ২২ অবতারের উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধের পরে কল্কির পূর্বে মধ্যে কোন অবতারের প্রবেশ সম্ভব নহে এবং কাহাকেও অবতার বলিবার চেষ্টা অপচেষ্টা এবং উহার অনুকূলে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে।" ইহার উত্তরে আমরা বলিব—অপচেষ্টা বা অপব্যাখ্যা তাঁহারা নিজেরাই করিতেছেন এবং সেই দোষটি অপরের স্কন্ধে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ স্কন্দপুরাণের দশঅবতার বা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাবিংশ অবতারের কথা যে যে স্থলে বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শুক্লাদি যুগাবতার বা মন্বন্তরাবতারাদির কথা উক্ত হয় নাই। ৮ম স্কন্ধে মন্বন্তরাবতার ও ১১শ স্কন্ধে যুগাবতার উক্ত হইয়াছেন। মহাভারতেও শুক্লাদি যুগাবতার-প্রকরণে অন্যকোন অবতার বা দশাবতার-প্রকরণে শুক্লাদি অবতার উল্লিখিত হন নাই।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছেন। তাহা যদি না হইত, তবে 'অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ' বলা হইত না। এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোকও অন্য পুরাণে রহিয়াছে। যথা :—'পুনর্দশাবতারা হি বিষ্ণোর্দেবস্য চক্রিণঃ। নিয়মেন ভবন্ত্যেতে তথান্যেঽপি চ ভূরিশঃ॥' অর্থ—বিষ্ণুর দশ-অবতার এবং তদ্ভিন্ন অন্য অবতার বহু বহু হইয়া থাকেন। (স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ড বৈশাখমাহাত্ম্য ২০ অধ্যায়)। যুগাবতার-প্রমাণ—'অষ্টাবিংশ সহস্রাণি লক্ষাঃ সপ্তদশৈব তু। প্রমাণেন কৃতং প্রোক্তং যত্র শুক্লো জনার্দনঃ॥' (স্কন্দ পুঃ নাগর খণ্ড ২৭।১০) সত্যযুগের পরিমাণ সতর লক্ষ আটাইশ হাজার বৎসর। সেই যুগে ভগবান্ জনার্দন শুক্লবর্ণ হন। 'ততস্ত্রেতাযুগং নাম দ্বিতীয়ং সংপ্রবর্ত্ততে। বর্ষাণাং ষন্নবত্যাঢ্যা লক্ষা দ্বাদশসংখ্যয়া॥ (ঐ ৩০।) সোঽপি সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ শ্বেতদ্বীপাশ্রয়াশ্রিতঃ। তত্র রক্তত্বমায়াতি ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ॥ (ঐ ৩১॥)' শ্বেতদ্বীপপতি ভগবান্—গরুড়ধ্বজ সেই যুগে রক্তবর্ণ হন। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০ বৎসর। 'আকর্ণয় প্রযত্নেন দ্বাপরস্যাধুনাস্থিতিম্। লক্ষাষ্টকপ্রমাণেন তদ্যুগং পরিকীর্ত্তিতম্॥ চতুঃষষ্টিসহস্রাণি বর্ষাণাং পরিসংখ্যয়া। কপিলো জায়তে তত্র ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ॥ (ঐ ৫৪।৫৫।)' বর্ত্তমান দ্বাপরের প্রমাণ প্রযত্নে শ্রবণ কর। সেই যুগের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর। সেই যুগে ভগবান্ কপিলবর্ণ হইয়া থাকেন। 'রৌদ্রং কলিযুগং নাম যত্র কৃষ্ণো জনার্দনঃ। দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ সহস্রাণি বর্ষাণাং কথিতং বিভো॥ তথা লক্ষচতুষ্কেণ সাধুলোক-বিবর্জ্জিতম্॥' কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর। যে যুগে জনার্দন কৃষ্ণবর্ণ হন। (ঐ ৬৪।৬৫)) ঐ নাগর খণ্ডের ২৭১ অধ্যায়েও অনুরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়।

শ্রীধরস্বামিপাদও তাঁহার রচিত টীকায় বলিয়াছেন—'অনুক্ত সর্বসংগ্রহার্থমাহ অবতারা ইতি।' অর্থাৎ এই অধ্যায়ে যে সকল অবতারের কথা বলা হয় নাই (যেমন যুগাবতার, মন্বন্তরাবতারাদি) সেই সকল অবতারের সংগ্রহের জন্য 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ' উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার অধ্যাপক নবতীর্থ মহাশয় 'প্রণব-পারিজাত' নামক সংস্কৃত পত্রিকায় প্রথম দ্বিতীয়াদি সংখ্যা লইয়া যে শব্দ-শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের বহর দেখাইতে গিয়াছেন, তাহাও অনর্থক। কারণ এই প্রকরণে প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দ অবতারের সংখ্যা নির্ণয়ের নিমিত্ত বলা হয় নাই। ভাষা পরিচ্ছেদে 'পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ' ইত্যাদি স্থলে পদার্থের ন্যূনাধিক সংখ্যা ব্যাবর্ত্তনের বা নিষেধের নিমিত্ত সপ্তাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু এই স্থলে প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দ ন্যূনাধিক সংখ্যা ব্যাবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। কেবল মাত্র নির্দ্দেশের নিমিত্ত এইরূপ বলা হইয়াছে। সেই রূপ হইলে 'অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ' ইত্যাদি উক্তি অসঙ্গত হয়। শ্রীধরস্বামিপাদও 'স এব প্রথমং দেব কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।' (১।৩।৬) ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন 'প্রথমদ্বিতীয়াদিশব্দাঃ নির্দ্দেশমাত্রবিবক্ষয়া' ইতি। যদি প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দ সংখ্যানিয়মনের জন্য ব্যবহৃত হইত,

তাহা হইলে 'জগৃহে পৌরুষং রূপম্' (১।৩।১) ইত্যাদি পুরুষাবতারের কথা এবং 'জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তিমেঽঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তেঽধুনা বক্তুমনন্তত্বাৎ ময়াপি হি।' অর্থাৎ আমার জন্ম বা অবতার, কর্ম্ম বা লীলা এবং নাম সহস্র সহস্র, অনন্ত বলিয়া আমিও বলিয়া শেষ করিতে পারি না। (ভাঃ ১০।৫১।৩১) ইত্যাদি মুচুকুন্দের প্রতি ভগবদ্বচন অসঙ্গত হইয়া পড়িত। স্কন্দপুরাণের 'তথান্যেঽপি হি ভূরিশঃ' এই বাক্যের সহিত এক-বাক্যতা রক্ষিত হইত না, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

লেখক মহাশয় তাঁহার পুস্তকে এবং তাঁহার অধ্যাপক নবতীর্থ মহাশয় প্রণব-পারিজাত পত্রিকায় 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ' এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :— 'অবতারা উক্ত দ্বাবিংশতিঃ অবতারা অসংখ্যেয়াঃ— প্রত্যেকং ব্যক্তিতঃ অসংখ্যেয়া ইত্যর্থঃ।' তিনি দ্বাবিংশতি সংখ্যার সহিত অসংখ্যেয়াঃ এই উক্তির বিরোধ আশঙ্কা করিয়া সমাধানের যে অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক, ইহাতে যুক্তি বা যুক্তির আভাসও নাই। ইহা প্রসিদ্ধ পরিত্যাগ ও অপ্রসিদ্ধ কল্পনা দোষে দুষ্ট। কোনও আচার্য্যপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা যে অর্থ সঙ্গত ও স্বাভাবিক, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, যেমন অক্ষয় সরোবর হইতে শতসহস্র অল্পপ্রবাহ-বিশিষ্ট নদী নির্গত হয়, তাহার সহিত এই ব্যাখ্যার কোন সামঞ্জস্য নাই, ইহা যে কোন সুধীব্যক্তি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবেন। যেমন সত্যযুগে শুক্লাবতার বা ত্রেতাযুগের রক্তাবতার কোন অবতারের পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই, সেইরূপ বুদ্ধ বা কল্কির মধ্যে কোন অবতারের আগমনের কথা উল্লেখ না থাকিলেও কোন যুগাবতার আসিতে পারেন না, এইরূপ কথা চলে না। যখনই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, তখনই যুগাবতার আবির্ভূত হন। কিন্তু স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে ২৭২ অধ্যায়ে কল্কির পূর্বে কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতারের কথা পাওয়া যায়। ইনি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ নহেন, যথা—ততঃ কলিযুগং প্রোক্তং চতুর্থঞ্চ সুদারুণম্। কৃষ্ণত্বং যাতি দেবোঽপি তত্রৈব চ চতুর্ভুজঃ॥ সুদারুণ চতুর্থকলিযুগ উক্ত হইয়াছে, সেইযুগে চতুর্ভুজ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হন। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চতুর্ভুজ এবং কৃষ্ণ এক নহেন। উদ্দেশ্য বিধেয় এক হইলে শব্দবোধ হয় না। যেমন ঘট কলস হয় অথবা ঘট ঘট হয় এইরূপ বলিলে কোন অর্থ হয় না। মহাভারতেও 'তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণোভবতি কেশবঃ' স্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য কেশব হইতেছেন বাসুদেব আর বিধেয় কৃষ্ণ হইতেছেন কলিযুগাবতার।

সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় ১৩ পৃঃ মন্তব্য করিয়াছেন— 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য'……(ভাঃ ১০।৮।১৩) ইত্যাদি শ্লোকটিই মহাপ্রভুর অবতারবাদিগণের মূলভিত্তি। এই ভিত্তির উপরেই ভাগবতের আরও কয়েকটি শ্লোকের অনুকূল ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রভুর অবতারবাদরূপ কাল্পনিক সৌধ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছেন।" এইরূপ উক্তি অত্যন্ত মাৎসর্য্যের পরিচায়ক। এই শ্লোকটি মহাপ্রভুর অবতারবাদিগণের মূলভিত্তি হইলে ক্ষতি কি? এবং অন্যান্য শ্লোকের ইহার অনুকূল ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবেনা কি প্রতিকূল ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে? এই শ্লোকের সমর্থক বা অনুরূপ বহুশ্লোক অন্যান্য পুরাণাদিতেও (যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড) দৃষ্ট হয়। চারিযুগে চারি অবতারের কথা অন্যান্য পুরাণে ও মহাভারতে রহিয়াছে, কেবল ভাগবতে নহে। মহাপ্রভুর অবতারবাদ 'বাদ' নহে এবং ইহা কাল্পনিকও নহে। ইহা পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যকে সকলে দৈনন্দিন দেখিতে পাইলেও অন্ধ ও উলূকগণ কোনদিনই দর্শন করিতে পারে না। সেই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানের তত্ত্ব মৎসরপণ্ডিতম্মন্যগণ কোনদিনই বুঝিতে সমর্থ হইবে না। কলিকালের বয়স যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ততই বিশ্বের সুমনীষিসমাজে মহাপ্রভুর বাণী, তাঁহার অলৌকিক লীলা এবং তাঁহার ভক্ত ভাবাবৃত ভগবত্তা বিশেষভাবে অনুধ্যানের বিষয় হইতেছে।

লেখক মহাশয় ১৪ পৃঃ 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥' (১১।৫।৩২-ভাঃ) শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'গৌরবর্ণ কোন অবতারের অনুকূলে এই শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি?' ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন অন্যান্য পুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে এবং মহাভারতে চারিযুগে চারিবর্ণের যুগাবতারের কথা উক্ত হইয়াছে, তখন সত্যাদি তিনযুগের যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ অবতারগণের কথা বলার পর পীত (গৌর) বর্ণের কথা কোথায় বলা হইবে? তাহা কি কলিযুগের যুগাবতার সম্বন্ধে বলা হইতেছে না? লেখক বলিয়াছেন—'যদি অন্যকোন বচনের দ্বারা কলিযুগে গৌরবর্ণ কোন অবতারের প্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে অবশ্য তাহার সার্থক্যের জন্য এইরূপ বলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইত।' এস্থলে আমরা বলিতে চাই যে, বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলিতে বর্ণের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। এই ভাগবতবচন বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলিবিষয়ক। 'কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ', 'ত্রেতায়াংরক্তবর্ণোঽসৌ' 'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ' ইত্যাদি বচন অনুশীলন করিলে কলিযুগে অবশ্যই পীতবর্ণের অবতারের কথা 'পারিশেষ্য' ন্যায়ানুসারে আসিতে বাধ্য। আমরা 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য·····', 'অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ' ইত্যাদি শ্লোকের মহাজনানুমোদিত ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছি যে, দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যেও যুগাবতার আবির্ভূত হইতে পারেন। নতুবা সেই সব বচন গুলি অলীক হইয়া পড়ে। ইহা সর্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যে সব অবতারের কথা সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় তালিকা ভুক্ত করিয়াছেন, যুগাবতারগণ তাঁহাদের অন্তর্গত নহেন। অন্তর্গত হইলে পৃথক্ বচন মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে প্রদর্শিত হইত না। তাঁহারা সব অবতারকে সমান ভাবে চালাইতে গিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। আবার বলদেবকে স্বেচ্ছায় পীতবর্ণের অবতার কল্পনা করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগাবতার কল্কির মতভগবদাবিষ্ট জীববিশেষ, তাঁহাকে 'ত্বিষা কৃষ্ণঃ' শব্দে বলা হইয়াছে। বিশেষ কলিযুগাবতার 'গৌর', তাঁহাকে 'ত্বিষা অকৃষ্ণঃ' শব্দে বলা হইয়াছে। মহাপ্রভু যে পীতবর্ণের অবতার, এই চিরন্তন সত্যকে গোপন করিতে গিয়া বলদেবের বর্ণের শুভ্রতাকে গোপন করিয়াছেন। লেখক (১৪।১৫ পৃঃ) বলিয়াছেন—'এইরূপ অবতারকে হৃদয়স্থ করিয়া উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজনই নহে, অসমীচীনও বটে।' ইহাকে লেখক মহাশয়ের বালোচিত কোলাহল বলা চলে। তিনি নিজেই কৃষ্ণস্থলে কল্কিকে হৃদয়স্থ করিয়াছেন। অবতারকে হৃদয়স্থ করার কি প্রয়োজন? ইহা কি কোন কাল্পনিক বস্তু নাকি যাহা লুকাইয়া রাখিতে হইবে? ইহাত সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনযুগে তিন অবতার হইলে আর বাকি একটি যুগে পীতবর্ণের অবতার হইবেন। ইহা বুঝিবার জন্য বিরাট্ মস্তিষ্ক আলোড়নের প্রয়োজন হয় না। অতএব গৌর (পীত) বর্ণের অবতারের অনুকূলে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ প্রয়োজন এবং এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে শাস্ত্রবাক্যকে কদর্থিত করিয়া আপনাকে ও অপরকে বঞ্চনা করা হয়।

লেখক মহাশয় (১৫পৃঃ) একাদশস্কন্ধের ৫মাধ্যায়ের নবযোগীন্দ্র প্রকরণে পঠিত শ্লোকগুলি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে—'ঐ প্রকরণে কলিযুগে প্রধানতয়া উপাস্য ভগবদ্বিগ্রহের কথাই বলা হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু কলিযুগের অবতার কি তাহা ঐ প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহে। ইহা ঐ প্রকরণের উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ এবং উপসংহার অর্থাৎ শেষ দেখিলেই বুঝা যাইবে।' ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র এইস্থানের প্রশ্নোত্তরকে যে উপক্রম উপসংহার বলিয়া বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, কেবল এই স্থানে উপাসনার কথা আরম্ভ হয় নাই; ইহা আরম্ভ হইয়াছে ১১।৩।৪৮ শ্লোকে। যথা-'মহাপুরুষমভ্যর্চেৎ মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ।' সেই মহাপুরুষের অভ্যর্চনার জন্য অবতারজ্ঞান অপেক্ষিত হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর-ছলে অবতারগণের কথা উক্ত হইয়াছে। অবতরণ

ব্যতিরেকে তাঁহার উপাসনা সম্ভব হয় না। সুতরাং উপাস্যই অবতার, ইহা সহজেই বুঝা যায়। শ্রীধর স্বামিপাদের উক্তির দ্বারা আমাদের যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। যথা—মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ইত্যনেনাত্মনঃ প্রিয়মবতারং পূজয়েৎ ইত্যুক্তে অবতারজ্ঞানমপেক্ষিতম্। তথা স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিমিত্যুক্তে (১১।৩।৫৩) গুণকর্ম্মজ্ঞানঞ্চ অপেক্ষিতম্, অতঃ পৃচ্ছতি যানি যানীতি। অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিজের প্রিয় অবতারকে পূজা করিবে, এইরূপ উক্ত হওয়ায় উপাস্যের অবতারজ্ঞান অপেক্ষিত হইয়াছে এবং 'স্তবের দ্বারা স্তুতি করিয়া হরিকে প্রণাম করিবে' এই উক্তিতে গুণকর্ম্মজ্ঞানের অপেক্ষা রহিয়াছে। সুতরাং কলিযুগের উপাস্যই কলিযুগের অবতার। আরও ১১।৪।১৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—যেখানে অবতারের নাম নাই, সেখানে 'বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণঃ' ইত্যাদি অনুবৃত্তি করিবে। দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে বলিতেছেন-'স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিন্ত্য নিজমায়য়া। করিষ্যত্যুত্তমশ্লোকস্তদ্ধ্যায়েদ্ধৃদয়ঙ্গমম্।' উত্তমশ্লোক ভগবান্ স্বেচ্ছাবতার চরিতসমূহ দ্বারা যাহা করিবেন, তাহা ধ্যান করিবে। তখন অবতার-প্রাচুর্য্য ছিল না। এইজন্য যে অবতার হইবেন, তাঁহার ধ্যান করিবে (৪।৮।৫৭)। যং করিষ্যতীতি তদানীমবতারপ্রাচুর্য্যাভাবাৎ (টীকা)। এখানেও উপাসনার জন্য অবতার জ্ঞানের অপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। উপাস্য অবতার নহেন, একথা অজ্ঞতা বা বঞ্চনেচ্ছাপ্রসূত। যখন উপাসনার জন্য অবতারজ্ঞানের অপেক্ষা আছে, তখন উপাস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইলে অবতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হয় না, ইহা হইতে পারে না এবং একাদশের চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারবিষয়ক প্রশ্নোত্তর অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ৫ম অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া যুগোপাস্য বা যুগাবতারের প্রশ্নও নিরর্থক হয়। অতএব কোন্ যুগে কোন্ বর্ণের অবতার উপাস্য, তাহাই সেই স্থলের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। 'কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ' ইত্যাদি স্থলে 'ভবতি' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অবতরণের অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই উপাস্যের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, অবতারের কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই—এইরূপ উক্তি কুমনীষাপ্রসূত।

যুগোপাস্য বা যুগাবতার বিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে—কোন্ যুগের উপাস্য বা অবতারের বর্ণ, নাম, আকৃতি ও উপাসনাবিধি কিরূপ—এই চারিটি। ইহার উত্তরে করভাজন যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে—সত্যযুগাবতারের বর্ণ শুক্ল; নাম—হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত, পরমাত্মা; আকৃতি-চতুর্বাহু, জটাযুক্ত, পরিধানে বল্কল, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, জপমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী; উপাসনাবিধি—তপস্যা বা ধ্যান। ত্রেতায় বর্ণ—রক্ত; নাম—বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত, উরুগায়; আকৃতি—চতুর্বাহু, মেখলাশ্রয়যুক্ত, হিরণ্যবর্ণকেশ, বেদত্রয়স্বরূপ, স্রুক্‌স্রুবপ্রভৃতি যজ্ঞোপকরণ সহিত; উপাসনা-বিধি—বেদত্রয়ে উক্ত কর্ম্ম। দ্বাপর যুগে ভগবানের বর্ণ—শ্যাম (কিন্তু সাধারণ দ্বাপরে পীত), নাম-বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ ঋষি, পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব, সর্বভূতাত্মা, (যেমন কৃষ্ণের বর্ণ শ্যাম, নামও শ্যাম, এইরূপ অন্য যুগাবতার সম্বন্ধে সেই সেই বর্ণ ও সেই সেই নাম জানিতে পারা যায়); আকৃতি—পীতবস্ত্র, নিজের অস্ত্রসহ বর্ত্তমান, শ্রীবৎস প্রভৃতি অঙ্গচিহ্ন ও কৌস্তুভাদি বাহ্যচিহ্নযুক্ত; উপাসনাবিধি-অর্চ্চন। বিশেষ কলিযুগের উপাস্য অবতারের কথা অন্যযুগের উপাস্য অবতারের মত উক্ত হয় নাই, কিছু বিশেষ আছে। সাধারণ কলিযুগের উপাস্য অবতার কৃষ্ণ। কলিতে যে প্রকার তাহা শ্রবণ করুন। 'কৃষ্ণাবপি তথা শৃণু'—এই কথার দ্বারা শ্রোতাকে সাবধান করিতেছেন। অন্য যুগাবতার সম্বন্ধে এইরূপ সাবধান-বাণী উচ্চারিত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে

ধর্ম্মসভায় বিশিষ্টব্যক্তিগণের অভিভাষণ

শান্তিলাভের উপায়

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ সভামণ্ডপে বিগত ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী শুক্রবার পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শান্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় স্বামীজী মহারাজগণের সারগর্ভ ভাষণ আমাদিগকে জ্ঞান দান করবে। সংসারী লোকের কি করে শান্তি লাভ হবে। আমরা কি সত্যিই শান্তি চাই? শান্তি পেতে গেলে শান্তির পথে আমাদিগকে চল্‌তে হবে। সামান্য কারণে অশান্তি এসে উপস্থিত হয়। এজন্য অশান্তির কারণ কি তা' বুঝ্‌তে হবে। লোভ বাসনাদি প্রকৃত শান্তির অন্তরায়। এটা আমরা অনেক সময় ঠেকে শিখি। পুত্র যখন অসুস্থ হয়—যখন তার জন্য বহু চেষ্টা করেও তাকে সুস্থ করতে কিংবা বাঁচাতে না পারি, তখনই আমরা বুঝি আমাদের হাত নাই—সবই ভগবানের হাত। আমরা অনেক সময় মুখে বলি ভগবান্ সব করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সে-ভাবে বিশ্বাস করে চলি না। পার্থিব অহমিকা আমাদিগকে বিপথে চালিত করে। প্রকৃত শান্তি পেতে পারা যায় ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পার্‌লে। শ্রীমঠের অধ্যক্ষ মহারাজ বল্লেন শান্তি ও অশান্তির অনুভব মনের। আমরা কি করে সেই মনকে স্থির করবো? দুধ ও জল একসঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু দুধ মাখনে পরিণত হলে তখন জলে মিশে না বা ডুবে যায় না, ভেসে থাকে। ঠিক তদ্রূপ মনও ইন্দ্রিয়াদি সংসার বিষয়ের সহিত মিশে আমাদিগকে সংসারে ডুবিয়ে দেয় কিন্তু ভগবানের কীর্ত্তন ও আত্ম-নিবেদনের দ্বারা সেই সকল ইন্দ্রিয়াদি মাখনে পরিণত হলে তখন আমরা আর ডুব্‌বো না, ভেসে থাক্‌বো। শ্রীভগবদিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে পার্‌লেই প্রকৃত শান্তি লাভ সম্ভব। আজ ধর্ম্মসভায় যোগদান করে আমাদের সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ হলো। এতেই আমাদের মঙ্গল হবে।"

প্রধান অতিথি শ্রীরামকুমার ভুয়াল্‌কা বলেন,—"শান্তি ও অশান্তি সবই মনের। কোনও চাহিদা না থাক্‌লে ইচ্ছা থাক্‌বে না, ইচ্ছা না থাক্‌লে কোন চিন্তাও থাক্‌বে না। যার কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, সে বাদশাহের বাদশাহ। চাহিদার কোনও শেষ নাই, সহস্রপতি লক্ষপতি হ'তে চায়, লক্ষপতি কোটিপতি, কোটিপতি আরও কিছু রাজ্যাধিপতি হতে চায়। কেউ বা মন্ত্রী হতে চায়, মন্ত্রী হলে পর মুখ্যমন্ত্রী হতে চায়, আবার মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পার্‌লে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে চায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রী হতে চায় এই ভাবে চাহিদার কোনও পরিসমাপ্তি নাই। এতে কখনও শান্তি লাভ হ'তে পারে কি? সংসারে আমরা যখন যে অবস্থায় থাকি না কেন adjustment ক'রে চল্‌তে পারলেই আমাদের অশান্তি দূর হতে পারে। আমরা অনেক ভাল ভাল কথা শুনি ও বলি কিন্তু তার কোনও ক্রিয়া আমাদের উপর হয় না, বাস্তব জীবনকে আমরা সে-ভাবে পরিচালিত করি না।"

শ্রীচৈতন্যদেবের দান বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সভাপতির অভিভাষণে বলেন— "শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ, অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী, কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহধারী, সকল অবতারের অবতারী, অশেষ গুণান্বিত, সর্ব্বদুঃখহারী, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, দীননাথ, ভক্তবৎসল,

কোটিকন্দর্পমোহন মুরলীগীতগানকারী ও অতুলনীয় সৌন্দর্য্যশালী। এত বরণীয়, এত মহৎ যিনি, তিনি ভক্তের স্তব শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছেন। আমাদেরও ডাক্ শুনবেন যদি আমরা ভক্তিভাবে তাঁকে ডাকতে পারি। দ্রৌপদীর আর্ত্তনাদ তিনি শুনেছিলেন। তিনি পরিপূর্ণবস্তু, তাঁর কোনও অভাব নাই। কিন্তু তিনি অনুরাগের, ভালবাসার প্রত্যাশী, এটা তাঁর স্বভাব। যেখানে ভক্তগণ তাঁর মহিমা গান করেন সেখানে তিনি থাকেন। 'মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।' কোন আড়ম্বর, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, বাগ্মীতার আবশ্যক করে না, শুধু চাই—ভালবাসা। সে ভালবাসা হবে নির্ম্মল, তা'তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা থাকবে না। ভক্ত নিজ দুঃখকে গণনা করেন না—চান ভগবৎপ্রীতি। 'সে-সব দুঃখ কিছু না মানি। তোমার কুশলে কুশল জানি।' তাঁরা কৃষ্ণ-সুখে সুখী। 'না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হইল মহাসুখ, সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥' (চৈঃ চঃ অ ২০।৫২) এরূপ বিচার যেখানে—সেখানে দুঃখ থাকতে পারে না। কেহ যদি ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে অন্তরঙ্গ প্রিয় নাম উচ্চারণ করেন, সাধ্য কি তিনি বধির—নিশ্চল থাকেন। যাঁর কাম নেই—ভালবাসা আছে, তাঁর কাছে তিনি বন্দী। তাঁকে পাবার এমন যে সহজ উপায়, তা'তে আমার রুচি হচ্ছে না। কোন মূল্য দিয়ে সেই ভালবাসা উপার্জ্জন করতে হবে না। ভক্তি আমার স্বভাবের ধন। নানা প্রকার ইতর-বাঞ্ছা এসে সেই ভক্তিভাবকে ঢেকে ফেলেছে। পরম কারুণিক রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তভাব নিয়ে স্বয়ং প্রেমে উন্মত্ত হয়ে সেই স্বভাবকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, এত মহাবদান্য তিনি। দিবাকর ও নিশাকর-রূপে উদিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জীবের হৃদয়ের অজ্ঞানতম নাশ করে প্রেম প্রদান করেছিলেন। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥" নিরন্তর হরিকথা শুনতে শুনতে বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবানে রতি লাভ হয়। বিশুদ্ধ ভক্তিতে ভোগ-বাঞ্ছা ত' থাকেই না, এমন কি মুক্তি বাঞ্ছাও থাকে না। সেই বিশুদ্ধ ভক্তি দিতে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বনের পশু পাখীও ভালবাসতে পারে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভালবাসতে পারে—তা' শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অচিন্ত্য শক্তিমত্তার-দ্বারা দেখিয়ে গেলেন। 'জীব নিস্তারিব কৃষ্ণভক্তি দিয়া।' ভক্তিই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। যে ভালবাসা আমরা জগৎকে দিয়েছি, সেই ভালবাসা ভগবান্‌কে দিতে হবে। "বিষয়েতে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥" "প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার? রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥" "সেই সে বিদ্যার বল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥" শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তি উপদেশ ছাড়া অন্য উপদেশ করেন নাই। তিনি কৃষ্ণদাস হতে বলেছেন। "কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু। কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু।" কৃষ্ণদাস আর কারও দাস হন না। কৃষ্ণদাসই প্রকৃত অঋণী। 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।' তুমি অকাম হও, সর্ব্বকাম হও বা মোক্ষকাম হও, যদি তোমার উদার বুদ্ধি থাকে তা' হলে তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষের আরাধনা করবে। শুদ্ধভক্ত বা কৃষ্ণদাসই প্রকৃত স্বাধীন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংসারাশ্রম অঙ্গীকার করলেন। গৃহস্থাশ্রমে থেকে কি-ভাবে ভক্ত্যনুকূল ধর্ম্মাচরণ করতে হয়, সে শিক্ষা দিলেন। সাধারণ লোক ত্যাগেতে আকৃষ্ট হয়। এজন্য তিনি সকলকে কৃপা করবার জন্য ছাড়লেন বৃদ্ধা মাতা, ছাড়লেন প্রেমনির্ভরা বধূ, ছাড়লেন যশ ও প্রতিষ্ঠা। তিনি দীন হীন কাঙালের বেষে হরিনাম বিলিয়েছেন। ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবকে তিনি পরমতম উপাস্য নন্দনন্দন কৃষ্ণের উপাসনার অধিকার দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন—কুতর্ক ছাড়, জ্ঞানমার্গ ছাড়, তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম এ বুদ্ধি ছাড়, তুমি সেই নও। তুমি তাঁর দাস। সম্ভোগে সুখ নাই,

সেখানে নিশ্চিন্ততা নাই, অব্যক্তে লীন হ'য়ে যাওয়াতেও সুখ নাই। একমাত্র ভক্তই নিশ্চিন্ত ও সুখী। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বশুভদ ও সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীহরিনাম করবার জন্য বল্লেন। তাতে জাতি-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, উচ্চ নীচের কোনও বিচার নাই—সকলেই অধিকারী।

"যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।"
'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি।
কবে বা ছিল এ রঙ্গ।'

প্রধান অতিথি শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—"আজ আমার অতিশয় আনন্দ ও গৌরব অনুভব হচ্ছে, মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ আমাকে মঠের একজন বলে মনে করেছেন। আমাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমি তাঁ'দের অমূল্য কথা শুনবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখানে এসেছি। আমি আপনাদের মতই একজন শ্রোতা। আজ যিনি সভাপতিরূপে উপস্থিত হয়েছেন, তিনি একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক। তিনি বিচারক থাকাকালে তাঁর সান্নিধ্যে আসবারও সুযোগ পেয়েছি। তাঁর মুখে অনেক মূল্যবান কথা আপনারা শুনবেন। এখানে এসে আমরা যে এত আনন্দ পাচ্ছি তার মূলে রয়েছে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের আপ্রাণ সেবা-প্রচেষ্টা। তাঁরা প্রতি বৎসর ধর্ম্মসভার আয়োজন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণের মুখে তাঁর চরিত্র, শিক্ষা ও অবদান সম্বন্ধে শুনবার সুযোগ দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁরাই বল্‌বার অধিকারী। ধর্ম্মালোচনা করতে আমরা অনেক সময় ভয় পাই, পাশ কাটিয়ে চল্‌তে চাই, সামাজিক অনেক অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয়। আমরা হিন্দু, হিন্দু-ধর্ম্ম আলোচনা করবো, তাতে আমাদের এত সঙ্কোচ কেন? এই প্রকার চিত্তবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে অপূর্ব্ব রত্নভাণ্ডার আছে। আপনাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনারা অন্যত্র কোথাও কি এত আনন্দ পেতেন? আনন্দ না পেলে এতক্ষণ ধরে আমরা শীতে বসে থাকতে পারতাম না।"

আসাম প্রচার-সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কলিকাতা মঠ হইতে সপার্ষদে যাত্রা করিয়া বিগত ৩০ জানুয়ারী রবিবার হইতে ৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত আসাম প্রদেশস্থ দরং জেলার সদর তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে, ৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কামরূপ জেলার সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে এবং তৎপর ১৫ ফেব্রুয়ারী হইতে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করতঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিশ্ববাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীব্যাস-পূজা তদীয় অধস্তন ও প্রিয় পার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে সরভোগ (চকচকাবাজারস্থ) শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও উক্ত শুভবাসরে শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন ও কৃপা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু শত ভক্ত আসিয়া মঠে সম্মিলিত হন। ৯ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীব্যাসপূজা

তিথির অধিবাস উপলক্ষে অপরাহ্ণে ভক্তগণ শ্রীমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে বাহির হইয়া নগর পরিভ্রমণ করেন। সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদিগকে শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস বাসরের তাৎপর্য্য ও কৃত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শ্রীব্যাসপূজা দিবস সুসজ্জিত মঞ্চে সংস্থাপিত শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক বিভিন্ন উপাচার সহযোগে সম্পূজিত হইলে তদানুগত্যে সমুপস্থিত ভক্তগণ সকলেই অঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। অপরাহ্ণ ৪ টায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভায় বড়পেটা স্কুলের শিক্ষক শ্রীচন্দ্রকান্ত মিশ্র, শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যাবিনোদ বক্তৃতা করেন। তৎপর দিবস ১১ ফেব্রুয়ারী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী, শ্রীদীননাথ ব্রজবাসী ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী বক্তৃতা করেন।

বিভিন্ন মঠে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং ভারত ও পূর্ব্ব পাকিস্থানে বিভিন্ন শাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্র সমূহে ১০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে শ্রীব্যাসপূজা সুসম্পন্ন হয় এবং পূর্ব্বাহ্ণে বহু নরনারী ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চায় ভক্ত্যর্ঘ্য প্রদান করেন। ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী দুই দিন সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার প্রচারকবৃন্দ সমগ্র ভারতের দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মহিমা ও উপদেশাবলী এবং তদীয় আবির্ভাব ভূমি শ্রীধাম-নবদ্বীপ অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরের মহিমার কথা প্রচার করিতেছেন। সুকৃতি সম্পন্ন জনগণ তাঁহাদের প্রচার কার্য্যে নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আগামী ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ সোমবার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শুভ আবির্ভাব তিথি পূজা দিবস অপরাহ্ণে **শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে** শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের মহিমা ও উপদেশাবলী প্রচার কার্য্যের সাহায্যকারী সজ্জনগণের সমাচরিত সৎকার্য্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে এবং তৎপর শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার সভ্যবৃন্দ সত্যানুরাগী সজ্জন মাত্রকেই ভগবান শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শুভ আবির্ভাব বাসরে উক্ত সভায় যোগদান করত তদীয় লীলাস্থল সমূহ দর্শন ও তদীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ইতি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান (নদীয়া)
১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সন

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮০ বঙ্গাব্দ—১৩৭২-৭৩

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র-ব্রতোৎসব-পঞ্জী ১ বিষ্ণু, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গসরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া.

এখানে কোমলমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৭২

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৭২। ২২ বিষ্ণু, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, মঙ্গলবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৬৬। | ২য় সংখ্যা

অকৃত্রিম আচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই

অকপট শ্রৌতপথানুসরণকারীই অকৃত্রিম 'তৃণাদপি-সুনীচতা'র শিক্ষক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ওঁ নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—এই শ্লোকটী ব'লে একদিন শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-বন্দনা ক'রেছিলেন। হে কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', রূপ—'গৌর', গুণ—'মহাবদান্যতা', লীলা—'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান'। এরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। শ্রোতা কে?—শ্রীগৌরসুন্দর। আর বক্তা কে?—শ্রীরূপ-গোস্বামী। তৃতীয় ব্যক্তি—আমার মত একজন দাম্ভিক একথা শুন্‌লে। নিরহঙ্কার প্রকাশ ক'চ্ছেন কে?— রূপ-গোস্বামী প্রভু। শ্রবণ ক'চ্ছেন কে?—শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি কে? তা'র কথা আমি বলি—তিনি বলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

কেহ যদি মহাপ্রভুর নিকট এসে বলেন,—"আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন" তখন তিনি কাণে হাত দেন; বলেন,—

কৃষ্ণকে "কৃষ্ণ", ব'ল্‌তে হয়, আমি ক্ষুদ্রজীব, আমাকে তা' ব'ল্‌তে নেই। হরি-কীর্ত্তন কা'র দ্বারা সম্ভব? যাঁ'র চা'র প্রকার গুণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়,— (১) তৃণাদপি-সুনীচতা। তৃণ—গো-গর্দ্দভ মানব সকলের দ্বারাই পদদলিত হয়—সেই 'তৃণ' অপেক্ষাও আমি ছোট। জগতের যত অহঙ্কারী লোক আছেন, তাঁ'রা যদি নিজ-দিগকে নিষ্কপটে "তৃণাদপি সুনীচ" জানেন, তবেই হয়—

তা'দের মুখে 'কৃষ্ণনাম' উচ্চারিত হ'তে পারে। কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণকারীই মহাভাগ্যবান্—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

(ভাঃ ২।১।১১)

[হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগি-পুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন।]

হরিকীর্ত্তনকারীর আর একটী গুণ—(২) পরম সহিষ্ণুতা। আর একটী গুণ—(৩) অমানিত্ব। কীর্ত্তনকারী—নিরভিমানী—অমানী, তিনি জড়ের কোনও অভিমান করেন না। চতুর্থ গুণ—(৪) মানদত্ব। নিখিল বিনয়াধারের আদর্শ প্রদর্শন-কারী শ্রীগৌরসুন্দর—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনয়-শিক্ষা-দাতা শ্রীগৌরসুন্দর শুনছেন শ্রীরূপের মুখে—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—সকল বুদ্ধিমান লোক মানবের প্রয়োজন-তত্ত্বে 'সর্ব্বোত্তমতা' ব'লে নির্ণয় ক'রেছেন যে চতুর্ব্বর্গকে—সেই চতুর্ব্বর্গকেও ধিক্কার ক'র্ত্তে পারে—'কৃষ্ণপ্রেম' বা 'পঞ্চম-পুরুষার্থ'। চা'র প্রকার পুরুষ-প্রয়োজনকেও ধিক্কার কর্‌তে পারে—পঞ্চম-পুরুষার্থ—'কৃষ্ণপ্রেম'। সেই কৃষ্ণ-প্রেমের প্রদাতা তুমি। তুমি 'কৃষ্ণ'—'কৃষ্ণ' হ'য়েও কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা। তুমি 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামধৃক্। তুমি গৌরাঙ্গ, তুমি মহাবদান্য। যে গৌরসুন্দর জগৎকে 'অমানী' 'মানদ' হ'বার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন—সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব কি প্রকারে রূপ-গোস্বামীর নিকট নিজ স্তুতি শ্রবণ ক'ল্লেন?

আজকার সভায়—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥"

—এমন একজন নির্ঘৃণ অধমাধমজনকে সম্মান কর্‌বার ভার নিয়েছেন,—খুব একজন আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি—প্রবীণ ব্যক্তি—সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁ'র ত' সর্ব্বোত্তমতা আছে; কিন্তু এমন পশু কে আছে—যে তাঁ'র ন্যায় সর্ব্বোত্তম ব্যক্তির নিকট হ'তে ব'সে ব'সে নিজ স্তুতি শুন্‌বে? অত্যন্ত অসৎ—পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিই তা' শুন্‌তে পারে। আমরা সেই রকম একটী অভিযোগ বরণ কর্‌বার ভার গ্রহণ করেছি। সকলে সাধারণ আসন গ্রহণ ক'রেছেন, কিন্তু আমাকে একটা উচ্চ আসন দেওয়া হ'য়েছে—সকলকে জানান হচ্ছে— "Zoo-gardenএর (চিড়িয়াখানার) একটা মস্ত জন্তু দেখ—কেমন দাম্ভিক! এমন মূর্খ—এমন অসৎ—এমন একটা প্রকাণ্ড পশু দেখেছ!—পুষ্প-মালিকা প্রদান ক'রেছেন আবার গলদেশে! কেমন স্তুতি—বড় বড় লম্বা লম্বা শব্দ বিশেষণ—আত্ম-জয়গান শুন্‌ছেন—নিজ কাণে ব'সে ব'সে! মনে মনে আনন্দ হ'চ্ছে—মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কার্য্য ক'চ্ছে!" সেইরূপ পশু—মূর্খ—দাম্ভিক কিরূপে সেইরূপ পশুত্ব হ'তে বাঁচ্‌তে পারে?

আমি একজন প্রধান মূর্খ। দাম্ভিক ব'লে আমাকে কেহ সদুপদেশ দেন না।

আমাকে যখন কেউ উপদেশ দেন না, তখন আমিই মহাপ্রভুকে জানালাম। তখন ভাব্‌লাম আমার ভারটা তা'র উপরই ছেড়ে দেই—দেখি তিনি আমাকে কি ক'র্ত্তে বলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তখন আমাকে ব'ল্লেন,—

"যারে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

যাঁর "তৃণাদপি সুনীচতা"ই একমাত্র শিক্ষা, তিনি আবার ব'ল্লেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ।"

এখানে স্বয়ং মহাপ্রভু 'হুকুম ওয়ালা'—তাঁর' হুকুম—"আমারই মত 'গুরুগিরি' কর।" যাঁদের দেখ তাঁদেরও এ কথা বল। চৈতন্যদেব বল্‌ছেন,—তা'দিগকে "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।" একথা বল। লোকের বুদ্ধিহীনতা হ'তে তা'দিগকে পরিত্রাণ দাও। একথা যে যে শুন্‌ছে, সে হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌ছে—আমি যে একটা পাষণ্ড—অধম, আমি "গুরু" হ'ব! আপনি ভগবান, আপনি জগদ্‌গুরু; আপনি 'গুরু' হ'তে পারেন। তা'র উত্তরে মহাপ্রভু বল্‌ছেন,—

"তাহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি—পাবে মোর-সঙ্গ॥"

এক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বিস্মৃতির অবসর নাই। যেখানে ১৮০° ডিগ্রি বা ৩৬০° ডিগ্রির কম, সেখানেই কোণের (angle) উৎপত্তি; কিন্তু সমতল ভূমিতে বা ৩৬০° ডিগ্রিতে angular vision অর্থাৎ কোণজ দর্শন নাই। ভগবান্ বা ভগবদ্‌বস্তুকে যদি ৩৬০° ডিগ্রির সহিত একটা তুলনা ক'রে দেখান যায়, তা'হলে তাঁ'তে কোন প্রকার কোণজ-হেয়তা থাক্‌তে পারে না।

বিষয় জিনিষটা আমাদিগকে কষ্ট দেয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে আমাদিগকে ধাক্কা দেয়। এজন্য 'বিষয়ী' হওয়া উচিত নহে।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

[শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,— ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন, স্ত্রী-সন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।]

যিনি ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে চান, তিনি যেন বিষয়ীকে দর্শন না করেন। বাহ্য জগতের আংশিক রূপ দর্শনে ভগবদ্রূপদর্শন আচ্ছাদিত। বিষয় বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার যখন এসে উপস্থিত হয়, তখনই ভগবদ্-বিস্মৃতি হয়, ভগবজ্জনগণকে 'ছোট' মনে হয়। যিনি ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য ভক্তিপথে অগ্রসর হ'চ্ছেন, তিনি বিষয়ীকে দর্শন ক'র্‌বেন না—বিষয়ীকে দর্শন ক'র্‌বেন না। 'যোষা'—বিষয়, আর যোষাধিপতিত্বের অভিমানী হ'চ্ছে 'বিষয়ী'। যোষিৎ-সঙ্গী বা—যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গীকে দর্শন ক'র্‌বে না। গৌরসুন্দর চিকিৎসকসূত্রে আমাদিগকে ব'লে দিয়েছেন—যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ কোরো না—কোরো না। মহাপ্রভু ব'লে দিয়েছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ।"
"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

"হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবে দয়াবিশিষ্ট হও। **হিংসা কর্‌বার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। নিজে বিষয়ে ডুবে যা'বার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক, তা'হলে তোমার ভয় নাই।**"

আমার কোন ভয় নাই। আমার গুরুদেব, তাঁর গুরুদেবের নিকট এ'কথা শুনেছেন। তাই তিনি (আমার গুরুদেব) আমার ন্যায় পাষণ্ড ব্যক্তিকেও গ্রহণ ক'রেছেন এবং আমাকে ব'ল্‌ছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ।"

যাঁরা গৌরসুন্দরের ঐ কথা শুনে নাই, তা'রাই বল্‌ছে,—"কিরূপে আত্মস্তুতি শুন্‌ছে!" গুরু যখন শিষ্যকে একাদশ স্কন্দ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ পাষণ্ডতাই (!) না তাঁর কর্ত্তে হচ্ছে! "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি কর্‌বেন? "আচার্য্যকে কখনও অবমাননা করিও না। তোমার সঙ্গে "আচার্য্য" সমান—একথা কখনও মনে করিও না।"—কৃষ্ণের এই সকল

বাণী—যাতে জীব মঙ্গল লাভ করবে, সেই সকল কথা ব্যাখ্যা করবার আসন থেকে (আচার্য্যের আসন থেকে) কি তিনি পালাবেন? তাঁকে যে অধিকার তাঁর গুরুদেব দিয়েছেন—যদি তিনি তা' পালন না করেন, তা'হলে গুর্ব্বজ্ঞা—নামাপরাধ-ফলে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী—যদিও তখন আমার দাঁড়ে ছোলা ব্যাখ্যা হ'য়ে যায়। যখন গুরু শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান কচ্ছেন, তখন কি তিনি ব'লে দেবেন না,—এই মন্ত্র-দ্বারা 'গুরু-পূজা' কোরো? না বলে দেবেন,—গুরুকে জুতা কয়েক—ঘা কতক দিয়ে দেবে? "গুরুকে কখনও অসূয়া ক'র্ত্তে হবে না, গুরু—সর্ব্বদেবময়"—এই সকল কথা ভাগবত পড়ান'র সময়ে কি গুরুদেব শিষ্যকে বলে দেবেন না? "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ" শ্রীকৃষ্ণে যেমন পরাভক্তি, গুরুদেবেও যাঁর তদ্রূপ নিষ্কপট পরাভক্তি বিদ্যমান, তাঁর নিকটই গুহ্য বিষয়-সমূহ প্রকাশিত হয়,—একথা কি গুরুদেব শিষ্যকে বল্‌বেন না? "আদৌ গুরু-পূজা" সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা—কৃষ্ণেরই ন্যায় গুরুকে ভক্তি করবে—এইরূপে গুরুর উপাসনা কর্ত্তে হয়—এ সকল কথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে না দিয়ে পালিয়ে যাবেন? কোণে (angle) সম্পূর্ণতা—সমতলতা ১৮০° ডিগ্রি বা ৩৬০° ডিগ্রির অভাবরূপ হেয়ত্ব আছে—কিন্তু সমতল ভূমিতে—৩৬০° ডিগ্রিতে সে হেয়ত্ব নাই। মুক্ত অবস্থায় যে, সে অবস্থাটা (হেয়ত্ব) থাকে না, তা' সাধারণ মূর্খ-সম্প্রদায় বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

[নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—মহাপ্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।]

সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্ব্বে, কোনও অংশে কম মনে ক'র্ব্বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা---পূজা করা—সেবা করা---যদি তা' না করেন, তবে শিষ্য-স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

"কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন---ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোন্‌ও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁর গুরু ও ভগবানে অভিন্ন বুদ্ধি আছে।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"
"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁর পা চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তা'র দেহ-ই --ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'চ্ছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হতে অভিন্ন---ভগবানের সহিত এক দেহ---'সেব্য-ভগবান্', আর 'সেবক-ভগবান'—'বিষয়-ভগবান্' আর 'আশ্রয়-ভগবান্'। মুকুন্দ---সেব্য-ভগবান্ —বিষয়-ভগবান্, আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্---আশ্রয় ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ ব'লেছেন,---

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসূনং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥"

[হে মন, বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক অথবা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহ জগতে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দ-নন্দন হইতে অভিন্ন এবং গুরুবরকে 'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ' জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর।]

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাময়ে
স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥"

গোষ্ঠে—নবদ্বীপে—বৈকুণ্ঠে—শ্বেতদ্বীপে—বৃন্দাবনে ; নবদ্বীপবাসী—ব্রজবাসী গৌরকৃষ্ণ-সেবকগণকে অমর্য্যাদা কোরো না। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কে অবজ্ঞা কোরো না।

যেমন, খেতে ব'সে যদি কপটতা ক'রে ভদ্রতার নামে অল্প খাই, তবে পেট ভরবে না। কামারকে যদি ইস্পাত ফাঁকি দেই—যদি কোন অঙ্ক বুঝে উঠ্‌তে না পেরে—মাষ্টারের নিকট "বুঝ্‌তে পারি নাই" বল্‌তে লজ্জা বোধ করি, তা' হ'লে আমার কার্য্য-সিদ্ধি হ'বে না।

"নাচ্‌তে ব'সে ঘোম্‌টা টান্‌লে হ'বে না।" আমি গুরুর কার্য্য কচ্ছি কিন্তু যদি আমার 'জয়' দিতে হবে না। এ-কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্য ভাবে বলি 'বেণী ক'রে আমার 'জয়' দাও, তা'হলে সেটা 'কপটতা' ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই—মহাপ্রভু এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই। অত্যন্ত সরলতার সহিত ভগবানের সেবা কোর্‌ব—ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত আছে—আমি সেই বাক্য সরলভাবে পালন কোর্‌ব। আমি মূর্খ-সম্প্রদায়—হিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা কোর্‌ব না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ"। আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌঁছেছে—আমার গুরুদেব আমায় আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন কর্ত্তে কপটতা কোর্‌ব না—মূর্খ-সম্প্রদায়ের-কপট সম্প্রদায়ের-ফল্গুত্যাগী-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না—আমি কপটতা শিখ্‌বো না। বিষয়িগণ—মৎসরগণ—ফল্গুত্যাগিগণ—স্বার্থপরগণ বুঝ্‌তে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লবমাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

কপট-সম্প্রদায়—বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় অন্তরে জড়প্রতিষ্ঠা-কামী সম্প্রদায় মনে ক'চ্ছেন, গুরুর আসনে ব'সে শিষ্য-গণের স্তুতি শুন্‌ছে কিরূপে! প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'শ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করেন। যখন হরিদাস ঠাকুর বিনয়-নম্র-ভাব দেখাচ্ছেন, তখন মহাপ্রভু ব'ল্‌ছেন,—"তুমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পৃথিবীর শিরোমণি, এসো এক সঙ্গে ভোজন করি। তিনি ঠাকুর হরিদাসের সচ্চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে বহন ক'চ্ছেন। রূপানুগ-সম্প্রদায়ে 'অমানী-মানদ'-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রয়েছে, যা'রা তাতে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা দিবান্ধ পেচকসদৃশ—অপরাধী।

কিন্তু আমার মত চঞ্চল, মূর্খ, দাম্ভিক, ক্ষুদ্র, নির্ঘৃণ, অসজ্জন ঐরূপ কথার বিষয় নয়। তা'তে আমি বলি,—'আমার সদাচার এটা নয়'—মানব জাতির আইন এটা—এই আইনটা গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে আমার নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে। যদি আমি এটা অমান্য করি, তা' হলে গুরু-আজ্ঞা-অপালন-জন্য-দোষ আমাতে এসে আমাকে গুরু-পাদপদ্ম হতে অপসারিত কর্‌বে। বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন কর্ত্তে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হতে হয়, 'পশু' হতে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে contract করে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসা-পরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদবাকী কা'রও কথা শুন্‌বো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরু-পাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত কর্‌ব—আমি এতদূর দাম্ভিক। আমার

গুরুপাদপদ্ম পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটী কোটী লোক উদ্ধার লাভ করবে। এমন কোনও পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোনও সদ্‌বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্যদেবতায় নাই—যা' নাকি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলির একটী কণা হ'তেও ভারি হতে পারে। গুরুদেব আমায় হিংসা করেন না। আমায় যিনি হিংসা করেন, তাঁর কথা শুনতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই—তাঁকে গুরুরূপে বরণ করতে প্রস্তুত নই। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীদামোদরস্বরূপ বল্‌ছেন,—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শশ্বচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

[হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য, আপনার কৃপার উদয়ে চিত্তখেদ-রূপ ধূলি হৃদয় হইতে অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণ-সেবা-জনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা ভেদে বিবাদ-সমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ করে। আপনার কৃপালাভ করিলেই লব্ধরূপ হৃদয়টী ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয়; আবার কৃষ্ণ-রসপ্রদা মত্ততাও আপনার কৃপা-বলেই উদিত হয়; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। আপনার কৃপা নিরন্তর ভক্তি বিনোদন করিয়া থাকে অর্থাৎ জীবকুলকে স্ব-স্বভাবে প্রেরণ করাইয়া থাকে। আপনার কৃপা কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণারহিত করাইয়া জীবকুলকে অপ্রাকৃত মাধুর্য্যরসের চরম সীমায় উপনীত করায়। হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য, আপনার সেই অমন্দোদয়া দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।]

এ কথা যখন শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীচৈতন্যদেবকে বল্‌ছেন, তখন ত' চৈতন্যদেব শুন্‌ছেন। তবে মূঢ়লোক-সমূহকে 'বিনয়' শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনও কখনও এরূপ আচরণ প্রদর্শন কচ্ছেন,—"আমাকে ঐরূপ বল্‌তে নেই"—উহা কিন্তু 'কপটতা' শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়। মূঢ়লোকদের স্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত, তার জবাবে আমার একটা কৈফিয়তের খানিকটার একটা দিক্‌মাত্র আজ বল্‌লাম। একদিনে আপনাদের সময়ের উপর অধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আমার নেই।

আমি গুরুদেবের নিকট শিক্ষা পেয়েছি—
"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥"

আমি পুরীষের কীট বটে, তবে আমার গুরুদেব গুরুর আদেশে—মহাপ্রভুর আদেশে যখন ঐরূপ আচরণ করেন, তখন যেন কেহ তাঁর চরণে অপরাধ না করে।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লিষ্ট আমার প্রতি আপনারা দয়া করবেন—কারণ আপনারা উদার। কতলোককে আপনারা ক্ষমা করেছেন, মাদৃশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাম্ভিককেও তদ্রূপ ক্ষমা করে আমাদের মঙ্গল করবেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

বৈষ্ণবের আচরণ কি?

"এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম-ধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি॥
ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।২৯-২৮)

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।২৫-২৬)

জনসঙ্গ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

'জন'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত মানবকে বুঝায়। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে" অর্থাৎ সাধকগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন। ভক্তি-সাধকগণ স্বভাবতঃ কর্ম্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগীতায় (৭।২৮) বলিয়াছেন,—

"যেষান্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া পাপপুণ্যরূপ দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধে যে মোহ, তাহা হইতে বিমুক্ত হ'ন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ পবিত্রকর্ম্মা। তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের ন্যায় তাঁহারা অল্পজ্ঞ ন'ন; কেননা, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন। বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়; অতএব তাঁহারা যে পবিত্র-কর্ম্মা ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রদ্ধা হইলে স্বভাবতঃ সাধু-সঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধু-সঙ্গে সকল লাভই হয়। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য (আদি পুরাণে) এইরূপ,—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

আমার ভক্ত হইলেই ভক্ত হয় না, আমার ভক্তগণের ভক্তসকলই ভক্ততম।

ভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কথনে উক্ত হইয়াছে,—

"দর্শনস্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুরুশম্॥"

কৃষ্ণভক্তের ক্ষণমাত্র দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাস সাক্ষাৎ পুরুশকেও পবিত্র করে। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন (৭।৫।৩২),—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

যে-পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণের পদধূলি পরমার্থ বলিয়া না বরণ করে, সে-পর্য্যন্ত ইহাদের সমস্ত অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার আশা নাই।

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত জীব-হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না,— ইহা শাস্ত্রে অনেক স্থলে কথিত হইয়াছে। সাধকগণের ভক্তজন-সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব 'জনসঙ্গ-শব্দে' এস্থলে ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে। এইজন্যই শ্রীরূপ-প্রভু ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩),—

"সঙ্গত্যাগো বিদুরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ।"

কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য যিনি আশা করেন, তিনি বহু যত্নে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ ত্যাগ করিবেন অর্থাৎ চতুর্থ

শ্লোকের লিখিত লক্ষণাক্রান্ত ক্রিয়া-সকল তাহাদের সহিত কোনক্রমে করিবেন না। কার্য্য-ব্যবহারে যে বাক্যালাপাদি করা যায়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলা যায় না। প্রীতির সহিত সেই সেই কার্য্য যাহার সহিত করা যায়, তাহার সহিত সঙ্গ করা হইল বলিতে হইবে।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জন কত প্রকার, তাহা প্রত্যেক ভক্তি-সাধকের ভালরূপে জানা কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এই-সকল লোকের সংখ্যা লিখিতেছি। ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জন সপ্ত প্রকার; যথা,—(১) মায়াবাদী ও নাস্তিক; (২) বিষয়ী; (৩) বিষয়িসঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তি; (৪) যোষিৎ; (৫) যোষিৎসঙ্গী; (৬) ধর্ম্মধ্বজী; (৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ।

মায়াবাদিগণ পরমেশ্বরের নিত্য-স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলাশক্তি স্বীকার করেন না। জীব-সত্তাকে মায়া গঠিত বলিয়া মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে জীবের নিত্য-সত্তা নাই। ভক্তিতত্ত্বকে তাঁহারা নিত্যতত্ত্ব মনে করেন না, বরং জ্ঞান-সাধনের একটি অনিত্য উপায় বলিয়া মনে করেন। মায়াবাদীর সমস্ত সিদ্ধান্তই শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের বিরোধী। অতএব মায়াবাদীর সঙ্গ-ক্রমে ভক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হ'ন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১৪-৯৫),—

"বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা 'শারীরক-ভাষ্য' শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥"

যাহারা বেদোক্ত পরমেশ্বর তত্ত্ব স্বীকার করে না, তাহারা নাস্তিক। কুতর্কের দ্বারা তাহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে; অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তিহানি হয়।

বিষয়ীর সঙ্গ অতিশয় মন্দ; যে-সকল লোক বিষয়-সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারা পরনিন্দা ও দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ-বিসংবাদ ও বিষয়-পিপাসাই তাহাদের জীবন। যত ভোগ করে, ততই তাহাদের বিষয়-পিপাসার বৃদ্ধি হয়। বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে সময় পায় না। পুণ্যকর্ম্মই করুক, বা পাপকর্ম্মই করুক; বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে। অতএব শ্রীল দাস গোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮),—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥"

যে-সকল লোক বাহ্যে বিষয়-কর্ম্ম করেন এবং জীবন-যাত্রার নিমিত্ত বিষয় স্বীকার করেন, কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বে ও কৃষ্ণ-বিষয়ে যত্নবান, তাঁহারা কর্ম্মফলাসক্ত বিষয়ীর মধ্যে পরিগণিত ন'ন।

বিষয়ী ও বিষয়ি সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও প্রকৃত বিষয়ী; যেহেতু তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিষয় ধ্যান হয়। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী ন'ন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের সঙ্গও সর্ব্বদা পরিহার্য্য। কেন-না, তাঁহারা শীঘ্রই বিষয়ী হইয়া দুঃসঙ্গী হইবেন। বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ নিতান্ত-বিষয়ী ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ-বিষয়ী। নিতান্ত-বিষয়ীর সঙ্গ একেবারে পরিত্যাজ্য। ভগবদ্বহির্ম্মুখ-বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্‌কে স্বীয় বিষয়াঙ্গ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভগবদর্থে সমস্ত বিষয়-কার্য্য করেন। প্রথম প্রকার বিষয়ী অপেক্ষা শেষ প্রকার বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। যাঁহাদের পুণ্যময় বিষয়-সঙ্গ, তাঁহারা পাপযুক্ত বিষয়ী অপেক্ষা ভাল হইলেও যে-পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ না হ'ন, সে-পর্য্যন্ত সাধক-ভক্তের সঙ্গযোগ্য ন'ন। বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়—এরূপ নয়; কেন না, অনেক-স্থলে বৈরাগিগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ী-প্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত হবিভজন করেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া ভক্তিসাধক ব্যক্তি বিষয়ি-সঙ্গ ও বিষয়ি-সঙ্গি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বা ভাগ্যোদয় হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভজনাদি করিবেন।

যোষিদ্‌গণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক যখন সাধনভক্তিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন তিনিও পুরুষ সঙ্গ করিবেন না। যোষিৎ-সঙ্গ বা পুরুষ-সঙ্গ সাধন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে বড় অহিতকর। যোষিৎ বা পুরুষ—দুই প্রকার। যে পুরুষের সহিত যে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মসম্বন্ধ-দ্বারা বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের পরস্পর সংস্পর্শ ও সম্ভাষণে পাপ নাই, বরং শাস্ত্রানুমোদিত সংস্পর্শ সম্ভাষণে পুণ্য আছে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার মোহ-কার্য্যের ব্যবস্থা নাই। পরস্পর মোহিত হইয়া কর্ত্তব্যাতিরিক্ত অভিনিবেশ করিলে তাহাকে যোষিৎ-সঙ্গ বা পুরুষ-সঙ্গ বলা যায়। যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের পক্ষে সেরূপ সঙ্গ প্রভূত অনিষ্টের উদয় করে। যদি এক পক্ষের সঙ্গদোষ ঘটে, তবে অপর পক্ষের সাধকের ব্যাঘাত হইয়া উঠে। পত্নী যদি ভক্তিসাধনের সহায়া হন, তবে যোষিৎ-সঙ্গ বলিয়া একটি দোষের জন্ম হয় না। পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধা হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়। যে-স্থলে বিবাহ সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎ-সঙ্গ। তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধী। এই সমস্ত বিচারপূর্ব্বক ভক্তিসাধক ব্যক্তি যোষিৎ-সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন। যথা, শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৩।৩১।৩৫),—

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ॥"

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা-বিশেষে গৃহী সাধকের স্ত্রী-সংস্পর্শ ও স্ত্রী-সম্ভাষণ ভক্তি-বিরোধী হয় না; কিন্তু গৃহত্যাগী পুরুষের কোনপ্রকারেই স্ত্রী সংস্পর্শ বা স্ত্রী-সম্ভাষণ হইতে পারে না, হইলেই ভক্তি-সাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ধর্ম্মধ্বজিগণের সঙ্গ বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিত্যাগ করিবে। যাহারা ধর্ম্মের বাহ্য চিহ্নসকল ধারণ করে, অথচ ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্ম্মধ্বজী। ধর্ম্মধ্বজী দুই প্রকার অর্থাৎ কপটী ও মূঢ়; বঞ্চক ও বঞ্চিত। কর্ম্ম ও জ্ঞানাধিকারেও এই ধর্ম্মধ্বজিত্ব অতিশয় নিন্দনীয়। ভক্ত্যধিকারে এই ধর্ম্মধ্বজিত্ব জীবের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ অপেক্ষা কুসঙ্গ আর জগতে নাই। কপটী ধর্ম্মধ্বজিগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মলিঙ্গ ধারণ করে, আবার স্বীয় দুষ্টাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য মূঢ় লোককে বঞ্চনা করত সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ গুরু হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এই সকল কপটী কুটিল-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন। সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮),—

"স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্॥"

দুরন্তবীর্য্য চক্রপাণি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের পদবী তিনিই জানিতে পারেন, যিনি নিষ্কপটে নিরন্তর অনুবৃত্তি-দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম ভজন করেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে (৭।৪২) ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন,—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
"তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং।
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥"

যাঁহারা নিষ্কপটে তাঁহার চরণাশ্রয় করেন, সর্ব্বাত্ম-স্বরূপে আশ্রিতপদ শ্রীভগবান্ অনন্ত তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাঁহারা দুস্তরা ভগবন্মায়া পার হইয়া যান। যাহাদের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি, তাহাদের এরূপ লাভ হয় না।

অন্তরে মায়াবাদ অথচ বাহ্যে বৈষ্ণব-স্বভাব-প্রদর্শন, এরূপ কার্য্যও কপট-বৈষ্ণবতা। শ্রীচরিতামৃতে (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৯৩,১০৯-১১০) রামদাস বিশ্বাসের সম্বন্ধে

লিখিত আছে, যে বাহে তিনি 'পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক'।

"অষ্টপ্রহর রাম-নাম জপেন রাত্রি-দিনে।
সর্ব্বত্যজি, চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু---সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥"

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর স্বীয় দৈন্যচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"কাম, ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে,
বিষয়-ভুঞ্জায় নানা মতে॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ—এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেষে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে॥"

এই প্রকার ধর্ম্মধ্বজীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে শুদ্ধ-হরিভজন হয় না। জগতে এই সকল লোকই অনেক; সুতরাং যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ না পাওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত নির্জ্জন জীবন-যাপন ও ভজন-সাধনই শ্রেয়ঃ।

কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজদিগের সঙ্গে ভজন-প্রবৃত্তি প্রফুল্ল হয় না। তাহারা স্বভাবতঃ জীবমাংস ভোজন ও আসব পানে অনুরক্ত এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমতে সংস্থিত নয়। তাহাদের চরিত্র সর্ব্বদা অনিয়মিত। দুরাচার-সঙ্গে চিত্ত মলিন হয়। তবে যদি সেই সেই কুলজাত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-দর্শনে ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং ক্রমশঃ অনন্যভাবে কৃষ্ণ-ভজনে রুচি লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গ শুভকর হয়। তাহাদের পূর্ব্ব স্বভাব-বশতঃ কিছুদিন কিছু কিছু দুরাচার থাকিলেও তাহারা সাধু। শ্রীগীতায় (৯।৩০-৩১) বলিয়াছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

তাৎপর্য্য এই যে, অন্ত্যজ-স্বভাব পুরুষগণ যদি কোন সুকৃতি-বলে অনন্য-ভক্তিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন, তবে তাঁহারা উপযুক্ত পথ লাভ করিলেন, বলিতে হইবে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অনুসরণে বিশুদ্ধ-চরিত্র ও শান্ত-স্বভাব ভক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বভাব জনিত দুরাচার অগত্যা কিছুদিন থাকে। তাহাতেও তাঁহাদের সঙ্গকে দুঃসঙ্গ বলা যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে, বিংশ অধ্যায়ে (২৭শ-২৯শ শ্লোকে) তাঁহাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা,—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"

মূল কথা এই—ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়ের সঙ্গই দুঃসঙ্গ। ভগবৎ সান্মুখ্যপ্রাপ্ত পাপী ব্যক্তির সঙ্গও সুসঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

"বরং হুতবহ-জ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন-সংবাসবৈশসম্॥"
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫১ ধৃত
কাত্যায়ন-সংহিতা বচন)

অগ্নিজ্বালা-পঞ্জর মধ্যে বন্ধনও ভাল, তবুও যেন কৃষ্ণ-স্মৃতিবিমুখ ব্যক্তির সহিত সঙ্গজাত ক্লেশ না হয়।

ভক্তি-সাধনকালে এই বিষয়টি বিশেষ যত্ন-সহকারে বুঝিয়া লইয়া নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করা আবশ্যক।

আমি কি ভুল করিয়াছি ?

আমার হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে সংশয় উদিত হয় যে,—আমি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়ে ভুল করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের, শ্রীচৈতন্যমঠের বা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের আশ্রয় লইয়া ভজনে বিশেষতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত মঠাশ্রয়ে বোধহয় ভুল হইয়াছে। ইঁহারা তো উদার নহেন। ইঁহাদের আশ্রয়ে ভজনে অনেক বিধি নিষেধের আওতায় পড়িতে হয়। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ে আশ্রয় লইলে এই সব ঝামেলার উৎপাত নাই। বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধাদির জন্য চিন্তা করিতে হয় না। উপাস্য নিষ্ঠারও বালাই নাই এবং খাদ্যাদি গ্রহণেও সেইরূপ কোন বাধা-নিষেধ নাই। মঠের মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধাদির কথা তুলিয়া আমাদিগকে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় সঞ্চালনে, লাগাম রহিত কথা-বার্ত্তায় এবং স্বেচ্ছাচারিতায় প্রায়শঃই বাধা প্রাপ্ত হইতে হয়। এইরূপ সঙ্কোচের মধ্যে মঠে বাসাপেক্ষা বাহিরে থাকাই ভাল। অথবা একেবারে এইরূপ নিয়ন্ত্রণকারী গুরুদেবের আশ্রয়ে না থাকিয়া যেখানে মন্ত্র নিলে এই-সব রকমারী বাধা-নিষেধের চিন্তায় পড়িতে হয় না, তথায় যাইয়া মন্ত্রাদি গ্রহণেই তো বেশী সুবিধা বলিয়া মনে হয়! সুতরাং গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধ ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়াই ভাল বলিয়া এক-এক সময়ে মনে হয়। কিন্তু আমি শ্রীগুরু-ত্যাগ করিয়াছি লোকে জানিলে আমার প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতে পারে এই চিন্তা আসিয়াও এইরূপ কার্য্যে বাধা দেয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরপ্রিয়তম-স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের এবং তদনুগবর্য্য শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনায় একান্তভাবে নিয়োজিত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই তাঁহাদের সাধ্য এবং উহাই তাঁহাদের সাধন। অপ্রীতি বা অভক্তি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদির সেবকগণের সাধন হইতে পারে না। প্রীতিবিরোধিনী চেষ্টা তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদিতে সমাদৃতা হয় না।

যে সাধনে সাধ্য-বস্তু লাভের নিশ্চয়তা থাকে না এবং যে সাধন দ্রুত অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা আনয়ন করে না তদ্রূপ সাধনের ব্যবস্থায় কেবল লোক-সংগ্রহ প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কি শুভ উদয় করাইতে পারে তাহা বুঝি না। যাহাদের জীবনটা বেকারদের ন্যায় অতিবাহিত করিতে বা স্বেচ্ছাচারী হইয়া চলিতেই প্রয়াসী তাহাদের সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা কোথায়! যাহারা নিজের দোষ বা অনর্থ দেখিতে পান এবং উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করতঃ শ্রীভগবৎ-প্রেমানন্দের অধিকারী হইতে ইচ্ছুক কেবল তাঁহারাই শ্রীভগবৎ-প্রেমিক সাধুভক্তের আশ্রয়ে থাকিয়া, নিজদিগকে উক্ত অনন্যভক্তের আদেশ ও উপদেশানুসারে পরিচালিত করতঃ নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন ও ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎসেবায় নিয়োজিত হইতে সুখানুভব করিতে পারেন। যাহারা বাহ্যতঃ শ্রীগুরু পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করিবার ছলনা করে এবং নিজেদের প্রাক্তন কুসংস্কার বা প্রবৃত্তিসমূহ বজায় রাখিবার জন্য অন্তরে যত্নশীল তাহারা গুরুপদাশ্রয়ের নামে শিষ্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত গুরুনামধারী শিষ্যের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসী হইয়া থাকে। এইরূপ দাম্ভিকের বা বা কপটের সুমঙ্গল-লাভ সুদূর-পরাহত। শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত হইবার জন্যই শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করা হয়। নিজে অধিক পরমার্থ বুঝি এইরূপ দম্ভ থাকিলে বাহ্যতঃ শ্রীগুরুপদাশ্রয় কেবল বিড়ম্বনা, আত্মবঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা মাত্র। শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও সর্ব্বোত্তম নিঃশ্রেয়স্ প্রদানকারী। তাঁহাদের জীবন-দর্শের কোন একটা দিক্‌ও যদি আমরা দর্শনের যোগ্যতা

লাভ করি তবে পরমোল্লসিত হইয়া সাধন-ভজনে তৎপর হইতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকগণ ভোগী বা ত্যাগী নহেন। তাঁহারা কর্ম্মী বা জ্ঞানী নহেন। বিকর্ম্মিগণ কর্ম্মীর সম্মান ও আদর করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মিগণ জ্ঞানীর গুণগান করেন। ভোগী কর্ম্মিগণ ত্যাগী বা জ্ঞানীর বাহ্য বৈরাগ্যে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন কিন্তু শ্রীভগবৎপ্রেমার্থী উপরোক্ত উভয়বিধ মার্গই অনাদর করতঃ শ্রীভগবৎ-প্রেমানুকূল আচরণ দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎপ্রেম যাঁহাদের মুখ্য নহে তাঁহারা ভক্তের আচরণে ভোগ বা ত্যাগমাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন। বাহ্য ত্যাগ দেখিলে ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের আশ্রয়ে নিজেকে কিছুদিন ধন্য মনে করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত বাহ্য ত্যাগাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ সম্ভব নয়। যদি শ্রীভগবৎস্বরূপে তাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বা প্রীতি না থাকে তাহা হইলে শ্রীভগবদ্ভক্তের আচরণ অভক্তের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় হয় না। অনন্ত ভক্তের চরিত্রে অন্বয় ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিই অনুশীলনীয় হয়।

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ)

এই শ্লোকটী চিন্তনীয়। শ্রীকৃষ্ণভক্তের শ্রীকৃষ্ণভক্তির জন্য মঠ, স্থাপন, মন্দির-নির্ম্মাণ, বিষয়ীর সহিত বা রাজপুরুষদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ, মহোৎসবাদির আড়ম্বর, অন্য অজ্ঞ বা শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদিগকে উপদেশ প্রদান প্রভৃতি কার্য্য সকলই শুদ্ধভক্তি। ভগবদ্‌গৃহ বা ভক্তগৃহাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে মিস্ত্রী-কুলী আদির কার্য্য পরিদর্শন, তজ্জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ, বাজার করণ, ভক্ত ও ভগবানের সেবার জন্য নীচ ভিক্ষা-বৃত্তি গ্রহণও পরম রমণীয়, ভক্তিবর্দ্ধক ও পোষক।

"কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥"

-(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫৭)

এই প্রসঙ্গটী এতদ্‌সম্বন্ধে বিচার্য্য। পতির নিষ্কপট সেবার জন্য বেশ্যার সেবা পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে এবং জগদ্‌বরেণ্য ও শ্রীভগবৎ-প্রিয়া করিয়াছে। কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণের নিমিত্ত বা ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদির নিমিত্ত উহা আচরিত হইলে তিনি সর্ব্বথা ধীকৃতা হইতেন। তদ্রূপ বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবদ্ধাম, ভক্ত ও ভগবানের নিষ্কপট সেবার নিমিত্ত মঠ, মন্দির, দালান বাড়ীর নির্ম্মাণ, বিষয়ী বা রাজপুরুষদের সহিত সাক্ষাৎ, মহোৎসবাদির আড়ম্বর, শ্রীনাম মন্ত্রাদি প্রদান সবটাই শ্রীভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধক, পোষক ও প্রেমাবির্ভাবক হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ বা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য কিম্বা ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদির জন্য বিহিত হইলে ঐসব ব্যাপারগুলি বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে।

নিজের আসক্তির বস্তু ত্যাগকেই লোকে ত্যাগ বলিয়া থাকে। কোন খাদ্য গ্রহণে ব্যাধি বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া উহা পরিত্যাগ কি ত্যাগপর্য্যায়ের কথা? এক প্রকার খাদ্যে শরীর অসুস্থ হয় বলিয়া উহা বর্জ্জন করতঃ অন্য খাদ্য গ্রহণে বৈরাগ্যের কোন মহিমা নাই। নিজের শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বা আরামের জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া যদি কেহ পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন, বিষয়, সম্পত্তি, চাকুরী, ব্যবসায় এবং পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে তবে উহাতে ত্যাগের কি মহিমা রহিয়াছে তাহা আমাদের বোধের বিষয় হয় না। কিন্তু নিজের পার্থিব সুখের বা আসক্তির বস্তু যদি পূর্ণের সুখের জন্য ত্যাগ করা হয় ও তদ্বিনিময়ে নিজেন্দ্রিয় তর্পণের অন্য একটা ফন্দি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদির বা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টা না থাকে তবেই উহা ত্যাগপর্য্যায়ে গণনা হইতে পারে। নচেৎ শাস্ত্র বিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বা কর্ত্তব্যের ত্যাগকে অধর্ম্ম বলিয়াই গর্হণ করা হয়। বেদাদি বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যও যদি কেবলমাত্র সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বানন্দ বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ত্যক্ত হয় তবেই উহা বহু মাননীয় ও প্রশংসনীয় এবং সর্ব্বজনহিতকর হয়। পূর্ণের

জন্য নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা, স্বেচ্ছাচারিতা কিম্বা নিজের ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখৈষণা ত্যাগই বলশালীর কার্য্য ও মহিমান্বিত ব্যাপার। নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের জন্য ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। স্থূল বিষয় ত্যাগাপেক্ষাও এই মনোবৃত্তি ত্যাগ বা আত্মত্যাগই সর্ব্বোত্তম। যে জন্য এই ত্যাগ সেই-জন্যের মহিমাই উক্ত ত্যাগের মহিমা জ্ঞাপক। শ্রীভগবান ও তৎপ্রেমিক ভক্তের মহিমা অসীম, তজ্জন্য যে ত্যাগ তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত ত্যাগ। এইরূপ ত্যাগে সর্ব্বপ্রাণীরই শ্রীভগবানের সহিত সুখ সমৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ইহার তুলনা নাই। ইহাতে কোন চিৎসত্তার বা উহার আশ্রিত-তত্ত্বের ক্লেশের লেশও হইতে পারে না। সর্ব্বত্রই সুখবর্দ্ধন হয় বলিয়া সর্ব্বানন্দদায়ক ও পরমাদরণীয়।

কর্ম্মীর ত্যাগ ও তপস্যা কেবল ভবিষ্যতে নিজের অধিক নশ্বর ইন্দ্রিয় সুখের লালসা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং উহা সঙ্কীর্ণ, সর্ব্বসুখদ নয়। জ্ঞানীর ত্যাগ ও তপস্যা কেবল নিজের দুঃখনিবৃত্তির জন্য বিহিত বলিয়া উহাও সর্ব্বসুখদ নয়। ভক্তের ত্যাগ ও তপস্যাদি কেবল শ্রীহরির প্রীতির জন্য বিহিত হয় বলিয়া এবং শ্রীহরিই সর্ব্বকারণকারণ হওয়ায় উক্ত ত্যাগ ও তপস্যা নিজস্বরূপের এবং সকলের বাস্তব কল্যাণকর হইয়া থাকে। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবৎ প্রীতির অনুকূলা চেষ্টাসমূহকে সমাদর ও প্রতিকূলব্যাপারাদি বর্জ্জন করেন। এই সাধনে ভক্ত্যনুকূল ভোগ ও ত্যাগ সমাদৃত হয়। ভক্তগণ ভোগ বা ত্যাগে আকৃষ্ট নহেন। তাঁহারা ভগবৎপ্রেম তথা ভক্তপ্রেমেই আকৃষ্ট। স্বতন্ত্র ভোগেচ্ছা বা ত্যাগেচ্ছা তাঁহাদের নাই। যুক্তবৈরাগ্যেই তাঁহাদের সাধন। ভজনরহস্য বুঝিতে না পারিলে ভোগের দিকে বা ত্যাগের জন্য মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা সাধকের ভগবৎপ্রেমবাধক।

যাঁহারা মনুষ্য জীবনে পরমার্থ সাধনের সুযোগ বুঝিয়াছেন তাঁহারা এই জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তের মূল্য অত্যধিক জ্ঞান করিয়া কোন-সময় পরমার্থ সাধন ব্যতীত অন্য ইতর কার্য্যে ব্যয় করিতে রাজী নহেন। অন্যান্য ইতর জীবনে পরমার্থ সাধনের সৌভাগ্য ও সুযোগ না থাকায়, সেই সব জীবনের সময়ের মূল্য অধিক নাই জানেন সুতরাং এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনের, তদুপরি সাধুসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হইলে কিম্বা পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলে তাঁহারা ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল অনুশীলন ও প্রতিকূল বর্জ্জন ব্যতীত নীরবে ক্ষেপণ করিতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাধুগণ এইজন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানুশীলনের অন্তরায়স্বরূপ অসদাচারসমূহ বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকূল সদাচারসমূহ গ্রহণের জন্য জগৎকে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও হিংসা বা মৎসরতার প্রশ্রয় দেন না। উহা প্রেমবিরোধিনী চেষ্টা মাত্র।

অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আমার মৃগ্য হইলে শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়ে আমি ভুল করি নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকামী হইলে বা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদিতে বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট হইতে তন্নিমিত্ত ইন্ধন পাওয়া যাইবে না। এই অনর্থগুলি হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভের জন্যই মঠাদিতে সহায়তা করা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কাঙ্গালগণ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদির আশ্রয় করতঃ শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ উদারতার আদর্শে ও শুদ্ধ বৈরাগ্যের সমুন্নতশিখরে আরোহণের সুযোগ পাইয়া থাকেন বলিয়াই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। ঘোরতর অপরাধী না হইলে কেহই যথাসময়ে শ্রীভগবৎপ্রেম লাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জগতে মহামহিমান্বিত ও জগদ্বরেণ্য হইবেন। তাঁহারাই বিশ্বে পরোপকারের সুমহান্ আদর্শ স্থাপনে সমর্থ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদির বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হইবেন। সুতরাং আমি শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়ে ভুল করি নাই, সর্ব্বোত্তম মঙ্গল লাভেরই সৌভাগ্য বরণ করিয়াছি। আমি মহাভাগ্যবান্।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসব

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান—বাঙ্গালাপ্রদেশের প্রসিদ্ধতীর্থ—শ্রীমদ্ভাগবত কথিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-আবির্ভাব মহোৎসব সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়মাকত্বে বিগত ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয় দিবস-ব্যাপী বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শুধু বাঙ্গালাপ্রদেশের সজ্জনবৃন্দ নহেন পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় সহস্র ভক্ত আসিয়া এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের অনেক সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মহিমা ও উপদেশাবলী অপরের নিকট যথাযথভাবে কীর্ত্তন করিলে শ্রীমন্মহা-প্রভুর উপদেশ সর্ব্বত্র সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইয়া তাঁহারই ভবিষ্যদ্বাণী "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" ইহা অচিরেই ফলবতী হইবে, ইহাই আমাদের আনন্দের বিষয়।

শ্রীপরিক্রমা উপলক্ষে বিচিত্র বস্ত্র, পুষ্প ও মাল্যাদি-দ্বারা সুসজ্জিত দোলায় পুরোভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ভক্তগণ স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়াছেন। তৎপরে শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী মহারাজগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মঠসেবকগণ বিচিত্র বর্ণের পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য সহযোগে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করতঃ বিভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদবর্গের লীলাস্থল সমূহ দর্শন করেন। স্বামীজিগণ তৎকালে প্রত্যেক স্থানের মহিমা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যাপূর্ব্বক সকলকে বিশদ্ভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা অন্তে বিগত ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ সোমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস ভক্তগণ সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাস, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পারায়ণ, নাম-সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেক, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও আরতি কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমাধব-তিথি পালন করেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিঃ এ মঠের সংকীর্ত্তন ভবনে "শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা"র বার্ষিক অধিবেশনে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত প্রাচীন ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বিগতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে যাঁহারা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত প্রচারকগণকে তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের গুণাবলী কীর্ত্তন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক সম্মান প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবায় আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ উক্ত সভা হইতে বিভিন্ন উপাধিতে

ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদান করা হইয়াছে।

অতঃপর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গত বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব সহ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে পর বিদ্যাপীঠের আরও কয়েকজন নূতন সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হন। আগামী বৎসরের কার্য্যকরী সমিতির জন্য গত বৎসরের সভ্যগণের নামই বহাল থাকে।

পরদিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবরের আনন্দোৎসবে কয়েক সহস্র ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানের সৌভাগ্যবরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশিষ্ট বৈষ্ণব, সজ্জন ও যাঁহারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নিষ্কপট আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি বিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীমৎ মুকুন্দদাস বাবাজী, শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিপ্রচার নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিআচার বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ গিরিধারী দাস বাবাজী, শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিদ্যাধর গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-তর্ক-ভক্তি-বেদান্ত তীর্থ, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীবটকৃষ্ণ দাসাধিকারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, লালা শ্রীওঁকারমল, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীরাজকুমার মহাপাত্র, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিন বিহারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধা-বিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভৃতি।

হায়দ্রাবাদ মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন মহাশয় অন্ধ্র প্রদেশান্তর্গত হায়দ্রাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে বিগত ৬ মার্চ্চ রবিবার হইতে ৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত তিন দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ বিশেষ সমারোহে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন মহল্লা হইতে বহু দর্শক ও শ্রোতা শ্রীমঠে আগমন-পূর্ব্বক নানা বর্ণের পুষ্পমাল্য পত্রাদি দ্বারা সুশোভিত শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-সৌষ্ঠব দর্শন ও ধর্ম্মসভায় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দলাভ করিয়াছেন।

ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীমঠের সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তার উপর বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাদিদ্বারা সুসজ্জিত একটি প্যাণ্ডেল করা হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রত্যহ সভার আরম্ভ হইতে শেষকাল পর্য্যন্ত রাস্তার সর্ব্বপ্রকার যান-বাহন ও লোক চলাচল বন্ধের ব্যবস্থা করায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন যথাক্রমে হায়দ্রাবাদ

ওস্মানিয়া ইউনিভারসিটির দর্শন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীশিবমোহন লালস্কী, আইন ও Endowment বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পি, ভি নরসিংহ রাও, Hindu Religious Endowment এর কমিশনার শ্রী জি, নারায়ণ চেট্টি আই-এ-এস্ এবং প্রধান অতিথির পদে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশের বিধান সভার ডিপুটী স্পীকার শ্রীবাসুদেব নায়েক, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ শ্রী এ, কে, কে নাম্বিয়ার ও অন্ধ্রপ্রদেশের চিফ্ সেক্রেটারী শ্রী কে, এন্ অনন্তরমণ আই-সি-এস্।

৬ মার্চ্চ রবিবার প্রথম দিবসের সভায় "জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার" সম্বন্ধে শ্রীজয়করণ দাসজী আগরওয়াল ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী বক্তৃতা করেন।

৭ মার্চ্চ সোমবার দ্বিতীয় দিবসের সভায় হায়দ্রাবাদ মহবুব্ কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বর্ত্তমানে Director Tagore Home (হায়দ্রাবাদ) শ্রী এম, এস্ কোটীশ্বরম্ এম-এ মহাশয় "শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি" সম্বন্ধে গভীর আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভের অধিকারী একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং শুদ্ধভক্তিমার্গের সূক্ষ্ম ও সুগূঢ় রহস্যের বিচার তাঁহারাই বিশেষভাবে অবগত আছেন ইহা তাঁহার বক্তৃতায় মুক্তকণ্ঠে তিনি সকলের নিকট বিশেষ যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার তৃতীয় দিবসের সভায় বক্তৃতা করেন হায়দ্রাবাদ Divine life societyর প্রেসিডেন্ট সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মীপ্রবর শ্রী এস্, সুব্বা রাও এম-এ। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল "শ্রীহরি-নাম-সংকীর্ত্তন"। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-অভিষিক্ত অবসরপ্রাপ্ত সব-রেজিষ্ট্রার শ্রী ওয়াই, জগন্নাথম্ পান্তলু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই যে কলিযুগের একমাত্র উপাস্য বস্তু তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। গতকল্যকার সভায়ও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহ সম্পাদক শ্রীমঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার স্বভাব সুলভ সুযুক্তিপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার নির্দ্ধারিত বিষয়সমূহ প্রতিদিবসের সভায় সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করত শ্রোতৃবৃন্দের সহজ বোধের গম্য করিয়া দেওয়ায় সকলের প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন।

মহোৎসবে প্রায় ৬০০ শত সজ্জন ভক্ত বিচিত্রপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিনই সভার অন্তে উপস্থিত সকলকে ঠোঙ্গায় করিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তথাকার মঠের সেবক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি, শ্রীজগা রেড্ডি, শ্রীব্রজাঙ্গ সিং, শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা, শ্রীহনুমান্ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা ও শ্রী আর, এ, এন্ রাও আদি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিশেষ আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'.

1. Place of publication : Sri chaitanya Gaudiya Math.
   35, Satish Mukherjee Road, calcutta-26.
2. Periodicity of its publication : Monthly.
3. & 4. Printer's and publisher's name : Mangalniloy Brahmachary.
   Nationality : Indian.
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
   35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
   35, Satish Mukherjee Road, calcutta-26.
6. Name and address of the owner of the news paper : Sri chaitanya Gaudiya Math.
   35, Satish Mukherjee Road, calcutta 26.

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 29-3-1966.

Sd. Mangalniloy Brahmachary
Signature of Publisher

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা" গ্রন্থের প্রতিবাদ

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক (ক)-তর্ক (খ)-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর)

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' এর আপাততঃ অর্থ—যাঁহার বর্ণ ও কান্তি উভয়ই কৃষ্ণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে এক যুগের অবতারকে অন্য যুগে অর্থাৎ দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণকে কলিযুগে টানিয়া আনিতে হয় এবং অন্যান্য পুরাণ প্রসিদ্ধ ও মহাভারতের উক্তিদ্বারা লেখক কর্ত্তৃকও উদ্ধৃত চারিযুগে চারিবর্ণের উপাস্য অবতারের বচন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। যে যুগের যে অবতার সেই যুগাবতারকে অর্চ্চনা না করিলে তাঁহার অতিক্রম জনিত অপরাধ হইবে। শ্রীধর-স্বামিপাদ 'কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ' ইত্যাদি (ভাঃ১১।৫।১৯) যুগোপাস্য অবতার প্রশ্নের টীকায় বলিয়াছেন 'ভগবদ্ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা ইতি স্থিতে তত্র বিশেষং পৃচ্ছতি অর্থাৎ ভগবানের ভজনই করিতে হইবে ইহা স্থির হইলে তাহাতে বিশেষ প্রশ্ন করিতেছেন।' এই উক্তির দ্বারা যে যুগে যে বিশেষ অবতার, তাঁহার ভজন যে করিতে হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায়। নতুবা যুগাবতার বিষয়ক প্রশ্ন নিরর্থক হইয়া পড়ে। কৃষ্ণবর্ণ উক্ত হওয়ায় 'ত্বিষা কৃষ্ণ' এই বিশেষণটি নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এইটি অন্যবর্ণের ব্যাবর্ত্তক বা নিষেধক হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ কৃষ্ণবর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু ত্বিষা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং অর্থাৎ কান্তিতে ইন্দ্রনীলমণির মত উজ্জ্বল—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'রুক্ষতাং ব্যাবর্ত্তয়তি' রুক্ষতার ব্যাবর্ত্তনের বা নিষেধের জন্য 'অকৃষ্ণ' এই বিশেষণ বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির মত উজ্জ্বল। 'অকৃষ্ণ' শব্দের উজ্জ্বল অর্থে ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। 'পীত' অর্থকে উজ্জ্বল অর্থ দ্বারা আবৃত করিবার অভিপ্রায়ে কলির সাধারণ যুগাবতার কৃষ্ণ—রুক্ষ ইহারই ব্যাবর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রথমেই তিনি অকৃষ্ণ এইরূপ বিচ্ছেদ করিয়া অর্থ করিতে গেলেন কেন? আবার পক্ষান্তরে 'ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং কান্তিতে কৃষ্ণাবতার' এইরূপ অর্থদ্বারা কাহার ব্যাবর্ত্তন করিতেছেন? তাঁহার কৃষ্ণত্বটি কান্তির দ্বারা অনুমেয়, প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত নহে। তাই কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—'তোমাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া মনে হইতেছে।' কান্তি কৃষ্ণ হইলে কান্তিতে কৃষ্ণাবতার এ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন হইত না। সুতরাং বর্ত্তমান বিশেষ কলিযুগাবতারের কান্তি কৃষ্ণ নহে। 'অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।' 'ত্বিষা-কৃষ্ণ' পদের প্রয়োগ দ্বারা কলিতে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য দেখাইতেছেন' এ-কথাই বা কেন বলিলেন? কলির সাধারণ যুগাবতারও কৃষ্ণবর্ণই, ইনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন, বিশেষ কলিতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের পীতবর্ণ মূর্ত্তিবিশেষে আবির্ভাবই এখানে অভিপ্রেত। এই শ্লোকটি যদি এত সহজ সরল তাহা হইলে 'শ্যামবর্ণং ত্বিষাশ্যামং' এই প্রকার না বলিয়া 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' এইরূপ কেন বলিলেন? ইহাতে লেখক সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের অভিপ্রেত অনুবাদেরও বাধা হইত না। আবার অন্য যুগাবতারের সে বিশেষণ নাই এইরূপ একটি বিশেষণ 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং' বা কেন বলিলেন? অন্য যুগত্রয়ে উপাসক বলিতে 'মনুষ্যাঃ মনুজাঃ মর্ত্ত্যাঃ' প্রভৃতি মনুষ্য-পর্য্যায় শব্দত্রয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই কলিতে 'সুমেধসঃ' এই পদ কেন প্রয়োগ করিয়াছেন? ইহার অর্থ 'বিবেকিনঃ'। যদি দ্বাপরের অবতার কৃষ্ণই কলিযুগের উপাস্য অবতার হন, তাঁহার উপাসনায় বিচার বিবেচনার কি অবকাশ আছে, তিনিত পূর্ব হইতেই অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন? অন্য মন্বন্তরের দ্বাপর ও কলির যুগাবতারের মত বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতিতম

দ্বাপর ও কলির যুগাবতার যুগাবতারমাত্র নহেন, তিনি অবতারী কৃষ্ণ, কলিতে তিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত, গৌর-কান্তি। অন্য কলির কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার ইহাতে অর্থাৎ গৌর কৃষ্ণে অন্তর্ভূত। এই প্রকৃতার্থ পরোক্ষবাদ ন্যায়ে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' বিশেষণ দুইটিতে গূঢ়। তাই দ্বিবিধ ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামিপাদ করিয়াছেন। (ভাঃ ১১।৫।৩২)। যেখানে একপ্রকারে অবস্থিত অর্থকে গোপন করিবার নিমিত্ত অন্যপ্রকার করিয়া বলা হয়, তাহাকে পরোক্ষবাদ বলে। যেমন—'নিম্বপান কর, তোমাকে লড্ডুক দিব' এস্থলে আরোগ্যই প্রয়োজন, নিম্বপান নহে। অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ—ইহার অর্থ—অঙ্গ—হৃদয়াদি, উপাঙ্গ—কৌস্তভাদি, অস্ত্র—সুদর্শনাদি, পার্ষদ—সুনন্দাদি, এই অর্থ মুখ্য, কৃষ্ণপক্ষে সঙ্গত। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তাঁহার এই অঙ্গাদি অষ্টবিধ অঙ্গাদি দ্বারা আবৃত। অঙ্গ—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত; উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি, অস্ত্র—অবিদ্যার উচ্ছেদক ভগবন্নাম, পার্ষদ—গদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতি। কলিযুগাবতারের স্তুতিবোধক শ্লোক দুইটিরও প্রথমটি কোন বিশেষ অবতারকে লক্ষ্য করিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। দ্বিতীয়টি শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া। শ্লোক দুইটির মহাপ্রভুপর অর্থ পরোক্ষভাবেই উক্ত হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান কলিযুগাবতার যে সব অবতারের অবতারী ইহা অন্তর্য্যামীর শরণাগত হইলে উপলব্ধির বিষয় হয়। অন্যকোন যুগাবতারের উদ্দেশ্যে এই শ্লোক দুইটির মত কোন গম্ভীরার্থদ্যোতক স্তুতি শ্লোক উচ্চারিত হয় নাই কেন তাহা চিন্তনীয়। 'সাপের হাঁচি বেদে বুঝে।' অতএব অনধিকারী এই অর্থে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া উন্মত্তের মত প্রলাপ করিবে। এই অর্থ মুখ্যার্থের বিরোধী ত' নহেই, পরন্তু মুখ্যার্থ অপেক্ষা অধিক চমৎকারী। এই ভাগবত শাস্ত্র কেবল বেদ বা পুরাণ মাত্র নহে, রস শাস্ত্রও।

লেখক (১৭ পৃঃ) 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকের স্বকপোল-কল্পিত তিন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রাম, কৃষ্ণ অথবা উভয়েই কলিযুগের উপাস্য বিগ্রহ। তাহার সমর্থনে 'এবং যুগানুরূপাভ্যাং' (ভাঃ ১১।৫।৩৫) শ্লোকের দ্বিবচন দ্বারা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যে উপাস্য তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু যুগানুরূপাভ্যাং যে রামকৃষ্ণের বিশেষণ নহে, নাম ও রূপের বিশেষণ অর্থাৎ দ্বিবিধ নামরূপগত, রামকৃষ্ণগত নহে ইহা লেখক লক্ষ্য করেন নাই। 'যুগানুবর্ত্তিভিঃ' এই পদের অন্তর্গত 'যুগ' শব্দ কেবল কলিপর নহে, চতুর্যুগপর ইহাও দেখিবার অবকাশ হয় নাই। এই শ্লোকটি সেই সেই যুগে সেই সেই যুগাবতারের উপাস্যতার সমর্থক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্ব অস্বীকারের উন্মত্ততা এতই পাইয়া বসিয়াছে যে সাধারণ অর্থকেও বিকৃত করিতে সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের কোন সঙ্কোচবোধ হয় নাই। এই প্রকরণটি যে যুগবিশেষে উপাস্য-বিশেষ বিষয়ক এই জ্ঞান থাকিলে সর্বযুগের সাধারণোপাস্য শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে কলিযুগোপাস্য বলিতে বাধা হইত। কলিযুগের উপাস্য অবতারবিশেষকেই যে প্রথমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ও দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্ররূপে স্তুতি করা হইয়াছে এই সংজ্ঞ সরল প্রাকরণিক সত্যটি 'ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্। নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু' (ভাঃ ১১।৫।৩১) অর্থাৎ হে রাজন্! দ্বাপরে জগদীশ্বরকে এই প্রকার স্তুতি করিয়া থাকেন, কলিতেও যে-প্রকার স্তুতি করিয়া থাকেন, শ্রবণ করুন। এই পূর্বশ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি দ্বাপরে প্রতিকল্প একবার মাত্র যুগাবতারের অবতরণ সময়ে অবতীর্ণ হন, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি এবং রামচন্দ্র নরলীল; নরলীলা সর্বোত্তমলীলা। বর্ত্তমান কলির অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুতে নরলীলার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই এইরূপ স্তুতি তাঁহাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

(১৯ পৃঃ) 'ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং' এইস্থলে কোন কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া কৃষ্ণের অবতার বলিয়াছেন।' তাহা নাকি শাস্ত্রবিরুদ্ধ; অতএব স্বামিপাদের মতবিরুদ্ধ। তদুত্তরে বলা যায় যে 'ত্বিষাকৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং'

এখানে কৃষ্ণাবতার শব্দটি 'নিষাদস্থপতি'র (নিষাদ-স্থপতি, নিষাদগণের সম্বন্ধযুক্ত স্থপতি) মত তৎপুরুষ ও কর্ম্মধারয় উভয় সমাসে সিদ্ধ হয়। এখানে উভয়সমাসই বিবক্ষিত। তিনি স্বরূপে কৃষ্ণ ও কান্তিতে কৃষ্ণাবতার। অবতারী হইয়াও অবতার। যেখানে প্রকৃত অর্থের বাধক হয় বা বিরুদ্ধ হয় সেইস্থলেই তৎপুরুষ সমাস জঘন্য। কৃষ্ণাবতার শব্দে কেবল কর্ম্মধারয় বিবক্ষিত হইলে অবতার শব্দটির সার্থকতা থাকে না। 'কৃষ্ণের প্রাধান্য দেখাইতেছেন' এইমাত্র বলিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তিনি যখন কৃষ্ণ তখন সুদর্শনাদি অস্ত্র আছে, যখন তিনি কান্তিতে কৃষ্ণাবতার, তখন তাঁহার অস্ত্রাদি অন্যরূপ। ভগবদভিন্ন সুদর্শন যেমন ভক্তভগবদ্‌বিদ্বেষিগণকে সংহার করেন, সেইরূপ ভগবদভিন্ন নামও অবিদ্যাদি ছেদন করিয়া থাকেন।

"ছন্নঃ কলৌ যদভবত্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।" এস্থলে ছন্ন শব্দের বিকল্প ছাদিত হয়। ছাদিত, আচ্ছাদিত, আবৃত এই সকল অর্থ। রূপান্তর বা বেশভূষাদিদ্বারা আবৃত। শ্রীকৃষ্ণ গৌরকান্তি বা ভক্তরূপদ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। যেমন যার জন্ম নাই তার মৃত্যু হইয়াছে বলা যায় না, সেইরূপ যাঁহার আবির্ভাব হইল না তাঁহার তিরোভাব হইল ইহাও বলা চলে না। অতএব 'ছন্ন' শব্দের আবির্ভূতের বিরোধী 'তিরোভূত' অর্থ হওয়াই সঙ্গত (২৮ পৃঃ) এই উক্তি অসঙ্গত। শ্রীধর স্বামীর 'ত্রিষ্বেবাবির্ভাবাৎ' ইহার অর্থ তিন যুগেই আবির্ভাব হেতু তিনি ত্রিযুগ। 'ছন্ন' শব্দের কোন অর্থ তিনি উল্লেখ করেন নাই। 'যতঃ কলৌ ছন্নোঽভবঃ'। যেহেতু কলিতে তুমি ছন্ন হইয়াছিলে, এই জন্য তুমি ত্রিযুগ। তিনযুগেই আবির্ভাবহেতু এই অর্থের দ্বারা কলিযুগে অবতারের আবির্ভাবের অভাব সূচিত হইতেছে। এই 'ত্রিযুগ' শব্দই প্রতিপক্ষিগণের একমাত্র মূলধন। অথচ কলিযুগে বুদ্ধ ও কল্কির মধ্যে কোন অবতারের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই এই কথাটি লেখক বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। কলিতে বুদ্ধ ও কল্কির অবতরণে যদি ত্রিযুগত্বের হানি না হয় তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণে তাহা হইবে কেন? মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে যে চারবর্ণের চারযুগের উপাস্য অবতারের কথা আছে, তাহাও ত' ত্রিযুগের বিরুদ্ধ হয়। ইহার সমাধানে বলা যায় যে কলিযুগে ভগবান্ লীলাবতার করেন না। 'প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।' কলিতে সাক্ষাৎরূপধারী হরি দৃশ্য হন না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের এই বচনে প্রত্যক্ষরূপধৃক্ এই বিশেষণটি বিশেষ অর্থের বোধক। নতুবা 'কলিতে হরি দৃশ্য হন না' এইরূপই উক্ত হইত। শ্রীধরস্বামিপাদের 'ত্রিষ্বেবাবির্ভাবাৎ' এর সহিত 'প্রত্যক্ষরূপধৃক্তয়া' এই অংশটি যোগ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে বিরোধ পরিহৃত হয়। প্রত্যক্ষরূপের বিপরীত ছন্নরূপ; অন্যরূপে আবৃত বা ঢাকা। সাধারণ লোক তাঁহাকে আবৃতরূপে ভক্তরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ পার্ষদগণই তাঁহার ভগবদ্রূপ অনুভব করিয়াছিলেন। অন্য কোন অবতার স্বীয়রূপ আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হন নাই। নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব অনেকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন দেশে কোন কালে কোন ব্যক্তির নিকট কেহ ছন্ন হইলে বা নিজেকে গোপন করিলে অন্য দেশে, অন্য কালে বা অন্য ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট প্রকাশিত হইতে পারেন না ইহা বলা চলে না। কারণ ছন্ন যদি কোন দেশে, কোন কালে বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত না হন, তবে তিনি ছন্ন বা গুপ্ত ছিলেন ইহা কিরূপে বলা যায়? এই প্রকার শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বসাধারণের নিকট তাঁহার প্রকটলীলায় প্রকাশিত না হইলেও তাঁহার অপ্রকটের পর প্রকটলীলায় গুপ্ত থাকার কথা মহাভাগবতগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অলঙ্কার শাস্ত্রেও ছন্নত্ব বা অপবারিতত্বের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—'তদ্ভবেদপবারিতং রহস্যন্তু যদন্যত্র পরাবৃত্য প্রকাশতে।' অন্যদিকে ফিরিয়া যে রহস্য বা গোপনীয় কথাটি প্রকাশ করা হয়, তাহাকে অপবারিত বলে। অতএব আবির্ভূতত্বের বিরোধী তিরোভূতত্ব বা তিরোভাব ছন্নত্বের অর্থ হইতে পারে না।

এই গোপনভাবের লীলা ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই অধিক আনন্দবর্দ্ধিনী। রসিকভক্তগণ বিষয়রূপ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়রূপে বা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাবদ্যুতিসুবলিতরূপে নিজেকে অন্বেষণ করিবার লীলার চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা ব্যতীত সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলা পুষ্ট হইতে পারে না। "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" বিরহ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্ট হয় না। ইহাও গৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণত্বে অসাধারণ প্রমাণ। নির্বিশেষবাদামোহচ্ছন্নদৃষ্টি তর্কপন্থিগণের নিকট ইহা অগম্য।

লেখক মহাশয় শ্রীধরস্বামীর 'ত্বিষা অকৃষ্ণং' এই সন্ধিকৃত ব্যাখ্যাটি এড়াইয়া গিয়াছেন। ইহা অবশ্য অপকৌশল নহে, স্বচ্ছ সরলতাই বলিতে হইবে। পাঠক মহাশয়গণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। 'কিঞ্চ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাবতার অর্থ না করিয়া এই পদকে সন্ধির সাহায্যে 'অকৃষ্ণং' এইরূপ পদ করিয়া উহার সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে অবতার বলিয়া প্রতিপাদন করিলে অন্য কোন ব্যক্তির ভক্তগণও ঐ শ্লোকের সেই ব্যক্তিপর ব্যাখ্যা করিতে পারেন।' (ইত্যাদি ২০ পৃষ্ঠা)। এইরূপ আশঙ্কা অন্ধকারে হাতড়ান ছাড়া কি হইতে পারে? স্বামিপাদ প্রথম কল্পেই অকৃষ্ণং এইরূপ বিচ্ছেদ কেন করিলেন? পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে চারিযুগে চারি-বর্ণের অবতার। শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ এই তিনবর্ণের উক্তি হইয়াছে, অনুক্ত রহিয়াছে পীত। তাহাই প্রকরণ দীন অকৃষ্ণ পদ প্রতিপাদ্য হইবে? না অপ্রাকরণিক কৃষ্ণ ভিন্ন ছয়টি বর্ণ আসিয়া পড়িবে? বা শাস্ত্রবাহ্য যাহাকে খুসী তাহাকে অবতার বানান যাইবে? শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধটি কোন শাস্ত্রবাহ্য অবতারে অতিব্যাপ্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ অন্য কোনও তথাকথিত অবতার সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞেরদ্বারা অর্চ্চিত হন না। যাহারা জাগিয়া ঘুমায় তাহাদের ঘুম ভাঙ্গায় কার সাধ্য? 'অক্ষিরোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা কটিং দহেৎ।' এই গল্পটি এই প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইলাম। কোন কবিরাজের পুত্র তাহার পিতার নিকট এই শ্লোকটি শুনিয়াছিল। একদিন তাহার পিতার অনুপস্থিতিতে একটি চক্ষুরোগী আসিয়া উপস্থিত। তখন কবিরাজনন্দন, রোগীর কর্ণ ছেদন ও কটি দেহনের আয়োজন করিতেছে। দৈবাৎ কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এসব কি করিতেছ'? সে বলিল, 'এই চক্ষুরোগীটির চিকিৎসা করিতে হইবে।' তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, 'আরে! এ কি করিতেছ?' পুত্র বলিল, 'কেন বাবা, শাস্ত্রে ত' আছে—চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইলে কান দুইটি কাটিয়া কটিদেশ দগ্ধ করিতে হইবে।' তখন কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'আরে, সে তো পশুচিকিৎসা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে।' 'আমি না আসিয়া পড়িলে রোগীটি ইহ লীলা সংবরণ করিত' বলিয়া, নিজে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে লেখক আবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই শ্লোকের সাহায্যে গৌরাঙ্গকে প্রচ্ছন্ন অবতার বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাদিগকেও অবতার স্বীকার করিতে হইবে। (ইহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।)

লেখক বা তাঁহার সমগোত্রীয়রা বরং যাহাকে তাহাকে অবতার বলেন বা বলিতে পারেন। তাঁহারা যখন সকলেই ব্রহ্ম, জীব ও ঈশ্বরের সত্তা কাল্পনিকী ইত্যাদি বলেন, তখন তাঁহাদের যাহাকে তাহাকে অবতার বলিতে বাধা নাই। কিন্তু পাঞ্চরাত্রিক বা ভাগবত বৈষ্ণবগণ কখনও অনীশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না বা ঈশ্বরকে অনীশ্বরবুদ্ধি করিয়া অপরাধ করেন না। অবতারের অসাধারণ লক্ষণ আছে। তাহার দ্বারা বিদ্বৎ ভাগবতগণ ভগবানকে জানিতে পারেন। 'যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতি-শয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥' (ভাঃ ১০।১০।৩৪) যাঁহার (মৎস্যাদি) অবতার সমূহ মৎস্যাদি জাতির মধ্যে জানিতে পারা যায়। কিসের দ্বারা? জীবে অসঙ্গত অর্থাৎ

যাহা জীবে সম্ভব নহে এরূপ প্রভাবসমূহদ্বারা। শ্রীধর-স্বামিপাদ ভাগবত (২।৭।২৬)'ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ' শ্লোকের টীকায় 'তুমি যে ঈশ্বর তাহাতে কি প্রমাণ?' অতিমানুষকর্ম্ম ঈশ্বর ব্যতীত নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে, এই অন্যথানুপপত্তিই প্রমাণ। 'তর্হীশ্বরত্বে কিং প্রমাণম্? অতিমানুষকর্ম্মাণ্যথানুপপত্তেরেবেত্যাহ'. ইতি। বিদ্বদনুভবও প্রমাণ। ভাগবত (২।৬।৪১)'ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ' শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ একথা বলিয়াছেন,—'বিদ্বদনুভবমপি প্রমাণয়তি।' ভগবদবতারের বিশেষ লক্ষণ শাস্ত্রবাহ্য অবতারে সম্ভব নহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেই অসাধারণ লক্ষণ আছে। যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের অসাধারণ প্রয়োজন স্বভক্তগণের প্রেমভক্তি দান। সেই কার্য্য অন্য কোন অবতার করেন না। সেইরূপ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমভক্তি-দানলীলা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভগবান দেবকীনন্দন বাসুদেব কি কার্য্য করিবার ইচ্ছায় জাত হইয়াছিলেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে সূত বলিলেন (ভাঃ ১।২।৩৪) 'ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।' (শ্রীধর টীকা)—ভাবয়তি পালয়তি, এতত্তু সর্বাবতারসাধারণ-প্রয়োজনম্, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারস্য কুন্তীস্তুতৌ বক্ষ্যতে'। টীকার অর্থ—লোককর্ত্তা ভগবান লোকগণকে সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন করেন। এই লোকপালনরূপ প্রয়োজন সকল অবতারের পক্ষে সাধারণ, শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন কুন্তীস্তুতিতে বলিবেন। এখন কুন্তীস্তুতি দেখা হউক। ভাগবত (১।৮।২০) 'তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্। ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ॥' অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেকী মননশীল রাগাদিচিত্তমলশূন্যগণেরও নিজ মহিমায় লক্ষ্যের বিষয় হন না। অথবা পরমহংসগণেরও প্রেমভক্তি বিধানের নিমিত্ত আত্মারাম মুনিগণকেও অচিন্ত্য নিজগুণসমূহদ্বারা আকর্ষণপূর্বক ভক্তিযোগ করাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ আপনাকে স্ত্রীলোক আমরা কিরূপে দেখিতে পাইব? যদ্বা পরমহংসানামপি ভক্তি-যোগবিধানার্থং ত্বাম্ আত্মারামান্ মুনীনপি অচিন্ত্যনিজগুণৈরা-কৃষ্য ভক্তিযোগং বিধাতুং কারয়িতুং অবতীর্ণমিত্যর্থঃ।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেবল আত্মারামগণকে নহে, আচণ্ডালে বিনা সাধনায় প্রেমভক্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য ভগবত্তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

ভাগবত (১।৭।২৫) শ্লোকে অর্জ্জুনও বলিয়াছেন—'তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া। স্বানাঞ্চানন্য-ভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ॥" টীকা—'কিং ভূভারহরণং মদিচ্ছামাত্রেণ ন ভবতি? তত্রাহ স্বানাং জ্ঞাতীনাং অনুধ্যানায় চ তথা অনন্যভাবানাম্ একান্ত ভক্তানাঞ্চ।' পৃথিবীর ভারহরণের ইচ্ছায় আপনার এই অবতার। ভূভারহরণ কি আমার ইচ্ছামাত্র হইতে পারে না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞাতিগণের এবং অনন্যভাব অর্থাৎ অন্য কোন দেবতা বা সাধন বা ফলে যাহাদের প্রীতি নাই সেই একান্ত ভক্তগণের অনুধ্যানের নিমিত্ত। পদ্মপুরাণে 'দর্শনস্পর্শন-ধ্যানৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বানুপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ॥ মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥' ভগবান বলিতেছেন—হে ব্রহ্মণ্! যদিও আমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ তথাপি আমার ভক্ত-গণের বিনোদনের নিমিত্ত বিবিধ লীলা করিয়া থাকি। যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বিহঙ্গ দর্শন, স্পর্শ ও ধ্যান দ্বারা নিজ নিজ অপত্যগণকে পোষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও ভক্তগণকে পোষণ করি। সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভু অস্ত্রাদির দ্বারা দুষ্টের দমন লীলা প্রকাশ করেন নাই বলিয়া যে তাঁহার ভগবত্তা নাই এরূপ মনে করা স্থূলধীর পরিচায়ক।

পূর্বাপর প্রবন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে উদ্ধৃত যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন যুগাবতার-গণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। 'ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥' (বিষ্ণুপুরাণ)। 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ

তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥' ভাগবত (১২।৩।৫২)। সত্যযুগের যুগধর্ম্ম বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতা যুগে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা বা অর্চ্চন দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তনদ্বারা সেই সমুদয় ফল লাভ হইয়া থাকে।

'মহান্‌প্রভুর্বৈ পুরুষঃ' এইশ্রুতিমন্ত্রে পরমেশ্বরের স্বরূপ বা গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহার সহিত গৌরাঙ্গের কি সম্বন্ধ আছে.....ইত্যাদি (২৫-২৬) পৃষ্ঠা। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ প্রমাণে কলিতে পীতবর্ণ ভগবদবতার শ্রীগৌরাঙ্গ নির্ণীত হইয়াছেন। সেইজন্য বিষ্ণুর নামান্তর 'মহাপ্রভু' শব্দে ভক্তগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন এবং এখনও মহাপ্রভু বলিলে যাঁহারা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মানেন বা মানেন না সকলে তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকেন। অন্য শব্দ অন্যত্র ঔপচারিক হইলেও এই মহাপ্রভু শব্দটি তাঁহাতে ব্যতীত অন্যত্র ঔপচারিক ভাবেও প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না, তখন তাঁহার সহিতই যে এই নামের নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিলে নিজের নগ্নস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইবে মাত্র। মন্ত্রে মহান্ প্রভুঃ, মহান্ পুরুষ আছে, অন্যত্র মহাপ্রভু ও মহাপুরুষ আছে; একত্র নামরূপে উল্লিখিত দেখিয়া মন্ত্রের সহিত তাহার একবাক্যতা করিলে শাস্ত্রের অপলাপ করা হইবে? না শাস্ত্রের অর্থ সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে? মন্ত্রে তাঁহার স্বরূপও গুণকীর্ত্তন করা হইলে অন্যত্র তাহার প্রতিপাদক নাম থাকিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না এমন কোন অনুশাসন কোথায় আছে তাহা অবশ্য আমাদের অজ্ঞাত। স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ড বৈশাখ মাহাত্ম্য ১৯ অধ্যায় ১৪ শ্লোক—'গুণকর্ম্মানুরূপেণ তেষাং বিষ্ণুর্মহাপ্রভুঃ। কর্ম্মাণি কারয়ত্যুদ্ধা স্বস্বরূপাপ্তয়ে বিভুঃ॥' শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে।

বিষ্ণুসহস্রনামের পাঠ লইয়া লেখক তর্ককীর্থ মহাশয় যে বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসহস্র নাম পাঠ করিয়া থাকেন। 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ বা নিষ্ঠাশান্তিঃ পরায়ণম্॥' এই দুইটি অংশ যে এক শ্লোকের দুইটি অর্দ্ধ নহে ইহা তাঁহারা সম্যক্ অবগত আছেন। তথাপি সহস্র-নামান্তর্গত নামগুলি ভগবানের ও তদীয় অবতারগণের গুণলীলার প্রতিপাদক হওয়ায় এই আটটি বা দশটি নাম কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ, গুণ ও লীলার প্রতিপাদক বলিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। একটি শ্লোক হিসাবে প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নহে, ইহা তত্ত্বানু-সন্ধিৎসুগণ বুঝিতে পারিবেন। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ 'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি' নীতিরই অনুসরণ করিবেন। 'যানি নামানি গৌণানি' অর্থাৎ গুণানুসারি যে নামগুলি বিখ্যাত সেই নামগুলি কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই নামগুলি সহস্রনামের অন্তর্গত কয়েকটি নামমাত্র। তাহাদের কোন স্বরূপ, গুণলীলাদি প্রতিপাদক অর্থ না থাকিলে ভাষ্যকারের ভাষ্যকরার কোন প্রয়োজন হইত না। কোন কোন আচার্য্য নিষ্ঠা, শান্তিঃ, পরায়ণম্ এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা 'নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ' এইরূপ সমাসনিবদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সমাসনিবদ্ধ বহুনামও সহস্রনামে উক্ত হইয়াছে। এই পাঠই ঠিক, অপরটি ঠিক নহে, ইহার কোন বিনিগমক নাই। যিনি যেরূপ পাঠ দেখিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে যে অর্থের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তিনি সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও কোন কোন স্থলে সংখ্যাধিক্যভয়ে দুইটি প্রথমান্ত পদকে বিশেষণ বিশেষ্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন স্থবিরোধ্রুবঃ, বাচস্পতিরুদারধীঃ ইত্যাদি। আবার রামানুজানুগত ভাষ্যেও স্থবিরঃ ধ্রুবঃ ও বাচস্পতিঃ উদারধীঃ এই চারিটি পৃথক্ নাম দেখা যায়। এই রীতিতে অন্য আচার্য্য 'নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ' এক নাম ধরিয়াছেন। আবার অন্য আচার্য্য পৃথক্ পৃথক্ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন 'নারসিংহবপুঃ' নামটি বিষ্ণুর নৃসিংহমূর্ত্তির স্মারক, সেইরূপ সুবর্ণবর্ণ ইত্যাদি আটটি নাম বিষ্ণুর পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্ত্তি

স্মরণ করাইয়া দেয়। যতগুলি নাম ততগুলি বিগ্রহ থাকিবে এরূপ নিয়মও যেমন হইতে পারে না, আবার ততোঽধিক বিগ্রহও হইতে পারে না ইহাও বলা চলে না। কারণ, তিনি বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ সমস্ত শক্তির আশ্রয় সর্বশক্তিমান্। সহস্রনামের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিববাচক শব্দ দেখিয়া তাঁহাদের বিগ্রহকে বিষ্ণুবিগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কেন? উপনিষদে, বেদান্তে আকাশাদি শব্দ প্রকরণাধীন ব্রহ্মবাচক হইলেও অন্যত্রস্থিত আকাশাদি শব্দকে কেহ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না। সেইরূপ সহস্রনামান্তর্গত ব্রহ্মা শিবাদি প্রতিপাদক শব্দও প্রকরণ বশতঃ বিষ্ণুকেই বুঝাইবে। মূলতঃ সকল নামই বিষ্ণুর ছিল। তিনি কতকগুলি নাম অন্য দেবতাকে দিয়াছেন। কতকগুলি নিজে রাখিয়াছেন। প্রমাণ—(সিদ্ধান্তরত্নধৃত স্কন্দপুরাণ)—"ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজ্ঞেবর্ত্তে স্বকং পুরম্॥' সেই নামসমূহের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা—'রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মার্জ্জনার্দ্দনঃ। ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥ পিবন্তি যে নরাঃ নাকং মুক্তাঃ সংসার-সাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥ শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্যাত্মক-মিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥ কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্ব-র্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥ এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেকএব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু সপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥' অনুবাদ—রাজা যেরূপ স্বীয় নগর ভিন্ন অন্য নগরগুলি অপর অপর রাজাকে দিয়া থাকেন সেইরূপ পুরুষোত্তম নারায়ণ প্রভৃতি নিজ নাম ব্যতীত অন্যনাম সমূহ অন্যান্য দেবতাকে দিয়াছেন। জনার্দ্দন রোগকে দ্রাবণ করেন বলিয়া রুদ্র, ঈশন অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন বলিয়া তিনি ঈশান, সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া তিনি মহাদেব, যে নরগণ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া সুখভোগ করেন বিষ্ণু তাঁহাদের আশ্রয় বলিয়া পিনাকী, সুখস্বরূপ বলিয়া তিনি শিব, সকলকে সংরোধন বা সংহার করেন বলিয়া তিনি হর, কর্ম্মাত্মক জগতকে প্রবর্ত্তনপূর্বক আচ্ছাদন করেন বলিয়া তিনি কৃত্তিবাসা, বিরেচন বা সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি বিরিঞ্চি, বৃংহণ বা বৃদ্ধিহেতু তিনি ব্রহ্ম, ঐশ্বর্য্য হেতু তিনি ইন্দ্র বলিয়া কথিত হন। এইপ্রকার বিবিধ শব্দদ্বারা এক পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রমই বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন।

বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত বিষ্ণুসহস্র নামের 'নামার্থসুধা' নামক ভাষ্যে সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপং যস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং' ইতি শ্রুতেঃ। হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণাধিষ্ঠানানি অঙ্গানি যস্য স হেমাঙ্গঃ, বরাণি সৌন্দর্য্যবন্তি অঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ, চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবর্ণাদি চতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণচৈতন্যতায়াং যোজয়ন্তি। অথ কৃষ্ণচৈতন্যতাং দ্যোতয়ন্নাহ ষড়্ভিঃ—সন্ন্যাসং পারিব্রজ্যং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ, শময়তি আলোচয়তি রহস্যং হরেরিতি শমঃ, শম আলোচনে চুরাদি, শাম্যতি উপরমযতি কৃষ্ণাদ্যবিষয়াৎ ইতি শান্তঃ, নিতিষ্ঠন্তি অস্যাং হরিকীর্ত্তনপ্রধানাঃ যজ্ঞাঃ ইতি নিষ্ঠা, শাম্যন্তি অনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈতপ্রমুখান্ ইতি শান্তিঃ, মহাভাবান্তানাং ভাবভেদানাং পরময়নম্ ইতি পরায়ণম্ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অর্থ—সুবর্ণের মত বর্ণ অর্থাৎ রূপ যাঁহার তিনি সুবর্ণবর্ণ, যখন জীব রুক্মবর্ণ অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণ কর্ত্তা ঈশ্বর, ব্রহ্মের যোনি বা কারণ পুরুষকে দর্শন করে তখন সেই রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনকারী বিদ্বান্-ব্যক্তি পুণ্যপাপ ধ্বংস করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম দেহরূপ উপাধি মুক্ত হইয়া তাঁহার সমান ধর্ম্ম বা গুণসকল অতিমাত্রায় লাভ করে। (মুণ্ডক ৩।৩)। দর্শনমাত্র বিনাসাধনে তাঁহার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্তি ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কোনও অবতারস্বরূপে পাওয়া যায় না। স্বর্ণের মত স্পৃহণীয় বর্ণের আশ্রয় যাঁহার অঙ্গগুলি তিনি হেমাঙ্গ, বর অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট যাঁহার অঙ্গগুলি তিনি বরাঙ্গ, চন্দন অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তের আহ্লাদজনক অঙ্গদযুগল যাঁহার তিনি চন্দনাঙ্গদী, এই চারিটি নাম কেহ কেহ চৈতন্যপর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আর ছয়টি নাম

কৃষ্ণচৈতন্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন—সন্ন্যাস অর্থাৎ পারিব্রজ্য ধর্ম্ম যিনি করিয়া থাকেন তিনি সন্ন্যাসকৃৎ, হরির রহস্য যিনি শমন—আলোচনা করেন তিনি শমঃ। শম্ ধাতু চুরাদি—আলোচনা অর্থ। কৃষ্ণভিন্ন অন্যবিষয় হইতে যিনি উপরত তিনি শান্ত। নিশ্চিতরূপে হরিকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ সকল ইঁহাতে অবস্থান করে এইজন্য নিষ্ঠা। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং ইতি (ভাঃ)। কেবলাদ্বৈতি-প্রমুখ ভক্তিবিরোধিগণ ইঁহার দ্বারা শান্ত হয় এইজন্য ইনি শান্তি। মহাভাব পর্য্যন্ত ভিন্নভিন্ন ভাব সমূহের একমাত্র আশ্রয় এইজন্য পরায়ণ। আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যিনি 'গোবিন্দলীলামৃতম্' নামক দ্বাবিংশতি সর্গ মহাকাব্য ও অন্যান্য হরিলীলা প্রতিপাদক বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনি নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"তপ্তহেম-সম কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্বভূতেসম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দনভূষণ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম গণন॥
দুইলীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ।
দুই লীলার চারি চারি নাম বিশেষ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৩।৪১, ৪৫-৪৮)

যদিও দেবতাবাচক নাম পুত্রকন্যাকে দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদিগকে দেবতা বলা অযৌক্তিক, তাই বলিয়া যে দেবতার যে নাম সেই দেবতাকে সেই নামে বুঝিতে ভয় পাইবে ইহাও যুক্তি সঙ্গত নহে। ভগবান কৃষ্ণের রং কালো বলিয়া যেমন কালো রং-এর মানুষ-মাত্রকে বা কৃষ্ণনামধেয় কোন জীবকে কৃষ্ণ বলা যায় না, সেইরূপ কাহারও সোনার মত রং হইলেই তাহাকে ভগবান্ বলা যায় না। পীতবর্ণ বিষ্ণুবিগ্রহকেই সুবর্ণবর্ণ বলিতে হইবে, যে কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই তাহাকে সন্ন্যাসকৃৎ বলা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া সন্ন্যাসকৃৎ বিষ্ণুবিগ্রহকে অস্বীকার করিলে আসুর যোনিই লাভ হইবে। বেদে, পুরাণে কৃষ্ণের কথা থাকিলেও এই যে সেই অবতারী কৃষ্ণ, অন্য কৃষ্ণাবতার নহে, ইহা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, সেইরূপ শাস্ত্রে থাকিলেই বা তথাকথিত শাস্ত্র-বিশ্বাস থাকিলেই ভগবানকে ভগবান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, জরাসন্ধ প্রভৃতির শাস্ত্রজ্ঞান কম ছিল না। তাহারা কি বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করিত? শাস্ত্রে বিশ্বাস যেমন ঋষিগণের অনুভবকে অপেক্ষা করে সেইরূপ মহদনুভবও এ-বিষয়ে প্রমাণ। কারণ, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী নিম্ব, তিন্তিড়ী, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষসকল একই গঙ্গার সুমধুর জল গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে কাহারও ফল তিক্ত, কাহারও অম্ল, কাহারও বা মধুর হয়, সেইরূপ বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে সাত্ত্বিক বুদ্ধি যে অর্থ গ্রহণ করে, রাজস-বুদ্ধি বা তামস-বুদ্ধি সে অর্থ বিকৃতভাবেই গ্রহণ করে। শব্দের যে অর্থ মহদনুভবসিদ্ধ, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছা, করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতাদোষ থাকে না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বুদ্ধিদোষ নির্ম্মুক্ত। শাস্ত্রজ্ঞান তত্ত্বনির্ণয়ের সহায়ক হইলেও মহৎকৃপাই মুখ্য। পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব ও প্রহ্লাদ শাস্ত্রপাঠ করেন নাই। তথাপি নারদের উপদেশে ভগবানের আরাধনা করিয়া ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। যাহারা খলপ্রকৃতি তাহারাই বৈষ্ণব-গণের অবমাননা করিয়া থাকে 'সতোঽবমন্যন্তি হরি-প্রিয়ান্ খলাঃ।' (ভাঃ ১১।৫।৯)। ফলে তত্ত্বজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। কালক্রমে কলির জীবকে অল্পায়ুঃ, অল্পশক্তি, দুর্ম্মেধা দেখিয়া ব্রহ্মর্ষিগণ হৃদয়স্থিত অচ্যুত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদ সমূহকে বিভাগ করিয়াছিলেন। টীকাকার আশঙ্কা তুলিয়া 'হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ' এই বিশেষণের সার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরুষের বুদ্ধি হইতে এই বিভাগ কৃত হইয়াছে। অতএব ইহা অনাদরণীয় হইতে পারে না। এইজন্য 'হৃদিস্থ' ইত্যাদি বিশেষণ। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্য মহাভাগবতগণের বাক্যও অনুভব প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)। যাঁহার পরমেশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি এবং সেই প্রকার গুরুতেও ভক্তি হইয়াছে, সেই মহাত্মার নিকট প্রকৃত শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়। অতএব যাহাদের ভক্তি নাই তাহাদের নিকট প্রকৃত শাস্ত্রার্থ আবৃত থাকে।

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮০ বঙ্গাব্দ—১৩৭২-৭৩

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুণ, ৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ [illegible]সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

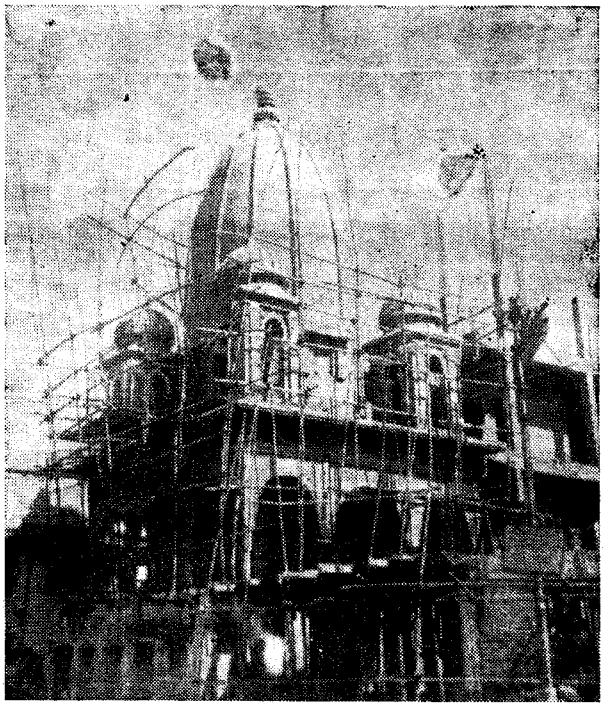

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৭৩

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৭৩। ২৪ মধুসূদন, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, শুক্রবার; ২৯ এপ্রিল, ১৯৬৬। | ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে থাকিতে না পারায় চিত্তবৃত্তি খারাপ হইয়া যাইতেছে, নে—মহারাজ এইরূপ অভিযোগ করায় তদুত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্তি—)

আমাদের সঙ্গদানের জন্য যে সাময়িক উৎসবাদির প্রবর্ত্তন, তার্থবাস বা শ্রীধামবাসের সুযোগদান, তাহার মূল উদ্দেশ্য—চেতনের-বৃত্তি উন্মেষিত করা। চেতনের স্বভাবে বৃত্তি আছে কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা অনুন্মেষিত। খুব ethical হওয়া বা altruistic হওয়া প্রভৃতি এই জগতের যে-সকল নীতি তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। কারণ এই জগতের সাময়িক দেশকালপাত্রগত পারিপার্শিকতার সহিত ঐরূপ নীতির নশ্বর ক্ষণিক সম্বন্ধ আছে। Altruistic হইয়া চেতনের বৃত্তিকে আর একদিকে enrtu t করা হয়। ভোগের পথ যেরূপ কুপথ ত্যাগের পথও সেইরূপ বিপথ। ফল্গু-বৈরাগী মধ্যপথে দিশাহারা হইয়া ত্যাগের পথ গ্রহণ করিয়াছে। জড়জগতের প্রীতি বা প্রীতিরাহিত্য উভয়ই ঈশ-বিমুখতা। এই দুই প্রকার ঈশবিমুখতা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির পূর্ণ আশ্রয় লাভ হয় না। 'হারমনিষ্ট', 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ', 'পরমার্থী' প্রভৃতি পারমার্থিক পত্র প্রকাশ করিবার কেন আবশ্যকতা হইয়াছে? সকলেই ত' জানেন,—এই সংসার অনিত্য, ইহা হইতে পৃথক্ হইলেই মঙ্গল এবং ইহাতে আসক্ত হইলেই অমঙ্গল। কিন্তু ইহা জানিলেও শ্রৌত-বাণীর সহিত নিজের চিত্তবৃত্তিকে ঐকতানে সংযুক্ত না রাখিতে পারিলে, ত্যাগ ও ভোগ—কোনটি অবলম্বন করিয়াই মঙ্গল হয় না। এইজন্য মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পারমার্থিক সংবাদপত্র সমূহে শ্রৌত-উপদেশ সমূহ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে dovetailed থাকিবার রহস্য-জ্ঞান প্রদান করিতেছেন। শুদ্ধভক্তি বিচার বুঝিতে দেরী হইলে বা না বুঝিতে পারিলে হয় কর্ম্মকাণ্ড, না হয় নির্ব্বিশেষবাদের মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইবে—বহির্ম্মুখসঙ্গপ্রভাবে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ বৃদ্ধি পাইবে। আমার সঙ্গে থাকিলে কি ফল হইবে? "গোপীনাথ! আমি ত' কাম-ক্রোধের দাস"—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।"

শেষের পঙ্‌ক্তি দুইটী ত' বলিবার যোগ্যতাই আমার নাই। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের

মন্দিরে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয় থাকিতেন। একদিন একটি লোক নরহত্যা করে। পুলিশের লোক কতকগুলি লোকের কথায় শ্রীস্বরূপদাসকে নরহত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট মনে করিয়া তাঁহাকে ধরিল, তিনি একাকী নির্জ্জনে থাকিতেন। ইহাতেও কতকগুলি লোকের মাৎসর্য্য হইয়াছিল। তখন তিনি মনে করিলেন যে,—তিনি আর জগন্নাথের মন্দিরে থাকিবেন না, কদলীপটকার 'গিরিধারী মঠে'র নিকট একটি কুটিরে বাস করিবেন। অতএব আমরা যে মনে করি—অনেক লোকজনের সহিত থাকিলেই হাঙ্গামায় পড়িতে হয়, তাহা নহে; নির্জ্জনে একাকী থাকিলেও অনেক অসুবিধা আসিতে পারে। যাঁহারা সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী বা নির্জ্জনে বাস করেন, তাঁহাদেরও অন্যাভিলাষ, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি দুষ্ট হয়। অনেক সময় বহির্জ্জগতের লোকের কনক-কামিনীচেষ্টা দেখিয়া মনে করি, জগতের মধ্যে থাকিলে আমাদের সেই চেষ্টা বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, রাজধানীর অট্টালিকায় পালঙ্কোপরি সুখশয্যায় শায়িত থাকিয়া যেরূপ অসুবিধা উপস্থিত হয়, শ্রীবৃন্দাবনের (?) নিভৃত বনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও সেইরূপই অসুবিধা হইতে পারে; যেমন দেখিয়া আসিলাম—বৃন্দাবনে * * বাবাজী বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও ভক্তি-অহঙ্কারে কিরূপ প্রমত্ত! অতএব বাহিরের চেহারায় বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না।

সু—ভাগবতরত্ন বলিয়া একটি লোক আমাদের শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রায়ই থাকিত। সে ভাগবত পড়িত। তাহার এক গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল যে, শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট পাঠ করিলে তথায় যে-সমস্ত গৃহস্থ লোক শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে আসেন, তাঁহারা তাহাকে উত্তম ভাগবত-পাঠক জানিয়া তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন এবং প্রচুর অর্থ প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিবেন। প্রা—অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইবার জন্য। একদিন শুনিতে পাওয়া গেল, প্রা—শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট রাসপঞ্চাধ্যায় পড়িবার উপক্রম করিতেছেন; শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আপনি বেহালায় গিয়া উহা পাঠ করুন।" তারপর যে-স্থানে পাঠক বসিয়াছিলেন, সে-স্থানের মাটি খনন করিয়া তাহা গো-ময় দ্বারা পবিত্র করিবার আজ্ঞা দিলেন।

একদিন সু—ভাগবতরত্ন একটা জলের পাত্রে নিজের পদদেশ ডুবাইয়াছিল। সে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিল,—"ব্রাহ্মণের এই পদধৌত জল কি বৃথায় নষ্ট হইবে?' শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"উহা আমিই পান করিব।" ইহা বলিয়া তিনি পান করিয়া ফেলিলেন। কাজেই দেখুন, মহতের কাছে থাকিলেও সুবিধা হয় না। সু—ভাগবতরত্নকে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কিরূপ বঞ্চনা করিলেন, তাহা সে ধরিতে পারিল না। সে মনে করিল, শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহাকে কত সম্মান করেন, কত ভালবাসেন!

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের পর সু—বলিতে লাগিল,—"বাবাজী মহারাজকে কাঁদা, কাঁচা চাউল, লঙ্কা, ছোলা এই সকল ভোগ দিতে হইবে।" আমি এক সময় গিয়া দেখিলাম, শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিতে একাদশীর দিন কিছুই ভোগ হয় না, তাঁহাকে নিরম্বু উপবাস করান হয়; আর অন্যদিন শুষ্ক মোটা চাউল, ছোলা, লঙ্কা প্রভৃতি দেওয়া হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের দিন কতকগুলি লোক আসিয়া বলিল,—"শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন মেথর দিয়া পায়ে দড়ি বাঁধিয়া কুলিয়া নবদ্বীপের রজে সমস্ত শরীর বিলুণ্ঠিত করাইয়া পরিক্রমা করান হয়,—যেরূপ ডোম মরা কুকুরকে পথে টানিতে টানিতে লইয়া যায়।" আমি উহাদের ঐরূপ বিচারে বাধা দিলাম; তোমাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ ঐরূপ বলিয়াছেন। আমাদের সেবা-প্রণালীতে এইরূপ ধরণের কথা নাই। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, শ্রীল বাবাজী মহারাজ পোদ্দারদের ঠাকুর হইয়া গিয়াছেন, আমাদের বিচার তাহা নহে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ এই প্রাকৃত জগতের বস্তু নহেন। যাহারা তাঁহাদের প্রাকৃত জগতের বস্তু মনে করিয়া বৈধ ও অবৈধ কার্য্য চালাইতেছিল, তাহারা সবংশে ধ্বংস হইয়া গেল।

[এখানে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য সন্ন্যাস-বেষাশ্রয়ী প—মহারাজ বলিলেন, ব—কে ত' শ্রীল বাবাজী মহারাজ খুব ভালবাসিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—] শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভালবাসা ঐরূপ নহে। তাঁহার নিকটে থাকিবার অভিনয় বা তাঁহার কিছু সেবার অভিনয় করিলেই কিম্বা শ্রীল বাবাজী মহারাজ তোমাদের চক্ষে ঐ সকল ব্যক্তির সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিভাত হইলেও তিনি যে কাহাকেও ভালবাসেন নাই, ইহা প্রমাণিত হয় না। সহস্র সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও তাঁহার প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া যায়; আবার গায়ের কাছে থাকিয়াও প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া যায় না। তাঁহার ভালবাসা পাইলে সংসার ক্ষয় হয়; তখন আর বৈধ-অবৈধ প্রবৃত্তি থাকে না, পরতত্ত্বে রাগের উদয় হয়। [প—মহারাজ বলিলেন, ব—ত' আপনারও যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, আপনারও সেবা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—] তোমাদের সেবার ধারণা হইতে আমাদের বিচার পৃথক্। আমরা ঐ সকল ব্যক্তিকে চিরকালই দূর হইতে দণ্ডবৎ করিব। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বা আমরা কোনদিনই উঁহাদের সঙ্গ করি নাই, সর্ব্বদা দূরে রাখিয়াছি। সাধুর সঙ্গ অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু অধিকার অনুসারে সঙ্গ হয়। নিকটে থাকিলেই যে সঙ্গ হয় তাহা নহে; অতি দূরে থাকিয়াও সঙ্গ হয়। আবার এক ঘরে বাস করিয়াও সঙ্গ হয় না। আবার নিকটে থাকিয়াও সঙ্গ হয়, দূরে থাকিয়া সঙ্গ হয় না। সাধুগণের সঙ্গদানের জন্যই শ্রীধামাদিতে উৎসবাদি প্রবর্ত্তনের বিধান রহিয়াছে। গৃহব্রত ধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া শ্রীকৃষ্ণব্রত করিবার জন্য—জীবে-দয়া, নামে-রুচি ও বৈষ্ণব-সেবা উৎপাদনের জন্য এই সকল উৎসবাদির অনুষ্ঠান। নে—মহারাজ নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে আমার সঙ্গে না রাখার দরুণ তাঁহার নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের কয়েকটি চেলা ছিল। এক চেলা শ্রীখণ্ডে * * অবৈধ কার্য্য করিয়া বসিলেন। আর একটি গোপনে গোপনে ব্যভিচার আরম্ভ করিলেন। একদিন শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত; তখন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে বিচারক। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিলেন,—"আপনি ত' হাকিম, ইহাদের বিচার করুন।" একজন তাঁহার দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আমাকে শাস্তি দি'ন।" শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে চারিধাম পর্য্যটন করিবার আদেশ দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি গুরুর ব্যবহারে মনে মনে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"তোমাকে লাউ এর ডগা, কুমড়ার ডগা প্রভৃতি করিতে হইবে, বেড়া দিতে হইবে—তোমার এই কার্য্য; তোমার শরীরের যত শক্তি ইহাতে নিযুক্ত করিবে।" সেই চেলাটি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিলেন,—"যদি আমাকে এই সকল কার্য্যই করিতে হয়, তবে সংখ্যানাম কিরূপে হইবে?" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"তুমি ঐ সকল কার্য্যই করিবে, তাহাতেই শ্রীনামের কৃপা হইবে; নতুবা তোমার মঙ্গল হইবে না।" চেলাটি মনে মনে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলেন যে,—শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে যে কার্য্য দিয়াছেন, তাহা করিতে গেলে হরিনাম হয় না। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন,—"যদি তুমি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে 'গুরু' বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে তোমাকে তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য করিতেই হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিলে চলিবে না। কেন উহা করিতেছ, পরে বুঝিবে। তোমার যদি অন্যরূপ বুদ্ধি আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি গুরু পরিত্যাগ করিয়াছ। গুরুর উপর গুরুগিরি করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ।"

লৌল্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

'লৌল্য'-শব্দের অর্থ চাঞ্চল্য, লোভ ও বাসনা। চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বুদ্ধি চাঞ্চল্য। ইন্দ্রিয়ানুগত মনোবৃত্তিই চিত্ত। ইন্দ্রিয়ানুগত মন যে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাতেই চিত্তে রাগ বা দ্বেষ জন্মে। অতএব চিত্তচাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ রাগানুগত চিত্তচাঞ্চল্য ও দ্বেষানুগত চিত্তচাঞ্চল্য। শ্রীগীতায় (২।৬৭),—

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥"

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত-ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে। আবার (শ্রীগীতা ৩।৩৪) বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥"

ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ-দ্বেষ ব্যবস্থিত হয়। রাগ দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; যেহেতু, রাগদ্বেষই শত্রুদ্বয়। চিত্তচাঞ্চল্যরূপ লৌল্যকে নিয়মিত করিতে হইলে মহাদেবী শ্রীহরিভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ভক্তির আজ্ঞা এই যে—বিষয়ই যখন চিত্তের চাঞ্চল্যের হেতু এবং চিত্তচাঞ্চল্যই যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয় রাগকে ভগবদ্রাগরূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বে স্থির হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, পায়ু ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের যত বিষয় আছে সে সমুদায়ে ভগবদ্ভাব মিশ্রিত করিলে চিত্ত ভগবানে নিশ্চল হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ইহারা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয়। সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভাবকে আবির্ভাব করাইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিলে ভক্তিরই অনুশীলন হয়। সেই সেই বিষয়ে যে যে অংশে ভগবদ্-ভক্তির প্রতিকূলতা থাকে, তাহাতে দ্বেষকে এবং যাহাতে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলতা থাকে, তাহাতে রাগকে নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যতদিন বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর না হয়, ততদিন কি করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য-নিবৃত্তি করা যাইবে? অতএব বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর হইলে বুদ্ধি-বলে চিত্ত তদ্বিষয়গত রাগদ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারিবে।

মনের সদসদ্বিষয়িণী বৃত্তিকে 'বুদ্ধি' বলি। সেই বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ 'ব্যবসায়াত্মিকা' ও 'বহুশাখা-সমন্বিতা' বুদ্ধি। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি এক প্রকার; বহুশাখা-বুদ্ধি অনন্ত প্রকার। যথা, শ্রীগীতায় (২।৪১)—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"

অব্যবসায়ীদিগের বহুশাখা-বুদ্ধি হইতে কাম, স্বর্গ-গমনাভিলাষ ও ভোগৈশ্বর্য্য-গতিদায়ক ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্য ও চিজ্জগতের অনঙ্গীকার—এই সকল উৎপাতের উদয় হয়। সুতরাং, শ্রীগীতায় (২।৪৪)—

"ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের বহুশাখাময়ী বুদ্ধি-দ্বারা তাহাদের চিত্ত অপহৃত থাকে। কাজে কাজেই তাহাদের এক আত্মতত্ত্বে সমাধির উৎপত্তি হয় না এবং বুদ্ধি নিয়মিত হয় না। সমাধিতে যাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চলা, তাঁহারাই স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী। তাঁহাদের লক্ষণ (শ্রীগীঃ ২।৫৫-৫৬) এইরূপ,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত-রাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

হে পার্থ! মনুষ্য যখন আত্মাতেই আত্মদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত মনোগত কামকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যখন দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ও সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া রাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হ'ন, তখন তিনি স্থিতধী মুনি হইতে পারেন। এই 'শ্রীউপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে বাচোবেগ, মনোবেগ ও ক্রোধবেগ সহিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রীগীতার এই দুই শ্লোকে স্পষ্টীভূত।

এখন জ্ঞাতব্য এই যে,—বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে বৃত্তি সদসৎ বিচার করে, তাহা এক-প্রকার বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত-বুদ্ধি এবং আত্মার অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসৎ বিচার করে, সে বুদ্ধি অন্য প্রকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত। এইজন্য, শ্রীগীতায় (৩।৪২)—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

জড় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কেন না মনের চিত্ত-বৃত্তির বলে ইন্দ্রিয়-সকল কর্ম্ম করে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি আত্মগত বৃত্তি; অতএব, মনের নিয়ন্তা—প্রভু; কেবল জড়াহঙ্কারের অধীন হইয়া বুদ্ধিও বিকৃত-ভাবে প্রাকৃততত্ত্ব স্বীকার করে। জীবের কৃষ্ণদাসত্বরূপ শুদ্ধাহঙ্কারের অধীন থাকিলে বুদ্ধি সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ শুদ্ধ। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষকে 'বোদ্ধা' বলিয়া বেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধি যাহার বৃত্তিমাত্র, সেই চিৎকণ জীব বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জীব যখন আপনাকে শুদ্ধচিৎকণ বলিয়া জানিতে পারে, তখন তাহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস্যাভিমান-রূপ চিন্ময় অহঙ্কার উদিত হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাহার শুদ্ধবৃত্তি-স্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদম্বর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কাম থাকে না এবং সে প্রাকৃত কামকে তুচ্ছ বলিয়া দূর করে। এই অবস্থায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ও 'স্থিতধী'—এই দুইটী নামে জীব পরিচিত হ'ন। চিদ্বলে বলবতী হইয়া বুদ্ধি তখন নিশ্চলা হয় এবং মনকে ও চিত্তকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে গ্রহণ করে। বুদ্ধির আজ্ঞাক্রমে চিত্ত তখন ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে আনে এবং 'ইন্দ্রিয়গণের অর্থে' অর্থাৎ বিষয়সমূহে কৃষ্ণদাস্যানুকূল ভাবকে ব্যাপ্ত করে। ভক্তিপথে ইহাকেই 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ' বলে। শুষ্কজ্ঞান-বৈরাগ্যমার্গে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সুন্দররূপে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় না। যথা, শ্রীগীতায় (২।৫৯),—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

কেবল ভোগ-পরিত্যাগী দেহীর বিষয় নিবৃত্ত হইলেও বিষয়-রস বা বিষয়-বাসনা দূর হয় না। কিন্তু, বিষয়-রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস্য-রসরূপ চিদ্রস বিষয়ে মিশ্রিত করিলে সেই রস বিষয়বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সমূলে দূর করে। ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চিন্ময় করিয়া চিত্তের এবং চিত্তকে চিন্ময় করিয়া বুদ্ধির অধীনে রক্ষা করা। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-চাঞ্চল্য ও চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ বিষয়-লৌল্য দূর হয়। বুদ্ধির চাঞ্চল্যক্রমে মতি স্থির হয় না। কখন কর্ম্মমার্গে, কখন যোগমার্গে, কখন শুষ্ক-বৈরাগ্য-মার্গে, কখন-বা শুষ্কজ্ঞানমার্গে চঞ্চলা বুদ্ধি বিচরণ করে। চঞ্চলতা ত্যাগ করাইয়া বুদ্ধিকে ভক্তিতে স্থির করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।৩২-৩৪) কথিত হইয়াছে,—

"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"

কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক-রূপ কর্ম্মদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, অষ্টাঙ্গযোগে কৃচ্ছ্রব্রত, প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা যাহা লভ্য হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার-বৈরাগ্য-চেষ্টাদ্বারা যাহার উদয় হয়, কর্ম্মজ্ঞানাদি-যোগদ্বারা যে-ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, দান-ধর্ম্ম ও অন্য যত কিছু শুভ-কর্ম্মদ্বারা যাহা কিছু আশা করা যায়—সে-সমস্তই আমার ভক্ত আমার বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগদ্বারা অতি সহজে লাভ করেন। কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গভোগাদি-লাভ এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা যে অপবর্গ-প্রাপ্তি এবং কর্ম্মমার্গীয় শুষ্কার্চ্চনব্রতদ্বারা যে উচ্চ লোকাদিতে গমন হয়—সে সমুদায় তত্তৎ উপায়দ্বারা অতিশয় কষ্টে ঘটিয়া থাকে; মদ্ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে সেই সকল ফল অতিশয় সুখের সহিত স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা সাধু, ধীর ও আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা মদ্দত্ত কৈবল্য ও অপুনর্ভবও বাঞ্ছা করেন না। আমার সেবাসুখই তাঁহারা স্বভাবতঃ ভালবাসেন।

এই সমস্ত বিচার করত ভক্তিসাধক পুরুষ চাঞ্চল্যরূপ লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ করেন।

'লৌল্য' শব্দের অন্য অর্থ—লোভ। লোভ যদি অন্য বিষয়ে করা যায় তবে, তাহা কৃষ্ণ-বিষয়ে আর কিরূপে কার্য্য করিবে? কৃষ্ণদাস্যে লোভকে বহু-যত্নে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বিষয়ভোগ লোভকে পূর্ব্বোক্ত উপায়-দ্বারা বিদূরিত করিতে হইবে। এইজন্য বলিয়াছেন যে, কামলোভহত ব্যক্তিগণ যমাদি যোগ-প্রক্রিয়ায় তত শুদ্ধ হইতে পারেন না, যেরূপ কৃষ্ণসেবা-দ্বারা হইতে পারেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে (৬।৩৬)—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মা ন শাম্যতি॥"

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গদ্বারা সুষ্ঠুরূপে যোগ সাধিত হইলেও সাধকের চিত্ত কামলোভদ্বারা সর্ব্বদা হত হওয়ায় শমতা-গুণ লাভ করিতে পারে না; কিন্তু কৃষ্ণসেবাপদ্ধতি আদর পূর্ব্বক পালন করিলে আত্মা অনতিবিলম্বে শমধর্ম্মকে অবলম্বন করে; কেন না 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৬)। কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর-লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণ-সেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে রাগাত্মিকা সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতরলোভ খর্ব্ব হয়। ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন, ধূম্র ও আসবাদি-সেবায় লোভ থাকিলে তাহার দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। পাপ-বস্তুতেই হউক বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতরলোভ অত্যন্ত হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু। কৃষ্ণ-কথায় মহাজনের যেরূপ লোভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (১।১৯) এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥"

হে সূত! উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন-শ্রবণে আমরা তৃপ্তি লাভ করি না; কেন-না, তাহাতে রস লাভ করতঃ আমাদের লোভ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহা আমরা যত শুনি, ততই পদে পদে আমাদের স্বাদ-বৃদ্ধি হইতেছে। এই কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভের অন্যতম নাম 'আদর'। এ বিষয় পরে আমরা বিশেষরূপে বিচার করিব।

লৌল্যের অন্য অর্থ—'বাসনা'। বাসনা দুই প্রকার অর্থাৎ ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা। এই দুই প্রকার বাসনা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তিসাধন হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।১৫) লিখিয়াছেন,—

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহা—ইহারা দুইটী পিশাচী। ইহারা

যে-পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে-পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের উদয় হয় না।

ভোগ বা ভুক্তি দুই প্রকার, ঐহিক ও পারত্রিক। ধন, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, জয়, সুখাদ্য-ভোজন, সুখ-শয্যায় শয়ন, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কামিনী-সম্ভোগ, বর্ণাদির সম্মান এবং অন্যান্য প্রকার বিলাস—সমস্তই ঐহিক ভোগ। স্বর্গগমন ও তথায় অমৃতাদি-সেবন এবং অজর-অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ ইত্যাদি—সমস্তই পারত্রিক ভোগ। হৃদয়ে ভোগবাঞ্ছা থাকিলে হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণ-ভজন করিতে পারে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা সম্পূর্ণ-রূপে হৃদয় হইতে উৎপাটিত না করিতে পারিলে ভক্তি-সাধনে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। ইহাতে একটী কথা এই যে—ঐ সমস্ত বিষয়ভোগ যদি ভক্তির অনুকূল হয়, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি তাহা নিষ্পাপ-ভাবে স্বীকার করিতে পারেন। সে-স্থলে ঐ সকল ভোগকে 'ভোগ' বলা যায় না, কিন্তু 'সাধক-জীবনোপায়' বলিয়া তাহাদিগকে বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন (১।২।৯-১০),—

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥"

ভোগ-সাধক ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম ও কামের ফল—ঐহিক বা পারত্রিক ইন্দ্রিয়প্রীতিলাভ হয়। কিন্তু আপবর্গরূপ একান্ত ধর্ম্মে যে অর্থ লাভ হয় এবং অর্থে যে কাম প্রাপ্তি হয়, সে সমস্তই তত্ত্বজিজ্ঞাসার অনুকূল হইয়া থাকে; যেহেতু কৃষ্ণকাম—ধর্ম্ম ও অর্থের তাৎপর্য্য এবং কৃষ্ণকামই—তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এই ধর্ম্মের অন্যতম নাম 'যুক্তবৈরাগ্য'।

মোক্ষ বাসনাও নিতান্ত পরিত্যাজ্য। মোক্ষ পঞ্চ প্রকার—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। ভক্তিসাধকের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি বড়ই ঘৃণিত। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য—ইহারা ভোগবাঞ্ছা-শূন্য হইলেও স্পৃহণীয় নয়। জীবাত্মা ভক্তিবলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু, সে মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল নয়। মুক্ত-পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধনভক্তির মুখ্যফল। এস্থলে শ্রীসার্ব্বভৌমের উক্তি বড়ই মধুর। যথা শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ৬।২৬৭-২৬৯)—

"'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥"

তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণেচ্ছায় ভক্তের যে অচিৎ-সম্বন্ধ-ছেদনরূপ মুক্তি হয়, তাহা ভক্ত অনায়াসে লাভ করেন। তজ্জন্য স্পৃহা করিয়া ভক্তিচেষ্টাকে দূষিত করা উচিত নয়।

বহির্ম্মুখ-লৌল্য বিশেষ যত্নের সহিত ত্যাগ করাই ভক্তিসাধকের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে শ্রীসনাতন শ্রীঠাকুর হরিদাসের কুটীরে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, মহাপ্রভুর গায়ে কণ্ডুরসা লাগিয়া যায়, ইহাতে সনাতনের দুঃখের সীমা নাই। একদিন শ্রীসনাতন

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত কৃষ্ণকথালাপ প্রসঙ্গে নিজের হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিয়া কহিলেন—"এখানে আসিলাম সর্ব্বদা মহাপ্রভু ও জগন্নাথ-দেবের দর্শন-সেবনাভাবজনিত দুঃখ মোচনার্থ জগন্নাথ রথাগ্র প্রভুর নৃত্যকালে স্বীয় দেহত্যাগ-সঙ্কল্প সাধন করিতে, কিন্তু মহাপ্রভু তাহা ত' করিতে দিলেন না, এক্ষণে আমার এই কণ্ডুক্লেদযুক্ত দেহকে আলিঙ্গন করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করেন, তাঁহার গায়ে কণ্ডুরসা লাগিয়া যায়। ইহাতে আমার অত্যন্ত অপরাধ হয়, সে অপরাধ হইতেও আমার নিস্তার নাই, জগন্নাথদর্শনও ভাগ্যে নাই, সুতরাং আমার হৃদয়ে বড়ই দুঃখ রহিয়া যাইতেছে। হিতনিমিত্ত আসিলাম, কিন্তু ফল হইল বিপরীত, কি করিলে হিত হয়, তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না, এ-বিষয়ে পণ্ডিতজী আপনি আমাকে একটি সুপরামর্শ প্রদান করুন।" শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের দৈন্যোক্তি শ্রবণে পণ্ডিত সরলভাবে তাঁহাকে বৃন্দাবন গমনের পরামর্শ দিলেন। কহিলেন—"আপনার ত' বাসযোগ্য স্থান বৃন্দাবন, প্রভুর আদেশ হইয়াছে, আপনারা দুইভাই (শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন) বৃন্দাবনে বসিয়া ভজন করুন। সেখানেই আপনারা সকল সুখ লাভ করিবেন। যে-কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা ত' সফল হইয়াছে—প্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে রথযাত্রাকালে রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবন গমন করুন।" শ্রীসনাতন কহিলেন—"বেশ ভাল পরামর্শ দিয়াছেন পণ্ডিতজী, হাঁ আমি সেখানেই যাইব, তাহাই ত' আমার 'প্রভুদত্ত দেশ'।" এই বলিয়া উভয়েই নিজ নিজ কার্য্যের জন্য উঠিয়া গেলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস-কুটীরে শ্রীহরিদাস ও শ্রীসনাতনকে দর্শন করিতে আসিলেন। হরিদাস মহাপ্রভুর চরণ বন্দন করিলেন, মহাপ্রভুও তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুকে দূর হইতে প্রণাম করিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বার-বার নিকটে আসিতে বলিলেও সনাতন অপরাধ-ভয়ে পিছাইয়া যাইতেছেন। তখন মহাপ্রভু ছুটিয়া আসিয়া বলপূর্ব্বক সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীহরিদাস ও শ্রীসনাতন—দুইজনকে লইয়া কুটীরের বারান্দায় বসিলেন। দৈন্যবিগ্রহ সনাতন নিজেকে অশুচি বদ্ধজীবাভিমানে অত্যন্ত দৈন্য-পরবশ হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার কণ্ডুক্লেদযুক্ত দেহ স্পর্শ করায় তাঁহার তচ্চরণে অপরাধ-ফলে মহাসর্ব্বনাশ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—প্রভু, এখানে থাকিলে আমার কিছুতেই কল্যাণ হইবে না, পরন্তু আপনার চরণে অপরাধ-ফলে আমার মহা-অকল্যাণই সাধিত হইবে। সুতরাং আপনি অনুমতি করুন, আমি রথযাত্রাদর্শনান্তে বৃন্দাবন চলিয়া যাই। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত যুক্তি করিতে তিনিও আমাকে সেই প্রকার পরামর্শ দিলেন। এইকথা শুনিবামাত্র মহাপ্রভু পণ্ডিতের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল?
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরু-তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা, করে ঐছে কার্য্য॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৫৮-১৬০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পণ্ডিতের প্রতি এই তিরস্কার বাক্য শ্রবণে শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে বলিতে লগিলেন—প্রভো, আজ জগদানন্দের সৌভাগ্য ও তৎসহ নিজের দুর্ভাগ্যও বুঝিতে পারিলাম, পৃথিবীতে জগদানন্দের মত ভাগ্যবান্ আর কেহই নাই, (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৬৩-৬৪)—

"জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিন্দ্য-নিশিন্দা-রস॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান!
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্!"

শ্রীসনাতনের হৃদয়-বেদনা-সূচক বাক্য শ্রবণে মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হইয়া সনাতনকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৬৬)—

"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে, তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে॥"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়া ছন—"নিম্ব এবং নিশিন্দা-রস তিক্ত বলিয়া আস্বাদন-কাল উহারা প্রীতিপ্রদ নহে; স্নেহভাজন ও কৃপা-পাত্র লাল্য-ব্যক্তির তৎ-সেব্য ও পূজ্য লালক-ব্যক্তির নিকট হইতে গৌরব ও বন্দনাদি-সম্মান-লাভও তাদৃশ অপ্রীতিপ্রদ। (কিন্তু) যাহার যে মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ-প্রদানকার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই, অধিকন্তু জগদানন্দ-সদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।" —চৈঃ চঃ অ ৪।১৬৩ ও ১৬৬ অনুভাষ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে আরও বলিতে লাগিলেন—"আমি যে তোমাকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে স্তুতি করিতেছি, তাহা নহে,—"তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ।" মমতাস্পদ বহু 'আশ্রয়' থাকিলেও পাত্রবিশেষে আবার 'বিষয়ে'র আশ্রয়-প্রতি প্রীতিবৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে। তোমার দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি দৈন্য বশতঃ সাধারণ প্রাকৃত জীবাভিমানে নিজের দেহকে 'বীভৎস' জ্ঞান করিতে পার, কিন্তু তোমার দেহ আমার নিকট অমৃততুল্য। বালকের দেহ-ক্লেদাদি যেমন মাতার গাত্রে লাগিলেও মাতার তাহাতে ঘৃণার পরিবর্ত্তে আনন্দই হইয়া থাকে, তদ্রূপ তোমার কণ্ডূক্লেদে আমার কোন ঘৃণার উদয় হয় না, পরন্তু তোমার দেহ অপ্রাকৃত—চিদানন্দময়, কখনও প্রাকৃত নহে।"

"প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দ ময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩

মহাপ্রভু পুনরায় আলিঙ্গন করিতে সনাতনের শ্রীঅঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট হইল, কণ্ডূ ক্লেদাদির চিহ্ন মাত্রও রহিল না। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলা-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। বৈষ্ণবের চিন্ময় কলেবর যে কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাই শিক্ষা দিলেন।

এইমত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দাদি প্রিয় পার্ষদ সঙ্গে নানাভাবে প্রেমরস আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীরাধা-ভাববিভাবিত মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসাবেশে কৃষ্ণবিচ্ছেদজাত আর্ত্তিক্রমে তনু ও মন অত্যন্ত ক্ষীণ, কেবল ভাবোদয় সময়ে প্রফুল্লতা ধারণ করেন। অতি ক্ষীণকায়ে কঠোর বৈরাগ্যাবলম্বনে মহাপ্রভুর কদলী বল্কলোপরি শয়নলীলা প্রভুপ্রীতিবিহ্বল জগদানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। 'শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা হয় গায়' ইহাতে সকল ভক্তেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জগদানন্দ এক উপায় সৃষ্টি করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলায় গৈরিক বসন ব্যবহার করিতেন। তাই জগদানন্দ সূক্ষ্মবস্ত্র আনাইয়া তাহা গিরিমাটী দিয়া রঞ্জিত করিলেন এবং তাহার মধ্যে শিমুলতুলা পুরিয়া তোষক ও বালিশ নির্ম্মাণ করত গোবিন্দের হাতে দিলেন। আর গোবিন্দ যাহাতে তাহা মহাপ্রভুর ব্যবহারে লাগান, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া দিলেন।

'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়'—তাহারে কহিল।

—চৈঃ চঃ অ ১৩।৮

শুধু 'গোবিন্দকে নহে, শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীকেও পণ্ডিত বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন—'আজি আপনে যাঞা প্রভুরে করাইহ শয়ন।' (ঐ অ ১৩।৯)

শ্রীজগদানন্দের অভীষ্টানুযায়ী শ্রীস্বরূপ ও গোবিন্দ উভয়েই সেই তূলার তোষক ও বালিশ দিয়া মহাপ্রভুর শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গোবিন্দকে তাহার রচয়িতা কে জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ জগদানন্দের নাম করিতে মহাপ্রভু একটু সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ মহাপ্রভু গোবিন্দকে দিয়া

সেই শয্যা দূরে নিক্ষেপ করাইয়া পূর্ব্ববৎ কলার শরলায় শয়ন করিলেন। তাহাতে স্বরূপ কহিলেন—তুমি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে আমাদের কিছু বলিবার নাই, কিন্তু পণ্ডিতপ্রদত্ত শয্যা উপেক্ষা করিলে পণ্ডিত মনে বড়ই দুঃখ পাইবেন। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১৩-১৫)—

"(প্রভু কহেন—) খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী-মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট-তূলি-বালিশ মস্তক-মুণ্ডন!"

'মস্তক মুণ্ডন' অর্থাৎ আমাকে কেবল লজ্জা দিবার কথা মাত্র। ইহা সন্ন্যাস ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে সকল কথা বলিতে জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইলেন। সেবাচতুর শ্রীস্বরূপ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কদলীর শুষ্কপত্র কতকগুলি আসিয়া তাহা নখে চিরিয়া চিরিয়া খুব সূক্ষ্ম করিলেন এবং তাহা মহাপ্রভুর বহির্ব্বাসে ভরিয়া শয্যা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু তাহাও ব্যবহার করিতে চাহেন না, পরে ভক্তগণের একান্ত প্রার্থনায় তাহা অঙ্গীকার করিলেন দেখিয়া ভক্তগণ সুখী হইলেন বটে, কিন্তু জগদানন্দ সুখী হইতে পারিলেন না—"জগদানন্দ—ভিতরবাহিরে মহাদুঃখী।' তিনি মহাপ্রভুর শয়নব্যাপারে অন্তরের দুঃখ চাপিয়া' রাখিয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। অবশ্য বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার পূর্ব্ব হইতে থাকিলেও মহাপ্রভুর অনুমতি না পাওয়ায় যাইতে পারেন নাই, এবার অনুমতি চাহিলে মহাপ্রভু বলিলেন—

"(প্রভু কহে—) মথুরা যাইবা আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাঞা হইবা ভিখারী॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ১৩।২৩

বাম্যস্বভাব হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রেমপূর্ণ বাক্যে জগদানন্দ সসম্ভ্রমে মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—'প্রভো, আপনার সহিত হঠ করিয়া যে আমি বৃন্দাবন যাইতে চাহিতেছি, তাহা নহে, পূর্ব্ব হইতেই আমার বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু আপনার আজ্ঞা পাই নাই, তাই যাইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনার অনুমতি পাইলেই আমার যাওয়া নিশ্চিত হয়।' কিন্তু ভক্তবৎসল মহাপ্রভুও প্রগাঢ় প্রীতিবশতঃ জগদানন্দকে ছাড়িতে চাহেন না, জগদানন্দও পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কিছুতেই অনুমতি দেন না দেখিয়া পণ্ডিত মহাপ্রভুর পরম প্রিয়তম শ্রীস্বরূপদামোদরকে ধরিলেন। তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি একটু প্রভুকে বলিয়া দিন, নতুবা প্রভু কিছুতেই আমাকে অনুমতি দিতেছেন না। মনে করিতেছেন, আমি বুঝি তাঁহার উপর ক্রোধ করিয়াই বৃন্দাবন যাইতে চাহিতেছি। বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই আমার বৃন্দাবন যাইবার জন্য বড় ইচ্ছা হইয়াছে। "পণ্ডিতের আগ্রহাতিশয্য জানিয়া শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন—"জগদানন্দের বৃন্দাবনে যাইবার জন্য বড় ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি বারম্বার আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। যেমন আইকে (শচীমাতাকে) দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গৌড়দেশে যান, তদ্রূপ একবার বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসুন।" শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর অনুরোধে মহাপ্রভু সম্মত হইয়া জগদানন্দকে ডাকিয়া পথ ও অন্যান্য কর্ত্তব্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত প্রীতিভরে উপদেশ করিতে লাগিলেন—

"জগদানন্দ, তুমি বারাণসী পর্য্যন্ত বেশ স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিবে। অতঃপর দস্যুহস্ত হইতে রক্ষাকারী ক্ষত্রিয়-গণের সহিত সাবধানে অগ্রসর হইবে। গৌড়ীয় অর্থাৎ গৌড় বা বঙ্গদেশবাসী দুর্ব্বল নিঃসহায় পথিক দেখিলেই বাটপাড় বা পথদস্যুগণ বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয় এবং যাইতে দেয় না।' [কাহারও মতে—গৌড়ীয়দিগকে সুচতুর দেখিয়া পথদস্যুকার্য্যে নিযুক্ত করে এবং দস্যুকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কোথাও ছাড়িয়া দেয় না।]

মথুরায় গেলে সনাতনের সঙ্গে থাকিবে, মথুরার স্বামী-সকলের অর্থাৎ চৌবেগণের চরণ বন্দনা করিবে, দূরে থাকিয়া ভক্তি করিবে, সঙ্গে থাকিও না, কেননা সঙ্গে থাকিলে তাঁহাদের রাগমার্গীয় আচার-চেষ্টা গ্রহণ করিতে পারিবে না। সনাতনের সঙ্গে থাকিয়া বন দর্শন করিবে, ক্ষণকালের জন্যও সনাতনের সঙ্গ ছাড়িও না। শীঘ্র চলিয়া আসিও, অধিককাল ব্রজে থাকিও না, গোপাল দেখিও, কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপ গোবর্দ্ধনের উপর চড়িয়া গোপাল দর্শন করিতে যাইও না। সনাতনকে বলিও— আমিও শীঘ্রই ব্রজে আসিতেছি, আমার জন্য যেন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া রাখেন।

"দূরে রহি' ভক্তি করি' সঙ্গে না রহিবা। তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা॥ শীঘ্র আসিহ, তাহাঁ না রহিহ চিরকাল। গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল'॥" (—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৩৭,৩৯) —এই দুইটি পয়ারের অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধবাৎসল্যভাবে তাঁহারা (মথুরার স্বামী অর্থাৎ চৌবেগণ) যে-সকল আচার করিয়া থাকেন, তাহা স্মার্ত্তমতের বিরুদ্ধ; ইহা দেখিয়া (ঐশ্বর্য্যভাবরত) তোমার মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু ব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক; কেননা তাঁহাদের ভক্তি— রাগাত্মিকা। অতএব (তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যভাবপ্রিয় ভক্ত রাগমার্গীয় তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিয়া) দূরে থাকিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিবে॥

অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসীদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল। শ্রীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না; যেহেতু গোবর্দ্ধন— সাক্ষাদ্ ভগবন্মূর্ত্তি; তাঁহার উপর চড়া ভাল নয়। গোপাল যখন যখন অন্যাশ্রমে যান, সে সময় দর্শন করাই ভাল॥"

"আমিহ আসিতেছি,—কহিহ সনাতনে।
আমার তরে একস্থান করে বৃন্দাবনে॥'

(—চৈঃ চঃ অ ১৩।৪০) —এই পয়ারের অনুভাষ্যে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"প্রভুর পুনর্ব্বার বৃন্দাবন গমনের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় না; পরবর্ত্তী ৭০ সংখ্যায় ("প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচরিলা। দ্বাদশাদিত্য-টিলায় এক 'মঠ' পাইলা॥ সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া। মঠের আগে রাখিলা এক চালি বান্ধিয়া॥" —চৈঃ চঃ অ ১৩।৬৯-৭০) সনাতন-প্রভুকর্তৃক মহাপ্রভুর বাসস্থান-রূপে নির্ব্বাচিত স্থান-সংস্কার দ্বারা অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভু পরে পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে গমন করিতেও পারেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রিয়তম জগদানন্দকে এই সকল উপদেশ দিয়া আলিঙ্গন করিলেন, জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া এবং সকল ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়া তিনি শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য সহ সাক্ষাৎকার করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর কাশী অবস্থান কালে যে যে লীলা হইয়াছিল; তাহা শ্রবণ করিয়া ক্রমে মথুরায় আসিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন ও তাঁহার সঙ্গেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীনাম ক'রে ফল হ'চ্ছে না কেন ?

উত্তর—অপরাধ ইহার কারণ। নিরন্তর নাম কীর্ত্তন কর্‌লে অপরাধ নষ্ট হয়। ফলের জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্‌ও নিশ্চয়ই চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বেন না। যাঁ'র যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁ'কে সুফল প্রদান করেন।

হরিসেবার নামই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই ভক্তি ব'লে জান্‌বেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সৎ-গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর—গৃহস্থগণ কৃষ্ণসেবা, গুরুবৈষ্ণব-সেবা ও নাম-কীর্ত্তন কর্‌বেন। প্রত্যেক গৃহস্থভক্তের প্রতি বৎসর শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের দর্শন ও হরিকথা শ্রবণের জন্য ২।৪ বার মঠে আসা বিশেষ আবশ্যক। কারণ সৎসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গল হয় না—ভজনে উন্নতি হয় না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—দেবতাগণ কিভাবে সম্মাননীয় ?

উত্তর—স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধিতে অন্য দেব দেবীর প্রণাম, পূজাদি কর্‌তে নাই। পরমেশ্বরের সেবক-বিচারে দেবদেবীর সম্মান দোষাবহ নহে।

যাঁ'রা পঞ্চদেবতার পূজা করেন, তাঁ'দিগকে বৈষ্ণব বলা যায় না। অবৈষ্ণবগণ অন্য দেবতাকে ভগবানের সহিত সমান জ্ঞান করেন, তজ্জন্য তাঁ'রা অপরাধী। ভগবান্ মাত্র একজন, কিন্তু দেবতা অনেক। কালী, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি দেবতাগণকে অবৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে পূজা করেন ; তাঁ'দের ঐকান্তিকতা ও অনন্যতা না থাকায় তাঁ'রা ভক্ত হ'তে পারেন না।

অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বল্‌লে অপরাধ হয়। যা'কে তা'কে বৈষ্ণব মনে করা অপরাধ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সংসার হ'তে মুক্তির উপায় কি ?

উত্তর—সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা কর্‌লে জীব সংসার হ'তে অবসর পান ; নতুবা বিষয় এসে গ্রাস করে।

শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম কর্‌বেন। গ্রন্থ পাঠ কর্‌বেন। ভগবান্ পরম দয়ালু, অবশ্যই কোন না কোন দিন তাঁর দয়া হবে।

প্রথমমুখে শ্রদ্ধা না হ'লেও অত্যন্ত যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম কর্‌বেন।

মায়াবাদীর সঙ্গ, বিষয়ী শাক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গ এবং কর্ম্মিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার কর্‌বেন।

যে বংশে ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিশেষ মঙ্গল হয় এবং তাঁ'রা কৃতকৃতার্থ হ'য়ে যান্। সেই পিতৃপুরুষদের জন্য কোন কামনা কর্‌তে হয় না।

শ্রীনামের নিকট কৃপা প্রার্থনা কর্‌বেন। তাতেই শ্রীনামের দয়া হ'বে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গৃহস্থ মাত্রেরই কি অর্চ্চন করা আবশ্যক ?

উত্তর—শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গৃহস্থগণের করা কর্ত্তব্য। তবে যে-সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হ'য়ে একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁরা অর্চ্চনকারীকেও আদর করেন। যাঁ'রা গৃহস্থ হ'য়ে অর্থ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন বা কৃষ্ণ-সেবা করেন না, তাঁ'দের বিত্তশাঠ্য হয়। কদর্য্য-চরিত্র, বিক্ষিপ্তচিত্ত গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীগুরু কি ভগবান অপেক্ষাও অধিক পূজ্য ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

জগতে যতপ্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম। আর সেই

সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজক, আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ভগবান্। আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা করে থাকেন, তাঁর পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশী।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হইতে আমাদের মনোভীষ্ট পূরণ হবে, তখন আমরা মহান্তপুরুষ-বিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না।

প্রশ্ন—আমার গুরুবিরোধী কি ভগবানেরও বিরোধী?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আস্‌লে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হতে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পন করতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না 'আমি তৃণাদপি সুনীচ' 'অমানী মানদ' হয়ে হরিকীর্ত্তন করতে পারি না। সমগ্র জগদ্‌বাসী আমার মানদ বা নমস্য—এই বিচার না আস্‌লে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার করতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে এইরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাক্‌লেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন—জগদ্‌গুরু কি একজন মাত্র?

উত্তর—না। শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন—কতকগুলি ব্যক্তি বলেন, জগদ্‌গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকটিত হয়েছিলেন; কিন্তু আমার যোগ্যতা অনুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমানানুসারে যদি জগদ্‌গুরুতত্ত্ব মহান্তগুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হয়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহুদিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার প্রচার ধরতে পারি না—'সর্ব্বস্বং গুরবে দত্ত্বাৎ'—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পন ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হতে উদ্ধার পেতে পারিনা—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হতে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হই, তা'হলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন—তিনি অমর বস্তু, নিত্যবস্তু। গুরুপাদপদ্ম নিত্য—তাঁর সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশাভরসা আমাদের—মরণ বলে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

প্রশ্ন—আমার বিবেক কি আমাকে কর্ত্তৃত্বাভিমান হতে মুক্ত করতে পারে না?

উত্তর—না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—কর্ত্তৃত্বাভিমান হতে মুক্ত করবার জন্য আর কে সহায়-সম্বল হবেন? অনেকে বল্‌তে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বিবেকই তো সহায়ক হতে পারে; কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাণী, আমি যে মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত, হৃদ্‌রোগে জর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ভাল মন্দের বিচারকে বিবেকের বাণী বলে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতি মুহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা' হতে আমায় কে উদ্ধার করতে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি, আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্য বস্তুও তেমনি আমাকে ফুল দিয়ে যাবেন, তখন আমার সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান হতে মহান্তগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।

উপাস্য বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইচ্ছার ইন্ধন সরবরাহকারী বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তাতে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাষণ্ড আমি, পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝাবার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাঁ'কে না চিনে—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না করে, যদি আমি মনে করি— আমি গুরু দেখে ফেলেছি, তা'হলে তার মত ধৃষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিষ্কপটতা থাকে, তাহ'লে আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হচ্ছে, একথা আমার অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন, বিবেক দেন—'শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্য-জ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবন দাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার উপকারক'। চৈত্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ করলে আমরা মহান্তগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতিজাত নানা প্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন ক'রে বলি—"আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তি, আপনাতে আকর্ষণ ধর্ম্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ করবার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।"

প্রশ্ন—বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা দেখে?

উত্তর—যারা হরিভজন বিমুখ, যাদের বাহ্যবিচার প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল, তারাই বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন—ভগবদ্ভক্তের কখনও অমঙ্গল হয় না, তাদের কখনও বিনাশ নাই। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। যাঁরা অনন্য ভজন করেন, তাঁরা কি কখনও অধঃপতিত হ'তে রেন? তাঁরা নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন। আমার টা খারাপ, তাই আমি অপরের দোষ দেখি। তাই জের মঙ্গল লাভ করতে পারি না। আমি আধাক্ষিক য় পড়লে অধোক্ষজ সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদ-ম সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যাব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে, আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখবার সময় হয় না।

প্রশ্ন—ভাগবত-দ্বারাই কি ভগবান্ জীবকে কৃপা করেন?

উত্তর—হাঁ, শাস্ত্র বলেন—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২২)

"দুইস্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র॥"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৫৩২)

"এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হন বশ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১।৯৯-১০০)

প্রশ্ন—জাগতিক বিদ্যাদ্বারা কি শ্রীমদ্ভাগবত বুঝা যায়?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—

"ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর বুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তি-সার॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।২৪-২৫)

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে॥
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩১)

"বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥"
(ঐ অন্ত্য ১৩।১১৩)

"শ্রীধরস্বামী প্রসাদে 'ভাগবত' জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী 'গুরু' করি মানি॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১২৯; ১৩২)

"মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।১৮)

প্রচার-প্রসঙ্গ

আসাম প্রদেশান্তর্গত কামরূপ জেলার অধীন সরভোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের উত্তরপূর্ব্ব দিকে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী দলাজানী গ্রামের সজ্জনবৃন্দ কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য বিশেষ ভাবে আহূত হইয়া সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে উক্ত মঠের মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীদীননাথ বনচারী ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যাবিনোদ (শ্রীচিত্তাহরণ পাটগিরি) প্রমুখ সাতমূর্ত্তি বিগত ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) মঙ্গলবার, দলাজানী গ্রামের শ্রীধর্ম্মেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয়ের কুটীরে পদার্পণ করেন। তথায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় উক্ত দিবস রাত্রিতে গ্রামের বহু সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণেচ্ছু হইয়া সম্মিলিত হন। সভা-মণ্ডপে প্রথমতঃ শ্রীদীননাথ বনচারী শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে পর শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন,—"জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। সুতরাং তাহার বাসস্থান গোলোক। গোলোকের প্রেমধন শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীহরিনাম বদ্ধজীব তাহার নিজ চেষ্টা-দ্বারা কখনও লাভ করিতে পারে না। পরম করুণাময় শ্রীহরি জগৎ জীবের কল্যাণার্থে নিত্য গোলোকবাসী তাঁহার পার্ষদগণকে এই জগতে অবতীর্ণ করাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সেই পার্ষদগণই শ্রীগুরুদেব। গোলোকবাসী শ্রীগুরু-দেবের কৃপাতেই গোলোকের প্রেমধন শ্রীহরিনাম পাওয়া যায়। কোন সুকৃতিশালী জীব যখন সেই শ্রীহরিনাম প্রেমধন লাভেচ্ছু হইয়া শ্রৌতপরম্পরাগত শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রতিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার কৃপায় শ্রীহরিনাম প্রভু সেই শরণাগত সাধকের শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদ শ্রীগুরুবর্গ বিবিক্তানন্দী ও গোষ্ঠ্যানন্দী ভেদে দ্বিবিধ। বিবিক্তানন্দিগণ আচার প্রিয় তাঁহারা রুচিক্রমে সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন। আচারবান্ প্রচারকর্ত্তা গোষ্ঠ্যানন্দিগণ বিবিক্তা-নন্দিগণ অপেক্ষা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। কৃষ্ণেচ্ছায় যখন কোন গোষ্ঠ্যানন্দী শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতে অবতীর্ণ হন তখনই শ্রীহরিনামের বিপুল প্রচার হইয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদ গোষ্ঠ্যানন্দী শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আজ হইতে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীহরিনামের ধারা সুষ্ঠুরূপে প্রচারের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু মঠ-মন্দির আদি স্থাপন করতঃ জীবের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঐ সকল প্রচারকেন্দ্র সর্ব্বসাধারণে শ্রীগৌড়ীয়মঠ নামে পরিচিত।"

প্রচারকগণ ২৩ ফেব্রুয়ারী দলাজানী গ্রাম হইতে ২ মাইল পশ্চিমে 'আনন্দ বাজার' নামক গ্রামের সজ্জন-বৃন্দের আহ্বানে তথায় গমন করেন। তথায় শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্ম্ম সভায় শ্রীদীননাথ বনচারী ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী সেবাব্রত বক্তৃতা প্রদান করার পর সভাপতি মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই পয়ারটীর সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন—,তিনি বলেন—আমি স্বরূপতঃ হিন্দু বা মুসলমান কিংবা অসমীয়া, বাঙ্গালী বা পাঞ্জাবী নহি। ইহা জীবের স্বরূপগত বিচার নহে। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য সেবক। বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথা হইতেছে সদ্‌গুরু আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করা। ইহাই এই সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

যশড়া, পোঃ-চাকদহ, নদীয়া

২৪ মধুসূদন, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ

১৫ বৈশাখ, ১৩৭৩; ২৯ এপ্রিল ১৯৬৬

বিপুল সম্মান পূর্বিকেয়ম্,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল **শ্রীচৈতন্য** গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ সমূহের অধ্যক্ষ অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ** বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে আগামী ৩০ ত্রিবিক্রম, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন শুক্রবার অত্র শ্রীপাটের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা** মহোৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে উক্ত শ্রীপাটে নিম্নলিখিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যায় বিশেষ ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন বক্তৃ মহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হইবে। নিবেদনমিতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশ প্রার্থী—

শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী

মঠরক্ষক

উৎসব-পঞ্জী

১৯ জ্যৈষ্ঠ, ২ জুন বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা অধিবাস। সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ ধর্ম্মসভার অধিবেশন।

২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন শুক্রবার—ভোর ৪-৩০ মিঃ মঙ্গলারাত্রিক। মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ ধর্ম্ম সভার অধিবেশন।

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীমদ্ বৈখানস মহারাজের বিরহ মহোৎসব

শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ

গত ১৭ই ফাল্গুন (১৩৭২), ইং ১লা মার্চ্চ (১৯৬৬) মঙ্গলবার শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার প্রথম দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের অন্যতম শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব তদীয় পরমপূত জীবনভাগবত আলোচনামুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

[শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১২ সংখ্যায় পূজ্যপাদ বৈখানস মহারাজের নির্য্যাণ সংবাদ ও উক্ত মহোৎসবের বিষয় ঘোষিত হইয়াছিল।]

পূজ্যপাদ বৈখানস মহারাজ পঞ্চাধিকনবতিতম (৯৫) বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এই ধরাধামে প্রকটলীলা করিয়া বিগত ৮ই মাঘ (১৩৭২), ২২শে জানুয়ারী (১৯৬৬) শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপ্রতিপৎ তিথি শনিবার মধ্যাহ্নে উড়িষ্যা প্রদেশান্তর্গত গঞ্জাম জেলার গোঞ্জু নামক গ্রামে তৎপ্রতিষ্ঠিত "শ্রীসারস্বত আশ্রমে" শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-

গিরিধারীজিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যনবনবায়মান রসাস্বাদনচমৎকারিতা-পূর্ণ মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়াছি পূজ্যপাদ মহারাজ গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে একদিন দৈবানুগ্রহে পরমারাধ্য প্রভুপাদের একখানি চিত্রপট তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্দর্শনমাত্রেই তাঁহার চিত্ত ভুবনমঙ্গল প্রভুপাদপদ্মে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মনে মনে প্রভুপাদকেই তাঁহার পারমার্থিক জীবনের একমাত্র নিয়ামক ও বান্ধব — সদ্‌গুরু বলিয়া বরণ-পূর্ব্বক তদ্দর্শনলাভার্থ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় তিনি অচিরেই সংসার-বন্ধন-ছেদনাদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইংরাজী ১৯৩৩ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। প্রভুপাদ তাঁহার শুদ্ধভক্তিপথানুসরণে আন্তরিক অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহাকে অচিরেই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজের পূর্ব্বনাম ছিল — শ্রীউজ্জ্বলেশ্বর পট্টযোষী। ইনি উড়িষ্যার বড়গড় ষ্টেটের মহারাজের পুরোহিত ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় অনুরাগ ও অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ তাঁহাকে 'পট্টযোষী' এই উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি শ্রীউজ্জ্বলরসানন্দদাস নামে বিচিত হন। অতঃপর ভজনসাধনে তাঁহার উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ৪৪৮ গৌরাব্দ ইং ১৯৩৪ সালে ১লা মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী-শুভবাসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে তাঁহাকে যথাবিধি ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করেন। তাঁহার সন্ন্যাসনাম হইল— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ। তদবধি তিনি গুর্ব্বানুগত্যে পরিব্রাজকবেষে দেশে দেশে — ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণীপ্রচারে আত্মোৎসর্গ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পরে শেষ বয়সে তিনি তাঁহার উড়িষ্যাবাসী শিষ্যগণের বিশেষ অনুরোধে ব্রহ্মপুরের (চলিত ভাষায় বহরমপুর) নিকটস্থ গোঞ্জুগ্রামে 'শ্রীসারস্বত আশ্রম' নামে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ জিউর সেবা প্রকট করেন এবং অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া ভজনসাধন করিতে করিতে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

ঐ মঠ-প্রতিষ্ঠা উৎসবকালে তাঁহার পরমপ্রিয় পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ প্রমুখ বহু সতীর্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব তথায় আহূত হইয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজে বৈষ্ণবোচিত গুণসমূহ স্বাভাবিক-ভাবে দেদীপ্যমান থাকিলেও তাঁহার সরলতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার—তাঁহার শান্ত সৌম্য মধুর মূর্ত্তিস্মরণে হৃদয় বড়ই বিহ্বল হইয়া উঠে। পরমারাধ্য প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ, শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী, শ্রীভক্তিসৌধ আশ্রম, শ্রীভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ প্রমুখ কএকজন সতীর্থ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তিনি তাঁহাদিগকে সতীর্থোচিত গৌরবই প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণবোচিত অমানী মানদ স্বভাবেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রকটকালে এবং তৎপরবর্ত্তী বহু বড় বড় সভায় তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার-বিভাগেও তিনি বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছেন। অতিবৃদ্ধকালেও তাঁহার প্রখর স্মরণ শক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতাম, শ্রীমদ্‌ভাগবতের গর্ভস্তুতি, ব্রহ্মস্তুতি, রাসপঞ্চাধ্যায়, ভ্রমরগীতা, শ্রীপ্রহ্লাদকৃত নৃসিংহস্তব, শ্রীগজেন্দ্রের স্তব, ব্রহ্মসংহিতা হইতে গোবিন্দস্তব, শ্রীরঘুনাথের-বহুস্তব, সমগ্র ভগবদ্ গীতা প্রভৃতি এবং বহুবেদমন্ত্র তাঁহাকে প্রত্যহ নিয়ম করিয়া আবৃত্তি করিতে আমরা শুনিয়াছি।

তিনি অতিপ্রাচীন বয়সে আত্মসঙ্গোপন করিলেও আমরা আজ তাঁহার ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ প্রাচীন ভাগবত-বিরহে হৃদয়ে বিশেষ ব্যথা অনুভব করিতেছি। তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্নেহ ও কৃপা বিতরণ করুন।

স্বধামে শ্রীরজনীকান্ত পাল

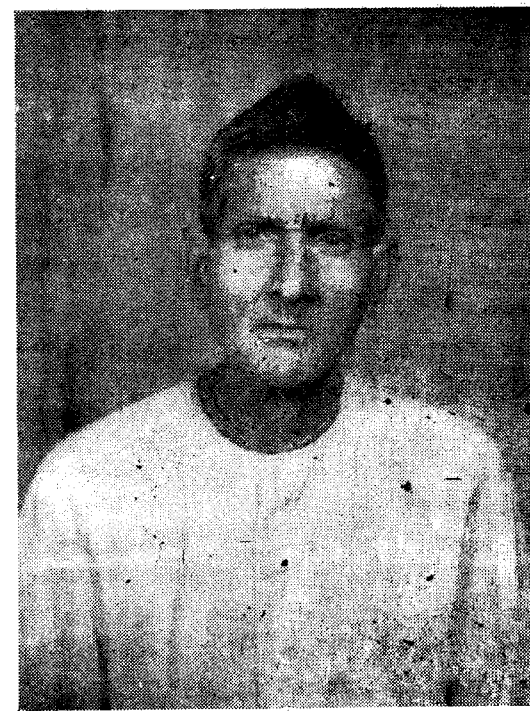

আসাম প্রদেশস্থ পুরাণপ্রসিদ্ধ বাণাসুর কন্যা শ্রীঊষা ও চতুর্ব্যূহান্তর্গত শ্রীঅনিরুদ্ধবিষ্ণু মিলনস্থল তেজপুর সহরের প্রসিদ্ধ দানবীর স্বনামধন্য মার্চ্চেণ্ট পরমভক্ত শ্রীরজনীকান্ত পাল মহোদয় গত ১৯শে ফাল্গুন (১৩৭২), ইং ৩রা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার একাদশী তিথিতে অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকায় তাঁহার উক্ত তেজপুরস্থ বাসভবনে ৭৬ বৎসর বয়সে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব—দেশবাসী এবং মঠবাসী—সকলকেই কাঁদাইয়া তেজপুর সহরস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী সাধুমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ এবং নিজেও সুস্পষ্টভাবে শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে করিতে সজ্ঞানে নিত্যধামে বিজয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পাল মহাশয়ের পিতার নাম স্বর্গীয় জগবন্ধু পাল মহাশয়। ইঁহাদের পূর্ব্ব-নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মৌলবী বাজার মহকুমাধীন দক্ষিণটুপ গ্রাম। ব্যবসায় উপলক্ষেই ইহাঁরা তেজপুর সহরে আগমন করেন। পাল মহাশয় প্রথমে সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসা করিতে করিতে অনতিবিলম্বে ভগবদনুগ্রহে বিপুল ধন সম্পত্তির মালিক হন, এক তেজপুর সহরেই পাল মহাশয়ের ১৫।২০ খানি পাকাবাড়ী আছে, তদুপরি তেজপুর বাজারের তিনি একজন স্বনামধন্য বড় জেনারেল মার্চ্চেণ্ট। শুধু যে ধন সম্পত্তি ও ব্যবসায় জন্য তাঁহার খ্যাতি, তাহা নহে। তিনি খুব অতিথি-সেবা-পরায়ণ ছিলেন এবং সর্ব্বত্র দান ধ্যানের জন্য তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে ঐ খ্যাতি আরও সুষ্ঠুভাবে বিশেষত্ব লাভ করে তাঁহার সদ্ধর্ম্মানুরাগে। তেজপুর সহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে তিনি একটি বাড়ী সহ প্রায় একবিঘা জমি দান করায় তাঁহারই সেই জমির উপর তথাকার শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দির ও তৎসম্মুখে বিশাল নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নাম যশঃ আরও অধিকরূপে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের-সেবার্থ আনুকূল্য-দ্বারাই বহু পরিশ্রমলব্ধ অর্থের এবং তৎসহ মনুষ্যজীবনেরও প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও সার্থকতা হইয়া থাকে। তাই "জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ" এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে শ্রীবিষ্ণুদূতগণের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন সৌভাগ্য লাভ করিয়া বস্তুতঃই তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে, তিনি অবিসংবাদিতরূপে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। অন্তকালে যিনি যেরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেহ রক্ষা করেন, তাঁহাকে তদ্ভাবভাবিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়—ইহাই গীতায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্মুখ-নিঃসৃতা বাণী। শ্রীভগবানের সেবায় অনুকূল্য করায় শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, মুমূর্ষু সময়ে সাধু মুখে ভগবন্নাম শ্রবণের সৌভাগ্য উদিত হইল। তজ্জন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবেরও মতি ভগবৎ-সেবানুকূলা হইয়াছে জানিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশান পর্য্যন্ত তাঁহার শবানুগমন করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার অল্পভাগ্যের পরিচায়ক নহে।

আমরা আরও শুনিয়া খুবই আনন্দ অনুভব করিলাম যে, তাঁহার পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া স্থানীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে মঠবাসিবৈষ্ণবগণের পৌরোহিত্যে সাত্বত শাস্ত্রবিধানানুযায়ী গোস্বামিমতে ভগবৎ-প্রসাদান্নপানাদি নিবেদনমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধ-

বাসরে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন, গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠও সুষ্ঠুরূপে ভক্তভাগবত-দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধীয়বেদী খুব সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

দেহরক্ষাকালে পাল মহাশয় তিনটি সুযোগ্য ভক্তিমান্ পুত্র চারিটি ভক্তিমতী কন্যা ও দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী, দুইটি পৌত্র, ও দুইটি পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহ-রক্ষার দুই মাস মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী পরলোক গমন করেন। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম, তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই তাঁহার ন্যায় শ্রীমঠের সেবায় 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা' আনুকূল্য করিয়া মনুষ্যজীবনের বাস্তব সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সেবায় তাঁহাদের উৎসাহ ও অনুরাগ দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, তাহা হইলেই পরমভাগবত রজনী পাল মহাশয়ের স্বধামগত আত্মা প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করিবে, তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবসহ তাঁহারও প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া সার্থক জীবন হইতে পারিবেন। শ্রীরায় রামানন্দ সমীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?" তদুত্তরে রায় বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।" পুনরায় প্রশ্ন হইল—"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?" উত্তর হইল—"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর সেই বড় ধনী।" পুনরায় প্রশ্ন—"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয় জীবের হয় সার? উত্তর—"কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥"

শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুই বক্তা হইয়া আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষাসমূহ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া রজনী বাবুর বংশধরগণ তাঁহাদের প্রকৃত বংশ-গৌরব রক্ষা করুন। তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি-লাভরূপ যশে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হউক, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

কৃষ্ণভক্ত বিরহ ব্যতীত পরম গুরুতর দুঃখ আর কিছুই নাই। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমানা কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সেই কৃষ্ণভক্ত-প্রীতির অপর কোন লক্ষণান্তর নাই।

আরও একটি বিস্ময়কর ঘটনা এই যে—পাল মহাশয় তাঁহার দেহ রক্ষার অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে দাক্ষিণকালিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কিছুদিন বাস করিয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও তন্মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ সৌভাগ্যলাভ, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নাথজিউর শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহাদের সেবা-পূজা স্বচক্ষে দর্শন, শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ সেবন, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের মহামহাপ্রসাদ আস্বাদন সৌভাগ্য-লাভ করিয়া মানবজীবনের সকল আশা-ভরসা পূরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে! শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার অবশ্যই মঙ্গল বিধান করিবেন।

হায়দ্রাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ইং ১৯৬৬ সালের শ্রীগৌরজয়ন্তী উপলক্ষে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন। দক্ষিণদিক হইতে—প্রধান অতিথি পদে অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশ অধ্যক্ষ শ্রী এ, কে, কে, নম্বিয়ার। মধ্যস্থলে সভাপতি পদে অন্ধ্রপ্রদেশের আইন ও দেবস্থান মন্ত্রী মাননীয় শ্রী পি, ভি, নরসিংহ রাও এবং ভাষণরত শ্রীমঠের সহ সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন, বি, এস সি, ভক্তিশাস্ত্রী।

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা" গ্রন্থের প্রতিবাদ

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক (ক)-তর্ক (খ)-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় যেমন শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ, ব্রহ্ম বা ভগবৎ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় সেইরূপ নহে। এ-বিষয়ে শাস্ত্র ও মহদ্-অনুভব উভয়ই প্রমাণ। যেহেতু জ্ঞান অনুভবপর্য্যন্ত এবং যথার্থ বস্তুবিষয়ক। অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম-বিষয়ে অনুভবের অপেক্ষা নাই। ইহা পুরুষের অধীন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ-জ্ঞান পুরুষবুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না। ইহা বস্তুরই অধীন অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্বের ইচ্ছার অধীন। 'ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াম্। কিন্তু শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্। অনুভবাবসানত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য। কর্ত্তব্যে হি বিষয়ে নানুভবাপেক্ষান্তীতি শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যং স্যাৎ। পুরুষাধীনাত্মলাভত্বচ্চ কর্ত্তব্যস্য। ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্। কিং তর্হি? বস্তুতন্ত্রমেব তৎ।' (ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য ১।১।২) পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন—হে দেব! আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের কৃপালেশদ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই আপনার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন, দীর্ঘকাল অন্বেষণ করিয়া অপর কোন একজনও জানিতে সমর্থ হয় না। 'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥' (ভাঃ ১০।১৪।২৯)

শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কোন্‌টি ইহা জানিতে হইলে হৃদয়স্থ দেবতার শরণাপন্ন হইতে হয়। প্রাকৃত মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। সত্য স্বয়ং প্রকাশ, তিনি কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত হন বা অবতরণ করেন। 'বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ।' বেদ বা জ্ঞান নারায়ণ অর্থাৎ তাঁহারই বিভিন্নরূপে শাস্ত্রমূর্ত্তিতে প্রকাশ; সত্য ভূতাকাশের গুণ নহে। (ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, যমদূতের উক্তি) 'অতএব শাস্ত্র বিশ্বাস থাকিলেই হইল, ভক্তির কি প্রয়োজন?' এই উক্তি অজ্ঞতা ও দাম্ভিকতার পরিচায়ক। বৈষ্ণবগণ বিদ্যাদিমদত্রয়-বন্ধকে উপেক্ষা দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কাহারও তর্ক-নিষ্ঠার খোরাক জোগাইয়া বৃথা আয়ুঃক্ষয় করেন না। যে প্রতিপক্ষাভিমানী অষ্টাদশ পুরাণ মানেন অথচ সকল বেদ ও ইতিহাসের সার প্রমাণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতকে মানেন না, তাঁহার শাস্ত্রবিশ্বাস কিরূপ প্রগাঢ় তাহা সুধী পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে অসাধু বিনাশ করিতে হইবে, কাজেই তাঁহার পক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকা সম্ভব হইবে না, আস্তিকগণ সহজেই জানিয়া ফেলিবেন (৩০ পৃঃ)—ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য— শুক্ল, রক্তাদি যুগাবতারগণ কেহ অসাধু বিনাশ করিয়াছেন এইরূপ ইতিহাস শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। অবশ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আর তিনি কেবল যুগাবতার মাত্র নহেন। পরশুরাম ও কল্কির মত ব্যাপকভাবে অসাধু সংহার কার্য্য অন্য অবতারে দৃষ্ট হয় না। ইঁহারা যুগাবতারও নহেন, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকও নহেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, বুদ্ধ ইঁহারা কেহ সংহার কার্য্য করেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে কি ভক্তগণ জানিতে পারেন নাই? অসাধু সংহার তাঁহার ইচ্ছামাত্র হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং····· ' ইত্যাদি। দুষ্টতার বিনাশদ্বারা দুষ্টের বিনাশই মুখ্য দুষ্ট বিনাশ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় তাহা সম্ভব হইয়াছিল। মানুষত দূরের কথা, ঝারিখণ্ডে যাইবার পথে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও তাঁহার দর্শন ও স্পর্শ মাত্রেই হিংস্রস্বভাব ভুলিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বে

তাহাদের ও তৎসঙ্গে তৎকালীন স্মার্ত্তাভিমানী হিন্দুগণের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল জীবাত্মার অনুশীলনযোগ্য হরিকীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির কথা প্রচার কোন মহাভক্ত বা অতিভক্তের পক্ষে সম্ভব হইত না। যিনি ঈশ্বর তিনি অসাধু বিনাশ করিয়া বা না করিয়া সাধুসংরক্ষণ করিতে পারেন। আর একটি হাস্যজনক কথা সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় (৩১ পৃঃ) এবং প্রণব পারিজাত পত্রিকায় নবতীর্থ মহাশয় ফলাও করিয়া বলিয়াছেন—'ভগবান কলিযুগে অবতীর্ণ হইলে কলিযুগের বিনাশ সাধিত হইবে'। ইত্যাদি। তাঁহাদের উক্তির অভিপ্রায় কলিযুগে কোন অবতার হন না। কিন্তু আমরা বলিব—দ্বাপর, ত্রেতা প্রভৃতি যুগে ভগবানের অবতার হওয়ায় যদি সেই সেই যুগের বিনাশ সংঘটিত না হয়, তবে ভগবানের অবতরণে কলিযুগ বিনষ্ট হইবে কেন? আরও বিশেষ কথা এই যে, কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও এই যুগে মানুষ অন্যবিধ ধর্ম্মাচরণ না করিয়াও কেবলমাত্র হরিকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে পারে। গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যগণ কলির প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু এই যুগে কেবলমাত্র সংকীর্ত্তনেরদ্বারা সর্ব স্বার্থ লাভ হইয়া থাকে। হে রাজন্, সত্যাদি যুগের জনগণও কলিতে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ কলির জীবগণ নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া থাকে। পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিনিগ্রহে সমর্থ হইয়াও কলিকে বিনাশ করেন নাই। তাহার অবস্থানের জন্য দ্যূতাদি স্থানপঞ্চক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, কলিতে শুভকথা মনে করিলেই সিদ্ধ হয়, অশুভ মনে করিলেও সিদ্ধ হয় না। "কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥" (ভাঃ ১২।৩।৫১)। "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥" "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩৬, ৩৮)। "নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্। কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ॥" (ভাঃ ১।১৮।৭)।

প্রতিবাদ গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায়—'স্পষ্টতা প্রতিপাদক বচনগুলি শাস্ত্রীয় হইলে কলিযুগের অবতারের প্রচ্ছন্নতা রক্ষিত হয় না, আর প্রচ্ছন্নঅবতারত্বই ভাগবতের সিদ্ধান্ত হইলে স্পষ্টতা প্রতিপাদক বচনগুলি শাস্ত্রীয় হইতে পারে না। কৌতুকের বিষয় এই যে, তাঁহারা নিজেদের অপকৌশলে আবদ্ধ হইয়াছেন।' ইত্যাদি। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,—ভগবান্ যখন ছদ্মরূপে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই স্পষ্টতাপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যগুলিও অনেকের দৃষ্টিগোচর বা অবধানযোগ্য হয় না। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতে থাকিলে সেইসব বচন জনগণের দৃষ্টিগোচরীভূত হইয়া থাকে। এই জগতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে কোন বিষয় বিশেষ অনুসন্ধানেও মানুষের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয় না। আবার সেই বিষয় অন্য কোনসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে গোচরীভূত হয়। ইহাও ভগবদিচ্ছাক্রমে হইয়া থাকে। ভগবান গীতায় (১৫।১৫) বলিয়াছেন—'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ'। অতএব স্পষ্টত্ব ও ছদ্মত্ব প্রতিপাদক বচনের বিরোধিতা বা একের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা হইতে পারে না। ইহাতে অপকৌশল কি থাকিতে পারে? যাহারা পরদোষদর্শনেদিব্যচক্ষু তাহারাই 'অপ' উপসর্গটি নিজের উপর প্রয়োগে অন্ধ হইয়া থাকেন॥

গ্রন্থলেখক মহাশয় বলিয়াছেন—"কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয় 'মহাপ্রভু'র অবতারত্বের অনুকূলে যে শ্লোকগুলিকে স্পষ্ট প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, উহাকে সম্পূর্ণরূপে ধোঁকা বা জালদলিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না" ইত্যাদি। (৩২ পৃঃ)। আবার (৩৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—"মহাপ্রভুর অবতারত্বের অনুকূলে এইরূপ স্পষ্টবচন থাকিলে কি এতদিন পর্য্যন্ত স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে অবতার না মানিতেন?" ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বলা যায়—সেই স্পষ্ট বচনগুলি কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া

যাইবে না ইহা শপথ করিয়া বলা চলে না। লেখক মহাশয় কি অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ, বেদ, সংহিতা, প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের সকল অংশ দেখিয়া ফেলিয়াছেন? **'পুরাণাদিতে কোথাও নাই' এই কথা** বলিয়া তিনি সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রমাণ করা যায়। 'নিয়মেন ভবন্ত্যেতে তথান্যেঽপি চতুর্বিংশঃ' ইত্যাদি স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে উদ্ধৃত অবতারের বহুত্ব প্রতিপাদক বচনটি তাঁহার দেখা থাকিলে তিনি 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ' (ভাঃ ১।৩।২৬) শ্লোকের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া নিজেকে এবং অন্যকে বিভ্রান্ত করিতেন না এবং রেবাখণ্ডের অবতারের কেবল দশসংখ্যা প্রতিপাদক বচনটি উদ্ধৃত করিতেন না। শাস্ত্র অনন্ত। সুতরাং সব শাস্ত্রের সব অংশ একজনের পক্ষে দেখা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। আবার অনেক গ্রন্থ দুর্লভ ও লুপ্ত। কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয় শব্দ কল্পদ্রুম, ব্রহ্মযামলও কৃষ্ণযামল প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রতিপাদক যে-সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসমুদায়ই পূর্বাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত। যেহেতু লেখক মহাশয় যে গ্রন্থ দেখিয়াছেন তাহাতে ঐগুলি নাই অতএব অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তিনি কূপমণ্ডূক ন্যায়মতে ইহা বলিতে পারেন। তিনি কয়টি গ্রন্থাগারে কয়খানি গ্রন্থ দেখিয়াছেন? শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকর্ত্তৃক সংরক্ষিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী যাহা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে ঐ সকল বহুপ্রাচীন গ্রন্থাগার বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমগুরুদেব শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বচক্ষে দর্শন করতঃ তথা হইতে বিভিন্ন পৌরাণিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এমন সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্যের সংস্পর্শে আসিবার মত সৌভাগ্য কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের লাভ হওয়ায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের সামান্য সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। আমরা আশা করি, লেখক মহাশয়ের কোনদিন ঐ সকল সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের গ্রন্থাগার দেখিবার সৌভাগ্য হইলে তাঁহার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিবে।

সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস সকলশাস্ত্রই বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ; আবার নিবন্ধকারের রচিত নিবন্ধগুলিও শ্রুতি, পুরাণ, ইতিহাসমূলক বলিয়া প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে বেদের বহুশাখা বিনষ্ট হইয়াছে, পাষণ্ডগণকর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে। ইতিহাস, পুরাণাদিও তদ্রূপ। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ সর্ব্বপুরাণপ্রসিদ্ধ অষ্টাদশপুরাণমধ্যে পরিগণিত পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবতকে অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ভাগবতের বহু শ্লোক বিনষ্ট করিয়াছে, সজ্জনসম্মত বহু টীকাও বর্ত্তমানে লুপ্ত; তথাপি মহাজনগণ পরম্পরায় যে-সকল শ্লোক ও গ্রন্থাদি প্রমানরূপে চলিয়া আসিতেছে তাহাকে আস্তিক্য-ভাবাপন্ন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই অপ্রমাণ বা জাল বলেন না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, শূলপাণিকৃত প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে যে-সকল শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে যদি কোন উদ্ধৃত শ্লোকের মূল-গ্রন্থ লেখক মহাশয়ের নিকট না থাকে বা উহা দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্ত হইয়া থাকে তবে যে-সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক ঐ গ্রন্থ কিংবা ঐ শ্লোক লেখক মহাশয় কি জাল বলিয়া গণ্য করিবেন? তিনি কোন্ সাহসে শ্রৌতমহাজন পরম্পরায় স্বীকৃত নিবন্ধকে অপ্রমাণ ও জাল বলেন? লেখক মহাশয়ের রুচির অনুকূলে দোহার করিয়া তাঁহার মনের খোরাকী না যোগাইতে পারিলেই শাস্ত্র কথিত বাণী যাহা পূর্ব পূর্ব মহাজনগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত সে-সকল ধোঁকাবাজী বা জাল বলিয়া গণ্য হইবে? নিরপেক্ষ পণ্ডিত মণ্ডলী ইহার সত্যাসত্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

'স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ মহাপ্রভুকে অবতার মানিতেন না' (৩৩ পৃঃ), এই উক্তি দ্বারা লেখক মহাশয় কি প্রতিপন্ন করিতে চান? স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের স্বীকার বা অস্বীকার করার উপরই কি ভগবানের ভগবত্তা নির্ভর করিতেছে? তাঁহারাই কি ভগবত্তত্ত্ব নির্ণয়ের

মাপকাঠি? তাঁহারা মহাপ্রভুকে না মানিলেই কি তিনি ভগবান হইতে বাদ পড়িয়া যাইবেন? আর তাঁহারা মহাপ্রভুকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করত ভোট দিলেই কি তিনি একজন খুব বড় (ভগবান্) হইয়া যাইবেন? শাস্ত্র বলেন, মানবের সৌভাগ্যের তারতম্যানুসারে তাঁহারা ভগবানকে বিভিন্নরূপে দর্শন বা অনুভব করিয়াথাকেন। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতা শূন্য শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির প্রার্থী হন, তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভগবৎ-স্বরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অপরে তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী কেহ বা তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ, কেহ বা তাঁহাকে একজন ধর্ম্ম-প্রচারক আচার্য্যরূপে দর্শন করিয়া ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—মানবের স্বভাব জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। সাত্ত্বিকী-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতাদিগের, রাজসিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসকে এবং তামসিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূতপ্রেতদিগকে পূজা করিয়া থাকে। আহার সম্বন্ধেও তাহাদের স্বভাব অনুসারে রুচির পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদ-শাস্ত্রে কোনস্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোনস্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ-স্থলে নির্গুণ-ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। নির্গুণতত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে ত্রিগুণময়ী দ্বন্দ্বভাব রহিত হইয়া জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান পরিত্যাগপূর্বক নিস্ত্রৈগুণ্য লাভের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এই জন্যই তর তম বিচারে অন্য দেবদেবী উপাসনাকারী হইতে যিনি একমাত্র বিষ্ণু উপাসক সেই প্রকার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সকাম বিষ্ণু উপাসক হইতে নিষ্কাম বিষ্ণু উপাসক শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং তাঁহারা জগতে সুদুর্ল্লভ। এমতাবস্থায় সকাম স্মার্ত্তব্রাহ্মণ-সমাজ মহাপ্রভুকে ভগবান্ না মানিয়া তাঁহাদের অধিকারানুযারী একজন মহাপুরুষ বা আচার্য্য বলিয়া মানিবেন এবিষয়ে আশ্চর্য্যের কি কথা আছে?

এ-সম্বন্ধে শ্রীভগবদ-গীতা হইতে গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে মাত্র কয়েকটী শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥"
(১৭।২,৪)

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তা স্বয়া॥" (৭।২০)

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥"
(৯।২৫)

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥" (৭।২৩)

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (৮।১৬)

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে
মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"
(৯।২১)

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (৮।২১)

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"
(২।৪৫)

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"(৬।৪৭)

যোগী— যমনিয়মাদিপর (শ্রীধর)। রুদ্রাদিত্যাদি-ধ্যানপর (শঙ্কর)। তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে॥
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"(৭।১৯)

"ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং **গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং** ময়া ॥
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

(১৮।৬৩—৬৬)

"সর্ব্বধর্ম্মান্" বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য একং মামেব শরণং ব্রজ। গীতাতে ইহাই শ্রীভগবানের চরম উপদেশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে জীবের চরম সাধ্য নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ গীতার এই চরম উপদেশ-বাণী "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটী উচ্চারণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর' বলিয়া নির্গুণ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের চরম সাধ্য ইহাতেই আবদ্ধ নহে এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিষ্কাম ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তের প্রাপ্য সাধ্যবস্তু এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত কোন বস্তু নহে। তাহা একমাত্র গোলোকের বস্তু কৃষ্ণ-প্রেমধন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্যান্য অবতার-স্বরূপে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি (অনর্পিতচর প্রেম) দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা যতদিন পর্য্যন্ত এই ক্ষয়িষ্ণু চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত বস্তুলাভের আশায় সকাম বিষ্ণু উপাসনায় নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যখন তাঁহাদের সকাম উপাসনা-দ্বারা প্রাপ্য এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু স্বর্গাদি-লোকের হেয়ত্ব সৌভাগ্য ক্রমে উপলব্ধি করত তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোলোকের বস্তু কৃষ্ণ-প্রেমধন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় নিষ্কামভাবে একান্ত কৃষ্ণভজনের জন্য প্রার্থী হইবেন তখন তাঁহাদের সেই শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবৎ-স্বরূপ নিশ্চয়ই প্রতিভাত হইবে এবং তখন তাঁহারাই আবার সকাম বিষ্ণু উপাসক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্য ফলের হেয়ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণে প্রচারে ব্রতী হইবেন। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ সমাজে ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

গরুড়পুরাণেও কথিত হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥"

অনুবাদ—সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটী বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। যে সকল পুরুষ একান্ত তাঁহারাই পরমপদ লাভ করেন। সুতরাং **একান্ত বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব জগতে বহু পাওয়া যায় না।**

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর-বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক 'কৃষ্ণভক্ত' ॥

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত'॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৩৮, ১৪৪—১৪৯

অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি-বাঞ্ছা রহিত নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তির কথা আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুগতাভিমানী উক্ত প্রকার শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির আচরণকারী বৈষ্ণবগণ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' আখ্যায় ভূষিত হইয়া থাকেন। উক্ত প্রকার নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা জগতে বেশী হইতে পারে না। বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফলে কাহারও নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা ও রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মবস্তু কৃপা-পূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া তাঁহার তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করাইয়া থাকেন। যথা,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ (কঠ)

অনুবাদ—এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কর্ণাট দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে অবতীর্ণ হইয়া তৎকালীন বাংলার বাদসাহ হোসেনশাহের রাজকার্য্যের প্রধান সহায়করূপে মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীভগবত্তত্ত্ব লাভেচ্ছু হইয়া তাঁহাদের জন্ম, ঐশ্বর্য্য ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিষয় অভিমান মলবৎ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় তদীয় ভগবত্তা তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূরিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে,—ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকেশব কাশ্মীরী, কাশীর মায়াবাদী সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রভৃতি পরম পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যাদি যাবতীয় জড় অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রপন্ন হওয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিলে পর তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ষড়ভুজ ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহাপ্রভুর প্রকটকালীন বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহারা তাঁহার অলৌকিক চরিত্র দর্শন ও অনুভব করতঃ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজাদি করিয়াছেন-তাঁহাদের মধ্যে (লেখকের সন্তুষ্টির জন্য শুধু শৌক্র ব্রাহ্মণগণের) কতিপয় নাম দেওয়া হইল যথা,—শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতাদি চারিভাই, শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু, শ্রীবীরভদ্র প্রভু, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীভূগর্ভ পণ্ডিত, শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী, শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীমহেশ পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীদ্বিজবাণীনাথঠাকুর, শ্রীশার্ঙ্গমুরারি ঠাকুর, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত, শ্রীমধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য, শ্রীতপন মিশ্র, শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী বা শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, (মহাপ্রভুর শৈশব লীলা কালীন) তৈর্থিকবিপ্র, শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত, শ্রীরাঘব পণ্ডিত, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র, অন্ধ্রদেশান্তর্গত শ্রীরঙ্গবাসী শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীবেঙ্কট ভট্ট, শ্রীত্রিমল্লভট্ট, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী, ত্রিহুত দেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রচারের সহায়ক শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী প্রভৃতি নয়জন সাম্প্রদায়িক

সন্ন্যাসী ইত্যাদি। গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে আর অধিক নাম দেওয়া হইল না। অদ্যাবধি যে সকল শৌক্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের শুধু নাম লিখিলেই একখানা বিরাট্ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।

বর্ত্তমানকালেও মহাপ্রভুর ভগবত্তায় বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ-কুলজাত ব্যক্তির অন্ত নাই। স্বধামগত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার ন্যায়-দর্শন গ্রন্থে 'প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব কোন কোন বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত মত গ্রহণ করিলেও……ইত্যাদি।' পুনরায় স্থানান্তরে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবও যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ……ইত্যাদি উক্তিদ্বারা মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি গোস্বামিগণের গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে সর্ব্বত্র প্রভুপাদ সম্বোধনে গুরুর ন্যায় মর্য্যাদা দিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্ক ভূষণ মহাশয় মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ইহা বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত অবগত আছেন। মধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য কাশীবাসী স্বধামগত দামোদরলাল শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীধামবৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি বহুবিশিষ্ট ভূসুরকুল চূড়ামণি মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

লেখক সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় খুব সম্ভব অবগত আছেন—বর্ত্তমান বিশ্বে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারকবর বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রচার-ফলে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তৎকালীন বহু বিশিষ্ট দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্, নৈয়ায়িক, জ্যোতির্ব্বিদ্, আইনজ্ঞ ও বিচারপতি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী মহারাজের প্রচারকালীন ঐ সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী বহুব্যক্তি এখনও জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার আচার ও প্রচারময় মহাভাগবতোচিত অসাধারণ সদ্গুণ এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশের তথা ভারতের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত কয়েক শত উচ্চ শিক্ষিত সুজন ব্যক্তি তাঁহাদের জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমান এমন কি পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-বন্ধুব প্রভৃতির যাবতীয় আকর্ষণ পরিত্যাগ করতঃ একান্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ অগণিত সংখ্যক বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ যাবতীয় অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সদাচার পালন দ্বারা পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন। অধিক কি, বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণও মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করতঃ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার আবির্ভাব তিথির পূজা ও উৎসবাদি করিয়া আসিতেছেন। ঐ সময় প্রতি বৎসরই বহুসহস্র লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে। তাহাতে সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের ও তাঁহার মতাবলম্বিগণের ন্যায় কুলীন, বিদ্বান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা কিছু কম নহে। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ৩।৮৫) লিখিয়াছেন,—

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥"

সত্যপদবাবু সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চনা করতঃ তাঁহাদের নিকট নিজের সত্যনিষ্ঠা ও সাধুত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,— (৩৪ পৃঃ) মহাপ্রভুর অবতারত্ব লইয়া আজ পর্য্যন্ত বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। মৎস্য, কূর্ম্মাদি হইতে কল্কি পর্য্যন্ত কোন অবতার সম্বন্ধে তাঁহার বিবাদ নাই। আবার তাঁহার লেখার মধ্যেই তিনি অবতারগণকে 'মাছ', 'কাছিম', 'মনুষ্য' প্রভৃতি বুদ্ধি করিয়া এবং পরক্ষণেই (সোনার পাথর বাটীর ন্যায়) আস্তিককে অভক্ত সম্বোধন করিয়া (৩৮ পৃঃ) যে সকল

উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণব-গুরুর পাদপদ্মাশ্রিত যে কোন বালকও তাঁহার কপটতা ও নারকীয় বিচার বুঝিতে পারিবেন।

আস্তিকব্যক্তি কখনও অভক্ত হয় না। যে ব্যক্তি নাস্তিক তাহাকে ভক্ত বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না। চণ্ডালকুলে জাত কোন ব্যক্তি শুদ্ধ ভগবদুক্তি প্রভাবে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিলে পর তাহাকে চণ্ডাল সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা মহা অপরাধ। আবার ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ কোন ব্যক্তি শূদ্রোচিত কার্য্য করিলে তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' না বলিয়া "ব্রহ্মবন্ধু" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ সাহিত্যাচার্য্য সত্যপদ বাবুকে তাঁহার সাহিত্য-প্রণয়নকালে এই সকল শব্দের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং বা তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তদ্ ভক্ত যে কোন কুলে বা স্থানে অবতীর্ণ হন বা হইতে পারেন। সে-জন্য তিনি সেই কুলের বা স্থানের অন্তর্গত নহেন। অবতার কখনও 'মাছ', 'কাছিম' হন না কিংবা 'মাছ', 'কাছিম' কখনও অবতার হয় না। শালগ্রাম কখনও পাথর হন না বা সকল পাথরই শালগ্রাম নহে। ডোবার-জল ও গঙ্গাজল দেখিতে একরকম হইলেও উভয়েই একরকম মাহাত্ম্যযুক্ত নহে। যদি হইত তবে কেহই হাজার মাইল দূর হইতে গঙ্গাতে স্নান করিবার জন্য আসিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণনামধারী মানুষ ভগবান্ কৃষ্ণ নহেন। শালগ্রামের মন্ত্রে শালগ্রাম অর্চ্চিত হইয়া থাকেন বলিয়া ঐ মন্ত্রে সকল পাথরেরই অর্চ্চন হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে কৃষ্ণবিগ্রহের পূজা, কূর্ম্মমন্ত্রে কূর্ম্ম বিগ্রহের পূজা, নারসিংহমন্ত্রে নৃসিংহ বিগ্রহের পূজা হয় বলিয়া উক্ত মন্ত্রদ্বারা সেই জাতীয় অন্য পশু বা মানুষের অর্চ্চন করিবার বিধান কোন শাস্ত্রে নাই। শাস্ত্র বলেন,—যাহারা বিষ্ণুর অবতার বিগ্রহে মরণশীল জীববুদ্ধি কিংবা মরণশীল জীবে অবতার বুদ্ধি করে তাহারা নারকী। যথা পদ্মপুরাণ,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অনুবাদ—যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণুর নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

ভগবদ্বিদ্বেষী হিরণ্যাক্ষ শ্রীবরাহদেবের, হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবের, রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের, কংস, শিশুপাল ও জরাসন্ধাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহা-দিগকে মর্ত্ত্যজীব মনে করতঃ তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনও হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধাদির ন্যায় চিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভাব নাই; তাহারা ঐ ঐ অবতারগণকে ঐ সকল কুলের অন্তর্গত বুদ্ধি করিয়া ভগবানের বিদ্বেষ করিয়া থাকে। তৎকালীন নবদ্বীপের নিন্দক, মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, অধম পড়ুয়া ও পাষণ্ডী হিন্দুগণ বা জগাই মাধাই (পরবর্ত্তী কালে মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন) শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল, এখনও সেই প্রকার চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার বিদ্বেষ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে! প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্বেষীকে বিনাশ না করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন। কলিতে বিদ্বেষীকে হনন করেন না, 'হংসি ঘাতয়সি। কলৌ তু তন্ন করোষি' (ভাঃ ৭।৯।৩৮ শ্রীধর)। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে তিনি সুবুদ্ধি প্রদান করুন।

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮০ বঙ্গাব্দ—১৩৭২-৭৩

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনবৃন্দেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

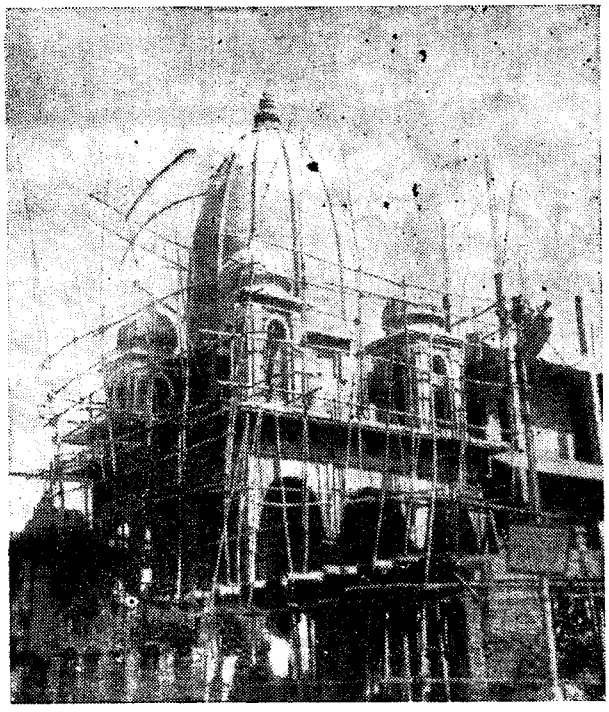

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১ এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩। ২৫ ত্রিবিক্রম, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার; ২৯ মে, ১৯৬৬। | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

দেখিয়াছি, যখন কোন কাজে গলদ হইয়াছে, তখন যোগেন্ (পরলোকগত গোমস্তা) পিজুরুদ্দির (পাইকের) দোষ দিত। 'যাহা যাহা ভাল হইয়াছে, সব আমি করিয়াছি; আর যাহা যাহা খারাপ, সব অপরের'—এই নীতিটি প—তাহাদের নিকট শিখিয়া লইয়াছে। 'আমি বাহাদুর'—এই বিচার পরমার্থের কথা নহে। আমার ন্যায় দীনহীন, অযোগ্য পৃথিবীতে আর কেহ নাই,—সর্ব্বতোভাবে এই অনুভব থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয়। Practically কাজ আরম্ভ করিয়া যে কত রকম ধরণের ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি শ্রীগুরুদেবের অতি সন্নিধানে থাকিবার অভিনয় করি, তা' হ'লেও অসুবিধা হইয়া যাইবে; আবার যদি দূরে থাকি, তা' হ'লেও অসুবিধা হইয়া যাইবে। ম—মিত্র Raja's Lane এ থাকিত—আমার কাছে আসিল। দুই চারিদিন ভাসা ভাসা থাকে ও চলিয়া যায়। আমার প্রতি খুব বিতৃষ্ণ হইল। আমি শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া জমিদারীর কার্য্য করি, বিষয়কার্য্য করি ইত্যাদি দেখিয়া তাহার মনে আমার প্রতি বিতৃষ্ণা হইল। তাহার বিচার হইল—ইঁহার কাছেত' কিছু পাওয়া গেল না, এখন যদি ইঁহার গুরুর কাছে কিছু পাওয়া যায়। ইহা মনে করিয়া সে কুলিয়ায় চলিয়া গেল। ভদ্রলোকের সন্তান, এণ্ট্রেন্স পাশ, কঠোর বৈরাগ্য, হাঁটুর উপরে কাপড়—মলিন বসন; ক্রমশঃ বাবাজী মহারাজের এক-নম্বর সেবক হইয়া গেল। কিন্তু সেবার অভিনয় করিতে করিতে অপরাধ আসিয়া গেল—হুকুম চালাইতে আরম্ভ করিল। আমরা শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শন করিতে গেলে আমাদিগকে দ্বারমানা করিত। সুতরাং আমরা দূর হইতেই শ্রীল বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করিতাম। সে-ই তখন একমাত্র শ্রেষ্ঠ সেবক। আর একটী সেবক ছিল দী—; সে কিছু তফাৎ তফাৎ থাকিত এবং শ্রীল বাবাজী মহারাজের টাকা-কড়িগুলি রাখিত, আর ম—সকল দ্রব্যেরই মালিক। বহু লোক দধি, লুচি, সন্দেশ, নানা প্রকার দ্রব্য যাহা লইয়া আসিত, সকলই ম—র নিকট প্রদান করিয়া কাকুতি-মিনতি করিত—যেন সেই দ্রব্যগুলি শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবায় লাগে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"ঐ সকল দ্রব্য কেন নাও? ঐগুলি আর লইও না।" ম—র বড্ড লোভ, সে নিজে ঐ সকল জিনিষ গ্রহণ করিতে লাগিল

এবং লোকদিগকে বলিতে লাগিল যে, সকলই শ্রীল বাবাজী মহারাজকে দেওয়া হয়। কিন্তু সে নিজে ঐ সকল ভোজন করিয়া রাত্রে পর-দার হরণ করিতে যাইত। এইরূপ হইতেছে, এমন সময় একদিন আমি শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিলাম যে, ম—আমাকে বলিতেছেন যে, বাবাজী মহারাজ ম—র প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ম—প্রা—র কাছে ব্যাকরণ পড়িতে ইচ্ছা করিয়াছে। আর অযাত্রা প—ও একটু ব্যাকরণ পড়িবার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। প—র কথা বলিবামাত্রই শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"আপনি জানেন, আপনার নাম লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে এবং সম্মুখে থালা সাজাইয়া রাখে; আপনি আবার তাহার জন্য বলিতে আসিয়াছেন! আপনারা প্রাকৃত-সহজিয়াকে খারাপ বলেন, কিন্তু আমি যে একজন প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছি, তাহা দেখেন না!" শ্রীল বাবাজী মহারাজ এতটা চটিয়া গেলেন যে, তাহা ভাষায় বলা যায় না। আর একদিন বৃন্দাবন লস্কর শ্রীল বাবাজী মহারাজের পদস্পর্শ করিতে আসাতে শ্রীল বাবাজী মহরাজ 'তোমার সর্ব্বনাশ হউক' প্রভৃতি বলিয়া তাহার প্রতি নানা প্রকার ক্রোধ-ব্যঞ্জক বাক্য বর্ষণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে কে কে বসিয়া আছে?" [কালী সাহা, ঈশান সাহা প্রভৃতি বসিয়া আছে—এইরূপ অনেক লোকই শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া থাকিতেন।] ম—বলিল, "আমি ও সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বসিয়া আছি।" তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "রাত্রি হইয়া গেল, এখনও বসিয়া আছেন?" শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আসুন, আসুন, সরস্বতী প্রভো!" ইহা বলিয়া নিজের পায়ে যত ধূলা ছিল, সমস্ত আমার মস্তকে কৃপা করিয়া প্রদান করিলেন। যিনি কোনদিন পদস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দেন না, তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারই অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। ইহারই কিছুদিন পর শ্রীল বাবাজী মহারাজ কুলিয়ার ধর্ম্মশালায় একটি পায়খানায়—যে-স্থানে লোকে মলমূত্র বিসর্জ্জন করিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। ম—পায়খানার সব বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া দিল। আমি মনে করিলাম, আমারই অপরাধের দরুণ শ্রীল বাবাজী মহারাজ এই প্রকার অভিনয় করিতেছেন। প্রায় ছয়মাস পরে একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, শ্রীল বাবাজী মহারাজের দেখাদেখি ম—ও আর একটি পায়খানা দখল করিয়াছে। ম—আমাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে বাবাজী মহারাজের দেখা হইবে না।" আমি বলিলাম, "তিনি যদি দর্শন না দেন, না হইবে; তুমি তাঁহার নিকট গিয়া সংবাদ দাও।" এই সময় হী—গোস্বামী খুব আসা-যাওয়া করিতেন, আর দধি, সন্দেশ প্রভৃতি আনিয়া দিতেন। আমার কথা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন,—"ভক্তিবিনোদ প্রভুকে কলির ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা হইতে গোক্রমে লইয়া আসুন। লোকে বড়ই আক্রমণ করিতেছে, কাণ ঝালাপালা করিয়া ফেলিল!" আমি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিলাম,—আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন? যদি আপনার শ্রীপাদপদ্মের রেণু মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনাদের বঞ্চনা-লীলারদ্বারা নিশ্চয়ই অভিভূত হইব না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি কখনও একমুহূর্ত্তের জন্য শ্রীরাধা-কুণ্ড ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করেন, না আপনি শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যতীত অন্যত্র বাস করিতেছেন? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জীবগণের অবস্থা জানাইবার জন্য আপনি যে পায়খানায় প্রবেশের লীলাভিনয় করিয়াছেন—আপনি যে পুরীষ-পরিত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আপনার পদরেণু কখনই বঞ্চিত হইবে না।"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখন আমাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ হাঁ আমি জানি—আপনারা সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু ও আপনি যাহা করেন, তাহা সমস্তই শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায়ই করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র জীব আপনাদের কি ধারণা করিতে পারিবে?" শ্রীগুরুপাদপদ্মে এইরূপ নিষ্ঠাই থাকিবে। মৎসর লোক ইহা না বুঝিতে পারিয়া অধঃপাতে যায়—শ্রীনিত্যানন্দের অনুকরণ করে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম—র কথা সব বলিলেন। গভীর রাত্রে শ্রীল বাবাজী মহারাজ যখন ম—কে ডাকিতেন, তখন ম—র কোন সাড়া পাইতেন না। ম—বাহিরে চলিয়া যাইত। একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম—কে ডাকিলেন তখন ম—বেশ্যালয় হইতে ফিরিয়াছে। ম—ডাক শুনিয়া বলিল,—"আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই আপনার ডাক শুনিতে পারি নাই।" আর একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম—কে ডাকিতে লাগিলেন; কিছুতেই ম—র সাড়া পাইলেন না। তখন নিজেই ধীরে ধীরে যে পায়খানার ভিতর ম—থাকিত, তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। ভিতরে হাতড়াইয়া দেখেন যে, ঘরে ম—নাই; অনেক হাঁড়ি, জিনিষ-পত্র, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি রহিয়াছে। ম—কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল, বাবাজী মহারাজ উহাকে বলিলেন,—"তুমি ঘরে চাকরি বাকরি করিতেছিলে, বৈষ্ণবজীবন যাপন কর। এই কপটতা কেন?" ইহার পর ম—পলাতক হইল। সে বাঁকিপুরে-বসুদের মদের দোকানে চাকরী নিয়াছিল এবং বিবাহ করিয়াছিল। এইরূপ মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠের অতি সন্নিকটে থাকিয়াও সর্ব্বক্ষণ সঙ্গ ও তাঁহার সেবার অভিনয় করিয়াও অপরাধ দুর্দ্দৈববশে অসুবিধা ঘটিতে পারে। যে ভাল হইবে না, তাহার আমারই মত অবস্থা। কাছে থাকিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহা নহে; আবার দূরে গেলেই যে অসুবিধা হইবে, তাহাও নহে। মালা টানিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহাও নহে; আবার মালা না টানিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহাও নহে। লাউ গাছে জল দিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহা নহে; আর লাউ গাছে জল না দিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহাও নহে। স্কুলের ছেলেরা যদি মনে করে যে,—গুরুমহাশয় আমাদিগকে দিয়া অঙ্ক কষাইয়া লইতেছেন, আমরা পরিশ্রমও করিতেছি, আবার মাহিনাও দিতেছি। তাহা হইলে তাহারা যেরূপ কোনদিন জীবনে উন্নতি করিতে পারে না, তদ্রূপ যাহারা মনে করে,—'অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করিতে যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আমাদের শত্রু' তাহাদেরও কোন দিন মহতের সঙ্গ লাভ হয় না। 'এত কষ্টের অর্জ্জিত টাকা শ্রীনাম প্রচারে, শ্রীগ্রন্থ প্রচারে, শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনে ব্যয় হইয়া যাইতেছে, শ্রীগুরুদেব সব embezzle করিতেছেন'—যাহাদের এইরূপ বিচার, তাহারা শ্রীগুরুদেবকে মাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার দ্বারাই যদি সমস্ত কার্য্য হইত, সমস্ত রহস্য বুঝা যাইত, তাহা হইলে গুরু-গ্রহণের আবশ্যকতা কি ছিল? "গৃহে যা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে"—এই বিচারের সর্ব্বোত্তমতা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও (যেমন প—র) বিচার—শ্রীহরিকীর্ত্তনে, শ্রীহরিকথা-প্রচারে বা শ্রীহরিসেবায় অর্থাদি ব্যয় না করিয়া, টাকা জমাইয়া রাখা যা'ক্। কিন্তু যাহারা ভবিষ্যতে অনাচারী হইবে তাহাদের জন্য রসদ সঞ্চয় করিয়া যাওয়া, ইট্‌পাটকেল গাঁথিয়া যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। যে-সকল ইট্‌পাটকেল গাঁথা হইতেছে, হয়ত' ইহার মধ্যে একদিন গাঁজার ও ব্যভিচারের আড্ডা হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতেছে,—"'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ', 'Harmonist' এই সকল উঠাইয়া দেওয়া হউক, লোকজনও অধিক হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল ঠাকুর দাঁড় করাইয়া রাখিলেই চলিবে, প্রণামী পড়িবে এবং তাহাদিয়া আমরা সুখে জীবন যাপন করিব।"

যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকট হইলেন, সেই দিনই হৃদয়ে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম,—আমাদিগকে শাসন করিবেন আর কে, সত্য কথা বুঝাইবেন কে?

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-লীলার প্রায় এক বৎসর চারি মাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। 'আমরা শ্রীহরিকথা আর বলিব না'—এইরূপ ভাব আসিলে তাঁহাদের দ্বারা শ্রীহরি-কীর্ত্তন করিবার জন্যই স্বপ্নে আদিষ্ট হইলাম; দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই আছেন, তাঁহাদের আদেশে আবার কীর্ত্তন-প্রচার আরম্ভ করিলাম। আমরা শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহনের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা হইতেও বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি; এখানেও তাই। শ্রীচৈতন্যদেব যেমন বলিয়াছিলেন,—

"বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল॥"

(শ্রী চৈঃ চঃ অঃ ১৯।২০)

দক্ষিণদেশে অগস্ত্য যাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসা গেল। গৌড়ীয় মঠে আসিলাম; সেখানেও অসুবিধা, এখানেও অসুবিধা। সুতরাং অগস্ত্য যাত্রা করিয়া আবার মদ্রদেশে ফিরিয়া যাওয়া যা'ক্। এখন "নূনং মে ভগবান্তুষ্টঃ"—ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর এই গীতি গান করিবার সময় আসিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুত' এই শ্লোক বলিয়া পুরী চলিয়া গেলেন। পুরী হইতে আবার আলালনাথে গেলেন। আমাদের আলালনাথ হইতেও চলিয়া যাইতে হইবে—সেই কুমারিকা অন্তরীপে। সেখানে গিয়া বলা যা'ক্,—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপ সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

কুরুক্ষেত্র—প্রৌঢ়াগোপীগণের স্থান। কুমারিকা—অনূঢ়া গোপীগণের স্থান। পুরী—বিপ্রলম্ভের স্থান। আলালনাথ—দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভের স্থান; আর কুমারিকা—ত্রিগুণিত বিপ্রলম্ভের স্থান।

উৎসাহ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীরূপ গোস্বামী স্বীয় 'উপদেশামৃতে' 'অত্যাহার', 'প্রয়াস', 'প্রজল্প', 'নিয়মাগ্রহ', 'জনসঙ্গ' ও 'লৌল্য'—এই ছয়টীকে 'ভক্তিবাধক' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই ছয়টী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ বিচার লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় শ্লোকে তিনি 'ভক্তিসাধক' ছয়টী বিষয় বলিতেছেন,—

"উৎসাহাদ্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎ কর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥"

এই ছয়টী বিষয় এখন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব প্রথমেই 'উৎসাহ'-সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত আছে, তাহা বলিতেছি।

উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। জাড্য, ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই 'জাড্য' বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্য্যে অস্পৃহাই জড়তা। এই জড়তা চিদ্ধর্ম্মের বিপরীত। জড়তাকে দেহে বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীন্য-ধর্ম্ম অযত্ন হইতে হয়। অনির্ব্বিণ্ণ চিত্তের সহিত ভক্তিযোগের অনুশীলন করিতে হয়; ইহা গীতায় (৬।২৩) আজ্ঞা করিয়াছেন, যথা,—

"তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥"

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন,—"আত্মন্যযোগ্যত্বমননং নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা।" যে-কার্য্যে আপনাকে অযোগ্য মনন করা যায়, সেই কার্য্যে নির্ব্বেদ হয়। সেরূপ নির্ব্বেদশূন্য

চিত্তের সহিত ভক্তিযোগ করিতে হয়। ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।৭-৮) এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

পরমার্থ-সাধক-চিত্ত অবস্থাক্রমে তিন প্রকার অর্থাৎ নির্ব্বিণ্ণ চিত্ত, অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত এবং নির্ব্বেদ ও আসক্তিরহিত চিত্ত। যোগও তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। নির্ব্বিণ্ণচিত্ত কর্ম্মন্যাসী পুরুষদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ শ্রেয়ঃ। কামী অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ। অনির্ব্বিণ্ণ অনাসক্ত পুরুষদিগের যখন সৌভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়স্কর। তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা কেবল জড়ীয়-কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছেন, অথচ জড়াতীত অপ্রাকৃত-ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে নির্ব্বেদ বই আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের পক্ষে নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানই চরম-লাভ। যাঁহাদের জড়ীয়-কর্ম্মে নির্ব্বেদ জন্মে নাই,—যেহেতু তাঁহাদের চিৎক্রিয়ার অনুভূতি হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে হৃদ্‌বিশুদ্ধি-কারক কর্ম্মযোগ বই আর গতি নাই। যাঁহারা জড়ীয়-কর্ম্মকে তুচ্ছ বলিয়া জানিয়াছেন এবং চিৎক্রিয়ার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত জড়কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া চিদুদয়ের সহায়রূপে কিয়ৎ পরিমাণে জড়কর্ম্ম স্বীকার করেন; কিন্তু সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। ভক্তিতে যত পরিমাণে চিদালোচনা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহাদের জড়সম্বন্ধ-মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফলরূপে উদিত হইতে থাকে; ভক্তি-যোগী-দিগের লক্ষণ (শ্রী ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮) এই,—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।"

কাম হইতে কর্ম্মের উদয়, নির্ব্বেদ হইতে জ্ঞানের উদয় এবং ভগবদ্-বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উদয় হয়। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ স্বভাবতঃ সকল জড়কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ; কেবল সেই সেই কর্ম্মের যতটুকু ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার অনুকূল হয়, ততটুকুই অনাসক্তভাবে স্বীকার করেন। শরীর না থাকিলে ভক্তিসাধন হয় না। যে-সকল কর্ম্ম শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সেই সমুদায় দুঃখাত্মক কাম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কার্য্য পাওয়া যায় না। অতএব, জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সাধারণের পক্ষে দুঃখ ফল-জনক সেই সেই কাম-ফলকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করেন এবং তত্তৎকামভোগদ্বারা জীবনের প্রয়োজন-নির্ব্বাহ করত দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ভক্তিযোগে আমাকে ভজন করিতে থাকেন। জড়কর্ম্ম-প্রসূত কাম-ফলকে বহু আদরের সহিত যাহারা ভোগ করে, তাহারা কর্ম্মাসক্ত। তাহাতে অনাদর করিয়া তাহাতে যে ভগবদ্-ভক্তিসাধিকা বৃত্তি আছে, তাহাকে আদর করত যাঁহারা কর্ম্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহারা অনাসক্ত; কর্ম্মে অনাসক্ত বটেন, কিন্তু, ভক্তিতে পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করেন। ভগবদ্ভক্তি-সাধকদিগের উন্নতি-প্রক্রিয়া বলিতেছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৯-৩০,৩৫),—

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥"

যে মুনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি অনুক্ষণ থাকিয়া হৃদয়-জাত কাম সমস্তই নাশ করি। আমার পবিত্র অনুস্মরণ হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। তদ্দ্বারা অবিদ্যাগ্রন্থি দূর হয় এবং সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অখিলাত্ম-স্বরূপ আমাকে দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হয়। ইহাই জীবের পক্ষে পরম নৈরপেক্ষ্যরূপ অতি বড় শ্রেয়ঃকল্প। তাৎপর্য্য এই যে,—হৃদ্‌গত কামনাশের জন্য চেষ্টা করা এবং অবিদ্যানাশের

জন্য অন্যপ্রকার যত্ন করা নিরর্থক। কিন্তু, ভগবদনুশীলন-রূপ ভক্তিযোগ সাধন করিতে করিতে অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, জীবের সমস্ত সংশয় ও কর্ম্মবন্ধ ভগবৎ-কৃপাবলে দূরীভূত হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের চেষ্টায় সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং, অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইলে আমাতে শুদ্ধাভক্তি হয়।

কর্ম্ম নাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত। ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। কোন বিশুদ্ধ ভক্তাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার দ্বারা সাধুকৃপায় ভজন শিক্ষা করত নিষ্ঠা জন্মিলে 'নিষ্ঠিতা' ভজন-ক্রিয়া হয়। যতদিন 'নিষ্ঠিতা' ভজন-ক্রিয়া হয় না, ততদিন 'অনিষ্ঠিতা' ভজন-ক্রিয়া কাজে কাজেই হইয়া থাকে। তাহাতে ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী—এই-প্রকার ছয় লক্ষণে লক্ষিতা।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' শ্রীহরিনামাপরাধ-মধ্যে 'প্রমাদ'কে একটী অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। 'প্রমাদ'-শব্দে সেই গ্রন্থে 'অনবধান' অর্থ করিয়াছেন। 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থ উক্ত অনবধানকে তিন প্রকার বলিয়াছেন। ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ—এই তিন প্রকার অনবধান। এই তিন প্রকার অনবধান হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে কোন ক্রমেই ভজন হয় না। অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। যদি ভজন প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনই নামভজনে ঔদাসীনতা, আলস্য ও বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। সুতরাং, উৎসাহই সকল ভজনের সহায়। ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিষ্ঠিতত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রী ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০),—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥"

অর্থাৎ শ্রদ্ধার উদয় হইলে ভজনাধিকার জন্মে। ভজনাধিকার উদিত হইলে সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধু-সঙ্গ হইলে ভজন-ক্রিয়া হয়। প্রথমে সেই ভজনে নিষ্ঠা থাকে না, কেন-না তখন অন্যপ্রকার অনর্থসকল হৃদয়কে পেষণ করিতে থাকে। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সকল অনর্থ দূর হয়। অনর্থ যত দূর হয়, ততই নিষ্ঠার উদয় হয়।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে-বিশ্বাস বটে; কিন্তু, উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোন-প্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য হয় না। সুতরাং, সাধুসঙ্গাভাবে তাঁহাদের ভজন হয় না।

শ্রীশ্রীল জগদানন্দ-পণ্ডিত ঠাকুর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীসনাতন জগদানন্দকে দ্বাদশবন দর্শন করাইলেন এবং মহাবন দর্শন করিয়া উভয়েই গোকুলে থাকিলেন। শ্রীসনাতনের গোফায় দুইজন একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন মাধুকরীভিক্ষাপ্রাপ্ত রুটির টুকরা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাই তিনি রুটি পান, কিন্তু শ্রীজগদানন্দের অন্ন না হইলে প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া তিনি দেবালয়ে গিয়া অন্ন পাক করিতেন। ব্রজের দেবালয়ে ভাত ডাল প্রসাদ হইত না। শ্রীসনাতন মহাবনে কখনও দেবালয়ে, কখনও ব্রাহ্মণ-গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। কোনদিন বা অন্ন-পানাদি

ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পণ্ডিতকে দিতেন। একদিন পণ্ডিত সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে পাক চড়াইয়া দিলেন। 'মুকুন্দ সরস্বতী' নামক এক 'সন্ন্যাসী মহাজন' শ্রীসনাতনকে একখানি বহির্ব্বাস দেন। সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া শ্রীজগদানন্দের বাসাদ্বারে আসিয়া বসিলেন। 'রাতুল' বা রঞ্জিত (কাষায়, গেরুয়া) বস্ত্র দেখিয়া 'মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র'-জ্ঞানে পণ্ডিতের প্রেমোদয় হইল। হইবারই কথা—সনাতন মহাপ্রভুর প্রসাদীবস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্ত্র পরিবেন কেন? পণ্ডিত সাগ্রহে বস্ত্রপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন তদুত্তরে 'মুকুন্দ সরস্বতী দিয়াছেন' এই কথা বলিবামাত্র পণ্ডিত ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ভাতের হাঁড়ি লইয়াই তাঁহাকে মারিতে আসিলেন—

"শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইল॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫৪

মহাধীর গম্ভীর প্রকৃতি সনাতন, পণ্ডিতের সহজ সরল গৌরপ্রেমনিষ্ঠ প্রকৃতি জানিয়া লজ্জিত হইলেন। পণ্ডিত ভাতের হাঁড়ি পুনরায় উনানে রাখিয়া সনাতনকে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।
তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয়,—ইহা পারে সহিবারে?"

—চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫৬-৫৭

মহাধীর অমানী মানদ সনাতন সদৈন্যে পণ্ডিতের গৌরপ্রেমনিষ্ঠা প্রশংসা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—

"(সনাতন কহে—) 'সাধু পণ্ডিত-মহাশয়!
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ॥
রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবের' পরিতে না যুয়ায়।
কোন প্রবাসীরে দিমু কি কায উহায়?"

—চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫৮-৬১

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের 'রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়' এই বাক্যাবলম্বনে শ্বেত-কৌপীন-বহির্ব্বাসধারি বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণের দৈন্যবশতঃ পরমহংসবৈষ্ণবদাসানুদাসাভিমানে চতুর্থ আশ্রমোচিত বেদবিহিত গৈরিক বসন ধারণ সম্বন্ধে অনেক কটাক্ষ করিয়া থাকেন। আমরা তৎ-সম্বন্ধে তর্কপথাবলম্বন নিষ্প্রয়োজন জানিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃত উক্ত ৬১ সংখ্যক পয়ারটির 'অনুভাষ্য' নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"বৈষ্ণবগণ—পরমহংস ও অকিঞ্চন; সুতরাং বৈধসন্ন্যাসিগণের পরিধেয় গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পারমহংস্যাশ্রম নির্দ্দেশ বা প্রদর্শন করিতে হয় না; বিশেষতঃ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরি একদণ্ডীর বেষ স্বীকার করায়, তাঁহার পদাশ্রিত কিঙ্করগণ তদ্দাসাভিমানে অপ্রাকৃত চিদ্‌বিলাস-ভেদবুদ্ধিতে বেষগ্রহণ-বিষয়ে তাঁহার সহিত সাম্য ব্যবহার যোগ্য বা বিধেয় বলিয়া মনে করেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরমহংস বৈষ্ণবগুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া বৈষ্ণবদাসগণ আপনাদিগকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণবাসনে অধিষ্ঠিত বলিবার অযোগ্য-জ্ঞানে অনেক সময় দৈন্যজ্ঞাপনোদ্দেশে গুরু-বৈষ্ণবের অযোগ্য তুর্য্যাশ্রমোচিত গৈরিক (কাষায়) বসনাদি পরিয়াও থাকেন।"

শ্রীসনাতনের দৈন্যপূর্ণ বাক্যে শ্রীজগদানন্দের ক্রোধ প্রশমিত হইল। পণ্ডিত পাক সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া উভয়ে একত্র প্রসাদ সম্মান করিতে লাগিলেন। প্রসাদ সম্মানান্তে দুইজনে পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন পুরঃসর গৌরাঙ্গ বিরহে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। এই প্রকারে দুই মাস বৃন্দাবনে বাস করিয়া গৌরগতপ্রাণ পণ্ডিত আর গৌরবিরহ সহ্য করিতে পারিলেন না, মহাপ্রভুর 'আমিহ

আসিতেছি রহিতে, করিহ একস্থানে' (চৈঃ চঃ অ ১৩।৬৫) এই বাক্যটি শ্রীসনাতন গোস্বামীকে স্মরণ করাইয়া মহাপ্রভুর অবস্থিতির জন্য বৃন্দাবনে একটি স্থান নির্ব্বাচনার্থ বলিলেন এবং মহাপ্রভুর পদান্তিকে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ শ্রীসনাতনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীসনাতন পণ্ডিতের হস্তে মহাপ্রভুকে দিবার জন্য কিছু রাসস্থলীর বালু, গোবর্দ্ধন শিলা, শুষ্ক পক্ক পীলু-ফল ও গুঞ্জামালা দিলেন। পণ্ডিত সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া পুরী যাত্রা করিলেন, সনাতন তাঁহার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

শ্রীজগদানন্দ শীঘ্রই নীলাচলে উপস্থিত হইয়া সগণ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। দীর্ঘ বিরহান্তে মহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীসনাতনের নামে পণ্ডিত মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তৎপ্রদত্ত রাসস্থলীর ধূলি প্রভৃতি সমস্ত ভেটদ্রব্য দিলেন। মহাপ্রভু সমস্ত দ্রব্য নিজের কাছে রাখিয়া কেবল পীলুফল সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন। বৃন্দাবনের ফল বলিয়া সকলেই পরমানন্দে তাহা ভক্ষণ করিলেন। যিনি জানেন, তিনি না চিবাইয়া আঁটি চুষিতে লাগিলেন, আর যিনি জানেন না, তিনি চিবাইয়া খাইতে—"মুখে তার ঝাল গেল, জিহ্বা করে জ্বালা। বৃন্দাবনের 'পীলু' খাইতে এই এক লীলা॥" (চৈঃ চঃ অ ১৩।৭৬)। শ্রীজগদানন্দের আগমনে ভক্তগণের আর আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীহরিদাস নির্য্যাণোৎসবে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলে—শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুর পরিবেশন-পরিশ্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন—প্রভু, আপনি বসিয়া দর্শন করুন, আমি শ্রীজগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্কর—এই তিন জনকে লইয়া পরিবেশন করিতেছি। মহাপ্রভু ভোজনে না বসিলে ভক্তেরা কেহই ভোজন করিবেন না বলিয়া মহাপ্রভু বসিলেন। সেদিন কাশী মিশ্রের মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দানের নিমন্ত্রণ ছিল। কাশীমিশ্র বহু প্রসাদ আনিয়া মহাপ্রভুকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। মহাপ্রভু বসিয়া বসিয়াই সকল ভক্তের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে সকল ভক্তকেই মহাপ্রভু স্বহস্তে মাল্যচন্দন দান করিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া হরিদাসের নির্য্যাণোৎসবে যোগদানকারি ভক্তমাত্রকেই 'অচিরেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি' বর দান করিলেন।

"প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৯।৪

প্রতিবৎসর মাতৃবৎসল মহাপ্রভু তাঁহার পরম প্রিয় অন্তরঙ্গ জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠান—তাঁহার বিচ্ছেদে বিহ্বলা জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য। জগদানন্দকে মহাপ্রভু বলিয়া দেন—

"নদীয়া চলহ, মাতারে কহিহ নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিহ তাঁহারে,—'তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি' তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে-দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস।
'বাউল' হঞা আমি কৈলুঁ ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র সে তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৯।৬-১১

মহাপ্রভু গোপ-লীলায় অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের গোপবেশ-সম্বন্ধীয় লীলায় যে প্রসাদ-বস্ত্র পাইয়াছেন, তাহা শ্রীল পরমানন্দপুরীপাদের অনুরোধে শ্রীমায়াপুরে পাঠাইলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের উত্তম উত্তম প্রসাদও মাতৃদেবীর জন্য পৃথক্ করিয়া এবং অন্যান্য ভক্তগণের জন্যও পৃথক্‌ভাবে পাঠাইলেন।

"মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥

—চৈঃ চঃ অ ১৯।১৪

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ইহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"মাতার প্রদত্ত, লালিত ও পুষ্ট জড়-শরীর ধারণ করিয়া উহা কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করিলেই হরিভজনদ্বারা শুদ্ধভাবে অতি উত্তম মাতৃসেবাই হয়।"

হরিভজন বাদ দিয়া মাতৃপিতৃসেবার অভিনয় প্রকৃত মাতৃপিতৃভক্তির পরিচয় হইতে পারে না। এই জন্য মহাপ্রভুর উক্তিতে আছে—

"আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

শ্রীজগদানন্দ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশচীমাতার চরণে আসিয়া মহাপ্রভুর সকল কথা নিবেদন করিলেন এবং প্রসাদাদি সমস্তই তাঁহাকে দিলেন। অতঃপর নবদ্বীপ-বাসী সকল ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর সংবাদ জানাইলেন এবং প্রসাদাদি দিলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের সহিতও মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর সংবাদ জানাইলেন ও তদ্দত্ত প্রসাদাদি দিলেন। অতঃপর একমাস গৌড়দেশে থাকিয়া নীলাচল যাত্রা-কালে শ্রীশচী-মাতার আদেশ লইলেন এবং শান্তিপুরে গিয়া শ্রীঅদ্বৈতের আদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট 'তর্জ্জা-প্রহেলী' বলিয়া পাঠাইলেন, যাহার মর্ম্ম মহাপ্রভু ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে না পারেন। শ্রীঅদ্বৈত জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলিয়াদিলেন—

"প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।
বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৯।১৯-২১

[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

(শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পণ্ডিত-জগদানন্দকে দিয়া এই বলিয়া পাঠাইলেন,—) "মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল-বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক-কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।"]

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই প্রহেলিকা শুনিয়া শ্রীজগদানন্দ হাসিতে লাগিলেন এবং নীলাচলে আসিয়া তৎসমুদয় মহাপ্রভুকে জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভুও ঈষৎ হাস্য করিয়া 'তাঁর যেই আজ্ঞা' এই বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে এই তর্জ্জার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু তাঁহার লীলা-সঙ্গোপন-সঙ্কেতই আকারে ইঙ্গিতে জানাইলেন।

"প্রভু কহেন,—'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কতকাল করেন নিরোধন॥
পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য—তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৯।২৫-২৮

ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথা শ্রবণে খুবই বিস্মিত হইলেন। পরম অন্তরঙ্গ মর্ম্মী-ভক্ত শ্রীস্বরূপ বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। সেই দিন হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। মাথুর-বিরহ-বিধুর শ্রীরাধাভাবাবেশে মহাপ্রভু দিবারাত্র গম্ভীরায় উন্মাদ-প্রলাপচেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামানন্দের ভাবানুরূপ শ্লোকপাঠ ও স্বরূপের ভাবানুরূপ কীর্ত্তন মহাপ্রভুর বিরহ-ব্যথায় একমাত্র সান্ত্বনা। পূর্ব্বে যেমন শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহকাতরা হইয়া বিশাখাকে কৃষ্ণানুসন্ধান

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই প্রকার চিত্রজল্পোক্তি করিতে লাগিলেন—

"ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রসরাসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হা বিগ্‌বিধিম্॥"

(শ্রী চৈঃ চঃ অ ১৯।৩৫ ধৃত ললিতমাধব ৩য় অঙ্কে ২৫ শ্লোকে বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—)

"হে সখি, সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই শিখিচন্দ্রকার (ময়ূরপুচ্ছের) দ্বারা অলঙ্কৃত কৃষ্ণই বা কোথায়? সেই মন্দমুরলীধ্বনিকারী কৃষ্ণই বা কোথায়? ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতিমান্ কৃষ্ণ কোথায়? রাসরসে সেই নর্ত্তনকারীই বা কোথায়? জীবনরক্ষার ঔষধি-স্বরূপ শ্যামই বা কোথায়? আমার সেই সুহৃত্তম নিধিই বা কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্।"

(অঃ প্রঃ ভাঃ)

[পরবর্ত্তিপ্রবন্ধে শ্রীজগদানন্দের লেখনী-প্রসূত সম্বন্ধীয় ও শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-শিক্ষাসার-সম্বলিত কএকটি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।]

'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থ হইতে তাঁহার গৌরবিরহ-বিহ্বলতা-কবিতা শ্রীচৈতন্যবাণীর পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ব্রহ্মাণ্ড কি অসংখ্য?

উত্তর—হাঁ, শাস্ত্র বলেন—ব্রহ্মা অনন্ত সংখ্যক এবং তাঁহাদের অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডও অনন্ত এবং অপরিসীম।

এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। এই ব্রহ্মাণ্ড ৫০ কোটী যোজন।

কোন ব্রহ্মা অষ্টমুখ, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিগুণ বড়।

কোন ব্রহ্মা ষোড়শ মুখ, কোন ব্রহ্মা ৩২ মুখ, কোন ব্রহ্মা ৬৪ মুখ, কোন ব্রহ্মা ১২৮ মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ মুখ ও কোটি কোটি মুখ বিশিষ্ট। (বৃহদ্ভাগবতামৃত টীকা)

প্রশ্ন—শ্রীশিবজী কি ভগবদ্ভক্ত?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—শ্রীশিবজী নারদাদি ভক্তাবতারের ন্যায় ভক্তাবতার। (ঐ টীকা)

শ্রীশিব ভুক্তি-মুক্তি দাতা, ভক্তগণের ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধন করেন। মুক্তগণের পূজ্য ও বৈষ্ণবগণের বল্লভ।

জগদ্‌গুরু শ্রীশিবজী বৈষ্ণব-চূড়ামণিগণের অস্থি-সমূহে মনোজ্ঞ মালা ধারণ করেন। (বৃঃ ভাঃ)

প্রশ্ন—গুরুকৃপায় কি সবই লাভ হয়?

উত্তর—গুরুকৃপায় কি না সিদ্ধ হয়? গুরুকৃপায় 'সর্ব্বং উদ্দিষ্টং অনুদ্দিষ্টমপি সাধনং সাধ্যঞ্চ' লভ্য হয়।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের পরমপ্রেষ্ঠ। ভগবান্ অপেক্ষাও ভগবৎপ্রিয় গুরুর কৃপায় অধিক তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—অনুভব কি বিশেষ প্রয়োজন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। যদ্যপি মহদ্‌গণের আচরণ ও উপদেশ সর্ব্বদা প্রমাণ, তথাপি নিজ অনুভব ব্যতীত তাহার তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না। আর অনুভব না হইলে হেয় বস্তু পরিত্যাগে দৃঢ়তা আসে না এবং একান্তভাবে প্রেমভক্তিতে নিষ্ঠাও জন্মে না।

'আমি দাস বা দাসী'—এই অভিমানে সেবা করিতে করিতেই অনুভূতি লাভ হয়। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—কৃপাপ্রার্থী কি সুখী হয়ই?

উত্তর—ভগবৎকৃপাবলেই ভক্তি সিদ্ধ হয়। 'তত্তেঽনুকম্পাং' ভাগবতের এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ। সহিষ্ণু

হইয়া কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার প্রতীক্ষা করিলেই ভগবৎকৃপায় সকল সুখ অনায়াসে লাভ হয়। শ্রীভগবৎ-কৃপায় তদেকমাত্রাপেক্ষস্য সুখং সম্পদ্যত। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্ত ও আত্মারামের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য?

উত্তর—আত্মারামত্ব স্বধর্ম্মাচরণরূপ বাহ্যভক্তির অত্যল্প ফল মাত্র। চিত্তশুদ্ধি ভগবানের আজ্ঞা-পালনরূপ যে স্বধর্ম্মাচরণ, সেই বাহ্যভক্তি হইতে সঞ্জাত। স্বধর্ম্মা-চরণরূপ বাহ্যভক্তির অতি অল্পমাত্র ফল হ'লো আত্মা-রামতা, আর আন্তরীয় ভক্তি অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা যে ভক্তি, তাহার ফল হ'লো সুমহৎ পরমোৎকৃষ্ট প্রেম।

আত্মারামতা-রূপ অতি তুচ্ছ বস্তু ভক্তি বিনাও সিদ্ধ হয়। মহামূল্য মহারত্ন বিনা কি তুষকণ লাভ হয় না?

স্বধর্ম্মাচরণরূপ বাহ্যভক্তি হইতে চিত্তশুদ্ধি হয়। সেই চিত্তশুদ্ধি হইতে আত্মারামতা সিদ্ধ হয়।

প্রেমই ভক্তির ফল। 'শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।' তৃপ্তির অভাবই প্রেমের স্বভাব। ভক্তির অবান্তর ফল-সকলের মধ্যে আত্মারামত্বই অতি হেয় ও পরিহরণীয়।

প্রেমে পরিপূর্ণ তৃপ্তির অভাব, কিন্তু আত্মারামত্ব উপস্থিত হইলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপস্থিত হয়। ইহা প্রেম-সম্পত্তির বিরোধী। প্রেমে তৃপ্তি নাই।

ভগবৎকৃপা আত্মারামতাকে তুচ্ছ করিয়া দেয়। ভগবৎ-কৃপা বৈষ্ণবসঙ্গপ্রভাবে ভগবানের গুণমহিমা-মাধুর্য্য উপলব্ধি করাইয়া আত্মারামতাকে দূরে পরিহার করাইয়া ভগবচ্চরণে ভক্তি করাইয়া থাকেন।

বিষয়বাসনারূপ সংস্কার মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলীন অবস্থাতেও জীবসত্তায় বিদ্যমান থাকে।

মুক্তসকল ব্রহ্মে লয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় বিদ্যমান থাকেন।

মুক্তগণ ভগবৎশক্তিপ্রভাবে সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন।

আত্মারাম মুনিগণ ভগবৎকৃপাবলে ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন।

কোন-সময় মুক্তজীব ভগবৎকৃপাবিশেষে ভক্তিসুখ অনুভব করিবার জন্য পৃথক্ সত্তা অর্থাৎ ভজনানুরূপ সচ্চিদানন্দ দেহ গ্রহণ করিতে পারেন।

ব্রহ্মানন্দ সীমানন্দ ; কিন্তু সেবানন্দ অনন্ত ও অসীম।
(বৃঃ ভাঃ টীকা)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্তের কি অহঙ্কার থাকে?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভক্তির মুখ্য ফল—ভগবানে প্রেমসম্পত্তি লাভ। সমস্ত কর্ম্মই অহঙ্কার-মূলক। অহঙ্কার একটা থাকিবেই—হয় প্রাকৃত অহং না হয় অপ্রাকৃত অহং। 'কর্ত্তাহহং'—ইহাই জড়-অহঙ্কার। আর 'দাসোহহং কৃষ্ণদেবস্য—ইহা অপ্রাকৃত অহং।

অহং করোমি—ইহাই জড়াহঙ্কার। আর কিং করোমি ইত্যভিমানই কিঙ্কর-অভিমান—দাস-অভিমান বা অপ্রাকৃত অহং।

পশু-অভিমান, মনুষ্য-অভিমান, দেবতা-অভিমান, পণ্ডিত, মূর্খ, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ প্রভৃতি জড় অভিমান বা অহঙ্কার ভক্তিপ্রভাবে নষ্ট হইলেও শুদ্ধ জীবের যে অহঙ্কার তাহা মুক্ত-পুরুষেও বিদ্যমান থাকে এবং ভক্তির সংসর্গে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্দাসাভিমানরূপে প্রকাশ পায়। 'দাসোহস্মি'—ইতি অহঙ্কার বিশেষস্য উপলব্ধ্যা ভক্তিঃ সিদ্ধ্যতি। 'আমি ভগবানের দাস' এই উপলব্ধি হইলে ভক্তি সিদ্ধ হয়। (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০৮ টীকা)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—
'জীব কৃষ্ণদাস' এ বিশ্বাস কর্‌লে ত' আর দুঃখ নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন—

"জন্মান্তর সহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোহহং বাসুদেবস্য সর্ব্বাল্লোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ॥"

প্রশ্ন—জ্ঞান-কর্ম্মশোধন কিরূপ?

উত্তর—ভক্তিবিরুদ্ধ কর্ম্ম ভক্তির বিক্ষেপক, শুষ্ক বৈরাগ্য রসশোষক এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞান ভক্তির হানিকর। উহারা শোধিত হইলে অর্থাৎ ভক্তির অনুগামী হইলে কোন কোন সময়ে শ্রেয়ঃ-সাধক হয়। কর্ম্মাদি ভক্তিপর হইলেই সার্থক হইয়া থাকে।

যাঁহারা কর্ম্মফল-ভোগ-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ ভগবানে সমর্পণ করেন, তাঁহাদের আচরিত সেই কর্ম্মকে শোধিত কর্ম্ম বলে।

বৈরাগ্য-শোধন বলিতে মোক্ষতৃষ্ণা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবাদিরাগানুবর্ত্তন।

জ্ঞানশোধন বলিতে অদ্বৈতাত্মতত্ত্ববোধাদিত্যাগেন কেবলং ভগবদীয়ত্বেন এব আত্মমননেন ভগবদ্ভক্তি মহিম-নির্দ্ধারণম্। (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০৫ টীকা)

প্রশ্ন—বিধি কি?

উত্তর—বিষ্ণুস্মরণই বিধি। বিষ্ণুবিস্মৃতিই নিষেধ। এজন্য বিষ্ণুস্মৃতি বা বিষ্ণু-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কিছু করা উচিত নয়। ইহাই ভক্তি।

বিষ্ণুস্মরণই মূল বিধি বলিয়া তদ্দ্বারা অশেষ পুণ্য করার ফল হয়। আর বিষ্ণুবিস্মৃতি মূল নিষেধ বলিয়া তদ্দ্বারা যাবতীয় পাপ করা হয়। এজন্য যাহারা হরিভজন করে না, তাহারা কোন পাপ না করিলেও গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপের ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০৫ টীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৬)

প্রশ্ন—ভক্তি কাহার হয়?

উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকে জানা যায়—ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষা করিতে হইবে—কৃপার অপেক্ষা করিতে হইবে। সবই ভগবৎ-কৃপা, ইহাও জানিতে হইবে এবং পূর্ণ কৃপার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কারণ কৃপা বিনা ভক্তি হইতেই পারে না।

ভক্তি কর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদি নিরপেক্ষ। এজন্য যাঁহারা কর্ম্মাদির অপেক্ষা করেন অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত, তাঁহারা ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। পরন্তু যে-সব ভাগ্যবান্ সজ্জন কেবল ভক্তিমাত্রের অপেক্ষা করেন অর্থাৎ কেবল ভক্তিপ্রার্থী হন, তাঁহারাই গুরুকৃষ্ণ কৃপায় ভক্তি-লাভ করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু হইলেও সকলকে ভক্তি দেন না। যাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধন এবং তাহার ফল স্বর্গ ও মোক্ষাদি সর্ব্বপ্রকার প্রাপ্য ফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিমাত্র প্রার্থনা করেন অর্থাৎ একমাত্র গুরুকৃষ্ণের সুখ প্রার্থী হন, এইরূপ অধিকারী-বিশেষকেই ভগবান্ ভক্তি প্রদান করেন। (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০৪ টীকা)

প্রশ্ন—সাধু কে?

উত্তর—কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই সাধুত্ব হইয়া থাকে। এজন্য কৃষ্ণ-ভক্তই প্রকৃত সাধুপদ বাচ্য। কৃষ্ণভক্তি না থাকিলে স্বধর্ম্মাচরণাদি গৌণ সাধুত্বরূপে পরিগণিত হয়।

সাধুত্ব বলিতে ভগবদ্ভক্তি। অন্য কিছু সাধুত্ব হইতে পারে না। 'কৃষ্ণস্য ভক্ত্যৈব পরমং সাধুত্বং, অন্যথা চ গৌণম্। যদ্বা সাধুত্বং নাম যৎ তৎ কৃষ্ণভক্ত্যৈব, ন তু অন্যথা।'

(বৃঃ ভাঃ ২।২।২০২ টীকা)

শ্রীভগবানের উপাসনাই সাধুগণের সাধন। আর তদ্বিপরীত অদ্বৈত-আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই দৈত্যগণের সাধন। প্রেমভক্তিই সাধুগণের সাধ্য, আর মুক্তিই দৈত্যগণের সাধ্য। সাধূনাং শ্রীভগবচ্চরণাম্বোপাসনং সাধনং। দৈত্যানাঞ্চ তদ্বিপরীতমদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞানম্। সাধ্যা চ সাধূনাং প্রেমভক্তিরেব। দৈত্যানাঞ্চ তদ্বিপরীতা মুক্তিঃ। (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০১ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তির ফল কি?

উত্তর—ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে পরম সাধন। ভগবৎসাক্ষাৎকারই ভক্তির পূর্ণ ফল। ভক্তিই সাধন, ভক্তিই সাধ্য। ভগবানের সাক্ষাৎকারে যে সুখ হয়, তাহা হইতে অধিক সুখ তাঁহার বিচিত্র সেবাদ্বারা লাভ হয়। ইহাই ভক্তির পরম ফল।

ব্রহ্মানুভবী আত্মারাম জীবন্মুক্ত, তথা সিদ্ধগণেরও দুঃখাভাবমাত্রই সাধ্য (লাভ) হইয়া থাকে। পরন্তু ভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে গমন না করিলেও অর্থাৎ যথাবস্থিত

পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়াও নিরন্তর ঘনীভূত সুখবিশেষ অনুভবাদি-রূপ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০৩ টীকা)

প্রশ্ন—সাধনের ফল কিরূপ হয়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—যাদৃশং সাধনং, তাদৃশমেব সাধ্যং ফলতি। যেমন সাধন, তেমন ফল।

ইহলোকে বা পরলোকে সর্ব্বত্রই নিজের সাধনানুরূপ ফল হয়। সাধনানুরূপং হি ফলং সর্ব্বত্র সিদ্ধ্যতি।

শ্রীভগবান্ উপাসকের উপাসনানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। (বৃঃ ভাঃ টীকা)

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই"

[পণ্ডিত শ্রীসুবল চন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ত তীর্থ]

চরম কল্যাণের একমাত্র সেতু, পরাৎপর বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই। পরমেশ্বর-বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব সকলের মূল আশ্রয়। তিনি সচ্চিদানন্দ-বস্তু, ঐতিহাসিক বা পরিণাম-শীল কোন বস্তু বিশেষ নহেন। তিনি নিত্য-কাল অবস্থিত। তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত নন্, কালের অধীন নন্। তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনিই থাকিবেন। তিনি সকল কারণের কারণ-বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মেরও আকর বস্তু,—ইহা যিনি বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং কৃষ্ণ।

দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগৎকে বল্লেন—'আমি সাক্ষাৎ ভগবান্, আমাকে উপাসনা কর। তা' হ'লেই তোমাদের মঙ্গল হ'বে।' কিন্তু অনেকেই কৃষ্ণ-ভজন বুঝ্‌ল না। তাই পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভজনকারিরূপে এ জগতে আস্‌লেন—শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই। তিনি অবতারী। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরাম-নৃসিংহাদির ন্যায় অবতার-মাত্র নন্। অন্যান্য অবতার তাঁরই অংশ। তিনি পরিপূর্ণ ভগবান্—অংশী ভগবান্—স্বয়ংরূপ ভগবান্।

অজ্ঞতাবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে যিনি যে ভাবেই দেখুন, তিনি যদি তাঁ'র কথা শুনেন, তাঁ'র ভক্তগণের সঙ্গ করেন, তা'হলে তাঁ'র ভ্রান্ত ধারণা অবশ্যই দূর হ'বে—তিনি নিশ্চয়ই পরম সত্যের সন্ধান পাবেন। তখন তিনি তাঁ'র কৃপাতেই তাঁ'কে পরমেশ্বর ব'লে জান্‌তে পার্‌বেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরিপূর্ণ বস্তু—বিভুবস্তু—ত্রিকাল সত্য বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল বাঙ্গালীর ঠাকুর নন্, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী সর্ব্বজীবের ঠাকুর। তিনি পুরুষোত্তম পরমেশ্বর-বস্তু। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু অবতার-মাত্র নন্, তিনি সকল অবতারের অবতারী ও সর্ব্বকারণকারণ। তিনি অসমোর্দ্ধ-বস্তু—কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন—

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যতছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই॥" (প্রার্থনা)

ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে জানিয়েছেন—

"সেই ব্রজেশ্বর—ইহঁ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইহঁ শচীদেবী মাতা॥
সেই নন্দসুত—ইহঁ চৈতন্য-গোসাঞি।
সেই বলদেব—ইহঁ নিত্যানন্দ ভাই॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৯৪-২৯৫)

"যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥" (ঐ ২৭৫)

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁ'রে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি॥" (ঐ ২।৮-৯)

"এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,— তাঁর সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮১-৮২)

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥ (ঐ ২।১০৬,১০৯)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আরও বলেছেন—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

অন্বয়ার্থ—

নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি॥
প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥
সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥
(চৈঃ চঃ আদি ২য় পরিঃ)

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও স্বকৃত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে কৃপাপূর্ব্বক জানিয়েছেন—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১-২)

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহো—স্বধর্ম্মতৎপর॥
তান পত্নী শচী নাম—মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয়-দেবকী যেন সেই জগন্মাতা॥
তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জগৎ-ভূষণ॥ (ঐ আঃ ১।৯২-৯৪)

সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ—চৈতন্য ভগবান্।
কীর্ত্তন বিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান॥ (ঐ অঃ ৯।৩৭৫)

কলিযুগে 'ধর্ম্ম' হয় 'হরিসঙ্কীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
'কীর্ত্তন'-নিমিত্ত 'গৌরচন্দ্র অবতার'॥
কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম—'হরিসঙ্কীর্ত্তন'।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-ভগবান্॥
(ঐ আঃ ২।২২,২৩,২৬)

পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ জগদুদ্ধারার্থ প্রতিযুগেই জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন। গীতায় আমরা পাই—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (৪।৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বল্‌ছেন—আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকি।

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগ-ধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন দ্বারা জগদুদ্ধারার্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নাম-প্রেম প্রদাতা। কলিকালে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবই উপাস্য এবং কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম বা

উপাসনা — ইহাই শাস্ত্রবাক্য। এ সম্বন্ধে নিখিল শাস্ত্রসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—

"ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥"

(ভাঃ ১১।৫।৩১)

অর্থাৎ একাদশ স্কন্ধে যুগাবতার বর্ণন প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন শ্রীনিমিমহারাজকে বল্‌ছেন —হে মহারাজ! দ্বাপরযুগাবতার ভগবান্ জগদীশ্বরকে সজ্জনগণ যে ভাবে স্তব ক'রে থাকেন তাহা আপনাকে বল্‌লাম। এখন কলিযুগের অবতার ও তাঁহার স্তুতির কথা বল্‌ছি শ্রবণ করুন —

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

(ভাঃ ১১।৫।৩২)

কলিযুগের অবতার হ'লেন—অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ এবং অঙ্গ-উপাঙ্গ-রূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণদ্বারা পরিবেষ্টিত। তিনি সর্ব্বক্ষণ সপার্ষদ কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনরত। সুমেধা সজ্জনগণ কলিকালে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন-মুখে কলিযুগোপাস্য সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীহরির উপাসনা ক'রে থাকেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

মহাভাগবতকোটি বহিরন্তর্দৃষ্টিনিষ্টঙ্কিতভগবদ্ভাবং নিজাবতার-প্রচার-প্রচারিত-স্বস্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বিদুর্ল্লভপ্রেমপীযূষময় গঙ্গাপ্রবাহসহস্রং স্বসংপ্রদায়সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতপদ্যসংবাদেন স্তৌতি কৃষ্ণেতি। একাদশস্কন্ধে কলিযুগোপাস্য প্রসঙ্গে পদ্যমিদং — অর্থশ্চ, — 'ত্বিষা' কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং কলৌ সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" (ভাঃ ১০।৮।১৩) ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধম্। 'ইদানীং' এতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে 'কৃষ্ণতাং গত' ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেনৈকাদশ এব বর্ণিতত্বাচ্চ। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া। উক্তঞ্চ একাদশে দ্বাপরোপাস্যত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামত্ব-মহারাজত্ব-বাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহিত্বলক্ষণতল্লিঙ্গকথনেন—

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥"

(ভাঃ ১১।৫।২৭-২৯)

তদেব তদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি—'কৃষ্ণবর্ণং' কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি শ্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে (ভা ৩।৩।৩)—'সমাহৃতা' ইত্যাদি পদ্যে 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' ইত্যত্র (শ্রীধর) টীকায়াং —"শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে।"

যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ স্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্।

অথবা—স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ।

কিম্বা,—সর্ব্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশশ্যামসুন্দরং সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ।

তস্য শ্রীভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি,—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং' অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাববত্ত্বাৎ তান্যেবাস্ত্রাণি, সর্ব্বদৈকান্তবাসিত্বাৎ তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সুহ্মোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধঃ। যদ্বা,

—অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাৎ তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভবচরণপ্রভৃতয়ঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তমেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ "ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ" (ভাঃ ৫।১৯।২৩) ইত্যুক্তেঃ। তত্র চ বিশেষণেন তমেবাভিধেয়ং ধ্বনক্তি,—সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানং—শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রধানস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্।

অনুবাদ—

কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাঁর ভগবত্তা বিনিশ্চয় ক'রেছেন, ভগবত্তাই যাঁর নিজস্বরূপ, যে স্বয়ং ভগবানের পাদপদ্মকে অবলম্বন ক'রে (অন্যত্র) দুর্লভ সহস্র সহস্র প্রেমপীযূষময় জাহ্নবীধারা তদীয় নিজ অবতারপ্রকটনে প্রচারিত হ'য়েছে, যিনি স্বকীয় সম্প্রদায়ের পরম অধিদেবতা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবানকেই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলে নির্ণীত ক'রেছেন এবং তদর্থবিশিষ্ট পদ্যে তাঁর স্তুতি ক'রেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে কলিযুগের উপাস্য প্রসঙ্গে এই 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' পদ্যের অবতারণা করা হ'য়েছে। অর্থ এইরূপ—

কান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, বুদ্ধিমান্ জনগণ কলিযুগে সেই গৌরবিগ্রহেরই উপাসনা করেন। এই উপাস্য বিগ্রহের গৌরত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথা—গর্গাচার্য্য শ্রীনন্দমহারাজকে বল্‌ছেন্—যুগে যুগে তোমার পুত্র পৃথিবীতে প্রকটিত হন। শুক্ল, রক্ত ও পীত এ তিন বর্ণের তনু তিনযুগে প্রকাশ ক'রেছেন। ইদানীং (দ্বাপরে) ইনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং পরিশেষ প্রমাণে কলিযুগে এই উপাস্যদেব যে পীতবর্ণ ধারণ করেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল। কেন-না 'ইদানীং' এই পদদ্বারা দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারের কথাই বলা হ'য়েছে। সত্যযুগের অবতার শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ—একথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে বর্ণিত আছে। 'আসন্' ক্রিয়াপদ অতীতকাল বুঝায়। যুগের পর যুগ আস্‌ছে ও যাচ্ছে। এস্থলে অতীতকালের ক্রিয়াদ্বারা যে পীতবর্ণ সূচিত হয়েছে, তা'তে অতীত কলিকালকে লক্ষ্য করা হয়েছে। একাদশস্কন্ধে শ্যামত্ব, মহারাজত্ব ও বাসুদেবাদি চতুর্ম্মূর্ত্তিত্বলক্ষণ কথনদ্বারা বলা হ'য়েছে—শ্রীকৃষ্ণই দ্বাপরে উপাস্য। যথা—"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র ও স্বকীয় আয়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি লক্ষণ-দ্বারা উপলক্ষিত। পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ এই মহারাজ লক্ষণে লক্ষিত পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের বেদতন্ত্রদ্বারা উপাসনা করে থাকেন। তাঁহারা এই ব'লে নমস্কার করেন —"হে ভগবন্ বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণ আপনাকে নমস্কার, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ আপনাকে নমস্কার।" তাই কলিকালে অকৃষ্ণ বলিতে কলিযুগপাবনাবতার সেই পীতবর্ণ গৌরবিগ্রহের কথাই বলা হ'য়েছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিশেষণ-দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত সেই কলিযুগপাবনাবতারকে পরিস্ফুট করছেন—'কৃষ্ণবর্ণং' অর্থাৎ কৃষ্ণ এই দুইটী বর্ণ যাঁর পূর্ণ নামে আছে তিনি কৃষ্ণবর্ণ। ফলিতার্থ এই যে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে শ্রীকৃষ্ণত্ব অভিব্যঞ্জক 'কৃষ্ণ' এই বর্ণযুগল প্রযুক্ত হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও এইরূপ পদ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—তৃতীয়স্কন্ধে 'সমাহৃতা' ইত্যাদি শ্লোকে আছে, —"শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ"। শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় ইহার অর্থ করেছেন,—শ্রীঅর্থে রুক্মিণী। এই রুক্মিণীপদের সমান দুইটী বর্ণ আছে যে নামে তিনি 'শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ' অর্থাৎ রুক্মী। বহুস্থলে সমাসাশ্রয়ে এরূপ অর্থ করিতে দেখা যায়। সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ পদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নামই সূচিত হয়েছে।

অথবা তিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দবিলাসস্মরণজনিত উল্লাসবশতঃ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণনাম-গুণকীর্ত্তন করেন এবং পরমকরুণাবশতঃ সকল

লোকের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণ-নাম উপদেশ করেন, এমন যে অবতারী, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ।

অথবা স্বয়ং অকৃষ্ণ গৌর এবং কান্তির দ্বারা (ত্বিষা) অর্থাৎ নিজশোভাবিশেষদ্বারাই কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেষ্টা। ভাবার্থ এই যে—তাঁ'কে দর্শন কর্‌লেই সকলের শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয়।

কিংবা জনসাধারণের দৃষ্টিতে তিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে কান্তিতে অর্থাৎ প্রকাশবিশেষেরদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ শ্যামসুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হন। এইরূপে ইঁহাতে সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশ-হেতু এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত।

অতঃপর তাঁ'র ভগবত্তা আরও স্পষ্টতররূপে সূচনা কর্‌ছেন—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ'—তাঁ'র শ্রীমুখ ও করচরণাদি শ্রীঅঙ্গই পরমমনোহর-হেতু উপাঙ্গ অর্থাৎ ভূষণ-স্বরূপ, তাহাই আবার মহাপ্রভাবশালী ব'লে অস্ত্রস্বরূপ এবং সর্ব্বদা তাঁহার সহিত একান্তভাবে বিদ্যমান-হেতু উহারাই পার্ষদরূপে গণ্য।

বহু বহু মহানুভব বহুবার তাঁ'র ভগবত্তাসূচক এই-প্রকার অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদসমন্বিতরূপ দর্শন ক'রে তাঁ'কে স্বয়ং ভগবান্ ব'লে জেনেছেন। গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সুহ্ম ও উৎকলাদি দেশবাসী মহানুভবগণের মধ্যে তাঁ'র এই ভগবত্তা মহাপ্রসিদ্ধ।

অথবা শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি তাঁ'র অত্যন্ত প্রেমাস্পদ ব'লে তাঁ'রাও অঙ্গ-উপাঙ্গতুল্য; সুতরাং তাঁ'রাই পার্ষদ। ইঁহাদের সঙ্গে যিনি বর্ত্তমান এমন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, বুদ্ধিমান্ জনগণ তাঁ'র যজন অর্থাৎ উপাসনা করেন। কি উপায়ে তাঁ'র আরাধনা করেন? তদুত্তরে বল্‌ছেন—তাঁ'কে যজ্ঞ অর্থাৎ পূজা-সম্ভার দ্বারা আরাধনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্রও (৫।১৯।২৩ শ্লোকে) 'মখ' বল্‌তে 'পূজা' অর্থ গৃহীত হ'য়েছে। তাহাতে 'সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ'—এই বিশেষণ-দ্বারা সেই যজ্ঞকে অভিধেয় অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-রূপে ব্যক্ত কর্‌ছেন। অনেকে একত্র মিলিত হ'য়ে যে শ্রীকৃষ্ণের নামাদি গান, তাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। সেই সঙ্কীর্ত্তনই প্রায় অর্থাৎ প্রধান-ভাবে বর্ত্তমান যাহাতে, এবং-বিধ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বহুল যজ্ঞেরদ্বারা আরাধনা। শ্রীগৌরচরণাশ্রিত ভক্তদের মধ্যেই এই সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সঙ্কীর্ত্তনই যে কলিযুগের অভিধেয়, তাহা এখানে স্পষ্টভাবেই নির্ণীত হইল।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় জগদ্গুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ব'লেছেন—

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগের যুগধর্ম্ম, যুগ-অবতার॥
শুনহ সকল লোক চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজসুখে॥
'কৃষ্ণবর্ণ'-শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ যদি কহে তাঁরে কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥
দেহ-কান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে তাঁর কহে পীত বরণ॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে 'কৃষ্ণনাম'-যজ্ঞ সার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিঃ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের অনুরূপ একটী শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা ক'রেছেন—

"কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল চতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"

স্তবমালা)

কলিকালে যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গরূপী কৃষ্ণকে বিদ্বান্‌গণ উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-প্রচুর যজ্ঞের দ্বারা উপাসনা ক'রে থাকেন এবং যিনি অখিল চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসিগণের উপাস্য, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত তত্ত্ব-সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে অনুরূপ শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের বন্দনা করেছেন—

"অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

যিনি ভিতরে অর্থাৎ স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং বাহিরে গৌরস্বরূপ এবং অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বৈভবে লক্ষিত, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কলিকালে আমরা সংকীর্ত্তন প্রধান উপাসনা-দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।

নিখিল শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ঐরূপে যুগাবতার ও যুগধর্ম্মের কথা এক শ্লোকে বর্ণন ক'রে সেই কলিযুগা-বতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্তুতি এই ভাবে ক'রেছেন—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"

(ভাঃ ১১।৫।৩৩)

হে প্রণত পালক, হে মহাপ্রভো! আপনিই একমাত্র জীবের নিত্যধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহবিনাশক, আপনিই বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিল তীর্থের আশ্রয় এবং শিববিরিঞ্চির বন্দ্য, আপনিই সকলের শরণ্য, ভক্তের দুঃখহরণকারী এবং ভবসাগরের একমাত্র নৌকাস্বরূপ। আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

"ত্যক্ত্বাসুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"

(ভাঃ ১১।৫।৩৪)

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা—অসুভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি দুস্ত্যজা চ সুরৈরপি ঈপ্সিতং রাজ্যং স্বকান্তত্বেন বিরাজমানত্বং যস্যাঃ সা চ যা লক্ষ্মীস্তাং ত্যক্ত্বা যৎ যঃ অরণ্যমগাৎ। তত্র হেতুঃ—আর্য্যস্য বিপ্রস্য বচসা তব সর্ব্বমপি গার্হস্থ্যসুখং ধ্বস্তং ভবত্বিতি যজ্ঞোপবীত-ত্রোটনপূর্ব্বকং যৎ শাপবচস্তেন; ধর্ম্মিষ্ঠঃ ধর্ম্মবতাং মধ্যে অতিশয়েন শ্রেষ্ঠো বিপ্রবাক্যং মা অনৃথা ভবত্বিতি কৃতং শশপং স্বীচকার ইত্যর্থঃ। গত্বা কিমকরোদিত্যত আহ,—মায়াং কলত্রপুত্রবিত্তাদিরূপাং মৃগয়তি অন্বেষ্যতীতি মায়ামৃগঃ সংসারাবিষ্টো জনস্তমন্বধাবৎ। কীদৃশং দয়া অতিশয়েনাস্তীতি দয়ী তস্য ভাবো দয়িতা তয়া হেতুনা ঈপ্সিতং স্বাভীপ্সিতমালিঙ্গনমিষেণ স্বস্পর্শং দত্ত্বা সংসারান্ধৌ পতিতমপি তং প্রেমান্ধৌ পাতয়িতুমিতি নিরুপাধিমহাকারুণ্যং দ্যোতিতম্।

হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণাপেক্ষা দুস্ত্যজ্য সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মী অর্থাৎ যাঁহার কৃপা কটাক্ষ দেবতাগণও বাঞ্ছা করেন, সেই মহালক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পরিত্যাগ ক'রে (আর্য্যবচসা) ব্রাহ্মণের অভিশাপবাক্যরক্ষাচ্ছলে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। যেহেতু আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্মপরায়ণ—সর্ব্বদা ব্রাহ্মণবাক্য রক্ষাকারী; আবার আচার্য্য-মর্য্যাদা বা বৈধীভক্তিপালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করেন। (গৃহস্থলীলা-কালে মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন করিতেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্ত্তনাদি দর্শনের আশায় সেখানে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে না পারায় দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যান। পরে একদিন গঙ্গাতটে মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া নিজের উপবীত ছিন্ন ক'রে, 'তোমার সংসারসুখ নষ্ট হউক'—এই বলে মহা-

প্রভুকে অভিশাপ দেন। মহাপ্রভু তাহা সানন্দে বরণ করেন।—শ্লোকে এই লীলাকথারই উল্লেখ আছে।) সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু কি করেন, এখন তাহা বলছেন—আপনি (দয়িতয়া) পরমকৃপালুতা-হেতু মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী সংসারাবিষ্ট জনসমূহকে নিজ ঈপ্সিত আলিঙ্গনাদিদ্বারা ভগবদ্ভক্তি বিতরণ ক'রে সেই ভবার্ণব নিমগ্ন জনগণকে কৃষ্ণ-প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করবার জন্য (অন্বধাবৎ) সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন; আমি সেই আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

মহাভারতেও অনুশাসনপর্ব্বোক্ত দানধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নামে (৯২ ও ৭৫ সংখ্যায়) এই শ্রীগৌর-অবতারের কথা সূচিত হ'য়েছে—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"

ভগবান্ শ্রীহরি সুবর্ণ-বর্ণ, হেমতনু, সুঠাম ও চন্দন-বলয়যুক্ত এবং সন্ন্যাস-গ্রহণলীলাভিনয়কারী, শমগুণযুক্ত, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণ।

বেদান্তভাষ্যকার শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বকৃত বিষ্ণুসহস্রনামের 'নামার্থসুধা'-নামক ভাষ্যে উক্ত নাম-সকলের ব্যাখ্যা ক'রেছেন—

সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপং যস্য স সুবর্ণবর্ণঃ। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং ইতি শ্রুতেঃ। হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণাধিষ্ঠানানি অঙ্গানি যস্য স হেমাঙ্গঃ, বরাণি সৌন্দর্য্যবন্তি অঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ। চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবর্ণাদি চতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণচৈতন্যতায়াং যোজয়ন্তি। অথ কৃষ্ণচৈতন্যতাং দ্যোতয়ন্নাহ ষড়্ভিঃ। সন্ন্যাসং পরিব্রজ্যাং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ, শময়তি আলোচয়তি রহস্যং হরেরিতি শমঃ। শম আলোচনে চুরাদি, শাম্যতি উপরময়তি কৃষ্ণান্যবিষয়াৎ ইতি শান্তঃ, নিতিষ্ঠন্তি অস্যাং হরিকীর্ত্তনপ্রধানা যজ্ঞা ইতি নিষ্ঠা, শাম্যন্তি অনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈতপ্রমুখান্ ইতি শান্তিঃ, মহাভাবান্তানাং ভাবভেদানাং পরময়নম্ ইতি পরায়ণম্।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও উক্ত নাম সমূহের ব্যাখ্যা ক'রেছেন—

"কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
তপ্তহেমসম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারিহস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিতভুজ কমললোচন।
তিল-ফুল-জিনি নাসা, সুধাংশু-বদন॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদবালা, চন্দনভূষণ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ।
দুই লীলার চারি চারি নাম বিশেষ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩।৪০-৪৮)

ত্রিকালদর্শী গর্গমুনিও কলিকালে কৃষ্ণের গৌর-অবতারের কথা শ্রীনন্দমহারাজকে ব'লেছেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

"তাঁর (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের) যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয়॥
শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগমপুরাণের মর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিঃ)

ক্রমশঃ

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা" গ্রন্থের প্রতিবাদ

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক (ক)-তর্ক (খ)-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৭৬ পৃষ্ঠার পর)

লেখক মহাশয়ের আর একটি উক্তিতে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ষট্-সন্দর্ভ প্রভৃতি বিদ্বজ্জনমান্য গ্রন্থসমূহ, যাহাদের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত পরীক্ষার উচ্চতম উপাধি লাভের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত রহিয়াছে, নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত তথা বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাহাদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, যাহাদের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাবধারার ত্রিসীমানায় গমন করিবার মত যোগ্যতা লেখক মহাশয় অর্জ্জন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ, সেই সমস্ত মূল্যবান্ গ্রন্থকে তিনি অপ্রমাণ এবং নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন! তাঁহার এই প্রকার মন্তব্যে বাল্যকালে শোনা একটি ঠাকুরমার গল্প মনে পড়িয়া গেল —

এক বৃদ্ধার একটি পুত্র ছিল। বৃদ্ধাটির লেখাপড়া আদৌ ছিল না। সে তাহার পুত্রের অধ্যয়নের জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিল। সেই শিক্ষকটি তাহাকে অ, আ, ক, খ হইতে পড়াইয়া উচ্চ শ্রেণীতে পড়িবার যোগ্য করিয়াছিল। বালকটি যখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, তখন তাহাকে জ্যামিতি পড়াইবার সময় ক, খ, গ অক্ষরগুলির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ তাহার মুখে শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধাটি ভাবিল শিক্ষক তখনও বালককে 'ক, খ' শিখাইতেছেন। এই ভাবিয়া সে শিক্ষককে বরখাস্ত করিয়াদিল। এখন ক, খ, গ পর্য্যন্ত যাহার বিদ্যা সে উন্নত শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থের মর্য্যাদা কি বুঝিবে?

লেখক মহাশয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য মনে করিয়া তাঁহার উক্ত মন্তব্য অট্টহাস্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করা হইল। 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।'

ভক্তকৃপা ব্যতীত ভগবান্‌কে চিনিতে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ের একটি আখ্যায়িকা উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা সময়ে চক্রাঙ্কা নগরীতে অশ্ব প্রবেশ করিলে অশ্বরক্ষক শত্রুঘ্ন প্রভৃতির সহিত ঐ পুরীর অধীশ্বর সুবাহু নৃপতির যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী শ্রদ্ধালু সুবাহু শ্রীহনুমানের সহিত যুদ্ধে বক্ষঃস্থলে পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিতে আরম্ভ করেন যে—"আমি তীর্থ পর্য্যটনকালে পূর্বে অসিতাঙ্গ মুনিকে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে 'শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্মতত্ত্ব' এই কথা বলিলেন। আমি তাঁহার বাক্যে উপহাসপূর্বক বহু তর্ক উত্থাপন করি ও শ্রীরামচন্দ্রকে মনুষ্যবুদ্ধি করি; তখন সেই মুনি আমাকে অভিশাপ দেন যে, 'এই দোষে তুই তত্ত্বসম্মূঢ় হইয়া আত্মোদর পূরণে প্রবৃত্ত হইবি।' আমি তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করায় তিনি বলেন, 'তুই যখন শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্নাচরণ করিবি তখন শ্রীহনুমান তোকে দৃঢ় পদাঘাত করিবেন সেই সময়েই তুই শ্রীরামচন্দ্রকে জানিতে পারিবি। অন্যথা স্বীয় ধী-শক্তি-দ্বারা কদাপি বুঝিতে পারিবি না'।" (৯৫-১২৩ শ্লোঃ)। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চিনিতে হইলে তাঁহার ভক্তগণের শ্রীচরণকৃপাই একমাত্র সম্বল। নতুবা কেবল নিজ কুতর্কযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা গৌরাবতার কেন কোন অবতারেই তাত্ত্বিক বিশ্বাস আসিবে না। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে। সেইত' ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৩)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্ব প্রতিপাদক বহু শাস্ত্র ও যুক্তি আমরা প্রদর্শন করিলাম। তাহা স্মার্ত্তপণ্ডিতগণও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে অবলোকন করিলে আমাদের সঙ্গে একমত হইবেন আশা করি।

সমাপ্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীজগন্নাথদেবের-মন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে প্রায় একক্রোশ ব্যবধানে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির অবস্থিত। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পূর্ব্ব দিবস স্বীয় ভক্তবৃন্দ-সহ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

আগামী ৪ঠা আষাঢ় (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), ১৯ শে জুন (১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ) রবিবার পুরীধামে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। পরদিবস ৫ই আষাঢ়, ২০ শে জুন সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব।

কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় ধাম তথায় তাঁহার রাজবেশ এবং হাতী, ঘোড়া, মনুষ্যগহন, ছত্রচামরাদি তাঁহার সেবার উপকরণ। সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-প্রয়াসী মধুররসাশ্রিত ব্রজবাসীর অনুগতাভিমানী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্য পূর্ণলীলায় আকৃষ্ট হয় না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রকার বিধিধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে ব্রজে মুরলীধর শ্রীশ্যামসুন্দররূপে পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ রথযাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণরূপ জগন্নাথ-দেবকে কুরুক্ষেত্র-রূপ নীলাচল-মন্দির হইতে বৃন্দাবনরূপ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ গুণ্ডিচামন্দিরে আগমন করিবেন, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ সেই মন্দির মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সাধক তাঁহার হৃদয়রূপ সিংহাসনে (গুণ্ডিচায়) শ্রীকৃষ্ণকে বসাইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার সেই হৃদয়টী কি-প্রকার পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক তাহাই আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলাদ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য শত শত ঘট ও সংমার্জ্জনী সংগ্রহ করাইলেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-নামক গ্রন্থের মধ্য-লীলা ১২শ পরিচ্ছেদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা,—

"এইমত নানা-রঙ্গে দিন কত গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল॥
প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইল।
পড়িছা-পাত্র, সার্ব্বভৌমে বোলাঞা আনিল॥
তিনজন-পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি' নিল॥
পড়িছা কহে,—আমি-সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই, সেই শীঘ্র করিবারে॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এই এক লীলা কর, যে তোমার মন॥
কিন্তু ঘট, সংমার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ, আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে॥
নূতন একশত ঘট, শত সংমার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি'॥
আর দিনে প্রভাতে লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর,—সকল মাজিল।
সিংহাসন মাজি' পুনঃ স্থাপন করিল॥
ছোট-বড়-মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন॥
চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখা'ন সবারে॥
প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ-কাম॥
ধূলি-ধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাহাঁ কাহাঁ অশ্রুজলে করে সংমার্জ্জন॥
ভোগমন্দির শোধন করি, শোধিল-প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥
তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর, সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া॥
এইমত ভক্তগণ করি' নিজ-বাসে।

তৃণ, ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম-হরিষে ॥
প্রভু কহে,—কে কত করিয়াছ সংমার্জ্জন।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম ॥
সবার ঝাঁটান বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥
সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ, কাঁকর, সব করহ দূর।
সুগন্ধি জলে সিঞ্চন করহ প্রভুর অন্তঃপুর ॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥
আর শত-জন শত-ঘটে জল ভরি'।
প্রথমেই লঞা আছে কাল অপেক্ষা করি' ॥
'জল আন' বলি' যবে মহাপ্রভু কহিল।
তবে শত ঘট আনি' প্রভু-আগে দিল ॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ-অধো ভিত্তি, গৃহ-মধ্য, সিংহাসন ॥
থাপয়া ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন।
প্রভু-আগে জল আনি' দেয় ভক্তগণ ॥
ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥
কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ-উপরে ॥
কেহ লুকাঞা করে সেই জল পান।
কেহ মাগি' লয়, কেহ অন্যে করে দান ॥
ঘর ধুই' প্রণালিকায় জল ছাড়ি' দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥
নিজ-বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল, যেন নিজ মন ॥
নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন-হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলারহস্য সম্বন্ধে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত, হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়-ক্ষেত্রে কণ্টক-পূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবান্‌কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ-চেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ('শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে) বলেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্মযোগ-তপস্যাদি বা ভক্তি প্রতিকূল-ভাবদ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ 'জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব' এইরূপ ইতর অভিলাষ,—উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধ জীবের সুকোমলা হৃদ্‌বৃত্তি কেবলা-ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতিদ্বারা 'স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখ ভোগ করিব' এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া; উহা—ধূলি-সদৃশ। কর্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎকর্মের বাসনরূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্মের দ্বারা বোধ হয় কর্মশল্যের নির্হরণ হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধারণা—ভুল; তদ্বশবর্তী হইয়া তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্মের দ্বারা

কর্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলা-ভক্তি-দ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, তখন তাঁহার সেই নির্মল হৃদয়-সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম"।

নির্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু-অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগ্য বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হ'ন না। সেই জন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুরাদি আবর্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না; পরন্তু নিজ বহির্বাসদ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাত্যার সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাকে 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'নিষিদ্ধাচার', 'লাভ', 'পূজা' প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি-শব্দে কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে নির্জন ভজনাদি বা বুজরুগী-দ্বারা 'নির্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মোহান্ত বলুক্' এইরূপ জড়ীয়-সম্মানাদির আশা অথবা বিষয়-ভোগক্রমে স্বার্থ-পূরণোদ্দেশে কাঠিন্য-প্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস-প্রদর্শনদ্বারা 'ভক্ত' বা 'অবতার' সাজিবার আশা; জীবহিংসা-শব্দে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা—মায়াবাদী, কর্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলা; লাভ-পূজা-শব্দে ধর্মের নামে হরিনাম, মন্ত্র, বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মানপ্রাপ্তি; নিষিদ্ধাচার-শব্দে স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎ পীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দির আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি, একটি সূক্ষ্ম দাগও নাই শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ নির্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল, অর্থাৎ সাধকের যে হৃদয়টী 'রবিতপ্ত মরুভূমি-সম' (তাপযুক্ত ছিল, তাহা) তাপহীন অর্থাৎ বিষয়-ভোগবাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ানল-জ্বালারহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্মজ্ঞানযোগাদি-চেষ্টা-রূপা ভুক্তি-মুক্তি কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্বোধ জীব বুঝিতে পারে না; উহাই 'মুক্তি-কামনা'। নির্বিশেষবাদীর সাযুজ্যমুক্তি-কামনা ত' দূরের কথা, অপর চতুর্বিধ মুক্তিকামনারূপ সূক্ষ্মদাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর, কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহার-স্থল করিবার জন্য—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার জন্য মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-নাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মার্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—'যদ্যপ্যস্তা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগেনৈব'। মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিময়ী শ্রীরাধার ভাবসুবলিত প্রভুর নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র

ভৎর্সনপূর্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে,—

"তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম, সেই যেন করে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১২।১১৭)

—এই পয়ারে চৈতন্যশিক্ষানুগত লব্ধ-ভজনকৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ-জীবগণের 'আচার্যের' কার্য করিবার জন্যও আদেশ-পূর্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। আবার, যিনি যত বেশী-পরিমাণ অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণপূর্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অনর্থনিবৃত্তি সামান্যই ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শান্তিস্বরূপ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাই বিধি বলিয়া নির্দিষ্ট হইল।

কৃষ্ণনগর প্রচার-প্রসঙ্গ

নদীয়া জেলার প্রধান নগর কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী পল্লী শক্তিনগরস্থ 'শক্তিমন্দির'-নামক সঙ্ঘের উদ্যোগে বিগত ২৮ শে বৈশাখ ইং ১২ই মে বৃহস্পতিবার তথায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার হইতে ৩রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চৌষট্টি-প্রহর-ব্যাপী শ্রীশ্রীনাম যজ্ঞ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে তথাকার শ্রীশ্রীনাম-যজ্ঞ-সমিতির সভাপতি শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে ও আগ্রহে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রচারক ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কৃষ্ণনগরস্থ শাখামঠের মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ মহোদয় বিগত ২৮ শে বৈশাখ, ১২ই মে বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠ দিবসব্যাপী প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নবনির্ম্মিত নাট্যমন্দিরে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত মহতী সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহই পাঠে প্রায় সহস্র শ্রোতার সমাগম হইত। পণ্ডিতজীর সরল প্রাঞ্জল ভাষার ব্যাখ্যা এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী হইত যে, সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী পরমাগ্রহে নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক সকলেই দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল একাসনে বসিয়া শ্রবণাগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

এতদ্ব্যতীত পণ্ডিতজী পুণ্য বৈশাখ-মাসব্যাপী প্রত্যহ কৃষ্ণনগর সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠে বার্ষিক মহোৎসব

ঢাকাজেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠের বার্ষিক মহোৎসব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে বিগত ৬ই বৈশাখ (১৩৭৩), ইং ২০ শে এপ্রিল (১৯৬৬) বুধবার দিবস শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথিতে মহাসমারোহে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছেন। উক্ত মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে ৬ই বৈশাখ হইতে ১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী ভক্তসম্মেলন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও নাম-সংকীর্ত্তন, ভোগরাগ এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি-সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সকল প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে গত ৮ই বৈশাখ শুক্রবার দিবস মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজের সুব্যবস্থায় ও ঐকান্তিক যত্নে গড়পাড় হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী এম্, এ (ডবল) মহাশয়ের সভাপতিত্বে মঠপ্রাঙ্গণে একটি বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় শ্রীরমণীরঞ্জন অধিকারী বি, এস্-সি, শ্রীরতিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এ, পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ কাব্যতীর্থ, শ্রীগোপাল চন্দ্র অধিকারী, শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী, শ্রীকালাচাঁদ দাসাধিকারী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

গত ১০ই বৈশাখ রবিবার দিবস সাধারণ মহোৎসবে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ধনী, দরিদ্র সকলকেই চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্রাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। অন্যূন দেড় সহস্র ব্যক্তি শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮০ বঙ্গাব্দ—১৩৭২-৭৩

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুণ, ৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। সডাক— ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫; সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

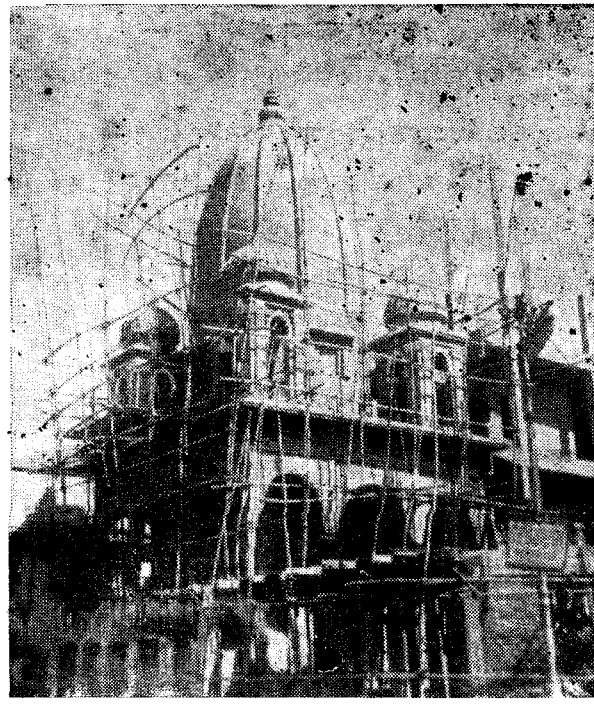

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৭৩

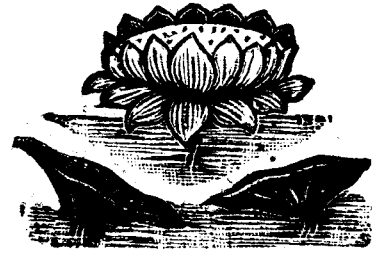

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম-হালদার-ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৭৩।
২৭ বামন, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার; ৩০ জুন, ১৯৬৬। | ৫ম সংখ্যা

ঈশবৈমুখ্যের পরিণাম ও তদ্দূরীকরণোপায়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপতত্ত্ব। তদাশ্রিত জনগণের স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিকালে কোন অপ্রিয়-বৃত্তি আবাহন করিবার অবকাশ হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানা-প্রকার হেয়, অনুপাদেয়, অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার-বিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ-জীবগণকে বিষয়-বিগ্রহ করিয়া তুলে এবং তদীয়গণের যে আশ্রয়-বিগ্রহের কায়ব্যূহরূপ স্বরূপ, তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্ম্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্যথা-রূপে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিবদমান শক্তির ক্রিয়া-সমূহ প্রেমধর্ম্ম বুঝিতে দেয় না। ধর্ম্মার্থ-কামের আপাত-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব ঔদার্য্য-বিগ্রহে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিত্য মাধুর্য্যের বিলাসবিক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই বহির্ম্মুখভাব আগমাপায়ী মাত্র। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি বিস্মৃতস্বরূপ জীবকে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মস্তরিতা বা ভোগপ্রবৃত্তি-বশে ধর্ম্মার্থকামলাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা পরিদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বাসুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া ঈশসেবোন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন করে। সেইকালে রুচিবিশিষ্ট জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়-জাতীয় শ্রীগুরুবিগ্রহে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান্ জনগণেরই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্ম্মজ্ঞান নির্ম্মুক্তা ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ অস্বাস্থ্য বা আময়-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতি-কূল জগৎকেও ভগবৎ-সেবোপকরণ জ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতারূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের রূপরসাদি-বিষয়সমূহে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের রূপ-গুণ-সৌরভসমূহের আবর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে-সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোকের অর্থজ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মলা ঈশসেবা প্রবলা হইয়া অভক্তিপথে বিচরণ-জনিত আশঙ্কার হস্ত হইতে বিমুক্তি-লাভ ঘটে। গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্ম্মুখ জীব—জগতে অনেক পথ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত হইয়াও অভীষ্টলাভ হইতে পারে—প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ে এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। এই সকল অশ্রৌত তর্কপথোত্থ বিচার—ভগবদ্বিমুখতার ফল এবং অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত-কারক। ব্যভিচার-পরায়ণ জনগণ স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তিবশে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি,—একথা বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি নানা-মতবাদাচ্ছন্ন হইয়া ভূত-পূজায় আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে-জড়-ভোগ মাত্র লব্ধি হয়। সেই সকল কর্ম্মীর নিকট প্রেমা সুদুর্ল্লভ ব্যাপার।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম-শ্রীগুরুদেবের পাদ-পদ্ম লাভকারী জনগণের কেবলা-ভক্তি মায়ার বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত হন। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্বিমুখতারূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাত-মধুর মন্দোদয় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্যই ধীর-স্বভাব বুধগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন, প্রাপঞ্চিক প্রেয়োবিচারের অনুমোদন করেন না।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ-শাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হ'ন না। নিজ নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার-সিদ্ধান্ত-ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ অবস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সে উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্য-ধিকার-বলে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত-পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম-পূর্ব্বক যখন তিনি ভক্ত্যধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক-পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমন কি, সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক-স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ মাসে সর্ব্ব সৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ-মাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। * সেই মাসটীর নাম 'অধিমাস'। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'মলিম্লুচ', 'মলিনমাস' ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন—অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরি-ভজনের উপযোগী হউক,—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্ম-শূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন,—হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্‌গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, ইহা কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অর্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ-মাসের অধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক নিজ-দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণপূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

"অহমেতৈর্যথালোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ॥
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ নিষ্কামোঽয়ং ময়া কৃতঃ॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধোঽধিগণ্যতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন॥
য এতস্মিন্মহামূঢ়া জপদানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ॥
জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ॥
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোক-বাসভাক্॥"

কৃষ্ণ কহিলেন,—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোকে "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎ-পূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। এই মাসটী নিষ্কাম। যিনি অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের

* শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—"ষড়্‌বহ্নিত্রিহুতাশাক্ষতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ। খচতুষ্ক-সমুদ্রাষ্টকুপক্ষ রবিমাসকাঃ॥" অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৬ ও রবিমাস ৫১৮৪০০০। অতএব রবিমাসে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়।

পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, কিন্তু এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেইসকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি লাভে সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

শ্রীপুরুষোত্তম মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্ব্ব-জন্মে মেধা-ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসা প্রোক্ত পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে তিনি সেই জন্মে কষ্ট পাইয়া দ্রৌপদী জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা—

"এবং সর্ব্বেষু-তীর্থেষুভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তমমাসাদ্য ব্রতং চেরুর্ব্বিধানতঃ॥
তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গত কণ্টকম্।
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া মুনে॥"

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি-মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্ন-মতে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ সাত্বত-শাস্ত্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে পুরুষোত্তম সেবকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম মাসে স্নান বিধানে বলিয়াছেন যে,—

"সমুদ্রগা নদীস্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
বাপী-কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ॥
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥"

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া,—

"সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াম্।
আচম্য তিলকং কুর্য্যাদ্গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খচক্রাদিকং ধার্য্যং গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া॥"

শ্রীকৃষ্ণপূজাই শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে কর্ত্তব্য; যথা—

"পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥"

বাল্মীকি কহিলেন,—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ব্বক পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—

"ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য; যথা—

"আগচ্ছ দেবদেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম॥"

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"হবিষ্যান্নং চ ভুঞ্জীত প্রযতঃ পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সর্ব্বাঃ সিতা মুদ্গা যবাস্তিলাঃ॥
কলায়-কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
আদ্রকং কালশাকঞ্চ মূলং কুষ্মাণ্ডকং কর্কটীম্॥
রম্ভা সৈন্ধবসামুদ্রে লবণে দধিসর্পিষী।
পয়োঽমুদ্ধৃতং সারঞ্চ পনসাম্র হরিতকী॥
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব তিন্তিড়ী।
ক্রমুকং লবলী-ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্॥
অতৈল-পক্কং মুনয়ো হবিষ্যং প্রবদন্তি চ।
হবিষ্য-ভোজনং নৃণা-মুপবাস-সমং বিদুঃ॥"

"সর্ব্বামিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।
রাজমাষাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা॥
দ্বিদলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শাল্যদূষিতম্।
ভাবদুষ্টং ক্রিয়াদুষ্টং শব্দদুষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পরদারগমং তথা।

তীর্থং বিনা প্রয়াণঞ্চ পরদেশং পরিত্যজেৎ ॥
দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রীরাজ-মহতাং নিন্দাং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে ॥
প্রাণ্যঙ্গামিষং চূর্ণং ফলে জন্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুষিতং তথা ॥
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্যদুগ্ধাদিচামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা ॥
তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্‌বুধৈঃ স্মৃতম্ ॥
ব্রহ্মচর্য্যমধঃ শয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুক্তিং চ প্রকুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে ॥
রজস্বলাং ত্যজন্ ম্লেচ্ছ-পতিতৈর্ব্রাত্যকৈঃ সহ।
দ্বিজ-দ্বিট্-বেদ-বাহ্যৈশ্চ ন বদেৎ পুরুষোত্তমে ॥
এভিঃ দৃষ্টং চ কাকৈশ্চ মৃতকান্নং চ যত্নবেৎ।
দ্বিপাচিতং চ দগ্ধান্নং নৈবাশ্নাৎ পুরুষোত্তমে ॥
পলাণ্ডুং লশুনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শীঘ্রং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে ॥
যদ্‌যদ্‌যো বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্ব্বদৈব হি ॥
কুর্য্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্ ব্রতী কার্ত্তিক-মাঘয়োঃ।
পুণ্যেহ্নি প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥
গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঞ্চ হৃদি স্মরন্।
উপবাসস্য নক্তস্য চৈকভুক্তস্য ভূপতে।
এবঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে।
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ ॥
শালগ্রামার্চ্চনং কার্য্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে।
এতন্মাসব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি ॥
ক্রতুং কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং পুরুষোত্তমে ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সর্ব্বদেবতাঃ।
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
কর্ত্তব্যং দীপদানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তিল-তৈলেন কর্ত্তব্যং সর্পিষা বৈভবে সতি ॥
তয়োর্ম্মধ্যে ন কিঞ্চিত্তে কাননে বসতোঽধুনা।
ইক্ষুদীজেন তৈলেন দীপঃ কার্য্যস্ত্বয়ানঘ ॥
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্যপি।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥"

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল, মুদ্গ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা শাক, আদ্রক, কাল-শাক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃতদুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকীফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ক ব্যঞ্জনাদি দ্রব্য, —এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল। সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটীফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি দাল, তিল, তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পয়ঃক্ষৌদ্র, পরদার-গমন, তীর্থ-যাত্রা বিনা দূরদেশ ও পরদেশ গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ, আমিষ ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্ব প্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন—আমিষ মধ্যে গণিত। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন পুরুষোত্তমমাসে প্রশস্ত। রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজদ্বেষী, বেদ-বাহ্য, এই সকলের সহিত আলাপ করিবে না। এই সকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক দৃষ্ট-অন্ন, মৃতকান্ন, দ্বিপাচিত অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লশুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শজিনা, এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে।

পুরুষোত্তমমাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে। কার্ত্তিক এবং মাঘেও এই সকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্ত-হবিষ্যান্নগ্রহণ ও এক-ভোজন-ব্রতীর পক্ষে যেটী কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রাম-শিলায় অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গ লাভ হয়। যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন। পুরুষোত্তম তুষ্টির জন্য দীপদান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া-যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্য-জ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া পুরুষোত্তমমাসে দীপদানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

এই ব্রত-উদ্‌যাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন, —হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদ্‌যাপন ক্রিয়া করিবে। পঞ্চ-ধ্যানের-দ্বারা অতি সুন্দর সর্ব্বতোভদ্র রচনা করিবে। চারিটী কলস মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সদ্বস্ত্র বেষ্টিত পান দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। শ্রীরাধামাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে। চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্বলিত করিবে। ক্রমে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্যদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র,—

"দেব দেব নমস্তভ্যং পুরাণ পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে॥"

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

"বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥"

তদনন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। নীরাজন-মন্ত্র এই,—

"নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকারমণং প্রেম্ণা কোটিকন্দর্পসুন্দরম্॥"

অথ ধ্যান-মন্ত্র,—

"অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-রত্নরচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ-বৃন্দাবনে সুন্দরম্॥
ধ্যায়েদ্‌রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
রাজদ্‌রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্॥"

ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

"নৌমি নবঘনশ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্॥"

পরে ভক্তব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্যপাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃতপায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্‌যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত সর্ব্ব-বর্ণধর্ম্ম-পরায়ণ ধার্ম্মিকলোকের পালনীয়। গ্রন্থশেষে নৈমিষ-ক্ষেত্রে শ্রীসূতগোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন,—

"ভারতে জন্মুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহসক্তা নরাধমাঃ॥
গতাগতং ভজন্তেঽত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্রমিত্রকলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ॥
পরাপবাদান্ন ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্॥
বিত্ত-শাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দত্ত্বাদ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্॥
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্ব-সাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থ-ফলদায়কঃ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকা-প্রিয়ম্॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরা-প্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥
ধ্যায়েন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥"

ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যে গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত কথা শ্রবণ এবং ব্রত পালন করে না, সেই দুর্ভগগণ জন্ম-মরণ এবং পুত্র, মিত্র, কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। হে দ্বিজবরগণ! এই পুরুষোত্তম-মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা-বাক্য আলাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরকার্য্য করিবে না। বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ-রাজগণ পুরুষোত্তমকে আরাধনা করিয়া ভগবৎসামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধন-ধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্যমুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে এই মন্ত্র ভক্তি-পূর্ব্বক জপ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রাপ্ত হইবে। নবঘন-দ্বিভুজ-মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

পারমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালনের নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি-দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন; যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্যবাক্য—

"ইন্দ্রিয়ার্থেষসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ॥"

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা; সর্ব্ব সময়েই স্বাভাবিকী ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন;—

"এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥

ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি-সেবনে।
যাদিচ্ছেয়াং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হিতম্॥"

সহিত এবং রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তিভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তিভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্তভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণস্মরণ আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া হয় না। ঐকান্তিক ভক্তগণ ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরমপ্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয়-পালনে তাঁহারা এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রি সেবা কোন বিশেষ-ভাবের সহিত করিতে করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়, সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার

এ বৎসর শ্রাবণ-মাসই 'অধিমাস'। ভক্তগণ অনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্তভাব-ভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং 'অধিমাস'—ভক্তমাত্রেরই প্রিয়মাস; যেহেতু ঘটনা-ক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

ভক্তিযোগ-যুক্তই—যোগিতম—পরমকল্যাণকৃৎ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে (ভাঃ ১১।২০।৩১-৩৪) বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পরম প্রিয়তম ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"

"অতএব মদ্গতচিত্ত মদ্ভক্তিযুক্ত যোগিপুরুষের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহ-সংসারে শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না। কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমনকি বৈকুণ্ঠ লোকও লাভ করিয়া থাকেন। (কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে,) যেহেতু ধীর সাধু ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার প্রতিই প্রীতিযুক্ত, সেই জন্য তাঁহারা মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'সারার্থ-বর্ষিণী' নাম্নী শ্রীগীতা-টীকায় (গীঃ ৭।১) লিখিয়াছেন—

ভক্তিই সর্ব্বমুখ্য। কর্ম্মজ্ঞানাদি নিরপেক্ষ হইয়াই তিনি প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণ মুক্তিফলসাধক। "যৎকর্ম্মভিঃ" (উপরি উক্ত) ভাগবতবাক্যানুসারে ভক্তিযোগ, সাধনান্তর ব্যতীতই স্বর্গাপবর্গাদি নিখিলার্থসাধক, পরমস্বতন্ত্র, সর্ব্ব-দুষ্কর হইয়াও সর্ব্বসুকর বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" (পুরুষসূক্ত)—এই শ্রুতি বাক্যানুসারে জ্ঞান ব্যতীত কেবলা ভক্তিদ্বারা মোক্ষের কথা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে, 'তমেব' অর্থাৎ 'তৎ' পদার্থ পরমাত্মাকে 'বিদিত্বা' অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব

করিয়াই অতিমৃত্যু লাভ করা যায়; 'ত্বং' পদার্থ আত্মাকে, প্রকৃতিকে বা বস্তুমাত্রকে জানিলে সেই সাত্ত্বিক জ্ঞানদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না। ইহাই এই শ্রুতির অর্থ। সিতশর্করারস গ্রহণে যেমন রসনাই কারণ, চক্ষুঃকর্ণাদি কারণ নহে, তদ্রূপ পরব্রহ্মাস্বাদে ভক্তিই একমাত্র কারণ। সেই ভক্তি ত্রিগুণাতীতা বলিয়া তদ্দ্বারাই গুণাতীত ব্রহ্মের গ্রহণ অর্থাৎ উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে। দেহাদি-অতিরিক্ত সাত্ত্বিক আত্মজ্ঞানদ্বারা তদুপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥" (ভাঃ ১১।১৪।২১)—অর্থাৎ "শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও (জাতিদোষ হইতে) পবিত্র করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"
(গীঃ ১৮।৫৫)

অর্থাৎ আমি যেরূপ বিভূতিসম্পন্ন ও স্বরূপতঃ যাহা, আমাকে জ্ঞানী ব্যক্তি ভক্তিদ্বারাই তৎস্বরূপে যথার্থরূপে জানিতে পারেন। সেই গুণাতীতা ভক্তিদ্বারা সাত্ত্বিক বিদ্যা নিবৃত্তির পর আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করিয়া আমার সহিত যুক্ত হন।

এস্থলে 'বিশতে মাং'—এই শব্দপ্রয়োগ দ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিত্তস্বরূপ আমার স্বরূপ লাভকেই 'বিশতে মাং' শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে। এই স্বরূপলাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম বলিলেও হয়।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)।

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" (গীঃ ৬।৪০) অর্থাৎ হে তাত, শুভানুষ্ঠানকারী কেহই দুর্গতি লাভ করেন না। এই বাক্যের মর্ম্ম ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ জানাইয়াছেন—

"মানবসকল দুইভাগে বিভক্ত—অবৈধ ও বৈধ। যে সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় মাত্র তর্পণ করে, কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধি শূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বলই হউক বা বলবান্ই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ—সর্ব্বদাই পশুতুল্য, তাহাদের কার্য্যে কোনপ্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। সকাম কর্ম্মিসকল—অত্যন্ত ক্ষুদ্রসুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য সুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য, অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে কল্যাণ বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়মোচনানন্তর নিত্যানন্দ লাভই 'কল্যাণ'। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে পর্য্যে নাই, সেই পর্য্যই নিরর্থক। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ লাভের উদ্দেশ সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে কর্ম্মযোগ বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম কর্ম্মে যে সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লেশ স্বীকারের বিধান আছে, তাহা দ্বারা কর্ম্মীকেও 'তপস্বী' বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়সুখ বই আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফললাভ করতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি (সীমা) অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণ উদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী অধিকতর কল্যাণকারী। সকাম কর্ম্মদ্বারা জীবের যাহা কিছু লভ্য হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গ যোগীর সকল অবস্থার ফলই ভাল।"

ঐ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ শ্লোকে ভক্তিযোগীকেই যুক্ততম বলা হইয়াছে। এই ভক্তিযোগযুক্তই সুতরাং চরম পরম কল্যাণকৃৎ।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

—গীঃ ৬।৪৬-৪৭

—"সকাম-কর্ম্মগত (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ) তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, (ব্রহ্মোপাসক) জ্ঞানযোগী তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সামান্য সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা (পরমাত্মোপাসক) যোগীই শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি 'যোগী' হও।

যতপ্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বযোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না। নিষ্কামকর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা—ইঁহারা সকলেই যোগী; বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়। যোগ—একটি সোপানময় মার্গ বিশেষ, সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। 'নিষ্কামকর্ম্মযোগ'—ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর-চিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গযোগ' রূপ তৃতীয় ক্রম হয়; তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে 'ভক্তিযোগ' রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম 'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে উক্ত খণ্ডযোগসকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্যকল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন; কিন্তু প্রত্যেকক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উপরস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নাম-সংযুক্ত একটি খণ্ডযোগেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই কেহ 'কর্ম্মযোগী', কেহ 'জ্ঞানযোগী', কেহ 'অষ্টাঙ্গযোগী', কেহ বা 'ভক্তিযোগী' বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ, কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি সেই প্রকার যোগী অর্থাৎ 'ভক্তিযোগী' হও।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"যোগাঃ উপায়াঃ কর্ম্মজ্ঞানতপোযোগভক্ত্যাদয়স্তদ্বতাং মধ্যে যো মাং ভজেত, মদ্ভক্তো ভবতি স যুক্ততমঃ উপায়বত্তমঃ। কর্ম্মী তপস্বী জ্ঞানী চ যোগী মতঃ; অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতরঃ; শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৬।১৪।৪)— 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

—'যোগ' বলিতে কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ-যোগ, ভক্তিযোগাদি উপায়, তত্তদুপায়বিশিষ্টগণের মধ্যে যিনি আমার ভজন করেন, তিনিই আমার ভক্ত, তিনিই যুক্ততম—উপায়বত্তম। কর্ম্মী, তপস্বী ও জ্ঞানী—যোগী, অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতর এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিমান্‌ই যোগিতম, ইহাই মর্ম্মার্থ। শ্রীমদ্ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'হে মহামুনে কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন (গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় শেষে 'বিদ্বদ্‌রঞ্জন' ভাষাভাষ্য)—"আরুরুক্ষু অবস্থায় কর্ম্মযোগ' আরূঢ় অবস্থার প্রথমে জ্ঞানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আর এক-প্রকার ভক্তিযোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশস্কন্ধের বাক্যানুসারে স্থির হয় যে, যে-সময়ে মানবের হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়, সেই সময়েই দ্বিতীয় প্রকার ভক্তিযোগের উদয় হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে ফলনির্ব্বেদ হইলে প্রথম প্রকার ভক্তিযোগ

হয়; তদপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকার ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ। প্রথম প্রকার ভক্তিযোগের নাম—নির্ব্বেদ-জনিত ভক্তিযোগ এবং দ্বিতীয় প্রকার ভক্তিযোগের নাম—শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগ। (ভক্তি) উদিত হইলে পর উভয় প্রকার ভক্তিযোগই একই আকার ধারণ করে। শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগই জীবের সহজ।"

এবম্প্রকারে সর্ব্বত্রই ভক্তিযোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সহজ-সাধ্যত্ব এবং অনন্যাপেক্ষিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সম্পাদন সমর্থা হইয়াও চরম পরম নিঃশ্রেয়ঃ পঞ্চম পুরুষার্থ ফল প্রদায়িনী। ঐকান্তিক ভগবদ্‌ভক্ত এই প্রেমফল ব্যতীত অন্যকোন ফলেরই প্রত্যাশা রাখেন না।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার 'গীতাভূষণ' ভাষ্যে (গীঃ ৬।৪৭) লিখিয়াছেন—

"ভক্তিশব্দঃ সেবাভিধায়ী ;—'ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তি শব্দেন ভূয়সী॥ ইতি স্মৃতেঃ। এতাং ভক্তিং শ্রুতিরাহ—'শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি' ইতি, 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥' ইতি, 'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্' ইতি, 'আত্মানমেব লোকমুপাসীত' (বৃঃ ১।৪।১৫) ইতি, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি' (বৃঃ ৪।৫।৬) ইতি চৈবমাদ্যাঃ। সা চ ভক্তির্ভগবৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বোধ্যা।"

—ভক্তি শব্দ সেবা-বাচিকা। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে 'ভজ' ধাতু সেবার্থে পরিকীর্ত্তিত, এজন্য পণ্ডিতগণ ভক্তি শব্দে সেবাই বলিয়া থাকেন। শ্রুতিতেও এই ভক্তির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যানযোগদ্বারা তাঁহাকে জান'। 'যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধা-ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় (শাস্ত্রার্থ) উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে'। 'শ্রীগোবিন্দের ভক্তিই ভজন; ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা নিরসনপূর্ব্বক এই যে কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে মনের প্রেমদ্বারা তন্ময়ত্ব, ইহাই ভগবানের ভজন এবং এই ভজনই নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান।' 'আত্মতত্ত্বেরই উপাসনা করিবে।' 'হে মৈত্রেয়ি, পরমাত্মা শ্রীহরিসম্বন্ধি বস্তু দর্শন করিবে, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে।' ইত্যাদি। 'সেই ভক্তিকে ভগবৎ-স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বলিয়া জানিতে হইবে'।

মহর্ষি পাণিনি কৃত 'ভক্তিঃ। বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্' এই সূত্রদ্বয়ে ভক্তির কথা পাওয়া যায়। প্রথম সূত্রের কাশিকা বৃত্তি—ভজ্যতে সেব্যতে ইতি ভক্তিঃ— অর্থাৎ সেবিত হন এই অর্থে ভক্তি। শ্রীভগবান্ বাসুদেব ও অর্জ্জুনে ভক্তির কথা চিরপ্রসিদ্ধ বলিয়া মহর্ষির ঐ সূত্র রচনার প্রবৃত্তি হইয়াছে। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে শ্রীজীব গোস্বামিপাদও ঐ সূত্র সংরক্ষণ করিয়াছেন।

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ "অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—'পুরুষ আত্মহিতার্থ প্রেমের সহিত শ্রীহরির ভজনা করিবে'—এই শতপথ শ্রুতিবাক্যে শ্রীহরিতে প্রেমভক্তির কথা সুস্পষ্ট ভাবেই উক্ত হইয়াছে।

উপরিউক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যেও শ্রীভগবানে ও তদভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পরাভক্তির কথা স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। মুণ্ডক শ্রুতির তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের প্রথম হইতে তৃতীয় 'দ্বাসুপর্ণা' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সেবক-সেব্যত্ব, জীবের কর্ম্ম-ফল-বাধ্যত্ব, পরমাত্মার সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি, সেই পরমাত্মার প্রতি সেবোন্মুখতাদ্বারাই জীবের অবিদ্যাবন্ধন মুক্তি ও নিত্যমঙ্গল-লাভের কথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'নিত্যো নিত্যানাং' ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যত্ব, জীবাত্মার বহুত্ব ও উপাসনার নিত্যত্ব এবং সেই ভগবদ্-উপাসনা-দ্বারাই নিত্যানন্দ লাভের কথা সর্ব্বসুখবোধ্যরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। 'এষোঽণুরাত্মা' (মুণ্ডক ৩।১।৯) এবং

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥' (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯) অর্থাৎ 'এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র', 'কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশ তুল্য হইলেও সেই আত্মা আনন্ত্য লাভের যোগ্য (আনন্ত্য শব্দে এখানে বিভুত্ব বুঝিতে হইবে না, অন্ত—মৃত্যু বা নিরানন্দ তদ্রাহিত্যই আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যানন্দ বা অনন্তআনন্দলাভ-যোগ্য বা সংখ্যা-হিসাবেও অনন্ত রূপে গণিত) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার পরমাত্মা বা ভগবদুপাসনার নিত্যত্ব ও প্রীতিমূলত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীশাণ্ডিল্যঋষি বলিলেন 'সা চ পরানুরক্তিরীশ্বরে'—ঈশ্বরে পরানুরক্তিই সেই ভক্তি। শ্রীদেবর্ষি নারদ বলিলেন—'ওঁ সা অমৃত রূপা চ'—সেই ভক্তি অমৃত-স্বরূপিণী। 'ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি। ওঁ যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।' অর্থাৎ 'সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন এবং আত্মতৃপ্ত হন। ভক্তি লাভ করিলে জীবের কোন বিষয়-বাসনা, শোক, দ্বেষ এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না।' মাঠর শ্রুতি বলিলেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী" (৩।৩।৩৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য)—অর্থাৎ "ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিবশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।"

এই ভক্তি বা সেবা সেব্য শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী। সেব্যের সুখান্বেষণ ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্য-মূলে অনুষ্ঠিত ভক্তি সর্ব্বত্র 'ভক্তি' নামে প্রচারিত হইলেও উহা শুদ্ধা ভক্তি নহে। এজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কাম, প্রেম—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥ * * অতএব কাম, প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪।১৬৪-১৬৬,১৭১)

সাধুগুরু কৃপায় জীবহৃদয়ে যে পরিমাণে "জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ ম ২০।১০৮) ইত্যাকার স্বরূপ-সম্বন্ধি-জ্ঞানের উদয় বা স্বরূপোদ্বোধন হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই অভিধেয় বা আত্মার অভিধা বা স্বাভাবিকী বৃত্তিসদৃশ সেব্যে প্রীতিতাৎপর্য্যময়ী সেবাবৃত্তি-মূলা ভক্তি ও তাহার পরম প্রেরক ফল প্রয়োজন স্বরূপে প্রগাঢ় প্রীতি-মূলক প্রেমের উদয় হইতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই"

[পণ্ডিত শ্রীসুবল চন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৯৫ পৃষ্ঠার পর)

'ভাগবত-ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।' 'সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।' 'স্বরূপলক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥ আকৃতি প্রকৃতি, স্বরূপ, স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থলক্ষণ॥'—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ ও ২০ শ পঃ)

করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা দুইটী প্রধান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত হ'তে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ কলিযুগপাবনাবতার স্বয়ং ভগবান্, তা' স্বরূপ লক্ষণে এবং তটস্থলক্ষণে সুস্পষ্ট ভাবে জানবার সৌভাগ্য পেলাম। এখন বেদ, বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎ,

বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র হ'তে এ বিষয়ে আরও কতিপয় প্রমাণ উল্লেখ করছি। তন্মধ্যে প্রথমে পুরাণ-বাক্য প্রদর্শিত হ'চ্ছে—

বামন পুরাণে—

কলিঘোরতমচ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥

ভগবান্ ব'লেছেন—হে নারদ, আমি শচীগর্ভে প্রকটিত হইয়া সর্ব্ব আচার-বর্জ্জিত, কলিকবলিত জনগণকে উদ্ধার করিব।

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ ব'লেছেন—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

আমি কলির প্রারম্ভে গৌরাঙ্গরূপে গঙ্গাতটে শচীপুত্র হ'য়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'ব।

ব্রহ্মপুরাণে ভগবান্ বলেছেন—

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূম্নি ভবিষ্যামি সনাতনঃ॥

আমি কলিযুগপ্রারম্ভে গঙ্গাতটে (নবদ্বীপে) গৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হ'ব।

ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রুকলা-রোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্॥

ভগবান্ ব'লছেন—হে তপোধন! কলিকালে আমাকে সকলে প্রেমানন্দে বিহ্বল সন্ন্যাসিরূপে দেখ্‌তে পা'বে।

মৎস্যপুরাণে—

মুণ্ডো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীর-সম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

ভগবান্ ব'লেছেন—আমি কলিযুগে গঙ্গাতটে সুদীর্ঘ-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হ'য়ে জগতের প্রতি করুণা-বশতঃ মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসিবেশে সকলকে যুগধর্ম্ম হরিনাম কীর্ত্তন করাইব।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবদুক্তি—

অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

ভগবান্ ব'লছেন—হে বিপ্র, আমিই কলিকালে ভগবদ্ভক্তরূপে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে সকল লোককে নাম-প্রেম দান করতঃ রক্ষা ক'রে থাকি।

হে দেবতাগণ, তোমরা সকলে শীঘ্র পৃথিবীতে ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ কর। আমি কলিকালে শচীপুত্র-রূপে প্রকটিত হ'য়ে জগতে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ক'রব।

কূর্ম্মপুরাণে ভগবদ্ বাক্য—

কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধারায় মহীতলে।
জন্ম-প্রথমসন্ধ্যায়াং গ্রহীষ্যামি দ্বিজাতিষু॥

অর্থাৎ কলিকবলিত জনগণকে উদ্ধারের জন্য ভগবান শ্রীহরি কলিকাল-প্রারম্ভে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হ'বেন।

গরুড়পুরাণে—

অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

ভগবান্ ব'লছেন—আমি যুগসন্ধিতে অর্থাৎ কলি-প্রারম্ভে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শচীনন্দন গৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত হ'ব।

উক্ত পুরাণ আরও বলেন—

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥
যো রেমে সহবল্লবী রময়তে বৃন্দাবনেঽহর্নিশং
যঃ কংসং নিজঘান কৌরবরণে যঃ পাণ্ডবানাং সখা॥
সোঽহয়ং বৈণবদণ্ডমণ্ডিতভুজ-সন্ন্যাসবেশঃ স্বয়ং।
নিঃসন্দেহমুপাগতঃ ক্ষিতিতলে চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ॥

কলিযুগের প্রারম্ভে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীহরি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হ'য়ে সন্ন্যাসিবেশে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবের সমীপে শ্রীনীলাচলে অবস্থান ক'রবেন।

যিনি বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণের সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া

করেন, যিনি কংসকে বধ ক'রেছেন এবং যিনি কুরুকুল-সমরে পাণ্ডবগণের সখারূপে বিদ্যমান ছিলেন, সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই দণ্ড ধারণ ক'রে সন্ন্যাসিবেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে পৃথিবীতে প্রকটিত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নৃসিংহ পুরাণে—

সত্যে দৈত্যকুলার্দিনাশসময়ে সিংহোর্দ্ধমর্ত্ত্যাকৃতি-
স্ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিধামাকৃতিঃ।
গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা প্রভুঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সত্যযুগে দৈত্যকুলপতি হিরণ্য-কশিপুকে নাশ করবার জন্য নরসিংহরূপে, ত্রেতায় রাবণবধার্থ রামচন্দ্ররূপে এবং দ্বাপরযুগে গোপালনাদি লীলা ও পৃথিবীর ভার হরণার্থ স্বয়ং আবির্ভূত হন; আবার কলিযুগে সেই শ্রীহরি নাম-কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হ'য়ে থাকেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

গোলোকং চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলালাবণ্য-বিগ্রহঃ।

লীলাময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগে জীবগণের উদ্ধারের জন্য গোলোক হ'তে ভূলোকে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হন।

বরাহপুরাণে—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ লীলাপ্রাচুর্য্যবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥

ভগবান্ ব'ল্‌ছেন— হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, লীলাময়বিগ্রহ আমিই ভগবদ্ভক্তরূপে অর্থাৎ নামকীর্ত্তনরূপ ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্ত্তক শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে লোকগণকে রক্ষা ক'রে থাকি।

বায়ুপুরাণে শ্রীভগবান্ ব'ল্‌ছেন—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনস্য ফল্গুনী-ঋক্ষযোগতঃ।
ভবিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাৎ॥

হে দেবগণ, তোমরা ভক্তরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ কর। আমি এই কলিকালে শচীপুত্ররূপে আবির্ভূত হ'য়ে নিজে আচরণ পূর্ব্বক জীবগণকে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করাইব।

আমি ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে মিশ্র পুরন্দর শ্রীজগন্নাথের গৃহে শচীগর্ভে গৌররূপে আবির্ভূত হ'ব।

উক্তপুরাণে শ্রীভগবান্ আরও ব'ল্‌ছেন—

শুদ্ধগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥
স্বর্নদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপ-জনালয়ঃ।
তত্র দ্বিজকুলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামি জনালয়ে॥
ভক্তিযোগপ্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসরূপমাস্থায় কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্॥
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণঃ পুলকাবলিবিহ্বলঃ।
ভক্তিযোগং প্রদাস্যামি হরিকীর্ত্তন-তৎপরঃ॥

আমি কলিযুগে গঙ্গাতটস্থ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণবংশে দয়ালু সুদীর্ঘমূর্ত্তি গৌররূপে আবির্ভূত হইয়া নিজে আচরণ পূর্ব্বক জীবকে হরিনাম কীর্ত্তন করাইব। জীবগণকে ভক্তি প্রদানের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে পরিচিত হইয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলকে নাম-প্রেম প্রদান করিব।

উক্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকেও বলিয়াছেন—

অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥

হে ব্যাস, আমি কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক পাপ-মলিন জীবগণকে হরিনামকীর্ত্তন করাইব।

আদিপুরাণে শ্রীভগবান্ মার্কণ্ডেয় মুনিকে ব'লেছেন—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি নিজরূপ গোপন করিয়া ভগবদ্ভক্ত রূপে লোকসমূহে ধর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিব। আমার সেই প্রচ্ছন্নবিগ্রহ নিত্য।

স্কন্দপুরাণেও ভগবান্ ব'ল্‌ছেন—

অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ॥

অন্তঃকৃষ্ণ অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ আমি বাহিরে গৌরমূর্ত্তিতে শচীগর্ভ হ'তে প্রকটিত হ'য়ে অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-বেষ্টিতরূপে নরলীলা বিস্তার করিব।

দেবীপুরাণে—

নামসিদ্ধান্তসম্পত্তিপ্রকাশনপরায়ণঃ।
ক্বচিৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা লোকে ভবিষ্যতি॥

কোন সময় ভগবান্ শ্রীহরি নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম সম্পত্তি বিতরণের জন্য জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে প্রকাশিত হবেন।

উক্তপুরাণ আরও বলেন—

করিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তমঃ॥

জগৎপালক ভগবান্ পুরুষোত্তম কলির প্রারম্ভে নিষ্কাম ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ ক'র্‌বেন।

এখন তন্ত্রাদি বিভিন্ন শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে—

ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে দেখ্‌তে পাই—

'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ।'

শিবজী পার্ব্বতী-দেবীকে ব'ল্‌ছেন—হে পার্ব্বতি, ভগবান্ শ্রীহরি একবার নবদ্বীপ মায়াপুরে শচীপুত্র রূপে প্রকটিত হবেন।

উক্ততন্ত্র আরও বলেন—

সন্ধৌ কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাৎ দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপো বিভুঃ স্মৃতঃ॥
অবতারমিদং কৃত্বা জীবনিস্তার হেতুনা।
কলৌ মায়াপুরীং গত্বা ভবিষ্যতি শচীসুতঃ॥
দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরং বরাভয়করং তথা।
প্রেমালিঙ্গনসম্বদ্ধং গৃণন্তং হরিনামকম্॥

দ্বাপরযুগের শেষভাগে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে পৃথিবীতে প্রকটিত হন এবং কলিযুগ-প্রারম্ভে তিনি জীবনিস্তারের জন্য শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর ও শচীদেবীর পুত্ররূপে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন। সেই শচীনন্দন হরি দ্বিভুজ, সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, প্রেমালিঙ্গন তৎপর, সকলের বরাভয় প্রদাতা এবং হরিনাম কীর্ত্তনকারী।

কপিলতন্ত্রেও আছে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥

ব্রহ্মযামলে উমামহেশ্বরসংবাদে—

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং হরিনামপ্রদায়কঃ।
ভবিষ্যতি নবদ্বীপে শচীগর্ভে জনার্দ্দনঃ॥
জীবনিস্তারণার্থায় নামবিস্তারণায় চ।
যো হি কৃষ্ণঃ স চৈতন্যঃ মনসা ভাতি সর্ব্বদা॥

শ্রীশিবজী শ্রীপার্ব্বতী দেবীকে ব'ল্‌ছেন—হে দেবি, কলিপ্রারম্ভে জনার্দ্দন শ্রীহরি জীবগণকে উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে শ্রীশচীদেবীর গর্ভে প্রকটিত হ'য়ে জগতে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ক'র্‌বেন। যিনি কৃষ্ণ তিনিই শ্রীচৈতন্য-দেব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উক্ততন্ত্রে শ্রীচৈতন্যস্তবেও দেখা যায়—

'গৌরাঙ্গং গৌরদীপ্তাঙ্গং পঠেৎ স্তোত্রং কৃতাঞ্জলিঃ।'

ব্রহ্মযামলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ব'ল্‌ছেন—

ভবিষ্যামি চ চৈতন্যঃ কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে।
হরিনামপ্রদানেন লোকান্নিস্তারয়াম্যহম্॥

যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের জন্য কলিকালে আমি শ্রীচৈতন্যদেব রূপে প্রকটিত হ'য়ে হরিনাম প্রদান ক'রে লোকসকলকে উদ্ধার ক'রে থাকি।

রুদ্রযামলে—

ইতি মত্বা কৃপাসিন্ধুরংশেন কৃপয়া হরিঃ।
প্রসন্নো ভক্তরূপেণ কলাববতরিষ্যতি॥
গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীসুতঃ॥
মত্বা তন্ময়মাত্মানং পঠন্ দ্ব্যক্ষরমুচ্চকৈঃ।
গতত্রপো মদোন্মত্তগজবৎ বিহরিষ্যতি॥
ভুবং প্রাপ্তে তু গোবিন্দে চৈতন্যাখ্যো ভবিষ্যতি।

অংশেন তত্র যাস্যন্তি তত্র তৎপূর্ব্বপার্ষদাঃ।
পৃথক্ পৃথক্ নামধেয়াঃ প্রায়ঃ পুরুষমূর্ত্তয়ঃ॥

দয়ার সাগর ভগবান্ শ্রীহরি অংশের সহিত অর্থাৎ পূর্ণরূপে প্রসন্নচিত্তে কলিকালে ভক্তমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হবেন। তিনি গৌরবর্ণ বিগ্রহ, গম্ভীরনাদ, নিজনামানুরাগী, দয়ালু শচীপুত্ররূপে প্রকটিত হ'য়ে সকলকে নামকীর্ত্তন করা'বেন। সেই কলিপাবনাবতার শচীনন্দন গৌরহরি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ভক্তরূপ-হেতু কৃষ্ণময় হ'য়ে দুই অক্ষর 'কৃষ্ণ' এই নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করতে করতে বিগতলজ্জ হ'য়ে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করবেন। গোবিন্দ এইরূপে শ্রীচৈতন্যদেব নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'লে তাঁ'র পার্ষদগণও পৃথক্ পৃথক্ নাম গ্রহণ ক'রে অংশে প্রায় পুরুষমূর্ত্তিতে পৃথিবীতে প্রকটিত হ'বেন।

কৃষ্ণযামলে—

'পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।'

বিষ্ণুযামলেও ভগবান ব'লেছেন—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে॥

বিষ্ণুযামল আরও বলেন—

কৃষ্ণচৈতন্যনাম্না যে কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ।
নানাপরাধমুক্তাস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ॥

চৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

অপ্যগণ্যমহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ।
অনুপাসিত চৈতন্যমধন্যং মন্যতে মতিঃ॥

জৈমিনীভারতে—

অন্যাবতারাঃ বহবঃ সর্ব্বে সাধারণাঃ মতাঃ।
কলৌ কৃষ্ণাবতারস্তু গূঢ়ঃ সন্ন্যাসবেশধৃক্॥

ব্রহ্মরহস্যে—

কৃষ্ণচৈতন্যেতি নাম মুখ্যামুখ্যতমং প্রভোঃ।
হেলয়া সকৃদুচ্চার্য্য সর্ব্বনাম-ফলং লভেৎ॥

অনন্ত সংহিতায় বলেন—

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী-পরিবারিতে॥
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং বহির্মুখে।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং ভক্তং ভক্তিপ্রদং স্বয়ম্॥
মন্মায়ামোহিতাঃ কেচিন্নজ্ঞাস্যন্তি বহির্মুখাঃ।
জ্ঞাস্যন্তি মদ্ভক্তিযুক্তাঃ সাধবো ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
(কৃষ্ণাবতারকাচ) কৃষ্ণাবতারকালে যাঃ স্ত্রিয়ো যে
পুরুষাঃ প্রিয়াঃ।
কলৌতেঽবতরিষ্যন্তি শ্রীদাম-সুবলাদয়ঃ॥
চতুঃষষ্টি-মহান্তস্তে গোপা দ্বাদশবালকাঃ।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্॥
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
গচ্ছন্তু ভুবি তে পুত্রাঃ জায়ন্তাং ভক্তরূপিণঃ॥
ধর্ম্মসংস্থাপনং কালে কুর্বন্তু তে মমাজ্ঞয়া॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্য গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরো গৌরহরির্নামানি ভক্তিদানি মে॥
স্বর্ণদীতীরমাশ্রিত্য নবদ্বীপে দ্বিজালয়ে।
সম্প্রদাতুং ভক্তিযোগং লোকস্যানুগ্রহায় চ॥
য ত্রব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ।
স্বষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি॥

অনন্তসংহিতা গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে ২য় অধ্যায়ে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কে?'—পার্ব্বতীদেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশিবজী ব'ল্‌ছেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ব্রজরাজপুত্রে শ্রীরাধিকায়াঞ্চ হরেঃ সমায়াম্।
তস্যাস্তি চৈতন্যকথাধিকারো হরেরভক্তস্য ন বৈ কদাচিৎ॥

হে দেবি, যাঁহার ব্রজরাজতনয় শ্রীকৃষ্ণে এবং কৃষ্ণতুল্য শ্রীরাধিকায় অচলা ভক্তি আছে, তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের কথায়-শ্রবণাদিতে অধিকার।

য আদিদেবোঽখিললোকনাথো
যস্মাদিদং সর্ব্বমভূৎ পরাত্মা।
লয়ং পুনর্যাস্যতি যত্র চান্তে
তং কৃষ্ণচৈতন্যমবেহি কান্তে॥

হে দুর্গে! যিনি আদিদেব, অখিল লোকনাথ, পরমাত্মা এবং যাঁহা হইতে সকল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহাতে সমস্ত লয় হয়, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিবে।

ব্রহ্মেতি যং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
বিদ্বাংসমাদ্যং খলু কেচিদাহুঃ।
ঈশং তথান্যে জগদেকনাথং
পশ্যন্তি কেচিৎ পুরুষোত্তমঞ্চ॥
য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকা প্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্মাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি॥
পরাত্মনে নমস্তস্মৈ সর্ব্বকারণহেতবে।
আদিদেবায় গৌরায় সচ্চিদানন্দরূপিণে॥

হে পার্ব্বতি, যাঁহাকে বেদজ্ঞগণ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করেন, কেহ কেহ যাঁহাকে আদি বিদ্বান্ বলেন, অপরে জগতের একমাত্র স্বামী ঈশ্বররূপে দর্শন করেন, আবার কেহ কেহ পুরুষোত্তমরূপে জানেন, যিনি শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই জগদীশ্বর শ্রীগৌর-সুন্দর। সেই সর্ব্বকারণ-কারণ আদিদেব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার
বার্ষিক
অধিবেশন-বিবরণী
শ্রীগৌরাব্দ—৪৭৯

বিগত ২৩ ফাল্গুন (১৩৭২), ৭ মার্চ্চ (১৯৬৬) সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন ভবনে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত প্রাচীন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব একটি অভিভাষণ প্রদান করেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল—

অস্মদীয় গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিবৎসর শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথি বাসরে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনে মঠসেবকগণ ও যে-সকল সজ্জন বিশেষ বিশেষ সেবা করিয়াছেন সেই সকল সেবার প্রাপ্তি স্বীকার ও গৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদান করিয়াছেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণ করিতেছি, কি অনুসরণ করিতেছি জানি না, কিন্তু ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে —

(১) যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করেন—ইহা তাঁহাদের উদারতা বা স্বভাব। যদিও তাঁহারা সকলের জন্যই প্রার্থনা করেন তথাপি বিশেষ ভাবে যাঁহারা সেবা করিয়াছেন তাঁহাদের সেবার স্বীকৃতি দ্বারা সেবকদিগকে উৎসাহিতও করা হয়।

(২) বৈষ্ণবগণ কৃতজ্ঞ। সামান্য সেবাও যদি কেহ করেন তাহাতে তাঁহারা সুখ লাভ করেন। আরাধ্য বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা যদি কেহ করেন তাহাতে বৈষ্ণবগণ সুখী বা কৃতজ্ঞ না হইয়া পারেন না। সুতরাং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনটা অস্বাভাবিক নয়, অনুকরণ মাত্র নয়।

(৩) অন্যান্য সজ্জনগণকে সেবাতে প্রোৎসাহিত করা হয়।

(৪) সেবকের সেবা স্বীকৃতি দৈন্য ও প্রীতির সূচনা করে।

একই ক্রিয়া বহু ব্যক্তি করিলে তাহা অনুকরণ হয়, ইহা মনে করা অযৌক্তিক। অনুকরণ ক্রিয়া প্রাণহীন (lifeless) কেবল লোকদেখান ধাপ্পা দেওয়া মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ হরিনাম করিয়াছেন অতএব আমরা হরিনাম করিলে উহা অনুকরণ করা হইল এরূপ বলা নিতান্ত অসমীচীন। শ্রীচৈতন্যদেবের সেবাতে, শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবাতে, তাঁহার ধামের সেবাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা ও জীবগণকে প্রোৎসাহিত করা একটা ভক্তির অঙ্গ। ইহা অনুকরণ পর্য্যায়ে পরিগণিত হইবে না।

বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার অন্যতম কৃত্য ছিল। যেখানে বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তনে নিরুৎসাহ দেখা যায় সেখানে কিছু গোলমাল আছে বুঝিতে হইবে। পাছে অন্যের পকেট ভারী হয় এই ভয়েও আমরা অপরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারি না। অবশ্য বৈষ্ণবমহিমা কীর্ত্তনের নামে যে তোষামোদ বা খায়ের-খাঁগিরি উহা বৈষ্ণব মহিমা কীর্ত্তন নয়, কেননা তাহাতে অপস্বার্থ আছে।

বিষ্ণুপূজা যেরূপ শাস্ত্রবিহিত, তদ্রূপ বৈষ্ণবপূজাও শাস্ত্রবিহিত। বিষ্ণুপূজা করিলেও বৈষ্ণব পূজা আমরা করিতে পারি না কারণ আমাদের মধ্যে জাড্য আছে। যে পরিমাণে জড়াবেশ কাটিতে এবং প্রাকৃত অভিমান বিদূরিত হইতে থাকিবে সেই পরিমাণে বৈষ্ণব পূজা ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারা যাইবে, নতুবা পারা যায় না।

অতঃপর শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী-সভা হইতে সভাপতি মহোদয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের বিবিধ সেবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অর্পিত তুলসী-চন্দন-পুষ্প-সমন্বিত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদান করেন (শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রসমূহ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)—

শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী—
"ভক্তিবিশারদ"
শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী—"উপদেশক"
উপদেশক শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিরত্ন"
উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী—"সেবাবিগ্রহ"
শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী—"ভক্তিকেতন"
শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিসুন্দর"
শ্রীঅরুণচন্দ্র ব্রহ্মচারী—"সেবাসুহৃদ"
(সরভোগ, আসাম)
শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী—"ভক্তিকমল"
শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী—"ভক্তিকল্প"
(ধনুভাঙ্গা, আসাম)
শ্রীমুকুন্দ বিনোদ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিসংকল্প"
শ্রীললিতকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী—"ভক্তিললিত"
শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী—"ভক্তিবান্ধব"
[শ্রীনবীন চন্দ্র শর্ম্মা, দেরাদুন]
শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর (লুধিয়ানা)—"ভক্তিবিলাস"
শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী—"সেবাব্রত"

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—শ্রীপাদ মাধব মহারাজ নানা-প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও, শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে বাধ্য হইয়া তফাৎ থাকিয়াও সত্যি সত্যিই নিষ্কপটভাবে ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ বিপুল প্রচার করিতেছেন তাহা বিস্ময়কর, শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। যখন শ্রীপাদ মাধব মহারাজ শ্রীচৈতন্য মঠে ছিলেন তখন তাঁহার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীগৌরবাণী-প্রচারে তিনি তদ্রূপ সুযোগ-সুবিধা (scope) পান নাই। এই জন্য মনে হইতেছে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে তিনি বাহ্যতঃ শ্রীচৈতন্য মঠের বাহিরে থাকিয়াও বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যমঠেরই বিপুল সেবা ও প্রচার করিতেছেন। তিনি কেবল বক্তৃতার দ্বারা নয়, স্বয়ং আচরণ দ্বারা, আদর্শ চরিত্রের জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জগজ্জীবের প্রচুর মঙ্গল বিধান করিতেছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে বলিতেছেন—"প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ। নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥" "প্রায়ই দেখা যায় মুনিগণ নিজমুক্তি কামনায় নির্জ্জনে মৌন-ব্রত পালন করেন কিন্তু জীবের দুঃখ দূরীকরণের জন্য কোনও প্রয়াস করেন না। কিন্তু আমি দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না।"

সুতরাং সাধুগণ জীব দুঃখ কাতর হওয়ায় জীবের দুঃখের মূলীভূত কারণ ভগবদ্বিমুখতা দূরীকরণের দ্বারা জীব-মঙ্গলের জন্য সমস্ত মান অপমান, সকল ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও জগৎ পর্য্যটন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ পরদুঃখে দুঃখী হইয়া তাঁহার শেষ রক্তবিন্দু জগজ্জীবের মঙ্গল বিধানের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীপাদ মাধব মহারাজ যে-ভাবে ব্যাপক প্রচার করিতেছেন তাহাতে "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত উল্লাস বোধ হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ এক সময়ে আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন— "আপনারা চিন্তা করিবেন না, অচিরেই বহু লক্ষ লোক এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ধারা গ্রহণ করিবেন।"

উত্তর-ভারত প্রচার-সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব

দিল্লী—দিল্লী নিবাসী নাগরিকগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ গত ১৯ এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় দিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে তদ্দেশবাসী মঠাশ্রিত নরনারী ভক্তবৃন্দ ও নাগরিকগণ শঙ্খধ্বনি, মৃদঙ্গ করতালাদি সহযোগে সংকীর্ত্তন ও পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তৎপার্ষদবৃন্দসহ দিল্লী কমলানগরস্থিত শ্রীগীতাভবনে অবস্থান

দিল্লীর নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার আংশিক দৃশ্য

করতঃ ২০ শে এপ্রিল বুধবার হইতে ২৫ শে এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে উক্ত শ্রীগীতাভবনে এবং রাত্রিতে নিউদিল্লী (পাহাড়গঞ্জে) ও দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সুযুক্তিপূর্ণ ওজস্বী ভাষণ শ্রবণ করিয়া বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ শ্রীগৌরশিক্ষায় অনুপ্রাণিত হন। ২৪ শে এপ্রিল রবিবার প্রাতে গীতাভবন হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদ্‌পার্ষদগণের অনুগমনে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া কমলানগর, শক্তিনগর ও রূপনগরাদি দিল্লীর কএকটী প্রধান প্রধান মহল্লা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ভগবদ্-প্রেমবিভাবিত নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করিয়া সকলেই মোহিত হন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, উপদেশক শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন, শ্রীমদনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেব সন্নিধানে অবস্থান করতঃ শ্রীগৌরবাণী-প্রচার-সেবার সৌভাগ্য বরণ করেন। দিল্লীস্থিত ইন্দ্রপ্রস্থ গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভূরিজন ব্রহ্মচারী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদান করিলে ভক্তগণের প্রচুর উল্লাস হয়। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎপার্ষদবৃন্দকে তাঁহাদের মঠে একদিবস বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী (শ্রীতুলসীদাসজী), শ্রীরামনাথজী ও শ্রীপ্রহ্লাদ রায় জী গোয়েলের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্রজীর প্রচার প্রচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ।

দেরাদুন

দেরাদুন নিবাসী ভক্তগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব গত ১২ বৈশাখ, ২৬ শে এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতে সদলবলে উক্তসহরে শুভপদার্পণ করেন। তিনি স্থানীয় গীতাভবনে অবস্থান পূর্ব্বক তথায় প্রত্যহ প্রাতে ৪ঠা মে পর্য্যন্ত এবং রাত্রিতে পঞ্চায়তী মন্দিরের সভামণ্ডপে ১লা মে পর্য্যন্ত ভাষণ দেন। ২৭ শে এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায় গীতাভবন হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীপঞ্চায়তী মন্দিরের সভামণ্ডপে উপনীত হইয়া সমাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব ২৯ শে এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণে গোরীক্যাণ্টে রেঞ্জার শ্রীতেজবাহাদুর সিং এর গৃহে, ১লা মে রবিবার অপরাহ্ণে গোরী অঞ্চলের ডাকুরাস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এবং ২রা মে সোমবার কোলাগড়ে শ্রীপ্রিয়প্রসাদ নোটী-য়ালের গৃহে শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন। লালা শ্রীদর্শনলালজী, সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের অবসর প্রাপ্ত সি-ও-পিএস্ শ্রী জে, এস্ মাথুর প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন। ২রা মে সোমবার গীতাভবনে অনুষ্ঠিত এক মহোৎসবে কয়েক শত নরনারীকে মহা-প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

প্রচারসেবায় যাঁহারা বিশেষভাবে যত্ন করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র চৌবে ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চৌবাইন, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীপ্রেম-দাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীমান প্রকাশ শর্ম্মা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী পুষ্পা শর্ম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত গীতাভবনের সভাপতি শ্রীসরদারী লাল ওবরায় ও সেক্রেটারী শ্রীবিশ্বনাথ সভরওয়ালের হার্দ্দী সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

জলন্ধরে বার্ষিক সম্মেলন

পাঞ্জাব প্রদেশস্থ জলন্ধর সহরের নাগরিকগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন-সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাঁহাদের বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে পৌরোহিত্যের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তৎপার্ষদবৃন্দ সমভিব্যাহারে দেরাদুন হইতে গত ২১ বৈশাখ, ৫ মে বৃহস্পতিবার প্রাতে জলন্ধর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব মোটর-যানে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার অনুগমনে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিক্রমপুরায় নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে আসিয়া উপনীত হন। মাইহিরাঁ-গেটস্থিত শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম-মন্দিরের সভামণ্ডপে ৫ই মে বৃহস্পতিবার হইতে ৮ই মে রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে চারিটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্ম সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত ৭ই ও ৮ই মে পূর্ব্বাহ্ণে এবং ৬ই ও ৭ই মে অপরাহ্ণে চারিটী ধর্ম্মসভা হয়। স্থানীয় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করেন। দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ) এবং অমৃতসর, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, খান্না প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতেও বহু ভক্তমণ্ডলী এই মহদনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত চরিত্র, শিক্ষা ও অবদান সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ও মাধুর্য্যপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। সভায় অমৃতসরের শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য শ্রীমৎ রামাচার্য্যজী মহারাজ ও অপর একজন আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান ও তৎপ্রবর্ত্তিত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের মহিমা এবং ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বহু কথা বলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয়ও বক্তৃতা করেন।

৮ই মে রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম-মন্দির হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া আড্ডা হোসিয়ারপুর, খিঞ্জরা-গেট, পঞ্জপীর চৌক, অটারী বাজার, সুদাঁ চৌক, রেনক বাজার, শেখাঁ বাজার, ভৈরোঁ বাজার প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান মহল্লা পরিভ্রমণ করতঃ উক্ত মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুরোভাগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ তাঁহার পার্ষদবৃন্দসহ মৃদঙ্গ, কাঁসর, করতালাদি সহযোগে নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইলে দর্শনযোগ্য এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। পাঞ্জাবী সজ্জনগণ দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক প্রেমভরে—হা নিতাই! হা গৌরাঙ্গ! 'গৌরহরি বোল' প্রভৃতি উচ্চ কীর্ত্তন সহ-যোগে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকিলে তৎসন্দর্শনে গৌরদাস মাত্রেরই উল্লাসের আর সীমা ছিল না।

উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীসুরেন্দ্রকুমার আগরওয়ালা) অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা মুখ্যরূপে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ শ্রীকৈলাসনাথ কাপুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণব-গণের সেবায় আন্তরিক প্রযত্নের জন্য সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীরাধারমণ দাস পাণ্ডে ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুরের সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

আসাম-প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিযতিগণের অন্যতম শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ গত ২৯ শে মার্চ্চ (১৯৬৬) মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ কলিকাতা শাখা হইতে শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীসুরেশ্বর দাস প্রমুখ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ আসাম প্রদেশে যাত্রা করেন। স্বামীজী প্রচারপার্টি সহ ৩১ শে মার্চ্চ প্রাতে কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া ঐ দিবসই সন্ধ্যায় শ্রীমঠের সঙ্কীর্ত্তনহলে শ্রীভগবান রামচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে ছায়াচিত্রযোগে মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের লীলা

বর্ণন করেন। শ্রীমঠে কএকদিন যাবৎ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলাও বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। ৩রা এপ্রিল উক্ত সরভোগে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর আহ্বানে স্বামীজী তাঁহার গৃহে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে শ্রীবসুদেব-নারদ সংবাদ পাঠ ও ছায়াচিত্র যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করেন। ৪ঠা এপ্রিল কেতেকীবাড়ীর শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর আহ্বানে তদ্‌গৃহে ছায়াচিত্র-যোগে হরিকথা বলেন। ৬ই এপ্রিল গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত সিদলীর কাশীকটরা গ্রামে শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী মহাশয়ের আহ্বানে স্থানীয় বাজারস্থ শ্রীদুর্গামন্দিরের নাটমন্দিরে ৪ দিন ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা আলোচনা এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। উক্ত কাশীকটরা গ্রামের নিকটস্থ কাশীয়াবাড়ী, কুমণ্ডড়ী, কাজলগাও প্রভৃতি গ্রামেও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হন। তত্রত্য সজ্জনগণের ভগবৎ-কথা শ্রবণাগ্রহ ও সাধু-সেবাবৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথায় সর্ব্বশ্রী সজ্জনকিঙ্কর দাস, ক্ষীরোদশায়ী দাস, সর্ব্বেশ্বর দাস, সুমন্ত দাস, শচীন দাস, বালি প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার প্রসার চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসীয়া।

১৪ই এপ্রিল কাশীকটরা হইতে স্বামীজী বিলাসীপাড়া টাউনে আনন্দপুর নামকস্থানে শ্রীযমুনাবিহারী দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে আগমন পূর্ব্বক উক্ত টাউনের মহামায়া মন্দিরে ৫ দিন ও অন্যান্যস্থানে ৫ দিন শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর ও কৃষ্ণলীলা আলোচনা করেন। ১৬ই শ্রীহরিবাসরে প্রভাত ফেরী ও দ্বাদশীদিবসে সকালে টাউনের বিভিন্ন পথে নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ২৫ শে এপ্রিল স্বামীজী উক্ত বিলাসীপাড়া টাউন হইতে কারিবাড়ী নামক স্থানে গমন করেন। এই কারিবাড়ী পর্ব্বত জোয়ার এষ্টেটের রাজবংশের বসতবাটী। তথায় আড়াই আনী ও পৌনে নয় আনী —এই দুইটি রাজপরিবারের বহু সুকীর্ত্তি আছে। প্রসিদ্ধ মহামায়া দেবীর সেবৌজ্জ্বল্য ইঁহাদের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। এইস্থানের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি বহুদিনের প্রাচীন। স্বামীজী কারিবাড়ীর বাজার কমিটীর কএকজন সদস্যের যত্নে উক্ত কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সাহা মহাশয়ের বাস ভবনে কএকদিন অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার গদীতে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও গৃহ-প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলা আলোচনা করেন। তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণাগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহারা স্বামীজীকে একমাস কাল হরিকথা শ্রবণ করাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু অন্যত্র জরুরী প্রোগ্রাম থাকায় স্বামীজীকে তথা হইতে ১লা মে ধুবড়ী যাত্রা করিতে হয়। উক্ত ১লা মে ধুবড়ী টাউনে বিদ্যাপাড়া নামকস্থানে স্বামীজী সতীর্থ শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী মহোদয়ের চেষ্টায় স্থানীয় রবীন্দ্র সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত সঙ্ঘ-ভবন প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করেন। বহু লোক সমাগম হইয়াছিল, সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। অতঃপর ধুবড়ী কালীবাড়ীতে দুই দিবস ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা এবং টাউনের আরও কএকস্থানে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ হয়। শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী উপবাস বাসরে শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারীজীর বাসায় ভক্তি-বিঘ্নবিনাশন শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের মহিমা-শংসন মুখে মহাসমারোহে পূজা ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে তথায় বহু লোক সমাগম হয়। স্বামীজী ৭ই মে রাত্রে তথা হইতে যাত্রা করিয়া ৮ই মে প্রাতে পুনরায় সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। তথা হইতে তাঁহারা ১৫ই মে গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত ভাটিপাড়া গ্রামে পরমারাধ্য শ্রীশ্রী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত রামগতি দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে গমন করেন। এইবার স্বামীজীর সহিত সহায়ক স্বরূপে থাকেন— শ্রীদীননাথ পণ্ডিত, শ্রীরাইমোহন দাস ও শ্রীপুলিনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী। ভাটিপাড়া গ্রামে নামঘরে ও উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হয়। ১৮ই মে

স্বামীজী ঐ গ্রামের নিকটস্থ মাণিকপুর গ্রামে ও তত্রত্য বেসিক্ স্কুল প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯ শে মে তথাকার শ্রীগীতাগোবিন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ (ভূতপূর্ব্ব এম্, এল্, এ) স্বামী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সহিত স্বামীজীর সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়। ব্রহ্মচারীজী তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া আসামে এই সকল কথার বহুল প্রচার আকাঙ্ক্ষা করেন। ২০ শে মে মাণিকপুর হইতে স্বামীজী শ্রীযুক্ত ধরণীধর পাঠক মহাশয়ের আহ্বানে মৌথাওয়া গ্রামে গমন করেন। তথায় ঐ দিবসই স্থানীয় পূর্ববিজনী হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত মদনমোহন পাঠক মহোদয় বেলা ২-৩০ ঘটিকায় তাঁহার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগকে কিছু নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদানার্থ অনুরোধ করায় স্বামীজী নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজী সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্বামীজীর ভাষণের পর সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মহোদয় উভয়েই স্বামীজীর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ছাত্র ছাত্রী এবং নিজেদেরও উহার সারবত্তা অনুধাবন পূর্ব্বক তদনুসরণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করেন।

প্রচারকগণ ঐ দিবস মৌথাওয়া গ্রামে এবং পরদিবস পাটিলাদহ গ্রামে রাত্রিতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ২২ শে মে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ২৫ শে মে তথা হইতে স্বামীজী বরনগরপাম নামক একগ্রামে গমন করেন, তথা হইতে রঙ্গিয়া হইয়া তামুলপুর যান। বরনগর পামে গিয়া ৪।৫ দিন অবস্থান করেন এবং সেখান হইতে রঙ্গিয়া ষ্টেসনের রেল কোয়াটারে গিয়া কিছু হরিকথা প্রচারের চেষ্টা করেন। রেলওয়ের রিক্রিয়েশন্ ক্লাবে ও গৈলা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্এ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। বহু শিক্ষিত অসমীয়া এবং বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠে যোগদান করেন। রঙ্গিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রফেসারগণের সহিত স্বামীজীর কিছু ভগবৎ-কথালাপ হয় এবং তাঁহাদের চেষ্টায় অসমীয়া হাইস্কুল ও বাঙ্গালী হাইস্কুলে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে স্বামীজী দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মুসলমান হাই মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে উক্ত হাই মাদ্রাসাতেও স্বামীজীর একটি বক্তৃতা হয়। প্রায় ৩৫০ শত ছাত্র ছাত্রী এবং ২৭ জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মুসলমান হইলেও সকলেই স্বামীজীর ভাষণের উচ্চ-প্রশংসা করিয়া তাঁহার আসামে আসা হইলেই পুনরায় তাঁহাদের মাদ্রাসায় আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানান। তাঁহাদের সৌজন্য সবিশেষ প্রশংসার্হ।

আসামে এখন প্রবল বর্ষা চলিতেছে, সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। স্বামীজীর অন্যান্যস্থানে ভ্রমণের প্রোগ্রাম থাকিলেও তাহা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া তিনি এক্ষণে তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখামঠ যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপানির্দ্দেশানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও গত ২০ জ্যৈষ্ঠ, ইং ৩ জুন, শুক্রবার মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ, শ্রীনারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ হইতে শ্রীভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠ হইতে পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, রাণাঘাট হইতে শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী প্রমুখ বহু মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত শ্রীস্নানযাত্রা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও অধিবাসের দিন হইতেই বিরাট মেলার দোকান পাট বসিতে সুরু হইয়াছিল। ১৯ জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য বর্ণনমুখে অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন

করেন। ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারীজী প্রভাতী কীর্ত্তন এবং শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পুরী ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ করেন। এদিকে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ পণ্ডিত শ্রীলোকনাথজীর সহায়তায় গর্ভমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি অভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন করিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে স্নানবেদীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হয়। ভক্তবর শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় এ-বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা এবং শ্রীপাটের দামোদর শিলা সহ শ্রীজগন্নাথদেব অগণিত ভক্তকণ্ঠ নিঃসৃত জয়ধ্বনি মধ্যে স্নান মণ্ডপে স্নানবেদীতে উপবিষ্ট হইলে শ্রীপাদ পুরীমহারাজ শ্রীনরোত্তম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ এবং শ্রীপাঁচুঠাকুর মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সহায়তায় ১০৮ ঘট পূর্ণ গঙ্গাদি তীর্থোদক এবং পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃতাদি অন্যান্য অভিষেক দ্রব্য দ্বারা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ মুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সম্পাদন করেন। অভিষেক কালে ভক্তবৃন্দ অবিশ্রান্ত নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকেন। স্নান সমাপনান্তে তাঁহাকে বস্ত্রাভরণাদি মণ্ডিত করিয়া ষোড়শোপচারে অর্চ্চন এবং ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ভোগনিবেদন পূর্ব্বক ১০৮ দীপ ও শঙ্খোদকাদি দ্বারা আরতি করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথদেব স্নানবেদী হইতে পুনরায় গর্ভমন্দিরে শুভবিজয় করিলে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ পুরীমহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগন্নাথ অদর্শনে বিরহবিহ্বল হইয়া আলালনাথ গমন প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন।

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥" —ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে এই বৎসর আগামী শ্রীঊর্জ্জব্রত (শ্রীদামোদরব্রত, কার্ত্তিক ব্রত বা নিয়মসেবা) কালে শ্রীমঠের পরিচালনায় পদব্রজে সংকীর্ত্তন সহযোগে চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে। ৩০ পদ্মনাভ, ১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর শনিবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসপূর্ণিমা তিথি হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী শ্রীমথুরাধামে প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। শ্রীযমুনার পশ্চিম ভাগস্থিত মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন এই সাতটী এবং পূর্ব্বভাগস্থিত ভদ্রবন, ভাণ্ডিরবন, বিল্ববন, লৌহবন ও মহাবন এই পাঁচটী মোট দ্বাদশটী বন এবং গোকুল, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণ, সঙ্কেত, নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম, পরমাদরা, আড়িং, শেষশায়ী, মাঠবন, উচাগাওঁ, খেলনবন, শ্রীরাধাকুণ্ড বা—আরিট্টগ্রাম, গন্ধর্ব্ববন, পারসৌলী, বিলচ্ছু, বাঁচবন, আদিবদ্রী, করালা, আঁজনখ, কোকিলাবন, পিয়াসো, দধিগাওঁ, কোটবন ও রাভেল আদি ২৪টী উপবন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহগণের অনুগমনে শ্রীভগবদ্বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্গে পরিক্রমা, শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শন ও মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করা হইবে। ৩০ দামোদর, ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পরিক্রমা সমাপ্ত হইবে। পরিক্রমাকারিগণের প্রত্যহ সায়াহ্নে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সুযোগ থাকিবে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে ১১ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর শুক্রবারের মধ্যে শ্রীমথুরাধামে পৌঁছিতে হইবে। কলিকাতা হইতে যাতায়াতকারী যাত্রিগণ পূর্ব্বে সংবাদ দিলে তাঁহাদের ট্রেনে বার্থ বা সিট্ রিজার্ভের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। শ্রীব্রজপরিক্রমা কালে বনে বনে তাঁবুতে নিবাস করিতে হইবে। শ্রীব্রজভূমি সংকীর্ত্তনসহ পদব্রজে পরিক্রমা করাই সমীচীন তবে অসমর্থ ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে টাঙ্গায় (ঘোড়ার গাড়ী) করিয়াও পরিক্রমা করিতে পারিবেন।

পরিক্রমার বিস্তৃত নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬ অথবা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কালীঘাট, কলি-২৬ ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮০ বঙ্গাব্দ—১৩৭২-৭৩

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুণ, ৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

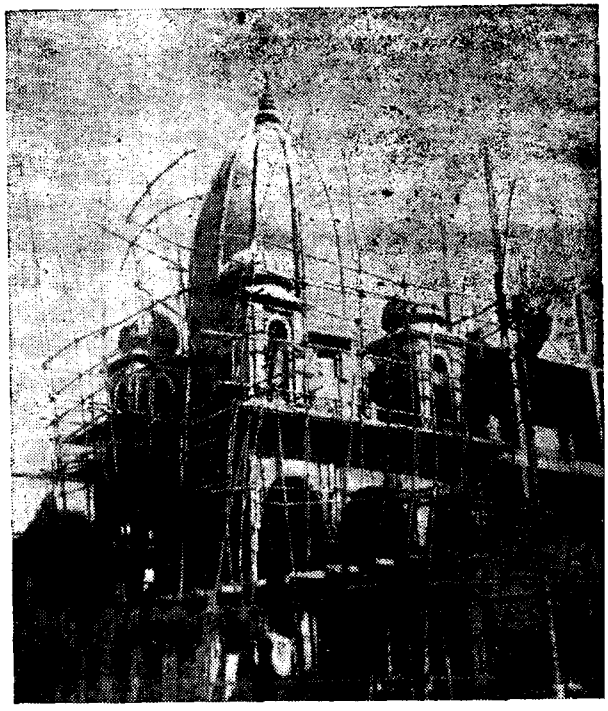

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৭৩

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৭৩। ১৩ পুরুষোত্তম, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, রবিবার; ৩১ জুলাই, ১৯৬৬। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্" ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য। (পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা)

২। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁ'র ভোগ্য। (ঐ ৫৮)

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। (ঐ ৭৬)

৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য্য। (ঐ ৮৮)

৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। (ঐ ৮৯)

৬। শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। (২য় খণ্ড ৩)

৭। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও এক তাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন। (ঐ ৫৩)

৮। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচারদ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না। (ঐ ৫১)

৯। যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ। (ঐ ৮২)

১০। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী-অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত। (ঐ ১০৪)

১১। শ্রেয়ো-বস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত।
(বক্তৃতা—২রা কার্ত্তিক, ১৩৩৩)

১২। যাহারা 'পাঁচ-মিশাল ধর্ম্ম' যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। (২য় খণ্ড ১৩)

১৩। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। (সঃ তোঃ ১৯।১০।৩৮০)

১৪। বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়, অনন্তকাল 'নরকে' যে'তে হয়—আমি অনন্ত কালের তরে Contract করে' সেরূপ নরকে যে'তে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'রব —আমি এতদূর দাম্ভিক! (বক্তৃতা—২৫ আষাঢ়, ১৩৩৪)

১৫। যদি শ্রেয়ঃ পথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও 'শ্রৌতবাণীই' শ্রবণ করিব।
(বক্তৃতা—২২ শে আষাঢ়, ১৩৩৩)

১৬। মহাভাগবতে জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু। (১ম খণ্ড ৫৮)

১৭। পর-স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোধন করিবেন,—ইহাই আমার উপদেশ।
(২য় খণ্ড ১০৬)

১৮। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।
(বক্তৃতা—১৮ ফাল্গুন, ১৩৩৪)

১৯। সরলতার অপর নামই—বৈষ্ণবতা। পরমহংস-বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। (ঐ)

২০। তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহে।
(ঐ ১২ই চৈত্র, ১৩৩৪)

২১। কেবল আচার রহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত।
(ঐ ২৩ অক্টোবর, ১৯৩৬)

২২। যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। (পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃঃ)

২৩। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচা'তে পার, তা'হ'লে অনন্ত কোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে।
(বক্তৃতা—১২ চৈত্র, ১৩৩৪)

২৪। ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবে সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে। (পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, ৭০)

২৫। আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র। (বক্তৃতা—৮ই নভেম্বর, ১৯৩৬)

২৬। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না। হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহ ধারণের সার্থকতা। (ঐ)

২৭। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। (ঐ)

২৮। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রত-ধর্ম্ম কম পড়ে। (পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, ৭৪)

২৯। কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি। (ঐ ৮৩)

৩০। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। (বক্তৃতা—১৮ ফাল্গুন, ১৩৩৪)

সাধু-সঙ্গের প্রণালীবিচার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গ দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব স্বভাবের মূল। অতএব কথিত হইয়াছে যে,—

"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।"

স্ফটিক-মণি যে-কোন বর্ণের নিকট থাকে, তাহাতেও

সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়; তদ্রূপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্বৎ গুণগণ প্রতিভাত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥"

(ভাঃ ৩।২৩।৫৫)

অসজ্জনের সঙ্গ করিলে ঘোর সংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কে-বা সৎ,—এ বিচার না করিয়াও সঙ্গফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়। অসৎ সঙ্গ-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য—এ-সমস্তই যে অসৎ সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই অসাধু, অশান্ত, মূঢ় ও যোষিৎ ক্রীড়া-মৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য, যে সকল সাধুজনের সঙ্গ করিতে হইবে, সেই সাধুগণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সর্ব্ব সাধ্বি সঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥"

(ভাঃ ৩।২৫।২১, ২৩-২৪)

শ্রীকপিলদেব কহিলেন,—হে মাতঃ! তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধু-ভূষণ। শুদ্ধভক্তদিগেরই এই প্রকার স্বভাব, ভক্তগণ মদ্গতচিত্ত; সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগগত বহুবিধ কষ্টাভ্যাস করেন না। সহজে মদাশ্রয়-কথাদ্বারা মার্জ্জিত অন্তঃকরণে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন। হে সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত সেই সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর।

আমরা যে-কোন বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব না। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না দেখিলে কাহাকেও সাধু বলিয়া *গ্রহণ করিব না। কলিকালে* সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহ্যিক বেশ দেখিয়া সাধু বলিয়া সঙ্গ করত আমরা সকলেই ক্রমশঃ কপটী হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়াও বহুদিন অনুসন্ধান করিয়া একটি প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।

মহাদেব দেবীকে কহিলেন,—হে ভগবতি! সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্তলক্ষণ লাভ করেন। আবার সহস্র সহস্র মুক্তজনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৎ-সঙ্গ-সুকৃতিবলে নারায়ণ-পরায়ণ হন। দেখুন, নারায়ণভক্ত প্রশান্তাত্মা অতএব দুর্লভ।

এখন দেখুন, দাস্যরসাশ্রিত শুদ্ধ নারায়ণ ভক্ত যখন এত দুর্লভ, তখন মাধুর্য্যরসাশ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্লভ, তাহা আর কি বলিব!

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই আমাদের পক্ষে পরম সাধু। কৃষ্ণভক্তসঙ্গই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ পাইলে আমাদের যে লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

"তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

স্বভাবতঃ বিষয়াবিষ্ট রাগ-দ্বেষ আমাদের সমস্ত স্বত্ব অপহরণ করিতেছে। আমাদের গৃহ করাগার হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মোহরূপ অঙ্ঘ্রিনিগড়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ আছি। আমাদের কি দুর্দ্দশা! হে কৃষ্ণ! যে দিন তোমার শুদ্ধভক্তসঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেইদিন হইতে আমরা তোমার জনমধ্যে বসিতে পারি। সেই দিন হইতে আমাদের রাগাদি প্রবৃত্তি আর চৌরের ন্যায় আচরণ করে না, পরম বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া তোমার ভক্তির চরণে লীন হয়। সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ অপ্রাকৃত হইয়া নিত্যানন্দ দান করে। সেইদিন হইতে আমাদের মোহ কেবল ভক্তি-সেবক হইয়া আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে। অতএব ব্রহ্মা আবার প্রার্থনা করিলেন,—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩০)

হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রহ্ম জন্মেই থাকি বা অন্য জন্ম লাভ করি বা পশু-পক্ষী হই, আমার প্রার্থনা এই যে, আমার সেই ভাগ্য লাভ হউক, যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে কেহ হইয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি।

শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ফলেই জীবের এবম্ভূত অসীম অবস্থা লাভ হয়। সাধুসঙ্গ কি কার্য্য করিলে হইতে পারে, ইহার বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে সাধু বলিয়া স্থির করা যায় তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধু সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন প্রকার লাভ আছে, কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়, সাধুসঙ্গ যে-রূপে করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন,—

"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥"
(ভাঃ ২।৭।৪৬)

'অদ্ভুতক্রম' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুত ক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয় ভগবানের মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন, আর কেহ জানিতে পারে না। তিনিই কেবল মায়াসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সক্ষম হন। যে-কোন স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপজীব ও পশুপক্ষী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারেন, তিনিই অনায়াসে ভবসাগর পার হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভক্তচরিত্র অনুকরণ করিয়া যে অনায়াসে ভবসাগর পার হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাৎপর্য্য এই যে, বহু শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিলেও মায়াবল অতিক্রম করিতে পারে না; উত্তম জাতি লাভ করিলেও কোন চরম লাভ হয় না; শাস্ত্র বিচার দ্বারা শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না। ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও সে-লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধভক্ত সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহুযত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়গণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—"হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন; আমি অতিশয় দীনহীন। আমার সংসার বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?" বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট বাক্য মাত্র, তিনি মনে জানেন যে, কেবল অর্থ লাভই লাভ ও বিষয় সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমদ অহরহঃ জাগ্রত আছে; কেবল প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না

হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট-দৈন্য ও কপট-ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, 'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং তোমার ধনজন ক্ষয় হউক', তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন,—"হে সাধু-মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র—সর্ব্বদা অহিত-জনক বাক্য।" এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপট। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধু-সঙ্গদ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব,—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের শিক্ষা।

ভক্তিযোগ-যুক্তই—যোগিতম—পরমকল্যাণকৃৎ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রীতিমূলা ভক্তির প্রীতিলক্ষণে অশেষবিধ প্রীত্যঙ্গ মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চ্চন-বন্দন-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদনাত্মিকা নববিধ বৈশিষ্ট্যকে ভক্তিরসজ্ঞ আচার্য্যগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ইঁহারা কৃষ্ণপ্রেমোদয়ে মহাশক্তি ধারণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্ত্যঙ্গকে প্রধান বলিয়া (ভাঃ ১।২।১৪, ২।১।৫ ও ২।২।৩৬ শ্লোকত্রয় দ্রষ্টব্য) আবার (ভাঃ ২।১।১১ শ্লোকে) শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে লক্ষ্য করিয়া উক্তি—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিসন্দর্ভে 'স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্ত প্রশস্তম্' উক্তিদ্বারা অন্যান্য বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে নাম-সংকীর্ত্তনেরই অত্যন্ত প্রশস্তি গান করিয়াছেন। যেহেতু 'হরের্নাম' শ্লোকে কলিযুগে একমাত্র হরিনামকেই পরমাগতি বলা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ঐ ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে—'নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্' এই বাক্য দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনকেই প্রশস্ত বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীভাগবত ১।৬।২৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—দেবর্ষি নারদ লজ্জা শূন্য হইয়া এই হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, ঠাকুর হরিদাস এবং গোস্বামি-বর্গ সকলেই এই হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'নাম' বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র, ইহা সংখ্যা নির্ব্বন্ধ সহকারে জপ্য ও কীর্ত্তনীয়, আবার অসংখ্যাতঃও গ্রহণীয়। স্বাহাপ্রণব-সংযুক্ত বীজপুটিত মন্ত্রের উচ্চৈঃস্বরে বা অসংখ্যাতঃ জপ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু মহামন্ত্র সম্বন্ধে তাদৃশ কোন বিধি নিষেধ নাই। 'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ' এই শ্রীমুখবাক্যে হরিনাম মহামন্ত্র স্মরণে কোন কালাকাল নিরূপিত হইবার কথা নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের

ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণনাম গুণ বই না বলিহ আর ॥"
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' ॥"
প্রভু বলে,—"কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৪-৭৮)

'জপ' ও 'বল'—এই শব্দদ্বয় দ্বারা শ্রীমহামন্ত্র যে জপ্য ও কীর্ত্তনীয়—উভয়ই, তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং 'সর্ব্বক্ষণ বল' এই উক্তিদ্বারা সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়াও' নাম গ্রহণ করিতেই হইবে, পরন্তু অসংখ্যাতঃও গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্য ২৮শ অধ্যায়েও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি এই-রূপ বর্ণিত হইয়াছে—

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—"কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮।২৫-২৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'বল', 'ভজ' ও 'গাও' কৃষ্ণনাম এবং শয়নে, ভোজনে, জাগরণে—অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ—এই সকল শ্রীমুখবাক্যের মধ্যেও সংখ্যাতঃ অসংখ্যাতঃ নাম জপ কীর্ত্তনাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভুও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক—'নাম্নামকারি' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।১৭-১৯)

এস্থলে "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল, দেশ, নিয়ম নাহি" ইত্যাদি উক্তি মধ্যেও অসংখ্যাতঃ নামগ্রহণের স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে—"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥" অর্থাৎ হে ব্যাধ, হরিনাম বিষয়ে দেশ নিয়ম, কালনিয়ম কিম্বা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোনরূপ নিষেধ বর্ত্তমান নাই। স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে—"চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ" অর্থাৎ "সর্ব্বদা সর্ব্বত্র চক্রায়ুধ ভগবানের নামসমূহ কীর্ত্তন করিবে।" স্কন্দপুরাণে আরও উক্ত হইয়াছে—

"ন দেশ কালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥"

অর্থাৎ এই হরিনাম দেশ, কাল, অবস্থা, দেহশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবেই অভিলষিত কামপ্রদ হইয়া থাকে। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৭১-২৭৩) দ্রষ্টব্য। সুতরাং শ্রীহরিনাম গ্রহণে শুচি অশুচি, স্থানাস্থান, কালাকাল, সংখ্যা অসংখ্যা—কোন বাধাই গণিত হয় না। জাতি বর্ণাদিরও কোন বিচার নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থের নামরহস্য পটলে উক্ত হইয়াছে—[পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ১৮ শ অধ্যায়ে শ্রীশৌনক শ্রীসূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতং। সকৃদুচ্চারণ

[মাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদং। তদ্বদস্বাধুনা সূত বিধানং নাম কীর্ত্তনে॥" অর্থাৎ শ্রীনামোচ্চারণের এরূপ মহা অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনা যায় যে, মনুষ্য একবার মাত্রও নাম উচ্চারণ করিয়া পরম পদ লাভ করেন। হে সূত, অধুনা সেই নামকীর্ত্তনে যে বিধান আছে, তাহা আমাদিগকে বলুন।'—এই প্রসঙ্গে শ্রীজগদানন্দ বলিতেছেন—]

'উচ্চারণ' শব্দে বুঝ শ্রীনামকীর্ত্তন।
করে বা মালায় সংখ্যা করে ভক্তগণ॥
সংখ্যা ছাড়ি' অসংখ্য নাম কভু কভু হয়।
'উচ্চারণ' শব্দে এসব জানহ নিশ্চয়॥ ইত্যাদি।

শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ হইলেও কৃষ্ণনাম গ্রহণে অপরাধের বিচার আছে, নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই নামে প্রেমোদয় হয়,—ইহাই শ্রীমুখ বাক্য। পরমোদার—পরম কল্যাণময় অবতার শ্রীভগবান্ গৌরনিত্যানন্দের চরণাশ্রিত হইতে পারিলেই এই অপরাধ শীঘ্র বিদূরিত হইয়া নামে প্রেমলাভের সৌভাগ্য উদিত হয়। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥
চৈতন্যনিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।২৬-৩২)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যদি কেহ চৈতন্য নিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষণকালেই পূর্ব্বাপরাধসকল মার্জ্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনামের উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন।"

পদ্মপুরাণে দশটি নামাপরাধের কথা বর্ণিত আছে, তাহার মূল শ্লোক ও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।
২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া
ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।
৩) গুরোরবজ্ঞা। ৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং।
৫) তথার্থবাদো। ৬) হরিনাম্নি কল্পনম্। ৭) নাম্নো বলাদ্
যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিব-
নামাপরাধঃ॥
১০) শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

—(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নাম-পরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন (প্রচারিত হন), শ্রীনাম-প্রভু সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? অতএব সাধুনিন্দা—নামাপরাধ; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামি-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন,—এইরূপ বুদ্ধি করে; অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে

অসূয়া, (৪) বেদ ও সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, এবং (৬) ভগবন্নামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা নামাপরাধ; (৭) যাহার নাম-বলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়া-দ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামগ্রহণকে সমান বা তুল্য জ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ,—উহাও নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন, বা নাম শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ-দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ; (১০) যে ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী।

—"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥" (চৈঃ চঃ আদি ৮।২৪)

—এই পয়ারের অনুভাষ্যে উপরিউক্ত নামাপরাধ সমূহ বিবৃত হইয়াছে।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরানি চ॥"

—'নামাপরাধযুক্ত পুরুষগণের পক্ষে নিরন্তর উচ্চারিত নামসমূহই পাপনাশক ও প্রয়োজন-সাধক হইয়া থাকে।' নিরন্তর নামকীর্ত্তন ব্যতীত নামপরাধ দূর করিবার অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।

কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

সৎপ্রভৃতিষ্বপরাধে তু তৎসন্তোষার্থমেব সন্তত নাম-কীর্ত্তনাদিকং সমুচিতম্; অম্বরীষচরিতাদৌ তদেকক্ষম্য-ত্বেনাপরাধানাং দর্শনাৎ। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাম্—'মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তকঃ তদনুগ্রহো বা ইতি। তস্মাদ্ গত্যন্তরাভাবাৎ সাধূক্তম্ (ভাঃ ২।১।১১)—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম্" ইতি শ্রীশুকঃ।

অর্থাৎ সজ্জনাদি বিষয়ে অপরাধ হইলে সেই নামপরায়ণ সাধুগণের (ভঃ সঃ ২৬৫) সন্তোষার্থই নিরন্তর নাম-কীর্ত্তনাদি সমুচিত হইয়া থাকে। অম্বরীষ চরিতাদিতে অপরাধ-সমূহ তদেক ক্ষম্যত্বরূপে দৃষ্ট হওয়ায়—যে বৈষ্ণবের স্থানে যাঁহার অপরাধ হয়, তিনি ক্ষমা করিলেই তাঁহার ক্ষমা হইতে পারে, নতুবা নহে। তাঁহারই প্রীত্যর্থ নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে করিতে তিনি প্রীত হইলেই অপরাধ ক্ষালিত হয়। শ্রীনামকৌমুদীতেও উক্ত হইয়াছে—মহজ্জনের চরণে অপরাধ হইলে সেই অপরাধের ফল ভোগ কিম্বা তদীয় অনুগ্রহই অপরাধের নিবৃত্তিকারক হইয়া থাকে। অতএব অন্যগতির অভাব-হেতু 'হে রাজন্, এই হরিনাম কীর্ত্তনই নির্ব্বিদ্যমান, অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে মোক্ষ সাধন, ইচ্ছাশীল অর্থাৎ কামিগণ সম্বন্ধে কামনানুরূপ তত্তৎ ফল সাধন ইহাই, যোগী ও জ্ঞানি-গণের সম্বন্ধেও ইহাই ফলরূপে নির্ণীত হইয়াছে।' এই বাক্য সঙ্গতই হইয়াছে। সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই ইহা অপেক্ষা পরম শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই।

শ্রীসনৎকুমার বলিয়াছেন—

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ পাংসনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

—"মানব সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং কোন নরাধম শ্রীহরির সম্বন্ধে অপরাধ করিলেও কদাচিৎ নামাশ্রয় করিয়া অবশ্যই উদ্ধার লাভ করিতে পারে, পরন্তু সর্ব্বসুহৃৎস্বরূপ নাম সম্বন্ধে অপরাধ করিলে অধঃ-পতিতই হইয়া থাকে।" (—ভঃ সঃ ২৬৫)

এজন্য অপরাধ শূন্য হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে পারিলে শীঘ্রই প্রেমোদয় সম্ভব হয়।

পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্ছেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

—যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূল প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধ বর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক, নামগ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষাণ স্বরূপ (শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে 'পাষণ্ড' পাঠ ধরিয়া দশাপরাধকেই লক্ষ্য করিয়াছেন—'দেহদ্রবিণাদি নিমিত্তক 'পাষণ্ড' শব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্'—অর্থাৎ 'নামৈকং যস্য' ইত্যাদি শ্লোকে দেহদ্রবিণাদি নিমিত্তক 'পাষণ্ড' শব্দদ্বারাও দশাপরাধ লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু ঐ সমস্ত পাষণ্ডময় হইয়া থাকে।') অপরাধ-মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৬০ অঃ প্রঃ ভাঃ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তৎকৃত ভাষ্যে 'পাষণ্ড' পাঠান্তর উল্লেখ করিয়াছেন।)

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১বিঃ ২৮৯ সংখ্যায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ঐ শ্লোকের দিগ্‌দর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—

"বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাক্যমধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি, শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি; শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা; 'ব্যবহিতং' শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং—বক্ষ্যমাণনারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ; যদ্বা যদ্যপি 'হলং রিক্তম্' ইত্যাদ্যুক্তৌ হকার রিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা 'রাজমহিষী' ইত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যং, তথাপি তন্নাম মধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ; যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ তদ্‌রহিতঞ্চাপি বা; তত্র 'ব্যবহিতং'—নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ; 'রহিতং'—পশ্চাদবশিষ্টাক্ষর গ্রহণবর্জ্জিতং, কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ, তথাপি তারয়ত্যেব—সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব; কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং, তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তদা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ—তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদি মধ্যে নিক্ষিপ্তং—দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং, তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম্? অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি, কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ।"

—'বাচিগতং' অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে বাক্য মধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও, 'স্মরণপথগতং' অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনঃস্পৃষ্ট হইলেও, 'শ্রোত্রমূলং গতং' অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রুত হইলেও; শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ হইলেও; ব্যবহিতং অর্থাৎ অন্যশব্দ দ্বারা যে ব্যবধান—যেমন 'নারায়ণ' শব্দটি উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 'নারা' মাত্র উচ্চারণ করিয়াই অন্যকথা আসিয়া গেল, পূর্ণ শব্দটি আর উচ্চারিত হইল না, ইহাকেই ব্যবধান বলে, তাহা রহিত হইয়া; অথবা 'হলং রিক্তম্' ইত্যাদি উক্তিতে হকার ও রিকার এই দুই বৃত্তি (বর্ণরচনা) দ্বারা 'হরি' এই নামটি উচ্চারিত হইলেও, তথা 'রাজমহিষী' শব্দে 'রাম' নাম উচ্চারিত হইলেও সেই সেই নাম মধ্যে অন্যবর্ণের ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান রহিত হইয়া; অথবা ব্যবহিত বা ব্যবধান যুক্ত ও তদ্‌রহিত হইলেও—এস্থলে 'ব্যবহিত' বলিতে নামের কিঞ্চিদুচ্চারণান্তর অন্য শব্দ আসিয়া পড়িলে সেই শব্দ উচ্চারণ সমাধা করিয়া পশ্চাৎ নামের অবশিষ্ট অক্ষর উচ্চারণ—এইরূপ—যেমন 'নারা' শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে আপতিত অন্যশব্দ উচ্চারণান্তে অবশিষ্ট 'য়ণ' শব্দ উচ্চারণ—অর্থাৎ 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া ঐ শব্দ মধ্যে অন্যশব্দ দ্বারা অন্তরিত হইলে উহাকেই ব্যবহিত বলে; এইরূপ ব্যবধানযুক্ত বা তদ্ রহিত অর্থাৎ নাম কিঞ্চিৎ উচ্চারণান্তে অন্য শব্দ আসিয়া গেলে তাহা গ্রহণ করিবার পর নামের অবশিষ্ট অংশ উচ্চারণ না করা—যেমন 'নারায়ণ' নামের 'নারা' শব্দ উচ্চারণ করিবার পর অন্য শব্দ উচ্চারণ

করিয়া অবশিষ্ট 'য়ণ' শব্দ আর উচ্চারণ না করা—এইরূপ কোন অংশে হীন বা খণ্ড উচ্চারণ হইলেও সেই নাম সমস্ত পাপ, সমস্ত অপরাধ এবং (কৃষ্ণবহির্মুখতারূপ) সংসার হইতে উদ্ধার করেন সত্যই, কিন্তু নামসেবনের মুখ্য ফল যে প্রেম, তাহা সদ্যঃ সদ্যঃ সম্পন্ন হয় না। দেহভরণাদি নিমিত্ত নামসেবন-দ্বারা নামের মুখ্য ফল আশু সিদ্ধ হয় না, তজ্জন্যই 'তচ্চেৎ' ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে। এস্থলে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—সেই নাম যদি দেহাদি মধ্যে নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ দেহভরণাদি নিমিত্ত বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলে কি তাহা ফল-জনক হইবে না? তাহাতে বলা হইতেছে—হাঁ হয়, কিন্তু ইহলোকে শীঘ্র ফলদায়ক হয় না, বিলম্বে হয়। (তবে 'বিলম্ব হয়' বলিতে যে অপরাধ থাকিতে হয়, তাহা নহে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতে অপরাধ দূর হইলে নামে প্রেমোদয় হয়।)

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"যা'র মুখে উচ্চারিত এক কৃষ্ণনাম।
যাহার স্মরণপথে এক নাম গুণধাম॥
যার শ্রোত্রমূলে তাহা প্রবেশ করিবে।
ব্যবহিত-রহিত হৈলে তখনই তারিবে॥
'ব্যবহিত' এই শব্দে দুই অর্থ হয়।
অক্ষরের ব্যবধানে নাম আচ্ছাদয়॥
অবিদ্যার আচ্ছাদনে প্রাকৃত প্রকাশ।
নামনামী এক ভাবে, অবিদ্যা বিনাশ॥
ব্যবহিত-রহিত হৈলে শুদ্ধনামোদয়।
বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধিক্রমে দোষ নাহি হয়॥
অপ্রাকৃত নামে কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি দিল।
কালাকাল শৌচাশৌচ নামে না রহিল॥
সর্ব্বকাল সর্ব্বাবস্থায় শুদ্ধনাম কর।
সর্ব্বশুভোদয় হবে সর্ব্বাশুভ-হর॥"

এই-নাম-ভজন প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী বলিতেছেন—

"অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি বাঞ্ছা-দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥"

সদ্‌গুরু কৃপালব্ধ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত অপরাধ শূন্য নামই শুদ্ধনাম। অপরাধ শূন্য, অথচ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় নাই, এইরূপ নাম—নামাভাস, অপরাধযুক্ত নামই নামাপরাধ। নামাপরাধের ফল ভুক্তি বা ঐহিক ভোগসুখ ও পারত্রিক স্বর্গসুখাদি, নামাভাসের ফল মুক্তি এবং শুদ্ধনামের ফল প্রেম। এই নাম সংকীর্ত্তনই সাধন ও ইহাই সাধ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বা ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই প্রেমধন পাওয়া যায়, ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন। সুতরাং নিরপরাধে নাম-ভজন-কারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগী এবং তিনিই চরম পরম কল্যাণকৃৎ।

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই"

[পণ্ডিত শ্রীসুবল চন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীগৌরাঙ্গদেবই সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ পৃথক্ তত্ত্ব নন, উভয়েই মধুর রসের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-বিগ্রহ এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঔদার্য্য-বিগ্রহ—ইহাই বৈশিষ্ট্য। যেখানে মাধুর্য্যের প্রাধান্য সেখানে কৃষ্ণস্বরূপ, আর যেখানে ঔদার্য্যের প্রাধান্য সেখানে গৌরাঙ্গ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ের ধাম ও পরিকর নিত্য।

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্য-উপনিষদেও শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অবতারের কথা বর্ণিত আছে। যথা—

পিপ্পলাদো ব্রহ্মাণমাহ—ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্নাঃ প্রজাঃ কথং মুচ্যেরণ্? কো বা দেবতা কো বা মন্ত্রো ব্রূহি ॥ ৩, ৪ ॥

স (ব্রহ্মা) হোবাচ—রহস্যং তে বদিষ্যামি, জাহ্নবী তীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি ॥৫॥

একো দেবঃ সর্ব্বরূপী মহাত্মা
গৌরো রক্ত-শ্যামল-শ্বেতরূপঃ।
চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তি-
র্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ ॥ ৬ ॥

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥ ৭॥

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং
চৈতন্যাত্মানং বিশ্বযোনিং মহান্তম্।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮॥

স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি ॥ মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ ॥ ১১,১৩ ॥

নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। পরমং মন্ত্রং পরম রহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি ॥ ১৪ ॥

চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ পরমেষ্ঠী, রুদ্রঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ কারণং সর্ব্বম্। তদত্র শ্লোকাঃ ॥ ১৫ ॥

যৎকিঞ্চিদসদ্ভুঙ্‌ক্তে ক্ষরং তৎ কার্য্যমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
সৎ কারণং পরং জীবস্তদক্ষরমিতীরিতম্ ॥১৭ ॥
ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পরমঃ স এব পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৮ ॥

য এনং রসয়তি ভজতি ধ্যায়তি স পাপ্মানং তরতি, স পূতো ভবতি, স তত্ত্বং জানাতি, স তরতি শোকম্। গতিস্তস্যান্তে নান্যস্তেতি ॥ ১৯ ॥

অর্থাৎ, পিপ্পলাদ নিজ পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রভো, কলিযুগের পাপাচ্ছন্ন প্রজাগণ কি প্রকারে মুক্ত হইবে? কলিযুগের উপাস্য দেবতা কে? এবং ভজন-মন্ত্রই বা কি—বলুন।" তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—এই পরম নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর—সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধসত্ত্বময়, দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবী-তটস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপধামে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তি প্রকাশ করিবেন। এই বিষয়ে এই শ্লোকসমূহ কথিত আছে—

একমাত্র পরম দেবতা সর্ব্বরূপী পরম-পুরুষ গৌরচন্দ্র অন্য যুগত্রয়ে শ্বেত, রক্ত, শ্যামল রূপ ধারণ করেন। তিনিই চৈতন্য-স্বরূপ, চিচ্ছক্তিমান্, ভক্তরূপী, ভক্তিদাতা ও ভক্তি-বেদ্য।

সেই বেদান্তবেদ্য সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা, সর্ব্বচৈতন্য-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

বেদান্তবেদ্য, পুরাণ-পুরুষ, চৈতন্যবিগ্রহ, বিশ্বকারণ, মহান্তস্বরূপ একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। মায়া অতিক্রম করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

তিনি (শ্রীচৈতন্যদেব) স্বয়ংই 'হরি-কৃষ্ণ-রাম' অর্থাৎ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' এই মূলমন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বসার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিবেদ্য।

এই আট আট ষোল নাম পরম-সুন্দর; যাঁহারা এই সকল নাম নিত্য কীর্ত্তন করেন, সেই সকল ধীর ব্যক্তিই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অপরে পারে না। নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণও এই পরমসার মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যদেবই সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব; তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সকল দেবতা, চরাচর সকল জীব, নিত্যানিত্য সকল বস্তু জাত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ। অতএব এ-সম্বন্ধে এই সকল শ্লোক প্রসিদ্ধ।

যাহা কিছু অনিত্য কার্য্যরূপী ও ভোগ্য, তাহা অর্থাৎ এই জগৎ ক্ষর বলিয়া কথিত হয়।

জীব, সৎ অর্থাৎ নিত্য, কারণবস্তু, ক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষর বলিয়া কথিত।

যিনি ক্ষর ও অক্ষর বস্তু হইতেও শ্রেষ্ঠ, তিনিই পুরুষোত্তম। সেই সর্ব্বকারণকারণ পরতত্ত্বেরই নাম—শ্রীচৈতন্যদেব।

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রীতি করেন, তাঁহার সেবা ও ধ্যান করেন, তিনি অনর্থ-মুক্ত হন, তিনি পবিত্র হন, তিনি পরতত্ত্ব অবগত হন, তিনি শোকের অতীত হন, তাঁহার পরমাগতি লাভ হয়। সর্ব্বসদ্‌গতি রূপ শ্রীচৈতন্য-বিমুখ জনের কোন গতি নাই।

অথর্ব্ববেদ বলেন,—

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য
প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনুং শিক্ষয়তি।

অস্য ব্যাখ্যা :—সপ্তমে সপ্তম মন্বন্তরে বৈবস্বতমনৌ গৌরবর্ণো ভগবান্ স্বশক্ত্যা হ্লাদিনী শক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য প্রান্তে কলৌ যুগে প্রাতঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং অবতীর্ণো ভূত্বা সহস্বৈঃ সপার্ষদৈঃ স্বমনুং হরেকৃষ্ণাদি জনান্ শিক্ষয়তি উপদিশতি।

আথর্ব্বণস্য তৃতীয় কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানন্তরম্—

ইতোঽহং কৃতসংন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্বাণস্তীরহ্যেহলকনন্দায়াঃ কলৌচতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বর প্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিত যোগো স্যাম্।

চৈতন্যরহস্যধৃত সামবেদান্তর্গত ব্রহ্মভাগে—

তথাহং কৃতসংন্যাসো ভূগীর্বাণোঽবতরিষ্যে তীরেঽলকনন্দায়াঃ পুনঃ পুনরীশ্বর প্রার্থিতঃ সপরিবারো নিরালম্বো নির্ধুতো কলিকল্মষকবলিত জনাবলম্বনায়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বিদগ্ধ-মাধব-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে জানাইয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত টীকা—বঃ যুষ্মাকম্ হৃদয়রূপ-গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তি-শ্রিয়ং স্বভজন-সম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুং অবতীর্ণঃ। কথম্ভূতাং? অনর্পিত-চরীং কেনাপি ন অর্পিত-পূর্ব্বাং। নন্থ কপিলদেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং কিং নোপদিষ্টং? তত্রাহ সকল-রস-সদ্ভাবেঽপি উন্নত-উজ্জ্বল-রসো যস্যাং তাং ভক্তিশ্রিয়ং। তথা উজ্জ্বলরস-প্রধানা ভক্তির্নোপদিষ্টেতি ভাবঃ। (শচীনন্দনঃ) কথম্ভূতঃ? পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দর-দ্যুতি-সমূহেন

সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বত-কন্দরায়াং উদিতঃ সিংহো যথা তত্রস্থান্ হস্তিনো নাশয়তি, তথা যুষ্মাকং হৃদয়-কন্দরায়াং উদিতঃ শচীনন্দনস্বরূপ-সিংহো হৃদ্‌রোগরূপ হস্তিনো নাশয়তু ইতি ধ্বনিঃ।

কোন যুগে কোন অবতার কর্তৃক যাহা অর্পিত হয় নাই—এইরূপ উন্নত-উজ্জ্বলরস-বিশিষ্ট স্বীয় ভজন-সম্পত্তিরূপ ভক্তি প্রদানার্থ যিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার সুবর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর দ্যুতিসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই শচীনন্দন হরি শ্রীগৌরাঙ্গদেব তোমাদের হৃদয়-গুহায় স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন্। অর্থাৎ সিংহ যেমন পর্ব্বত-কন্দরে উদিত হইয়া তত্রস্থ হস্তীসমূহকে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শচীনন্দনরূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়-কন্দরে উদিত হইয়া তোমাদের হৃদ্‌রোগ-রূপ হস্তিবৃন্দকে বিনষ্ট করুন।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেক দ্বাপরযুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার বিশ্বে প্রকটিত হইয়া থাকেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ। ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর কলির পরমায়ুঃ, তার দ্বিগুণ দ্বাপর, দ্বাপরের দ্বিগুণ ত্রেতা, ত্রেতার দ্বিগুণ সত্য-যুগের পরমায়ুঃ। এইরূপ ৭১ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়। ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার ১ দিন। ব্রহ্মার একদিনে বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ জগতে আবির্ভূত হন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর ১১শ অধ্যায়ে ইহার দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায়।

যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সংক্ষেপে ভাগবতামৃত গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডের ১০১ শ্লোকে বলিয়াছেন—

কথ্যতে বর্ণ-নামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

উক্ত শ্লোকের টীকায় ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—কলৌ কৃষ্ণ ইতি সামান্যতঃ সর্ব্বেষু কলিষু; "কৃষ্ণ কলিযুগে বিভুঃ" ইতি হরিবংশাৎ। যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণগৌরঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্যাৎ, তদা কৃষ্ণঃ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্।

এ-সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাঃ ১০।৮।১৩ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

বৈবস্বত-মন্বন্তর-গতাষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয়-দ্বাপর-কলি-যুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রদুর্ভবতি, তদ্‌যুগত্বয়াবতারৌ শ্যাম-কৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে শ্রীহরি যথাক্রমে (নামে ও বর্ণে) শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ অর্থাৎ সত্যযুগে 'শুক্ল'—নাম এবং শুক্লবর্ণে, ত্রেতাযুগে 'রক্ত'—নাম এবং রক্তবর্ণে, দ্বাপরযুগে 'শ্যাম'—নাম এবং শ্যাম বর্ণে ও কলিযুগে 'কৃষ্ণ'—নাম এবং কৃষ্ণবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। তখন তদ্‌যুগাবতার 'শ্যাম' তাঁহাতে অন্তর্ভুক্ত হন। ঐ কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন যুগাবতার 'কৃষ্ণ' তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু স্তবাবলী গ্রন্থে মনঃশিক্ষায় জানাইয়াছেন—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতি-সুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রভূত সেবা বিস্তার কর, শ্রীশচীনন্দনকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া এবং শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগরসময়বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-রসময়বিগ্রহ। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী লীলাই শ্রীকৃষ্ণলীলা, আর সম্ভোগময় শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-ময়ী লীলাই গৌরলীলা। উভয় লীলার মধ্যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মাধুর্য্য-ক্রোড়ীভূত ঔদার্য্য, আর শ্রীকৃষ্ণে ঔদার্য্য ক্রোড়ীভূত মাধুর্য্য। নিজ-ভজনমুদ্রা প্রদানার্থ স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হন।

যুগধর্ম্ম প্রচারাদি বিষ্ণুর কার্য্য, কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশ বিষ্ণুতত্ত্বের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেম দান অসম্ভব। বিধি-ভক্তি প্রচারের জন্য বিষ্ণুর অবতার, আর রাগ-ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার। শ্রীগৌর-কৃষ্ণের পার্ষদ ভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরস্পর অভিন্নতত্ত্ব। মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; গৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। কোনস্থলে উভয়পীঠে স্বরূপ-ব্যূহ-দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান। সাধনকালে যাঁহারা, কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধ-কালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌর-কৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য।" (বৈষধর্ম্ম)

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"গৌর-কৃষ্ণে ভেদ যার, সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ-ভজনে।
'মহাপ্রভু-শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে সাধুজনে॥
মধুর-প্রেমেতে যার হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর-ভজন তাঁহার॥
রাধাকৃষ্ণ-ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগল-বিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায়॥
দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর-রস উদে মূর্ত্তিমান হ'য়ে॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-রূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি'॥
নিত্যলীলা-রসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে ব্রজে সেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হয়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ॥
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুর-রসেতে গৌর যুগল আকার॥"

মদীয় ইষ্টদেব প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতমবস্তু। পূর্ণতম Loving unit হচ্ছেন কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু—পরিপূর্ণ-চৈতন্য বা বিভুচৈতন্য, সকল চেতনের চেতন তিনি। শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং রাধারস বিস্তারের জন্যই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

"মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই। কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি কৃষ্ণ-ভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ সম্ভোগ-রসবিগ্রহ। শ্রীগৌর-হরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক, কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুল্য। সে-জন্য গৌরকে ঔদার্য্য-বিগ্রহ এবং কৃষ্ণকে মাধুর্য্য-বিগ্রহ বলা হয়। এ দুই বিগ্রহের কম-বেশী নাই জানিবেন। গৌরপদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। দুই মূর্ত্তি পরম মনোহর। রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনুই গৌরবিগ্রহ। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহেন। একই জিনিষকে কম-বেশী মনে করিতে হইবে না।"

"শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া দ্বাদশ-রসের মূর্ত্তি তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে—কৃষ্ণ সম্ভোগ বিচারময়, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-বিচারযুক্ত। কৃষ্ণ—সেব্য-মূর্ত্তি, আর গৌরাঙ্গদেব—সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী।"

"শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়-জাতীয় শক্তি। যে-কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেই কালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entity রূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি।"

"বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা বা প্রভু, তদ্ব্যতীত আর সব তাঁর ভোগ্য বা সেবক। শ্রীগৌর-সুন্দর বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাবে বিভাবিত। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ, আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঔদার্য্যবিগ্রহ। আস্বাদক বিষয়-বিগ্রহ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণই। জীব নিজেকে আস্বাদক বলিয়া অভিমান করিলেই তাহার সংসার হইবে। কৃষ্ণভোগ্য জীবের ভোক্তা-অভিমানই পতনের কারণ। শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপতঃ বিষয়বিগ্রহ বা ভোক্তা, কিন্তু তিনি আশ্রয়বিগ্রহের লীলাভিনয়কারী।"

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি' এই বলি সত্যকরি'।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ—গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যাঁর নাম স্মরণেই সমস্ত বন্ধক্ষয়।
যাঁর দাস—স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪শ অধ্যায়)

উৎকল-সম্রাট্ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব বৃহস্পতির অবতার জগৎ-বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভগবত্তার কথা শুনিয়া বলিতেছেন—

রাজা কহে,—শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ?

তদুত্তরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন—

ভট্টকহে,—তাঁর কৃপা-লেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে॥
তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে॥

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
(ভাঃ ১০।১৪।২৯)
(চৈঃ চঃ মঃ ১১শ পরিচ্ছেদ)

এ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ (মঃ ৬ষ্ঠঃ পঃ)

ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরও স্বকৃত শ্রীশচীনন্দনাষ্টকে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণো দেবঃ কলিযুগভবং লোকমালোক্য সর্ব্বং
পাপাসক্তং সমজনি কৃপাসিন্ধু-চৈতন্যমূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভবতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধির্নরাণাং
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগিতি ধিগিতি ব্যাহরেৎ
কিং মৃদঙ্গঃ॥ ৯॥

লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগসম্ভূত সমস্ত মানবকে পাপাসক্ত দেখিয়া কৃপাসমুদ্র শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন। যে সকল মানবের শ্রীগৌরাঙ্গদেবে কৃষ্ণবুদ্ধি না হয় তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্ ধিক্। মৃদঙ্গ কি এই বাক্যই উচ্চারণ করে?॥ ৯॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নাম-প্রেম প্রচারার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাও শ্রীগৌরাবতারের বহিরঙ্গ-কারণ। এতদ্ব্যতীত আরও মুখ্য বা গূঢ় কারণ আছে।

পৃথিবীর ভার হরণার্থ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একথা শাস্ত্রে শুনা যায়, কিন্তু ভারহরণ স্বয়ং ভগবানের মুখ্য কার্য্য নহে। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু ভারহরণ-দ্বারা জগৎ পালন করিয়া থাকেন। কোন গূঢ় উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন্, তখন তদংশস্বরূপ অবতারাবলী অংশী-স্বরূপ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইলে কৃষ্ণ বিষ্ণুদ্বারে অসুর সংহারাদি কার্য্য করেন। এই অসুর-মারণ কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গিক কর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর ও পরমকরুণ বলিয়া প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন এবং রাগমার্গীয় ভক্তি প্রচারার্থ জগতে প্রকটিত হন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া জগজ্জীবকে নিজের অপূর্ব্ব সেবা প্রদান করিতে শুভেচ্ছাবিশিষ্ট হইয়া চিন্তা করেন যে—"জগতের লোক ঈশ্বর বুদ্ধিতে আমার পূজা করিয়া থাকে। তাহারা আমাকে ঈশ্বর করিয়া মানে এবং নিজেকে দীন হীন ছোট মনে করিয়া থাকে। এইরূপ ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে আমার উল্লাস হয় না। তাহারা আমাকে এইভাবে প্রীতি করে বলিয়া আমিও তাহাদিগকে প্রাণভরা প্রীতি দেখাইতে পারি না। কারণ, ভক্তগণ আমাকে যে-যে-ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই-সেই-ভাবে কৃপা করিয়া থাকি—ইহাই আমার স্বভাব বা ব্রত। ব্রজবাসী ভক্তগণ আমাকে পুত্র, সখা ও প্রাণপতি বুদ্ধিতে অত্যন্ত আপন-জ্ঞানে যে-ভাবে প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করেন, তাহা জগতের লোক জানে না। আমি সেই সব ব্রজবাসী ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া আমার মাধুর্য্যময়ী সেবা প্রকাশ করিব। তাহা দর্শন ও শ্রবণ-পূর্ব্বক লুব্ধ হইয়া ভক্তগণ আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবার সৌভাগ্য পাইয়া কৃতার্থ হইবে।"—ইহাই যেমন কৃষ্ণাবতারের গূঢ় উদ্দেশ্য এবং অসুর সংহার আনুষঙ্গিক প্রয়োজন, তদ্রূপ যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন শ্রীচৈতন্যাবতারের গৌণ কার্য্য, ইহাই মুখ্য কারণ নহে। শ্রীগৌরাবতারের গূঢ় উদ্দেশ্যের কথা শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদভক্ত শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু দুইটি শ্লোকে কৃপাপূর্ব্বক জগৎকে জানাইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু। শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রেমমূর্ত্তি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধাকে লইয়াই কৃষ্ণের যাবতীয় বিলাস। শ্রীরাধারাণীর মত শ্রীকৃষ্ণের এত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সেবক আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন, কিন্তু ভুবনমোহন কৃষ্ণও ভুবনমোহন-মোহিনী শ্রীরাধার প্রেমে নিত্য বশীভূত। আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় সুখ পান, বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে নিজ বাঞ্ছাত্রয় পূরণ করেন। সেই শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কিরূপ সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয় আস্বাদনে লুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ সিন্ধুতে গৌরাঙ্গ-রূপে আবির্ভূত হন। নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনী-শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি'॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঞি॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৫৫-৫৭)

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩০)

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্ম অমূল্যবস্তু। তাঁহার সহিত এ জগতের বা পরজগতের কোন বস্তুরই তুলনা হইতে পারে না। তিনি পূর্ণতম ভগবদ্বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাসুধি—দয়ার সাগর। এত দয়া কেহ দিতে পারে না। ভগবানের কোন অবতারে এত প্রভূত দয়া বিতরিত হয় নাই। মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী হয় নাই, আর হবেও না।"

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভগবত্তার কথা শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, বিভিন্ন তন্ত্র, বিভিন্নসংহিতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এত শাস্ত্র-প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না পান, তাহা হইলে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কিছু নাই। এজন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর॥
রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ,—তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
একলা ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্ত ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥ (আঃ ৭।৭-১০)
এ-সব না মানে যেই পণ্ডিতসকল।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল॥
এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
(আঃ ৮।৬-১৩,১৫)

নিত্যসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ স্বকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা তুরস্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধা-রতি-কেলি-নাগর-রসাস্বাদৈক-সন্তাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥১২২

গ্রন্থ-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য্য এবং ব্রজের নিগূঢ় প্রেম আস্বাদন ও সজ্জনগণকে আস্বাদন করাইবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যদি নিগদিতমীনাদ্যংশবদ্ গৌরচন্দ্রো
ন তদপি স হি কশ্চিচ্ছক্তিলীলাবিকাশঃ।
অতুলসকলশক্ত্যাশ্চর্য্যলীলাপ্রকাশৈ-
রনধিগতমহত্ত্বঃ পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ॥ ১৪১॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব রাম, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্ম্মাদির ন্যায় অংশাবতার নহেন—তিনি পরিপূর্ণ অংশী-ভগবান্। কেন না মৎস্যাদি অংশাবতারগণ কোন এক বিশেষ শক্তি বা লীলা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু অখিল-শক্তিশালী শ্রীগৌরাঙ্গদেব অত্যাশ্চর্য্য লীলাসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সিংহস্কন্ধং মধুর-মধুর-স্মেরগণ্ডস্থলান্তং
দুর্ব্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারম্।
বিভ্রৎ কান্তিং বিকচকনকাম্ভোজগর্ভাভিরামা-
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধায়া মাধবস্য॥ ১৩॥

যাঁহার স্কন্ধদেশ সিংহস্কন্ধের ন্যায় উন্নত, মধুর মৃদু-হাস্যে যাঁহার বদনকমল উদ্ভাসিত, তিনি বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি সুবর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, সেই রাধামাধব-মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরূপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥৯৫॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জগৎ যদি ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠ-গণেরও উপাস্য সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ভজন না করে, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যু অর্থাৎ সংসার-দুঃখ অনিবার্য্য।

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যনুভবা-
স্তথাপি শ্রীগৌরে হরিহরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ ॥৪১॥

বেদাদিশাস্ত্রে অসংখ্য অবতারের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবে যে প্রকার অত্যাশ্চর্য্য অসীম প্রভাব দেখা যায়, সেইরূপ প্রভাব স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র কি সম্ভব? অধিক আর কি বলিব, শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজভক্ত এবং সজ্জন মহানুভবগণের নিকট কি চতুর্ভুজ ষড়্ভুজাদি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন নাই? হায়, হায়, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়াও মূঢ় দুর্ভাগাগণের শ্রীচৈতন্যদেবে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয় না।

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্ যশো
ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাণ্ডঞ্চ ধিক্
ন চেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটগৌরগোপীপতিঃ ॥৪৩॥

স্বয়ং ভগবান্ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই পরমকরুণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভজন যদি না করা হয়, তাহা হইলে সদাচারযুক্ত সৎকুলে ধিক্, পাণ্ডিত্যে ধিক্, যশেও ধিক্, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে ধিক্, সৌন্দর্য্য, নবীন বয়স ও ঐশ্বর্য্যে ধিক্, দ্বিজত্বে ধিক্ এবং পরম নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ও যোগ-যাগ বৈরাগ্যাদিকেও ধিক্।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অনেককেই বিভিন্ন সময় তাঁহার বিভিন্ন ভগবদ্রূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। আমরা তাহা সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উল্লেখ করিতেছি,—

(১) শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে মিশ্রগৃহে অবতীর্ণ হইয়া যখন শিশুলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ মিশ্র গৃহে আসিয়া অতিথি হন। তিনি ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাই করুণাময় শ্রীগৌহরি তাঁহার নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া তাঁহাকে অষ্টভুজ রূপ প্রদর্শন করেন। যথা,—

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—অষ্টভুজ রূপ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৫।১২৭-১২৮)

(২) এক সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিলে শ্রীসরস্বতীদেবী কৃপাপূর্ব্বক নিজভক্ত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভগবত্তার কথা অর্থাৎ তিনি যে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ, তাহা স্বপ্নে জ্ঞাপন করেন। যথা,—

সরস্বতী বোলেন,—শুনহ, বিপ্রবর!
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥
যাঁর ঠাঞি হইল তোমার পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়॥
(ঐ আঃ ১৩।১২৭, ১২৯)

(৩) অধ্যাপনার্থ শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন পূর্ব্ববঙ্গে শুভ-বিজয় করিয়াছিলেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসী শ্রীতপনমিশ্রও স্বপ্নে দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নরনারায়ণ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পান। দৈবাদেশ, যথা,—

শুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির॥
নিমাইপণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তেঁহো কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তেঁহো—নরনারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগৎকারণ॥
বেদগোপ্য এ-সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১২১-১২৪)

(৪) নারদাবতার শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করেন। যথা,—

জ্বলন্ত অনল দেখে শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধি ভঙ্গ, চাহে চারি ভিত॥
দেখে বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।২৫৯-২৬০)

(৫) শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। যথা, —

চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইল নিতাই বিহ্বল॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২-১৩)

(৬) যশোদাভিন্ন শ্রীশচীদেবীও এক সময় গৌর-নিত্যানন্দকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন। যথা—

আরবার আসি' আই দুই জনে দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে॥
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুজ দুই দিগম্বর॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।৬৩-৬৪)

(৭) গৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণ ভাগ্যানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে দর্শন করেন। যথা—

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ।
ভাগ্য অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥ (ঐ মঃ ৮।৮৭)

(৮) দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীশ্রীধর ঠাকুর ও হনুমানের অবতার শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভুকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যথাক্রমে শ্যামবংশীধারী ও রঘুনাথ-রূপ দর্শন করাইয়া-ছিলেন। যথা, —

প্রভুবলে—শ্রীধর দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দান আজি করি' দেঙ তোর॥
মাথাতুলি' চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতে মোহন বংশী, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥

(ঐ মঃ ৯।১৮৯-১৯১)

মুরারিরে আজ্ঞা হৈল,—মোর রূপ দেখ।
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৭-৮)

(৯) মুরারি গুপ্ত প্রভুর গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গদেব একদিন বরাহ মূর্ত্তিতেও প্রকটিত হইয়াছিলেন। যথা—

বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর॥
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ—প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে—"মোর স্তুতি করহ মুরারি॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।২২-২৪)

(১০) জগাই-মাধাইর মধ্যে জগাইও মহাপ্রভুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। যথা—

প্রভুবলে,—জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৯৫-১৯৬)

(১১) অন্তরঙ্গ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শ্যাম-গোপরূপ দর্শন করত বিস্মিত হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন—

পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন।
নানা-ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৬৮-২৭০)

(১২) শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরীতে রাজগুরু শ্রীকাশী মিশ্রকেও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। যথা—

কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি' তারে আলিঙ্গন কৈল॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।৩২-৩৩)

(১৩) বৃহস্পতির অবতার জগদ্‌বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও শ্রীগৌরাঙ্গদেব ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে এবং পরে শ্যাম-বংশীধারী-রূপে দর্শন দিয়াছিলেন—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥
নিজরূপ তাঁরে প্রভু করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন॥
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম-বংশী-মুখ স্বকীয় স্বরূপ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২০১-২০৩)

(১৪) অদ্বৈত তনয় ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে চৌদ্দভুবনের গুরু বলিয়া তাঁহার কেহ গুরু হইতে পারেন না এরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

চৈতন্য গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি॥
জগদ্ গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ॥
চৌদ্দভুবনের গুরু—চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৪-১৭)

এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন—

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৩-৮৫)

মহাভাগ্যবান্ সজ্জনগণই ভগবৎ-কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সাক্ষাৎ ভগবত্তার কথা অনুভব করিয়া তচ্চরণাশ্রয়ে ধন্য হন। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভের বাস্তবিক অন্যকোন রাস্তা নাই। ইহা কথার কথা নহে। ইহা একমাত্র বাস্তব সত্যকথা। যদি কাহারও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা-লাভের সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এ কথার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভাষায় সকলের নিকট প্রার্থনা—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥

(চৈতন্য-চন্দ্রামৃত ৯০)

পাঞ্জাবে শ্রীল আচার্য্যদেব

হোসিয়ারপুর ঃ—হোসিয়ারপুরবাসী নাগরিকগণের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীবামবিনোদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসজী গত ২৯ বৈশাখ, ১৩ মে শুক্রবার জলন্ধর হইতে প্রাতে শুভযাত্রা করিয়া পূর্ব্বাহ্নে হোসিয়ার-পুরে শুভপদার্পণ করেন। স্থানীয় শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে তাঁহাদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা হয়। আশ্রমটী অতীব মনোরম এবং তৎপার্শ্বস্থিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও সুন্দর। উক্ত আশ্রমের বৃহৎ সংকীর্ত্তন ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ১৫ মে রবিবার প্রাতে উক্ত আশ্রম হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। জলন্ধর হইতে বহু ভক্ত আসিয়া উক্ত শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেম-বিভাবিত নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শনই সকলের প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল। ১৭ মে মঙ্গলবার অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার শেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের

দর্শন, তাঁহার শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত উপদেশবাণী শ্রবণ এবং বিদায়কালে ভক্ত্যর্ঘ নিবেদনের জন্য আশ্রমে অগণিত নরনারীর ভীড় হয়।

যাঁহারা প্রধানভাবে প্রচারে আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে সেবক শ্রীকৃষ্ণগোপালজী, শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের ট্রাষ্টি ও সেক্রেটারী এড্‌ভোকেট্‌ শ্রীবাজারামজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লুধিয়ানা ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত লুধিয়ানার বিশিষ্ট গৃহস্থ-ভক্তদ্বয় শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর ও শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎপার্ষদগণকে হোসিয়ারপুর হইতে লুধিয়ানায় আনয়নের জন্য হোসিয়ারপুরে দুইটী মোটর যান লইয়া ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ মে মঙ্গলবার বৈকালে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মোটরযানে সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্যদেব তথা হইতে প্রায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকায় লুধিয়ানায় নির্দ্দিষ্ট নিবাস স্থান শ্রীএলাইচীগির মন্দিরে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। তথায় সমুপস্থিত সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেব বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীমৎভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী জলন্ধর হইতে এক দিবস পূর্ব্বে ১৬ মে লুধিয়ানায় আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের পার্টিতে যোগদান করেন। এলাইচীগির মন্দিরে বাসস্থানের সুন্দর সুব্যবস্থা হয়। উক্ত মন্দিরের সংকীর্ত্তন ভবনে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। প্রায় পাঁচ সহস্র ছাত্রের শিক্ষার স্থান স্থানীয় শ্রীসনাতনধর্ম্ম-প্রচারক হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সভাপতি, সেক্রেটারী ও প্রধান শিক্ষকের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত স্কুলের সুবৃহৎ হলে ২২শে মে রবিবার অপরাহ্ণকালে "শান্তি লাভের উপায়" সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে একটী সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমৎভক্তিবল্লভ তীর্থও কিছু কথা বলেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সহরের সিভিল-লাইনস্থিত শ্রীদণ্ডী স্বামীজীর আশ্রমে আহূত হইয়া প্রায় তিন সহস্র নরনারীর এক বৃহৎ সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু-সঙ্গের মহিমা ও সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে বহু কথা বলেন। উক্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। খোলা ময়দানে শ্রীহরিকথা শ্রবণের জন্য বর্ত্তমান কলিযুগেও সহস্র সহস্র নরনারীকে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এবং হরিকথা শ্রবণেচ্ছু ভক্তগণকে ব্যজনাদির-দ্বারা সেবা করিবার জন্য শ্রোতাগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরম সন্তোষ প্রকাশ এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন—"এইরূপ পরস্পর পরস্পরের দুঃখ বিমোচনের ও পরস্পরকে সুখ দিবার জন্য যদি পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় তাহা হইলে ইহাপেক্ষা উল্লাসের বিষয় আর কি হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির যখন ঐরূপ মনোবৃত্তি হইবে তখনই সমাজে প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসা সম্ভব।" এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন স্থানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা উপদেশ করেন।

২২ শে মে রবিবার প্রাতে শ্রীএলাইচীগির মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীমঠের প্রচারকার্য্য ও বিবিধ সেবাকার্য্যে শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর ভক্তিবিলাস মহোদয়ের হার্দ্দী সেবা প্রচেষ্টা মুখ্যরূপে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ, শ্রীগান্ধীজী, শ্রীমনোহর লাল কাপুর, শ্রীসৎপ্রকাশজী, শ্রীদেবকীনন্দন শর্ম্মা প্রভৃতির সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

চণ্ডীগড় ঃ— পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসামসেরজী বাহাদুর, শিখ সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীলছমন্‌সিং সন্তজী ও চণ্ডীগড়স্থ শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম মন্দিরের সভাপতি ও সভ্যগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সপার্ষদে লুধিয়ানা হইতে রওনা হইয়া মোটরকারযোগে ১১ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে বুধবার সন্ধ্যায় সর্ব্বপ্রথম পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিচারপতি শ্রীসামসের বাহাদুরজীর শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার বাসভবনে রাখিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও জনসাধারণের দর্শন সৌকর্য্যার্থে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সভ্যগণের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সগোষ্ঠী উক্ত মন্দিরের অতিথি-

শালায় অবস্থান করেন। বহু কোটী টাকা ব্যয়ে চণ্ডীগড় সহরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গৃহাদি প্ল্যান অনুসারে নির্ম্মিত, ভ্রমণের জন্য কৃত্রিম বিরাট সরোবর, বিশাল সেক্রেটারিয়েট্, দুই বর্গ মাইল স্থান ব্যাপীয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত স্থানটী দেখিতে বেশ সুন্দর।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতে ২৩নং সেক্টরস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সংকীর্ত্তনভবনে ও রাত্রিতে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ মণ্ডপযুক্ত খোলা চত্বরে 'ভগবৎ-প্রেমলাভের ক্রম', 'শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সেবার মাহাত্ম্য', 'কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের মধ্যে ভক্তির সর্ব্বোত্তমতা' ইত্যাদি পরমার্থলিপ্সুগণের জ্ঞাতব্য বহু গূঢ় বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্র-যুক্তিমূলে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ প্রাতে কএক শত এবং রাত্রির অধিবেশনে বহু শত শিক্ষিত নরনারী ধর্ম্মসভায় উপস্থিত থাকিতেন। পারমার্থিক গূঢ় তত্ত্ব সমূহের সরল ও রসদ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উল্লাস-ভরে বলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, এমন কি শিখ গুরু শ্রীসন্তজী যিনি প্রায় প্রত্যহ দুইবেলা শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণের জন্য আসিতেন, তিনিও একদিন সভাতেই শ্রীল আচার্য্য-দেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উক্ত প্রকার মনোভাব ব্যক্ত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ প্রায় প্রত্যহ ও শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন এক দিবস ভাষণ দেন।

শ্রীসন্তজীর বিশেষ আগ্রহক্রমে এক দিবস তাঁহার আশ্রমে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব শুভবিজয় করিলে শ্রীসন্তজী গুরুগ্রন্থসাহেব ও শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্যার্চ্চার সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবেরও পূজা এবং আরতি করেন। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত পরিবেশন সমাপ্ত হইলে তিনি আচার্য্যদেবের সেবার জন্য বহুবিধ দ্রব্য ও প্রণামী দেন। স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত এবং পাঞ্জাবের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি হইয়াও শ্রীসন্তজীর অমানী-মানদ ধর্ম্ম, বিনয়-নম্র ব্যবহার, হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ, সাধুসেবায় শ্রদ্ধা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে নিষ্ঠা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

২৯ শে মে রবিবার শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের কএকটী সেক্টরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদ্‌পার্ষদগণের মৃদঙ্গ কাঁসর ও করতালাদি ধ্বনিসহযোগে গৌরবিহিত অপূর্ব্ব নৃত্য-কীর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া তত্রস্থ নরনারীগণ চমৎকৃত হন। শিখগুরু শ্রীসন্তজী পথিমধ্যে ভাবভরে স্বয়ং দুই বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক "গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল" উচ্চ সংকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে থাকিলে গৌরভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আহূত হইয়া পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীসেবা সিংজী, শ্রীলাজপত রায় মাগো, শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সভাপতি শ্রীদ্বারকাদাস থাপর, সহসভাপতি শ্রীরোশন-লাল সুঠ, দেওয়ান শ্রীশান্তিস্বরূপজী, শ্রীচুণীলাল বাসুদেব প্রভৃতি সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাস ভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা উপদেশ করেন।

বিচারপতি শ্রীসামসের বাহাদুরজী ও তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণীর বিশেষ আগ্রহক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের বাটীতেও একদিবস শুভপদার্পণ করতঃ তথায় সমুপস্থিত অন্যান্য বিচারপতিগণের সহিত হরিকথা আলোচনা করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকার্য্যে মুখ্যভাবে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে শিখগুরু শ্রীলছমন্ সিং সন্তজী, মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীসেবাসিংজী, বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান্ ধনাঢ্যব্যক্তি শ্রীলাজপত রায় মাগো, শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম মন্দিরের সভাপতি শ্রীথপর, সহসভাপতি শ্রীরোশন-লালজী এবং সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণদত্তের সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগর মঠে বার্ষিক উৎসব

পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে গত ৩ আষাঢ়, ১৮ জুন শনিবার হইতে ৫ আষাঢ়, ২০ জুন সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। তৃতীয় দিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে নদীয়ার জেলা জজ শ্রীজগদীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় সভাপতির অভিভাষণে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ব্যতীত কলিহত জীবের মঙ্গললাভের দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নাই' ইহা দৃঢ়তার সহিত বলেন।

১৯ জুন রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক শুভ প্রাকট্য তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়।

২০ জুন সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথি-বাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। রথাকর্ষণে সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের শ্রীগৌরদাস বনচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করে। শ্রীরথনির্ম্মাণসেবায় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসাধিকারী ও শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠরক্ষক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীমধুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূপেন্দ্র নাথ চিত্র, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক ও রাণাঘাটের শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারীর সেবাপ্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ঃ— শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিসিক্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ বিগত ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই বুধবার দিবা ১০ ঘটিকায় বৃদ্ধ বয়সে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। ইনি শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ কায়মনোবাক্যে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবায় ব্রতী হন। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় ইঁহার নিরলস প্রচেষ্টা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং সর্ব্বত্র বিপুলভাবে শ্রীগৌরবাণী প্রচারের জন্য ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ প্রদান করেন। ইঁহার প্রচার ফলে বহু ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রয়াণে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীপাদ ভক্তিতিলক ত্রিবিক্রম মহারাজ (শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী) ঃ— শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী বিগত ১৮ আষাঢ়, ৩ জুলাই রবিবার বেলা ২টা ১০মিঃ এ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষাশ্রয়ের পর ইনি শ্রীমৎ ভক্তিতিলক ত্রিবিক্রম মহারাজ নামে পরিচিত হন। ইনি সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিলেন এবং মঠের আনুকূল্য সংগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ সেবা অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্পাদন করিয়াছেন। ইনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত এবং তদাশ্রিত শিষ্যগণের প্রতি বিশেষ স্নেহশীল ছিলেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে সানন্দে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সহিত পদব্রজে চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন। ইঁহার নির্য্যাণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তমাত্রই বিরহ ব্যথা অনুভব করিতেছেন।

শ্রীমতী ঊষা চক্রবর্ত্তী ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিতা শিষ্যা শ্রীমতী ঊষা চক্রবর্ত্তী বিগত ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই শুক্রবার তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসগৃহে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ও ইঁহার পতি শ্রীরণজিৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উভয়ে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শ্রীচরণাশ্রয়-পূর্ব্বক সদাচারনিষ্ঠ হইয়া শ্রীগৌরভজনে ব্রতী হন। ইঁহার আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল থাকা সত্ত্বেও শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীনবদ্বীপধাম ও অন্যান্য তীর্থাদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে বৈষ্ণবসঙ্গে বহুবার পরিক্রমা করিয়াছেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা বৈষ্ণব স্মৃতি বিধানানুসারে মাতার পারলৌকিক কৃত্য শ্রীমঠে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ ইঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে অত্যন্ত ব্যথিত।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের কৃপাভিসিক্ত আসাম প্রদেশস্থ পাণ্ডু নিবাসী নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিগত ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন শুক্রবার পাণ্ডুতে নিজালয়ে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করেন। তাঁহার বিরহে মঠের ভক্তবৃন্দ সকলেই ব্যথিত।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

৯ শ্রীধর, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ

২৬ আষাঢ়, ১৩৭৩ ; ১১ জুলাই, ১৯৬৬।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** আবির্ভাব প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৬ শ্রীধর, ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট শুক্রবার হইতে ৩০ হৃষীকেশ, ১২ আশ্বিন, ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অত্র শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি মাসাধিকব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু-সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে ২৫ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে পাঁচটী **বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে।**

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি-উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, যান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮০ বঙ্গাব্দ—১৩৭২-৭৩

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীব্যাসাদ্যাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুণ, ৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা ২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পো: শ্রীমায়াপুর, জি: নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

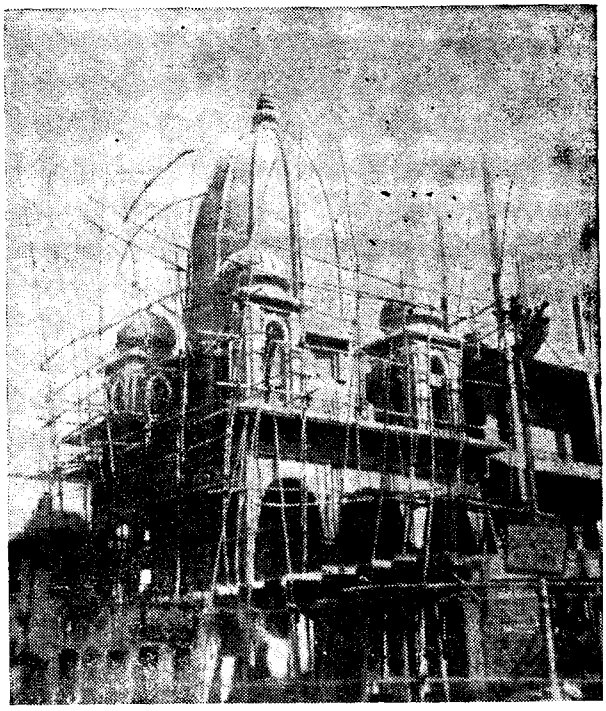

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৭৩

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এস্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭৩। ২ হৃষীকেশ, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬। | ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের কএকদিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩ শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) কলিকাতাস্থিত বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রাতঃ-কালে সমবেত ভক্তগণের নিকট নিম্নলিখিত উপদেশাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন —

"আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি, অকৈতব সত্যকথা বল্‌তে বাধ্য হ'য়েছি ব'লে, নিষ্কপটে হরিভজন কর্‌তে ব'লেছি ব'লে অনেক লোক হয়ত' আমাকে শত্রুও মনে ক'রেছেন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছে'ড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হ'বার জন্যই আমি অনেক লোককে নানা-প্রকার উদ্বেগ দিয়েছি। একথা তাঁ'রা কোনও না কোনও দিন বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চল্‌বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ কর্‌ছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্‌বেন।

আমাদের এই জরদ্গব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর্‌ছি। আমরা কোনপ্রকার কর্ম্ম-বীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তি-বিনোদ-মনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি র'য়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি॥

সংসারে থাকা-কালে নানা-প্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর

কর্‌বার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ কর্‌ব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকা-কালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যত রকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট কর্‌বে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণ-সেবারসের কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই Startling ও perplexing, যে আগন্তুক ব্যাপার-সমূহ আমাদের নিত্য প্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান কর্‌ছে, তাহা eliminate কর্‌বার জন্য মনুষ্যনামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক Struggle কর্‌ছে। দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগ-গণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।

অসৎ-সঙ্গ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই, সর্ব্বকার্য্যে ও সর্ব্বস্থলে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবজনের আচরণ। একস্থানে বসিলে বা একনৌকায় নদীপার হইলে সঙ্গ হয় না। উভয়ের প্রীতি ও আসক্তির সহিত কোন কর্ম্ম কৃত হইলে তাহাকেই সঙ্গ বলে। অসতের সঙ্গে প্রীতিসহকারে অসদ্-বিষয়ের আলোচনা করাই অসৎসঙ্গ। অসৎ দুই প্রকার,—স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত। স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছলধর্ম্মিগণ ও বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণ স্থল। মূল কথা, যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।

কতকগুলি লোক শুষ্ক-জ্ঞান ও শুষ্ক-বৈরাগ্য বলে যোষিৎসঙ্গ হইতে দূরে থাকে; কিন্তু তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করে না। তাহারাই দ্বিতীয়-শ্রেণীর অসৎ—কৃষ্ণ অভক্ত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, দেবান্তর-উপাসক মায়াবাদী, নাস্তিক ইত্যাকার নানা-প্রকারে কৃষ্ণাভক্তগণ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ যত্ন সহকারে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-বুদ্ধি ভক্তজনের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন; যদিও উপরি উক্ত কৃষ্ণাভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ অল্প পরিমাণে ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেষ্ট

তথাপি যতদিন তাহারা প্রাকৃতগুণ-বন্ধনমুক্ত না হয়, ততদিন তাহাদের কৃষ্ণেতর ভজনে স্বাভাবিকী নিষ্ঠাই বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদিগের প্রাকৃতচিত্তে প্রাকৃতক্ষোভ সর্ব্বদাই ক্রিয়া করে। প্রাকৃত-বিষয়সমূহ অসৎ বলিয়া ভক্তের পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণাভক্তগণ অপ্রাকৃত অধিকার লাভ করিলেই কৃষ্ণ ভক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু যতদিন তাহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি থাকে, ততদিন ভক্তগণ অসজ্জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ করিতে পরাঙ্মুখ হন।

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত এই দুই প্রকার অসতের মধ্যে আবার দুইটী শ্রেণী লক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর অসৎ—অজ্ঞ বা বালিশ, দ্বিতীয় শ্রেণী—অপরাধী বা দ্বেষী। যে-সমস্ত লোক শঠতা না থাকিলেও অজ্ঞতা বশতঃ স্ত্রীসঙ্গ প্রিয় বা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবোপাসনা-তৎপর, তাহারা অজ্ঞ বা বালিশ, সুতরাং ভক্তজনের কৃপা পাত্র। ভক্তগণ যদি সত্যসত্যই তাহাদিগকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন। তাহাদিগকে কৃপা করিতে হইলে যতটুকু সঙ্গ তাহাদের সহিত আবশ্যক, ভক্তগণ তাহা করিয়া থাকেন। তাহাতে অসৎসঙ্গ দোষ হয় না। বিশেষতঃ, উভয়ের প্রীতির সহিত কোন বিষয়ের আলাপ-ব্যবহারই সঙ্গ। অজ্ঞ শ্রেণীর অসজ্জন যদি ভক্তের ভক্তি কথায় প্রীতি প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে ভক্ত অসজ্জ্ঞানে তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন; কিন্তু ভক্তের কথায় প্রীতি করিলে তিনি আর অসৎ শ্রেণীভুক্ত থাকেন না; সৎ হইয়া পড়েন এবং অতি শীঘ্রই ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন; সুতরাং ভক্তজন তাদৃশজনের সঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। পক্ষান্তরে, যাহারা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছার-দ্বারা চালিত হইয়া শঠতা আশ্রয় করত ধর্ম্মধ্বজী যোষিৎ সঙ্গী হয়, কিংবা মায়াবাদাদি দুষ্টমত আশ্রয় করে, তাহারা অপরাধী বা দ্বেষী। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন, কোন মতে তাহাদিগের সঙ্গ করিবেন না। তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলে তাহাদের সঙ্গ করিয়া অনেকে অবশেষে অধঃপতিত হন। তাহাদের হৃদয়স্থ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভাবগুলি এরূপ প্রবল যে, তাহাদের সঙ্গ করিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবেরও প্রেমাভাব হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র ইহা শ্রীমুখে (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১৬, ১৯) বলিয়াছেন —

প্রভুবলে,—"হৈল আজি পাষণ্ডি সম্ভাষ।

*　　*　　*　　*

এই বা কারণে নহে প্রেম পরকাশ॥"

সংসর্গ ফলেই মনুষ্য সৎ বা অসৎ হইয়া পড়ে। "সংসর্গজা হি গুণদোষা ভবন্তি সর্ব্বে"—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। সৎসঙ্গের অনন্ত মাহাত্ম্য শাস্ত্রে যেরূপ পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে, অসৎসঙ্গেরও অপার দোষরাশি শাস্ত্রে সেইরূপ বর্ণিত আছে। যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত তত্ত্বে শুদ্ধারতির উদয় না হয়, ততদিন বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না, অবসর পাইলেই ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়। বিশেষতঃ, যোষিৎ হইতে পুরুষের অনেক অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৫) কথিত হইয়াছে,—

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।

যোষিৎ সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ॥"

যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গফলে জীবের যেরূপ মোহবন্ধ উপস্থিত হয়, অন্য বিষয়-প্রসঙ্গে সেরূপ কুফল হয় না। মনুষ্যের সত্য, শৌচ, দয়া, ধর্ম্ম, শম, দম প্রভৃতি সমুদয় সদ্‌গুণ যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব কোনও সুবুদ্ধি ব্যক্তি এতাদৃশ যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগের সঙ্গ করিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।

শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।

সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎ-সম্বন্ধ ব্যতীত ক্ষণমাত্রও যাপন করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গে অসদ্ বিষয়েরই আলোচনা হয়। তাহাতে ভক্ত হৃদয়ে অতীব দুঃখ হইয়া থাকে। সেইজন্য বলিয়াছেন,—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ॥
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্ ॥
(কাত্যায়ন-সংহিতা-বচন)

জ্বলন্ত-অনলজ্বালা বরং সহ্য হয়, পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়া বরং ভাল, তথাপি অভক্তজনের সহিত সহবাস বা সম্ভাষণ ভক্তের সহ্য হয় না।

যতদিন ভজনে অনর্থ নিবৃত্তি না হয়, ততদিন ভজন প্রয়াসী ভক্তজন যত্ন সহকারে সর্ব্বদোষাকর অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে আর অসৎসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকে না; তবুও দুই একদিন ঘটনা হইয়া পড়ে, তাহাতে নানা ক্লেশ উদয় করায়। ভক্ত এ বিষয়ে অতিশয় সাবধান হইবেন; যেহেতু অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবের আচরণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-নামৈক-শরণতাই বৈষ্ণবের লক্ষণ। আমরা যেন প্রভুর কৃপায় অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণৈক-শরণ হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি এই,—

এত সব (অসৎসঙ্গ) ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯০)

কে ভক্তির অধিকারী ?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

শ্রদ্ধাবান্ জীবই ভক্তির অধিকারী। ভক্তিযোগে (হরি)-"কথা-শ্রদ্ধালুরেব অধিকারী"। জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধি কার্য্যসৌ ॥ (১।২।৯)

মহাভাগ্যবশতঃ যাঁহার ভগবৎ-সেবায় শ্রদ্ধা হইয়াছে, বিষয়ে অত্যধিক আসক্তিও নাই এবং বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও আসে নাই, সেই ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী।

এখন প্রশ্ন,—শ্রদ্ধা বস্তুটী কি ?

মহাজনগণ বলিয়াছেন—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২০।৯ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলেন—শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে,—'শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলেই জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই।' স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্তো সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তরয় সংসার ॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—**'কনিষ্ঠ' জন।**
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত **হইবে উত্তম** ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪-৬৭)

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধাভেদে ভক্তি-অধিকারী ত্রিবিধ। শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধ ব্যক্তিই উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে নিপুণ নন অথচ সাধু-গুরু-কৃপায় ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন তিনি মধ্যমাধিকারী। আর কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিই কনিষ্ঠাধিকারী।

গৌরপার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও ভক্ত্যধিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়-শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স **ভক্তাবুত্তমো** মতঃ ॥
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু **মধ্যমঃ**।
যো ভবেৎ কোমল-শ্রদ্ধঃ স **কনিষ্ঠো** নিগদ্যতে ॥

উপরি উক্ত শ্লোক-টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—সর্ব্বথেতি তত্ত্ব-বিচারেণ সাধন-বিচারেণ পুরুষার্থ-বিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। যুক্তিশাস্ত্রাত্মগতৈব জ্ঞেয়া 'যুক্তিশ্চ কেবলা নৈব' ইত্যুক্তে স্বাতন্ত্র্যনিষেধাৎ॥ অনিপুণো বলবদ্‌বাধে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থঃ, তথাপি শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্ট ভগবত্তত্ত্বাদৌ মনসি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥ কোমলশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ ভেত্তুং শক্যঃ, ন তু সর্ব্বথা ভিন্নঃ,—তথাত্বে ভক্তত্বানুপপত্তেঃ। বহির্ম্মুখকৃত বলবদ্ বাধে সতি ক্ষণমাত্রং চিত্তস্য দোলায়মানত্বমেব কোমলত্বং। পশ্চাৎ স্বকৃত-বিবেকেন গুরূপদিষ্টার্থমেব নিশ্চিনোতি॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে সুপটু এবং তত্ত্ববিষয়ে, সাধন-বিষয়ে ও পুরুষার্থ-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়নিশ্চয়, সেই দৃঢ়-শ্রদ্ধ ব্যক্তিই **উত্তম অধিকারী**। যুক্তি-শব্দে শাস্ত্রানুগত যুক্তিই গ্রহণীয়। শুষ্ক যুক্তি-তর্ক গ্রহণীয় নহে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তিতে অনিপুণ অর্থাৎ প্রবল পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা সমাধান করিতে অসমর্থ, অথচ গুরূপদিষ্ট সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, সেই ব্যক্তিই **মধ্যমাধিকারী**।

ভক্তির বিরুদ্ধে কেহ প্রবল যুক্তি-তর্ক উঠাইলে যাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কোমল-শ্রদ্ধ। মধ্যমাধিকারীর ন্যায় তাহার দৃঢ়তা নাই। তর্কাদি দ্বারা তাহার শ্রদ্ধা শিথিল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রদ্ধা নষ্ট হয় না। যদি শ্রদ্ধা নষ্ট হইত, তাহা হইলে সে ভক্তি অধিকারীর মধ্যে গণ্য হইতে পারিত না। বহির্ম্মুখ লোকের কু-যুক্তি শুনিয়া যাহার চিত্তে সাময়িকভাবে চাঞ্চল্য বা সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং পরে নিজ বিবেকদ্বারা গুরূপদিষ্ট সিদ্ধান্তকেই সার বলিয়া ধরিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোমল-শ্রদ্ধ। কোমলশ্রদ্ধই **কনিষ্ঠাধিকারী**।

এখন প্রশ্ন,—শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ?

তদুত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণীতে 'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন—**শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে।** কিন্তু অনন্য ভক্ত্যধিকারীর কর্ম্মাধিকার নিবারক বিশেষণ মাত্র। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮ শ্লোকের টীকায়) এই কথাই বলিয়াছেন,—**শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং। কিন্তু** কর্ম্মণ্যর্থি-সমর্থবিদ্বত্তাবদনন্যতাখ্যাতায়াং ভক্তৌ অধিকারিবিশেষণমেব। শ্রদ্ধাং বিনা অনন্যাখ্যা ভক্তির্নপ্রবর্ত্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ-প্রবর্ত্তিতা চ নশ্যতি।

শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে অর্থশালীত্ব, সামর্থ্য ও পাণ্ডিত্য যেরূপ কেবলমাত্র কর্ম্মে **অধিকারী** পুরুষের বিশেষণ স্বরূপ, পরন্তু কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ নহে, সেইরূপ এস্থলেও শ্রদ্ধা অনন্য ভক্তিতে অধিকারীর বিশেষণ মাত্র।

সংশয় দূরীকরণার্থে ইহাও এস্থলে কথিত হইতেছে যে, যখন ভক্তির অধিকার-হেতুরূপ **শ্রদ্ধাই ভক্তির অঙ্গ** হইল না, তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদিও শ্রদ্ধা-জননের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া কোন কোন স্থলে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। শ্রীরূপ প্রভুর বাক্য, যথা—

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তি-প্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২)

স্থলবিশেষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রথমে ঈষৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশের উপযোগিতা প্রদান করে, তথাপি তাহাদের ভক্ত্যঙ্গত্ব কখনই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ না হইলেও শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তি লাভ করিবার কোন উপায়ও নাই।

এখন আলোচ্য,—শ্রদ্ধা কিরূপে হয়?

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ ভাঃ ১১।২০।৯ ও ভাঃ ৭।৭।১৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—শ্রদ্ধা আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা। মহদনুগ্রহাৎ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাতো ভক্তিঃ, ভক্তেঃ প্রেম। ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ-ফলে শাস্ত্রে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুসঙ্গে পরম-মঙ্গলকর শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎ-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা, (শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত) রতি ও ভক্তি (প্রেমভক্তি) ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ভক্ত্যধিকারী। সেই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ বা সাধু-কৃপায় লাভ হয়। সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা আবার অহৈতুকভাবে আকস্মিকই হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ ভাঃ ৪।২৮।২৯ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—সা চ ভক্তি-র্যাদৃচ্ছিকী যাদৃচ্ছিক সাধুসঙ্গাৎ যাদৃচ্ছিকৈব সাধুকৃপয়া ভবতি।

সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও ভক্তিতে অধিকার আসে না। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম কথা। তাই ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং সাধুসঙ্গ-দ্বারা শ্রদ্ধা হইবা মাত্র সজ্জনগণ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ভাঃ ১।২।১৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—যাদৃচ্ছিকমহৎ-কৃপাজনিতয়া মহতাং সেবয়া শ্রদ্দধানস্য জাতশ্রদ্ধস্য পুংসঃ পুণ্যতীর্থং সদ্‌গুরুস্তস্য নিষেবণং চরণাশ্রয়ণং স্যাৎ। ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন—
—"গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত ভগবান্‌কে সুখে পাওয়া যায় না। অতএব ভাগ্যক্রমে জন্মান্তরে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ঘটিলেই তাহাদের ভক্তিফলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। অন্য উপায়ে ভগবৎ-প্রাপ্তি অসম্ভব। অজামিলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন, 'আমার গুরুকরণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি? শ্রীনাম-কীর্ত্তনদ্বারাই আমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে।' তাহা হইলে তিনি গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণময় মহাপরাধ হেতু ভগবান্‌কে কোন দিনই লাভ করিতে পারেন না। পরন্তু সেই জন্মে কিংবা পর জন্মে সেই অপরাধ ক্ষয়ের পর সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।" জগদ্‌গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

একদিন শ্রীউদ্ধব কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অধিকারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥
(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

সংসার-বিরক্ত ত্যাগীগণ জ্ঞানযোগে অধিকারী। অত্যধিক বিষয়াসক্ত,—দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যাসক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মযোগে অধিকারী। ভোগিগণ কর্ম্মাধিকারী এবং ত্যাগীগণ জ্ঞানাধিকারী। ত্যাগীগণ দেহ-গেহ-কুটুম্বা-দিতে অনাসক্ত বা বিরক্ত। কিন্তু ভক্ত ভোগীও নন, ত্যাগীও নন। যাঁহার সাধুসঙ্গ ফলে ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং সংসারে অত্যাসক্তি বা অত্যধিক বিরক্তি নাই, তিনিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

সংসারে যাহার সম্পূর্ণ বিরক্তি আসিয়াছে, তাহার জ্ঞানে অধিকার। বিষয়ে যাহার অত্যাসক্তি আছে, তাহার কর্ম্মে অধিকার। আর অত্যাসক্তি রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার। অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা—ভগবদ্-বিস্মৃতি বা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাই অত্যাসক্তির কারণ। নিষ্কাম কর্ম্মহেতু অন্তঃকরণ শুদ্ধিই নির্ব্বেদ বা বিরক্তির মূল। আর যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গই অত্যাসক্তি রাহিত্যের হেতু। 'যদৃচ্ছয়া' অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—'অযত্নতোঽকস্মাৎ প্রাপ্তং বা অযত্নাদুপস্থিতম্'। অর্থাৎ বিনা যত্নে অনায়াসে অকস্মাৎ প্রাপ্ত সাধুসঙ্গ ফলেই হরিকথায় জীবের শ্রদ্ধা হয়। 'জাতশ্রদ্ধ' অর্থে হরিকথা হি কেবলং পরমং শ্রেয় ইতি জাতবিশ্বাসঃ। অর্থাৎ হরি-কথাই একমাত্র মঙ্গললাভের উপায় এইরূপ বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, সেই হরিকথা-শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

উপরি উক্ত 'নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—ভক্তিযোগে

হরিকথাশ্রদ্ধালুরেব অধিকারী। অত্র তু ভিন্নোপক্রম ইত্যস্য জ্ঞানিভ্যঃ কর্ম্মিভ্যশ্চ বৈশিষ্ট্যং একবচনেন বিরল-প্রচারত্বঞ্চ ধ্বনিতং। নির্ব্বিণ্ণস্যে জ্ঞানেঽধিকারঃ। নির্ব্বেদস্য কারণং নিষ্কাম-কর্ম্মহেতুকান্তঃকরণ শুদ্ধিরেব॥ অত্যাসক্তেঃ কারণমনাদ্যবিদ্যৈব। অত্যাসক্তি রাহিত্যস্য কারণম্ যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ এব। কিঞ্চৈতদুৎকৃষ্টাধিকারিণ এব লক্ষণং কিন্তু "কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বানমুকুন্দচরণাম্বুজং। ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুঃ" ইত্যুক্তের্যাদৃচ্ছিক ভক্তসঙ্গে সতীন্দ্রিয়বানেব ভক্তাবধিকারী জ্ঞেয়ঃ।

উপরে যে ভক্তি অধিকারীর লক্ষণ প্রদর্শিত হইল, তাহা উৎকৃষ্ট অধিকারীর লক্ষণ। ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় লাভ হইলে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মাত্রেই ভক্তিতে অধিকারী হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে কেহ কনিষ্ঠাধিকারী, কেহ বা মধ্যমাধিকারী। ইঁহারাও সাধু-গুরুকৃপা ও সঙ্গের দ্বারা উৎকৃষ্ট অধিকারী হন। **এখন প্রশ্ন,**—অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব স্বভাবতঃ বিষয়ে অত্যাসক্ত। অতএব তাহার কর্ম্মাধিকারও স্বাভাবিক। তাহা হইলে **জীবকে কতদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে?**

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

যতদিন পর্য্যন্ত সংসারে নির্ব্বেদ বা বিরক্তি না আসে অথবা ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ-ফলে ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হইবে। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে **চিত্তশুদ্ধি হইলে সংসারে বা বিষয়ে বিরক্তি আসিবেই।** তখন কর্ম্মস্পৃহা থাকিবে না। আকস্মিক মহৎকৃপা-হেতু ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইলে জীবের ভক্তিতে অধিকার হইল। শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্ম্ম করিতে হইবে না। "ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদি-দ্বারাই আমার জীবন সার্থক হইবে, আমি নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিব। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-দ্বারা আমার নিত্যমঙ্গল হইতেই পারে না"—এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। দৃঢ়শ্রদ্ধ শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইলেই এইরূপ শ্রদ্ধা লাভ হয়। তখন সংসারস্পৃহা বা কর্ম্মে অধিকার থাকে না।

আর একটী প্রশ্ন—সাধুর সঙ্গ ও কৃপায় যাঁহারা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিয়া অর্থাৎ শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাথমিক স্বভাব বা অবস্থা কিরূপ হয়?

তদুত্তরে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে বলিলেন—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ ভগবৎ-প্রেরিত সাধুর সঙ্গফলে যাঁহার ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই চিরশান্তি লাভের একমাত্র উপায়, ইহা যিনি নিজে অনুভব করিয়া সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন করিতেছেন, তাঁহার আর বিষয়ে অত্যাসক্তি নাই; আবার বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও আসে নাই। সংসারে কিছু কিছু আসক্তি আছে কিন্তু সংসার তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, দুঃখকর মনে হইতেছে; অথচ দুর্ব্বলতাবশতঃ সংসার ছাড়িবারও সামর্থ্য নাই। কর্ম্ম উদ্বেগজনক বলিয়া কর্ম্মের প্রতি তাঁহার নির্ব্বেদ আসিয়াছে। এজন্য আর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু কর্ম্ম-ফলের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্তি আসে নাই। "কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্ণঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ, ন তু তৎফলেষু বিরক্তঃ" (শ্রীধরস্বামীপাদ)। এতাদৃশ প্রাথমিক ভক্তসাধক স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গকে দুঃখকর জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই অবস্থা হইতেই দৃঢ়তার সহিত শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি ভজন করিতেছেন। "আমার সংসারাসক্তি নষ্ট হউক

বা বর্দ্ধিত হউক, নির্ব্বিঘ্নে ভজন করিবার সৌভাগ্য হউক অথবা ভজনে কোটি কোটি বিঘ্নই আসুক, অপরাধবশতঃ আমার নরক হয় হউক, দুর্ব্বলতাবশতঃ যখন আমি বিষয় ছাড়িতে পারিতেছি না তখন বিষয় ভোগ করিলেও আমি ভক্তি কখনও ছাড়িব না। জ্ঞান-কর্ম্মাদি কখনও গ্রহণ করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াও বলেন।"—এইরূপ দৃঢ়তা সাধুর সঙ্গ-ফলে তাঁহার আসিয়াছে। সাধুসঙ্গফলে ভক্তিতে যেরূপ দৃঢ়তা আসিয়াছে, ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়ে তাঁহার সেইরূপ দৃঢ়তা আসে নাই; এজন্য গর্হণ করিতে করিতে তিনি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ অর্থাৎ বিষয় ভোগ করিতেছেন। বিষয়ভোগ অনর্থ কর ও ভগবৎ-প্রাপ্তির বাধক। সুতরাং আমি আর অসৎ সঙ্গ ও বিষয়ভোগাদি কিছুই করিব না। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বহু শপথ করিয়াও তিনি কার্য্যকালে ভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। 'নিন্দামি চ পিবামি চ' ন্যায়ে তাঁহার বিষয় ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—**অথ ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রাথমিকং স্বভাবং দর্শয়ন্ ভক্তিমাহ,**—জাতশ্রদ্ধ ইতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্ব-কর্ম্মসু লৌকিক-বৈদিকেষু কর্ম্মসু তৎফলেষু নির্ব্বিণ্ণঃ দুঃখ-বুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ। কামান্ স্ত্রী-পুত্রাদি-সঙ্গোত্থান্ কামান্ দুঃখাত্মকান্ বেদ অথচ তৎপরিত্যাগেঽপ্যসমর্থঃ। ততস্তামবস্থামারভ্যৈব দৃঢ়নিশ্চয় ইতি গৃহাদ্যাসক্তির্মে নশ্যতু বর্দ্ধতাং বা। ভজনেঽপি মে বিঘ্নকোটির্ভবতু নশ্যতু বা অপরাধে নরকং চেদ্ভবতু কামমঙ্গী কুর্ব্বে তদপি ভক্তিং ন জিহাসামি জ্ঞান-কর্ম্মাদিকং নৈব জিঘৃক্ষামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেদিত্যেবং দৃঢ়ো নিশ্চয়ো যস্য সঃ। আরব্ধ ভজনস্য তস্য ভক্তৌ যথা নিশ্চয়দার্ঢ্যং ন তথা তৎপ্রতিকূল বস্তুনি। দুঃখোদর্কান্ কলত্র-পুত্রাদি-সঙ্গোত্থান্ কামান্ গর্হয়ন্নেব জুষমাণঃ। অহো অমী বিষয়ভোগা এব মমানর্থকারিণো ভগবৎ-পদপ্রাপ্তি প্রতিকূলা যদেতে বহুশো নামগ্রাহমপি সশপথমপি ত্যক্ত্বাপি সময়ে ভোক্তব্যা এব ভবন্তীতি নিন্দামি চ পিবামি চ ন্যায়েন ভুঞ্জানঃ।

এতাদৃশ প্রাথমিক সাধক ভক্তগণও ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তাঁহারা দুর্ব্বলতাবশতঃ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও সাধুসঙ্গফলে ভক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন—দৃঢ়তার সহিত ভক্তি-যাজন করিতেছেন বলিয়া বিষয় তাহাদিগকে কিছুই করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—ভক্তৌ প্রথম বর্ত্তমানোঽপি ভক্তঃ কৃতার্থ এব। প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া প্রায়েণৈব প্রবলীভবন্ত্যা কিং পুনঃ প্রগল্‌ভয়া। জ্ঞানীপ্রকরণে যথা দুরাচারো জ্ঞানী নিন্দ্যতে ভক্তপ্রকরণে দুরাচারো ভক্তো ন নিন্দ্যো ভক্তত্বঞ্চ তস্য ন নিষিদ্ধম্। বিষয়ৈর্বাধ্যমানোঽপি বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ইত্যুভয়ত্রাপি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ বিষয়বাধ্যত্ব-দশায়ামপি বিষয়াবাধ্যত্বং ভক্তি-সদ্ভাবাৎ। যথা—যথা বৈরিকৃতকিঞ্চিচ্ছস্ত্রাঘাতং প্রাপ্তস্য ন পরাভবিষ্ণুতা শৌর্য্য সদ্ভাবাৎ। যথা বা পীতজ্বরঘ্নমৌষধস্য তদ্দিবসে আয়তোঽপি জ্বরো বাধকোঽপ্যবাধক এব তস্য বিনশ্যদবস্থত্বাৎ দিনান্তরে চ সম্যঙ্ নষ্টীভাবিত্বাচ্চ।

আর একটী প্রশ্ন—সাধক ভক্তগণ কি চিরকালই দুর্ব্বলচিত্ত থাকিয়া হরিভজন করিবেন? তাঁহাদের কি নিরুদ্বেগে সানন্দে হরিভজন করিবার সৌভাগ্য হইবে না?

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
(ভাঃ ১১।২০।২৯)

সাধক ভক্তগণ চিরকাল বিষয়-বাধিত হইয়া থাকিতে পারেন না। সাধুসঙ্গে দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ ভজন করিতে করিতে তাঁহাদের কামাদি যাবতীয় অনর্থ নষ্ট হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে হৃদয়-দেবতার স্মৃতি চিত্তে উদিত হইলে হৃদয় শুদ্ধ হইবে। তখন দুঃখকর স্ব-সুখবাঞ্ছা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন তাঁহারা শ্রীগুরু-গোবিন্দের কৃপায় অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা-রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

ব্রহ্ম ও জগৎসৃষ্টি

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস (শিলং)]

ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

—ভাঃ ১।২।১১

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক বলিতেছেন, একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হন। সুতরাং এখানে এই তিন শব্দই সেই এক পরমতত্ত্বকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই জগৎ বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবান্। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীভাগবত), "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীতা) ইত্যাদি বহু শাস্ত্র-বাক্যই ইহার প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোকে বলিতেছেন,—

তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্।
পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে স্বরূপিণঃ॥

—ভাঃ ২।৯।২৫

এই শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রীভগবানের 'পর' ও 'অবর' দুইটি রূপ। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিতেছেন—"পরং যদপ্রাকৃতং রূপম্ অবরঞ্চ যৎ প্রাকৃতং তে রূপে" অর্থাৎ ভগবানের দুইরূপ—পর বা অপ্রাকৃত এবং অবর বা প্রাকৃত। ইহা হইতে বুঝা যায়, অপ্রাকৃত রূপটিই সচ্চিদানন্দময় নিত্য রূপ, যাহা অবিকারী ও জীবের উপাস্য। তাঁহারই সিসৃক্ষাবশতঃ অনাদিকালে প্রাকৃতরূপটি ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রাকৃত রূপটির অর্থাৎ জগতের, একান্ত বিনাশ না হইলেও ইহা বিকারধর্ম্মযুক্ত ও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। স্বরূপতত্ত্ব হইতে এই ইতরতত্ত্বের নামই 'মায়া'। "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি" [ভাঃ ২।৯।৩১] চতুঃশ্লোকীর এই দ্বিতীয় শ্লোকে সেই মায়াতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে।

আবার চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

—ভাঃ ২।৯।৩২

ইহার ভাবার্থ—এই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, আমা হইতে পৃথক্‌রূপে অন্য কিছুই ছিলনা। সৃষ্টির পরেও আমিই আছি, এই বিশ্বও আমি, প্রলয়ের পরেও আমিই থাকিব।

মুণ্ডকোপনিষদ্ (১।১।৭) বলিতেছেন—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

অর্থাৎ, মাকড়সা যেরূপ (নিজ দেহ হইতে উৎপন্ন সূত্র) সৃজন ও (পুনরায়) গ্রহণ করে (অথচ নিজে উহাতে জড়িত হয় না), পৃথিবীতে যেমন ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, জীবদেহ হইতে যেরূপ কেশলোমের উৎপত্তি ঘটে, সেই প্রকার অক্ষর (অর্থাৎ যিনি নিজ স্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না, সেই পরম তত্ত্ব) হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হয়।

দেখা গেল, শাস্ত্র এক জায়গায় বলিতেছেন—এই বিশ্বও ভগবান্ আর এক জায়গায় বলিতেছেন—ভগবান্ হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইলেও সেই ভগবান্ অক্ষর অর্থাৎ তিনি অবিকারী।

উভয় বাক্যই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাদের সামঞ্জস্য সাধিত হইবে কি প্রকারে?

"আত্মকৃতে পরিণামাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৬)—এই সূত্রের শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত গোবিন্দভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

"……বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বং চাভিধীয়তে। তত্রাদ্যং পরাখ্যশক্তিমদ্রূপেণ, দ্বিতীয়ং তু তদন্যশক্তিদ্বারৈব।…এবং চ নিমিত্তং কূটস্থম্ উপাদানং তু পরিণামীতি……মৃৎপিণ্ডাদি দৃষ্টান্তশ্রবণাৎ।……"

ইহার অর্থ—স্মৃতি হইতে জানা যায়, বিষ্ণুর তিনটী শক্তি—(১) পরা, (২) ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অন্যা এবং (৩) কর্মাখ্যা বা অবিদ্যা নাম্নী তৃতীয়া এক শক্তি। তাঁহার (বিষ্ণুর) (সৃষ্টিব্যাপারে) নিমিত্তত্ব এবং উপাদানত্ব কথিত হইতেছে। তাহাতে আদ্য (অর্থাৎ নিমিত্তত্ব) পরাখ্য শক্তিমৎ-রূপদ্বারা এবং দ্বিতীয় (অর্থাৎ উপাদানত্ব) অন্য শক্তি (দ্বয়)-দ্বারা।……এইপ্রকারে দেখা যায়, নিমিত্ত কূটস্থ (অক্ষর), কিন্তু উপাদান পরিণামী।……যেহেতু (উপাদান বিষয়ে) মৃৎপিণ্ডাদির দৃষ্টান্ত শ্রুত হয়।

আবার "যথা চ প্রাণাদিঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২০) এই সূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

"……তস্মাদেকমেব জীবপ্রকৃতিশক্তিমদ্ ব্রহ্ম জগদুপাদানং তদাত্মকমুপাদেয়ং চেতি সিদ্ধম্। এবং কার্য্যাবস্থত্বেঽপ্যবিচিন্ত্যত্ব-ধর্মযোগাদ্ অপ্রচ্যুত-পূর্ব্বাবস্থং তিষ্ঠতে।…… "

অর্থ—সুতরাং একই জীবপ্রকৃতিশক্তি ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং উপাদেয় অর্থাৎ জগৎরূপে পরিণত, ইহাই সিদ্ধ হইল। এই প্রকারে কার্য্যাবস্থাতেও (ব্রহ্ম) অবিচিন্ত্যত্বধর্মযোগ বশতঃ পূর্ব্বাবস্থা হইতে বিচ্যুত না হইয়াই অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ পরমাত্ম-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"তস্মান্নির্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্য শক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণ্যাদ্যর্কাদীনাং সার্বার্থপ্রসব-লোহচালনাদিবৎ।"

অর্থ—সুতরাং নির্বিকারাদি স্বভাবের সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-বলে পরিণামাদিসংঘটিত হয়; চিন্তামণি যেমন (নিজে অবিকৃত থাকিয়া) সর্বার্থ প্রসব করে এবং চুম্বক যেমন লৌহকে চালনা করে তদ্রূপ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি' হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৩-১২৭

পরিণামবাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥

—ঐ মধ্য ৬।১৫৪-১৫৫

'পরিণাম' শব্দটির অর্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

"বস্তুতোঽন্যথাভাবঃ পরিণাম ইতি এব লক্ষণং ন তু তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ।" (পরমাত্মসন্দর্ভ ৩৫ সংখ্যাধৃত) অর্থাৎ তত্ত্ব হইতে অন্য প্রকার ভাবই 'পরিণাম', তত্ত্বের অন্য প্রকার ভাব নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই ব্রহ্মরূপ তত্ত্ব বস্তু হইতে অন্যরূপ অর্থাৎ জগদ্রূপ ভাবটিই 'পরিণাম', কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের অন্য প্রকার ভাব নহে। মূলবস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া অন্যরূপ ধারণ করিলে সেই অন্যরূপকেই তাহার 'পরিণাম' বলা হয়,—ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের মত।

'সর্ব্বসম্বাদিনী'-প্রণেতা শ্রী শ্রী জীবগোস্বামিপাদও বলিতেছেন--পরমাত্ম-বস্তুর অন্যথাভাব বা বিকার ঘটিতেছে না।

তথাপি ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝা গেল না। ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি, অচিন্ত্যধর্ম্ম ইত্যাদির কথা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন, যেহেতু শাস্ত্রে তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। ভাগবত পরতত্ত্বকে বলিয়াছেন—'অতর্ক্যসহস্র-শক্তিঃ' (৩।৩৩।৩), অতর্ক্যশক্তি অর্থই অচিন্ত্যশক্তি, যেহেতু মহাভারত বলিতেছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" অচিন্ত্য ব্যাপার স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক, তৎসম্পর্কে তর্কের অবতারণা করা চলে না। কিন্তু তথাপি মনের কোণে একটা প্রশ্ন উঁকি মারিতে থাকে। ব্রহ্ম হইতে এই বিকারী জগতের উৎপত্তি হইল অথচ ব্রহ্মের বিকার ঘটিল না; তাহা হইলে জগতের উৎপত্তি কি অসৎ হইতে সৎএর উৎপত্তি? কিন্তু "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"। তাহা হইলে কি ভগবান্ যাদুকর মাত্র এবং তিনি জগদ্রূপ এক অলীক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিলেন?

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এরূপ মনে করেন না। ভগবান্ সদ্বস্তু, তিনি জগতের শুধু নিমিত্ত-কারণ নহেন, উপাদান-কারণও বটে; সুতরাং জগৎ খপুষ্প বা শশশৃঙ্গবৎ অলীক বস্তু হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণেরও অভাব নাই—

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যানৃতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ॥

—মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ৬৫।৬৪

ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ে আলোচনাত্মক তপস্যা সত্য, প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্য, প্রাণিগণ সত্য হইতে জাত হইয়াছে, এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ সত্য।

অধিকন্তু, ব্রহ্মের স্বাভাবিক সৃষ্টিসামর্থ্য যে আছেই, তাহাও শাস্ত্র হইতে জানা যায়—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।

—বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩।২

অর্থ—"হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! সমস্ত ভাবপদার্থের শক্তি-সকল অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর হওয়ায় ব্রহ্মেরও সেই সর্গাদি শক্তি পাবকের উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ।"

শ্রীধরস্বামিপাদের 'আত্মপ্রকাশ' টীকা—

"লোকে হি সর্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ। অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্ জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যদ্বা, অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবমতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুভূতাঃ ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদি-শক্তিবৎ।"

ভাবার্থ—মণিমন্ত্রাদি সকল লৌকিক বস্তুর শক্তিসমূহ অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কাসহ যে জ্ঞান, যাহা দ্বারা (স্বাভাবিক) কার্য্যের অন্যথা অনুপপত্তি (অসিদ্ধি) প্রমাণিত হয়, সেই জ্ঞানের যাহা গোচর, তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। অথবা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর বলিতে এই বুঝায় যে, ভিন্নাভিন্নত্বরূপ বিকল্পদ্বারা যাহা চিন্তা করা যায় না, কেবল অর্থাপত্তি (অর্থাৎ যে জ্ঞান কোন যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও পারা যায় না, তাহাই 'অচিন্ত্য' জ্ঞান বা 'অর্থাপত্তি' জ্ঞান)-দ্বারা জ্ঞানগোচর হয়। ব্রহ্মেরও এই প্রকার সৃষ্ট্যাদির হেতুভূত স্বাভাবিক শক্তি-নিচয় রহিয়াছে—অগ্নির দাহিকা শক্ত্যাদিবৎ।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রণীত ভগবৎসন্দর্ভের ৮৭ অনুচ্ছেদে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির মধ্যে কেবল অভেদ বা কেবল ভেদ আছে, একথা বলা চলে না। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" এই প্রসিদ্ধ কথাটির সত্যতা তাঁহারা অস্বীকার না করিয়াও শক্তি-শক্তিমানের ভেদও স্বীকার করেন। ইহাই অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদ। ভগবানে যে এই প্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ আছে, তাহা শাস্ত্রই জানাইয়া দিয়াছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

['মমাত্মা' শব্দের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি পাদ লিখিয়াছেন—ঈশ্বরের দেহ-দেহী ভেদ নাই। তথাপি যে 'মমাত্মা' এই উক্তি, তাহা 'রাহুর শির' এই উক্তির ন্যায়]

—গীতা ৯।৪-৫

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (আদি ৫।৭৩-৭৫) ইহারই অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয়॥
আমি ত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥

এই আলোচনার পর স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—তবে কি এই জগৎ ভগবৎ শক্তির পরিণাম? শাস্ত্র ইহার পরিষ্কার উত্তর দিতেছেন—

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

—বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৫৪

একদেশে স্থিত দীপাদি অগ্নির প্রভা যেরূপ বিস্তৃত ভাবে পতিত হয়, সেইরূপ এই অখিল জগৎ পরব্রহ্মের (বিকার-যোগ্য) শক্তির বিস্তার।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিতেছেন—

"নন্বক্ষরস্য পরব্রহ্মণস্তদ্বিলক্ষণং ক্ষরং রূপং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি — একদেশেতি। একদেশস্থিতস্য প্রাদেশিকস্যাপ্যগ্নের্দীপাদের্দাহকস্যাপি তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না প্রভা যথা তৎপ্রকাশশক্তিবিস্তারস্তথা ব্রহ্মণঃ শক্তিকৃতবিস্তার ইদমখিলং জগদিতি।"

অর্থাৎ, অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্মের তদ্বিলক্ষণ ক্ষরস্বরূপ কি প্রকারে হইতে পারে—এই আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন—'একদেশ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। স্থানবিশেষে স্থিত দহনশক্তিসম্পন্ন অগ্নির জ্যোৎস্না অর্থাৎ প্রভা যেমন তাহারই প্রকাশের বিস্তার, সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তার এই অখিল জগৎ।

আবার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ-প্রণীত 'প্রমেয়-রত্নাবলী'র 'প্রভা' নাম্নী টীকা হইতে গ্রন্থকারের এই সম্বন্ধে মতও পরিষ্কাররূপে জানিতে পারা যায়—

"এবমেবোক্ত গ্রন্থকৃতা পীঠকভাষ্যে—

'সত্যেশ্বর-শক্তিময়ত্বাজ্জগৎ সত্যং, জীবপ্রকৃত্যোশ্চ সত্যত্বম্' 'অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা'মিত্যাদিমন্ত্রাৎ, 'একদেশস্থিতস্যাগ্নে' রিত্যাদি-বিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যোচ্চয়াচ্চ ব্যক্তম্। **জীবপ্রকৃত্যোরীশ্বরশক্তিত্বন্তু—**

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭।৪)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

(ঐ ৭।৫)। ইতি স্মৃতেঃ।"

ভাবার্থ—গ্রন্থকার [অর্থাৎ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ] পীঠক ভাষ্যে এই প্রকারই বলিতেছেন—সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তিময়ত্ব-হেতু জগৎ সত্য। 'অজামেকাম্' ইত্যাদি মন্ত্র হইতে এবং 'একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ' ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক হইতে জীব প্রকৃতির সত্যত্ব জানা যায়। জীব ও প্রকৃতির শক্তিত্ব জানা যায় গীতার 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ' এবং 'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং' এই শ্লোকদ্বয় হইতে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল এই যে, শক্তি-পরিণাম বশতঃই জগতের সৃষ্টি। শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদত্ব-হেতুই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। [প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, জাগতিক পদার্থ-নিচয় যে শক্তির পরিণাম, তাহার ইঙ্গিত আধুনিক জড়বিজ্ঞান হইতেও পাওয়া যাইতেছে]।

আর একটি কথা। ব্রহ্মের শক্তিপরিণামের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইলেও সর্ব্বত্রই ব্রহ্মবস্তুর ওতপ্রোতভাবে অধিষ্ঠান আছে ['ময়া ততমিদং সর্বং'], কারণ তিনি

সর্বব্যাপী; আবার সেই বস্তুতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে ("সূত্রে মণিগণা ইব") ("বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ")। শক্তিমান্ ছাড়া শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কল্পনাও করা যায় না। তাহা ছাড়া এক অদ্বয়তত্ত্বের পরাবর রূপ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ কিছু হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অদ্বয় তত্ত্বের অদ্বয়ত্বই থাকে না। আবার যেহেতু শাস্ত্রীয় প্রমাণে জানা যায় যে, জগৎ শক্তিরই পরিণাম, শক্তিমানের ('তত্ত্বে'র = মূলবস্তুর) অন্যথাভাব নহে, অতএব ব্রহ্ম ও জগতের যে একটা ভেদও আছে, তাহাও স্বীকার করিতেই হয়। এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি--"পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্", "ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি", ইত্যাদি। নিজশক্তির সহিত ভগবানের এই ভেদাভেদ-সম্বন্ধই তাঁহার 'অবিচিন্ত্যত্বধর্মযোগ'। এখন "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ, এই কথাটির প্রাধান্য দিয়া কেহ যদি সাধারণভাবে বলেন যে, ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহাতেও আপত্তির কোন কারণ ঘটে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"যদেতচ্চ···সোঽস্ম্যহম্" (ভাগবত), "বাসুদেবঃ সর্বম্" (গীতা), শ্রুতিও বলেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের ভিত্তিতে যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সুদৃঢ় সৌধ রচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীজীবপাদের পরমাত্মসন্দর্ভেও এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য উক্তি রহিয়াছে, যথা—

"তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ।"

"তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান-স্বরূপব্যূহরূপ-দ্রব্যাখ্য-শক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে; যথৈব চিন্তামণিঃ। **অতস্তন্মূলত্বান্ন পরমাত্মোপাদানতা-সংপ্রতিপত্তিভঙ্গঃ।**"

"অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বঞ্চ শ্রূয়তে।"

ভাবার্থ—সুতরাং পরমাত্মার পরিণামই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অপরিণত সত্যবস্তুর অচিন্ত্যশক্তিবলে যে পরিণাম, তাহা সন্মাত্রতারূপে প্রকাশমান স্বরূপব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্য শক্তিরূপেই পরিণাম, স্বরূপে নহে, ইহাই বুঝা যাইতেছে, দৃষ্টান্ত—চিন্তামণি। পরমাত্মাই মূল বলিয়া তাঁহার উপাদানতারূপ সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয় না। অতএব কোথাও বিশ্বের ব্রহ্মোপাদানত্ব আর কোথাও প্রধানোপাদানত্ব শ্রুত হয়।

যাহা হউক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের উপরি-উক্তরূপ কোন উক্তি শুনিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা 'তন্মূলত্বাৎ' অর্থাৎ জগতের ব্রহ্মমূলতাবশতঃই করা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিচারে শক্তি-পরিণাম অবশ্যই স্বীকার্য্য।

শক্তির পরিণামের কথা যখন বলা হয়, তখন বিকার-যোগ্য শক্তির কথাই বলা হয়—অন্য শক্তির নহে। শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বিলাস-বৈচিত্রী আছে; কিন্তু তাহাতে পরিণাম বা বিকার নাই। প্রধানাখ্যা বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামই এই দৃশ্য জগৎ, যাহাকে সাধারণতঃ জড় জগৎ বলা হয়।

নমোঽস্তু পররূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
তৎপাদসরোজদ্বন্দ্বং সদাস্তু শরণং মম।

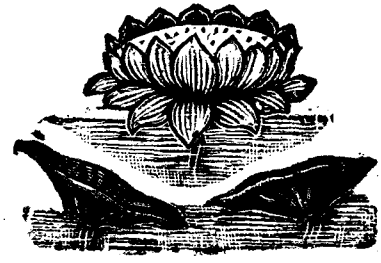

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভার শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৮০ গৌরাব্দ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভক্তিশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সদাচারে সদারতঃ।
জগমোহনদাসাখ্যো চৈতন্যবাণীসেবকঃ॥
ব্রহ্মচারী সুনীতিজ্ঞঃ সদাবৈরাগ্যসংযুতঃ।
সাধুজনপ্রিয়ো যশ্চ নানাগুণসমন্বিতঃ॥
গৌরবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈ-।
কৃপাধির্দীয়তে তস্মৈ নাম ভক্তিবিশারদঃ॥
দ্বীপাদ্রিগজচন্দ্রাব্দে শকে শ্রীগৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীমদ্‌চিন্ত্যগোবিন্দদাসাখ্য উপদেশকঃ।
নিত্যং সমুৎসুকঃ শ্রীমদ্‌গৌরবাণী-প্রচারণে॥
পারঙ্গতো বিশেষেণ সেবানুকূল্যসংগ্রহে।
ভক্তিরত্ন উপাধিস্তু তস্মৈ দীয়তে সজ্জনৈঃ॥
মুনিদিগ্‌গজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী সেবাপরায়ণঃ।
সেবাসুন্দর ইত্যাখ্যো ভক্তিশাস্ত্রীত্যুপাধিকঃ॥
মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণে দক্ষো হরিকথাসু চ।
বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায়াঃ পরিচালনকুশলঃ॥
সানন্দং দীয়তে তস্মৈ উপাধিরুপদেশকঃ।
গৌরবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
মুনিপর্ব্বতনাগেন্দুমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ব্রহ্মচারী শুচির্দক্ষঃ শ্রীনরোত্তমসংজ্ঞকঃ।
চিকিৎসাবিষয়ে বিজ্ঞ আলস্যরহিতো ক্ষমঃ॥
সততং যত্নশীলো যঃ সেবাদায়িত্বপালনে।
শ্রীমন্দিরাদিনির্ম্মাণসেবায়াং কুশলশ্চ যঃ॥
উপদেশকসংজ্ঞাং যঃ প্রাপ্তঃ প্রাক্ সাধুমণ্ডলাৎ।
উপাধির্দীয়তে তস্মৈ সেবাবিগ্রহ ইত্যতঃ॥
শকাব্দেঽব্ধি-গজাদ্রীন্দৌ শুভদে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভগবান্‌দাসনামা যো ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
কুশলো ভোগপাকে চ দক্ষো মৃদঙ্গবাদনে ॥
শ্রীমূর্ত্তি-সজ্জ-পূজায়াং নিপুণঃ স্নিগ্ধসেবকঃ।
ভক্তিকেতন ইত্যাখ্যা সজ্জনৈরর্প্যতে মুদা ॥
মুনিদিগ্‌গজচন্দ্রাব্দে শ্রীশোভানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গোকুলানন্দনামা যঃ ব্রহ্মচারী সেবাপটুঃ।
হরিসংকীর্ত্তনে চৈব দক্ষো মৃদঙ্গবাদনে ॥
স্নিগ্ধঃ নিরলসঃ শ্রীমান্ দক্ষশ্চ পাককর্ম্মণি।
ভক্তিসুন্দর ইত্যাখ্যা তস্মৈ দীয়তে সজ্জনৈঃ ॥
শকাব্দেঽস্মিন্‌গজাব্ধীন্দৌ শুভদে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

আসামদেশমধ্যস্থ-ধনুর্ভাঙ্গাশ্রয়শ্চ যঃ।
পরমানন্দদাসাধিকারী নাম সুবুদ্ধিমান্ ॥
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা হরিসেবাপরায়ণঃ।
গুরুবৈষ্ণবসেবায়াং সবিশেষেণ যত্নবান্ ॥
তস্মৈ গৃহস্থভক্তায়াহঙ্কৃতিরহিতায় চ।
উপাধি **ভক্তিকল্পশ্চ** দীয়তে সভ্যমণ্ডলৈঃ।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ গৌরধামনি ॥
দ্বীপাদ্রিগজচন্দ্রাব্দে শ্রীশোভানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

নন্দনন্দনদাসাধিকারী ভক্তঃ গৃহাশ্রমী।
নবীনচাঁদশর্ম্মাভূদ্দেরাদুনস্থ ভূষণঃ ॥
গুরুবৈষ্ণবসেবায়াং সগোষ্ঠী নিরতঃ সদা।
গৌরবাণী প্রচারে তু যত্নশীলশ্চ সর্ব্বদা ॥
ভক্তিবান্ধব ইত্যাখ্যা তস্মৈ প্রদীয়তে মুদা।
গৌরবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ ॥
দ্বীপাদ্রিগজচন্দ্রাব্দে শকে শ্রীগৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদরুণচন্দ্রো যঃ ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ।
আলস্যরহিতো নম্রঃ সেবাকার্য্যে বিচক্ষণঃ॥
তস্মৈ বৈরাগ্যযুক্তায় বৈষ্ণবসেবকায় চ।
সেবাসুহৃদুপাধিস্ত সজ্জনৈরর্প্যতে মুদা॥
দ্বীপাদ্রিগজচন্দ্রাব্দে শকে শ্রীগৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমুকুন্দবিনোদাখ্যো ব্রহ্মচারী প্রিয়ঃ সদা।
গুরূণাং বিষ্ণুভক্তানামাজ্ঞাপালনতৎপরঃ॥
শ্রবণে কীর্ত্তনে চৈব কথায়া আগ্রহী হরেঃ।
তস্মৈ প্রদীয়তে **ভক্তিসংকল্পঃ** সজ্জনৈর্মুদা॥
মুনিপর্বতনাগেন্দুমিতেঽব্দে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুবৈষ্ণবানাঞ্চাজ্ঞাং পালয়তি নিত্যশঃ।
নিরহঙ্কারযুক্তশ্চ নানাসেবাবিচক্ষণঃ॥
বৃন্দাবনস্থ শ্রীমঠে সেবাং নিত্যং করোতি যঃ।
যত্নশীলঃ সদাব্যগ্রঃ সেবানুকূল্যসংগ্রহে॥
তস্মৈ ললিতকৃষ্ণায় ভক্তায় ব্রজবাসিনে।
ভক্তিললিত ইত্যাখ্যা দীয়তে সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
মুনিদিগ্‌গজচন্দ্রাব্দে ঈশোদ্যানে শকে শিবে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীজগন্নাথদাসাধিকারি নামা গৃহাশ্রমী।
নিযুক্তো যোঽভবৎ পূর্বং কারারক্ষককর্ম্মণি॥
উৎসাহী সততং যশ্চ চৈতন্যবাণীসেবনে।
নিষ্ঠাবান্ লেখকঃ শ্রীমান্ সদাচারপরায়ণঃ॥
ভক্তিকমল ইত্যাখ্যা তস্মৈ প্রদীয়তে মুদা।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সংসদঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
মুনিদিগ্‌গজচন্দ্রাব্দে শকে শ্রীগৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পাঞ্জাবান্তর্গতো যশ্চ লুধিয়ানেতিমণ্ডলঃ।
তস্মিন্ বসতি যো ভক্তঃ নরেন্দ্রনাথকাপুরঃ॥
গৌরবাণীপ্রচারে চ যস্যোৎসাহঃ সমন্ততঃ।
কনকৈর্ভগবৎসেবাব্রতশ্চ যস্য জীবনে॥
নিষ্ঠাস্তি গুরুসেবায়াং স্নিগ্ধো ভক্তঃ সুবুদ্ধিমান্।
সোঽন্যালংক্রিয়তে **ভক্তিবিলাস** ইত্যুপাধিনা॥
শকাব্দেঽব্ধিগজাব্রীন্দৌ শুভদে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমধুমঙ্গলোনাম ব্রহ্মচারী বিচক্ষণঃ।
শ্রীগুরু-গৌর-সেবায়াং মহদনুরাগেযুতঃ॥
শান্তঃ স্নিগ্ধো নিরলসো দক্ষশ্চ সুপ-কর্ম্মণি।
স্বভাবমধুরো ধীমান্ বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ॥
শকাব্দেঽব্ধিগজাব্রীন্দৌ শ্রীশোণ্ডানে মায়াপুরে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
সেবাব্রতোপনায়াচ প্রথিতঃ সজ্জনৈর্মুদা।
কাময়ে তস্য সৌভাগ্যং শ্রীগুরোশ্চরণান্তিকে॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

অহিংসা ও প্রেম

[কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, সভাপতি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীউপনন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রধান-অতিথি অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামীর অভিভাষণের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের অভিভাষণের সারমর্ম্ম ঃ—"জীবিত ব্যক্তি অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবসমর্থ চেতনসত্তার সম্বন্ধেই হিংসা বা প্রেমের অস্তিত্ব বা প্রয়োগ। মৃতদেহকে ছেদন বা দাহ করিলে ফৌজদারী আইনে সোপর্দ্দ হইতে হয় না। যিনি হিংসা করেন বা যাঁহাকে হিংসা করা হয় এবং যিনি প্রীতি করেন বা যাঁহাকে প্রীতি করা হয়—উভয়ই চেতন। পরিদৃশ্যমান জগতে অসংখ্য চৈতন্য-শক্তিযুক্ত জীবসমূহের মধ্যে মনুষ্য সংখ্যায় অত্যল্প। আমরা সাধারণতঃ হিংসা বা প্রেম মনুষ্য সম্বন্ধেই বিচার করি; অন্য প্রাণীকে ধরি না। অবশ্য মানুষ অন্যান্য প্রাণিগণ অপেক্ষা উন্নত হওয়ায় মুখ্যভাবে তাহার সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করা দোষাবহ নহে। অনুন্নত প্রাণী অপেক্ষা উন্নত প্রাণীর হিংসা অধিক লোকসানকর বলিয়া উক্ত হিংসার গুরুত্ব বেশী। যে ব্যক্তি এক সিঁড়ী উঠিয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলে যে হিংসা হয়, যিনি পঞ্চম সিঁড়ী পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে ফেলিয়া দিলে তদপেক্ষা অধিক হিংসা হয়। হিংসা করিলেই হিংসিত হইতে হইবে, তজ্জন্য উহাতে লাভ নাই। যাঁহারা হিংসিত হইতে চাহেন না, তাঁহারা কাহাকেও হিংসা করিবেন না। বেদের অনুজ্ঞা—"মা হিংস্যাৎ

সর্ব্বা ভূতানি" আধুনিক বিজ্ঞানও উহা সমর্থন করে—"To every action there is equal and opposite reaction." উন্নত প্রাণীকে হিংসা করিলে উহার প্রতিক্রিয়া প্রবল হইবে। যে প্রাণী অধিক উপকারী ও হিতকারী তাহার হিংসাতে—গাভী, বৃষ আদি প্রাণীর হিংসাতে — অধিক পাপ হয়। অবশ্য এখানে যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে জীবহিংসা ব্যতীত কোনও প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারে না, কারণ জীবই জীবের জীবন। "অহন্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্। ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্" (ভাঃ ১।১৩।৪৭) "হস্তরহিত পশ্বাদি প্রাণিগণ হস্তযুক্ত মনুষ্যাদি জীবগণের, পদরহিত তৃণাদি চতুষ্পদ পশুসমূহের এবং ক্ষুদ্র জীব (মৎস্যাদি) বৃহৎ জীবগণের খাদ্য—এইরূপ এক জীব অন্য জীবের জীবিকা। যাঁহারা নিরামিষ আহার করেন, তাঁহাদেরও পাপ হয়, কারণ উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। যদিও অনুন্নত প্রাণী বলিয়া উহার হিংসার গুরুত্ব কম। শুধু বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলেও হিংসার হাত হইতে রেহাই নাই, উহাতেও বহু কীটাদি বিনষ্ট হয়। এমতাবস্থায় হিংসা হইতে পরিমুক্ত হওয়া কি সম্ভব? গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ হিংসা হইতে পরিত্রাণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥" যজ্ঞের অবশেষ গ্রহণ করিয়া সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাঁহারা নিজের জন্য রন্ধন করেন তাঁহারা পাপই ভক্ষণ করেন। 'যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতেঃ'—শ্রুতিশাস্ত্রে 'যজ্ঞ' শব্দে বিষ্ণু অর্থাৎ পূর্ণ বস্তু উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। বিষ্ণু-প্রসাদ অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধানানুযায়ী বিষ্ণুতে নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণের দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই একটী পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা প্রাণিহিংসা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে এবং সকল প্রাণীর উপকার করিতে পারি। জীবের স্বার্থে আঘাত হানিলে হিংসা হয়। জীবের স্বরূপ নির্ণয়ের উপর উহার প্রকৃত স্বার্থ (স্ব—অর্থ অর্থাৎ নিজ প্রয়োজন)-নির্ণয় নির্ভর করে। যে বোধসত্তার অস্তিত্বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, যাহার অনস্তিত্বে ব্যক্তির অব্যক্তিত্ব, উক্ত বোধসত্তাই প্রকৃত ব্যক্তি। উহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় 'আত্মা' বলা হইয়াছে, উহা অবিনাশী। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন :॥" জীব চেতন হইলেও 'কারণ-চেতন' নহে। 'কারণ-চেতন' বা 'পূর্ণচেতন' কাহারও জন্য নহেন, পক্ষান্তরে সমস্ত বস্তু তাঁহার জন্য। জীব কারণ চিদ্বস্তু হইতে নির্গত চিচ্ছক্তির পরমাণু, এইজন্য আপেক্ষিক। সর্ব্বকারণকারণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু ভগবানের সত্তাতে জীবের সত্তা। জীবের সত্তাতে ভগবানের সত্তা নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটে জীবের স্থিতি, এই জন্য উভয় দিকে যাওয়ার যোগ্যতা জীবেতে বিদ্যমান। জীব চৈতন্যস্বরূপ হইলেও অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়াদ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্য। অণুচেতন জীব যখন অণুস্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বহিরঙ্গা মায়াতে দৃষ্টিপাত করে, তখন মায়ামোহিত হইয়া নিজেকে মায়ার ভোক্তা ও কর্ত্তা মনে করে—ইহাকে জড়াহঙ্কার বা জড়াভিমান বলে। জড়েতে অভিনিবেশ হইতে জড়োত্থ যে ভাবসমূহ উহাকে 'মন' এবং উক্ত ভাবসমূহের বিচার-প্রবণ দিক্‌কে (decisive facultyকে) বুদ্ধি বলে। জড় অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন লইয়া জীবের সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ গঠিত। লিঙ্গদেহের বাসনানুসারে ক্রমশঃ স্থূলদেহ প্রাপ্তি ঘটে। কোন ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা একটী সম্পত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া সে সেই সম্পত্তি নহে, সে সম্পত্তির মালিক (Proprietor)। Proprietor কে ধ্বংস করিয়া property রক্ষা করা যেমন বুদ্ধিমত্তা নহে, তদ্রূপ আত্মার স্বার্থের হানি করিয়া দেহ মনের স্বার্থ রক্ষা করা বিজ্ঞতা

নহে। আত্মার যাহা স্বার্থ তাহাই জীবের প্রকৃত প্রয়োজন। সমজাতীয় বস্তুর সহিত সমজাড়ীয় বস্তুর লেন-দেন হয়। যেমন শরীর পঞ্চমহাভূতাত্মক, এজন্য উহার রক্ষার জন্য পঞ্চমহাভূত আবশ্যক এবং চরমে পঞ্চমহাভূতেই উহার গতি। তদ্রূপ আত্মার পক্ষে আত্মাই প্রয়োজন, আত্মার দ্বারাই আত্মার তোষণ পোষণ এবং আত্মাতেই আত্মার গতি। যে আত্মা আত্মার প্রয়োজন, যে আত্মার দ্বারা আত্মার তোষণ এবং যে আত্মাতে আত্মার গতি উহাকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যদ্‌প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম"—(তৈত্তিরীয়)। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬)। স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহের প্রয়োজন প্রাপ্তিতে বাধা দেওয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম হিংসা, কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বার্থে বাধা দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হিংসা।

এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মার কারণ নয় বলিয়া একের তোষণেতে অপরের তুষ্টি হয় না, একের দেহের পুষ্টিতে অপর দেহের পুষ্টি হয় না। যেমন একটী আলোর পরমাণু অপর একটী আলোর পরমাণুকে পুষ্ট করিতে পারে না, বাতির (প্রদীপ) সমৃদ্ধিতে আলোর পরমাণুর সমৃদ্ধি ও সুখ, তদ্রূপ মূল চিদ্‌বস্তু হইতে যে যাবতীয় চিৎসত্তা, সেই মূল চিদ্‌বস্তু শ্রীহরির তোষণ ব্যতীত কাহারও সুখ সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। যেরূপ বৃক্ষের মূলকে বাদ দিয়া পত্র, পুষ্প, শাখা, প্রশাখায় জল দিলে তাহাদের প্রকৃত তুষ্টি পুষ্টি হয় না, তদ্রূপ ভগবান্‌কে বাদ দিয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা সমষ্টির সেবার দ্বারা তাহাদের প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি হয় না, ইহাই ভারতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র। 'ধর্ম্মমূলং হি হরিতোষণম্।' "শ্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ, তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণু-প্রীতির উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধাভক্তি সাধনকে উত্তমা বিদ্যা বলিয়াছেন। পূর্ব্ব মহাজনগণ পূর্ণের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হইতে বলিয়াছেন। আত্মার যে পূর্ণ-প্রীতি উহাই বিশুদ্ধ প্রেম। যিনি পূর্ণের জন্য আছেন, তিনি সকলের জন্য আছেন। উক্ত পূর্ণ-প্রীতির ব্যাঘাতকারক যাহা তাহাই হিংসা কারণ উহা আমার হিংসা ও সকলের হিংসা। যিনি যাহাকে ভাল বাসেন তিনি যেরূপ তাহার কোনও অংশকে কষ্ট দিতে পারেন না তদ্রূপ যিনি ভগবৎ-প্রেমিক তিনি ভগবানের শক্ত্যংশ কোনও জীবকে হিংসা করিতে পারেন না। এজন্য যিনি ভগবৎ-প্রেমিক তিনি বিশ্বপ্রেমিক অর্থাৎ সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেমযুক্ত। পক্ষান্তরে যাহাকে আমরা চলিত ভাষায় বিশ্বপ্রেম বলি তাহা কামেরই সম্প্রসারিত ভাব মাত্র। তথাকথিত বিশ্বপ্রেমিক তাঁহার স্বার্থপরতাকে বিশ্বের সহিত একীভূত করিয়াছেন, উহাকে extended form of selfishness বলিতে পারেন। উক্ত বিশ্বপ্রেমিক স্বীয় বিশ্বের জন্য অপর বিশ্বের প্রতি হিংসা আচরণ করিতে পারেন। কিন্তু ভগবৎ-প্রেমিক কখনও কোন অবস্থায় কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না। ভগবৎ-প্রেমিকের সর্ব্বত্র সমপ্রীতি থাকিলেও জীবের অধিকারানুসারে তৎপ্রতি তাঁহার ব্যবহার-বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতে পারে। কেবল বাহিরের ক্রিয়া দ্বারাই হিংসা অহিংসা বিচার করা যাইবে না। পিতা পুত্রকে চপেটাঘাত করিলেন, ইহা দ্বারা পুত্রকে হিংসা করা হইল প্রমাণ হয় না। পুত্রের মঙ্গলের জন্য যে স্নেহসিক্ত শাসন তাহাকে হিংসা বলে না, বরং শাসন না করাটাই হিংসার আচরণ। পিতা সবল পুত্রকে উত্তম সুখাদ্য, অসুস্থ পুত্রকে সাগুবার্লি আবার উদরাময় রোগে আক্রান্ত পুত্রকে খানকুনি পাতার শুষ্কতা দিতে পারেন—ইহার দ্বারা ব্যবহার-বৈষম্য দেখা গেলেও ইহাতে স্নেহবৈষম্য নাই। তিন পুত্রের তিন প্রকার যোগ্যতা বা অধিকার হেতু তিনভাবে পিতার স্নেহ অভিব্যক্ত হইল। শ্রীরামভক্ত শ্রীহনুমান্‌জীকে বাহ্যতঃ লঙ্কাপুরী দাহন ও বহু প্রাণী নিধন করিতে দেখা গেলেও উহাতে হিংসার গন্ধও নাই, মঙ্গলময় পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রে প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সুখ বর্দ্ধনের জন্য তিনি উক্ত কার্য্য

করিয়াছেন। এজন্য উহার দ্বারা সকলের বাস্তব মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। শ্রীরামপ্রীতি ব্যতীত কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাদি কোনও পার্থিব মতলব থাকিলে অবশ্যই প্রাণিহত্যাজনিত পাপ স্পর্শ করিত। Means is justified by the end. উপেয়ের দ্বারা উপায়ের শুদ্ধিতা অশুদ্ধিতা নিরূপিত হয়।

'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥' গীতা

যাঁহার কোনও প্রাকৃত অহংকার নাই, যাঁহার বুদ্ধি প্রাকৃত কর্ম্মে লিপ্ত নয়, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না বা নিজেও হত হন না। তিনি হতাহতের ভূমিকা অতিক্রম করিয়াছেন। জাগতিক নীতিতেও আমরা দেখিতে পাই—সাধারণতঃ নরহত্যা অত্যন্ত নিন্দনীয় মহাপাপ, কিন্তু যখন বৃহত্তর স্বার্থ বা মঙ্গলের জন্য যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিগণকে নিধন করা হয় তখন নিধনকারী বিশেষভাবে পুরস্কৃত ও পদ-মর্যাদায় বিভূষিত হন। অবশ্য পার্থিব স্বার্থের হানাহানী যুদ্ধবিগ্রহে হননকর্ত্তা ও নিহত, বিজেতা ও বিজিত কাহারই প্রকৃত হিত সাধিত হয় না। পূর্ণপ্রীতি অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি দ্বারা যাহা সংসাধিত হয়, তাহা স্ব-পর সকলের বাস্তব কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। এ কারণ ভগবৎ-প্রেমদ্বারাই বাস্তব অহিংসা সম্ভব। জগতে কম হিংসাকে আমরা অহিংসা বলিয়া থাকি, বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রেমকে বাদ দিয়া যথার্থ অহিংসা সম্ভব নয়।

ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীউপনন্দ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ—"আমার যে কার্য্য, তার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা কঠিন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন শাসকের ধর্ম। দুষ্টের দমনকে হিংসা বলা যাবে কি? হিংসা ও অহিংসার বহু ব্যাখ্যা আপনারা স্বামীজীগণের নিকট শ্রবণ ক'রেছেন। আমি এ-টুকু মাত্র বুঝি, শিষ্টের পালন-জন্য যে দুষ্টের দমন, তা'কে হিংসা বলে না। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কাউকে রক্ষা করবার জন্য যে শাসন, তা হিংসা নয়। কিন্তু কা'রও প্রতি অসূয়াপরবশ হ'য়ে যদি শাসন করা হয়, তা'কে হিংসা ব'লতে পারেন। শাসক যদি তাঁর কর্ত্তব্য পালন না করেন, তবে তাই তাঁর পক্ষে অধর্ম্ম। তিনি তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রবেন কিন্তু malice (বিদ্বেষ) থাকবে না। 'অহিংসা' কথাটা negative, হিংসার অভাবকে অহিংসা বলে, কিন্তু 'প্রেম' জিনিসটী positive। অহিংসা—পাপ হ'তে বিরতি, প্রেম—অপরের হিত-সাধন, যাতে করে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। প্রেমের নিগূঢ় রহস্য আছে, প্রেমপথের নির্দ্দেশ দেওয়া সহজ নয়। সূর্য্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রেমের উদয়ে হিংসা বা পাপ নির্ব্বাসিত হয়। লোভ হ'তেই বোধ হয় হিংসার উৎপত্তি। আমরা পরশ্রীকাতর, প্রতিবেশীর উন্নতি দেখ্‌লে আমাদের দুঃখ হয়। ঐ পরশ্রীকাতরতা হ'তেই বোধ হয় হিংসা আসে। পরশ্রীকাতরতার দ্বারা পরস্পর কা'রই হিত সাধিত হয় না, তথাপি মানুষের মধ্যে ঐ দুষ্প্রবৃত্তি দেখা যায়।

ধর্ম্মজগতে সীমাবদ্ধ গণ্ডী কিছু নাই। আমরা বিশ্বের সকল মানবকে ভালবাসবো। স্বার্থের কেন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন হ'লে সংঘর্ষ হবে, কিন্তু বিশ্বমানবের স্বার্থের কেন্দ্র যদি এক হয়, বিবাদ থাকবে না। কেন্দ্র এক হ'লে অহিংসা বা প্রেমের আদর্শে পৌঁছান কঠিন হবে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে আমরা চল্‌ছি, এজন্য আমাদের সুবিধা হ'চ্ছে না। অবশ্য শ্রীভগবানের করুণা ব্যতীত উক্ত লক্ষ্যে আমরা কোন দিন পৌঁছ্‌তে পারবো না।

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামীর অভিভাষণ—"বিধি বা নিষেধ মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। পশুকে কখনও কোন বিধির উপদেশ দেওয়া হয় না, শাস্ত্রের বহির্ভূত পশু। মানুষের মধ্যেও আবার এমন বহু আছে, যা'রা বিধি নিষেধ মানে না, তা'রা প্রকৃত পক্ষে মানুষ নয়। যখন শিশুর জন্ম হ'ল, তখন কেউ তা'কে উপদেশ দেয় না—মায়ের শরীরে যেন পা না লাগে। একটু বড় হ'লে উহা কর্‌তে নিষেধ করা হয়। যতই মনুষ্যত্বের প্রকাশ হ'তে থাকে, ততই তা'কে বিধি দেওয়া হয়। যা'কে যত বিধি দেওয়া হ'চ্ছে, তিনি তত শ্রেষ্ঠ। যা'কে বিধি দেওয়া হয় না, তা'তে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় নাই সূচিত হয়।

শাস্ত্রের আজ্ঞা—কোনও প্রাণীর হিংসা ক'র্‌বে না। 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' মানুষকে লক্ষ্য ক'রে এ নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে যাতে সে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর মর্য্যাদা পে'তে পারে। পদাবলীতে পাবেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই।' কি বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য মানুষ এতটা দাবী করে। প্রশংসার সময় প্রশংসা গ্রহণ ক'রবো কিন্তু প্রশংসার কার্য্য ক'রবো না এর দ্বারা মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা স্থাপিত হয় না। কেন আমি অপর প্রাণীকে হিংসা ক'রবো, এটা আমি চিন্তা ক'রবো, আমাকে এ অধিকার কে দিয়েছে যে, একজনকে নষ্ট ক'রে আমার শরীরকে পুষ্ট ক'র্‌তে হবে। পৃথিবীতে মানুষ সভ্যতার দাবী করে। কিন্তু সভ্য কে? যিনি পরদুঃখ-কাতর, তিনিই সভ্য। অন্যের দুঃখে যার হৃদয় বিগলিত হয় না, সে মানুষ নয়। যেমন—মা সন্তানের জন্য কাতর হন, যে মা সন্তানের জন্য কাতর হয় না, সে তাড়কা। মা না হওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ কি বস্তু, তাহা বুঝা যায় না। মাতৃত্বের সঙ্গে ত্যাগের সম্বন্ধ আছে। স্বার্থপরতাকে ভারত-বর্ষে সর্ব্বদাই গর্হণ করা হ'য়েছে। নিজের স্বার্থ-ত্যাগ-ব্যতীত পরদুঃখকাতর হওয়া যায় না। আমরা ব'ল্‌তে পারি—আমরা পরদুঃখকাতর হব কেন, বেশ তো আছি, অপরের সর্ব্বস্ব লুটে খাবো। কিন্তু এ কথা ব'ল্লে কি হবে? আর নিজেকে মানুষ ব'লে পরিচয় দেওয়া যাবে না। কোন্ পথে চ'ল্‌লে আমরা মানুষকে ভালবাসতে শিখবো সেটা জানা দরকার। আমি দুঃখে কাতর হই কেন। আমার ভিতরে চৈতন্য-বস্তু আছে। যদি চিৎসত্তা না থাক্‌তো তা' হ'লে আমি কি দুঃখী হ'তাম? অপরের শরীরেও চিৎসত্তা আছে। আমার শরীরকে আঘাত কর্‌লে আমি যেমন ব্যথা পাই অপরের শরীরকে আঘাত কর্‌লে তা'রও তদ্রূপ ব্যথা লাগে। আমার প্রাণকে আমি যখন নষ্ট ক'র্‌তে ইচ্ছা করি না তখন অন্যের প্রাণ নষ্ট ক'রবো কেন। "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।" সর্ব্বভূতে যিনি ভগবানের সম্বন্ধ দেখেন তিনি কাউকেই হিংসা ক'র্‌তে পারেন না। প্রাণিগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন দেখ্‌লে পরদুঃখকাতরতা আসবে না, হিংসা এসে যাবে। মা সন্তানকে হিংসা করেন না। মায়ের সন্তানের প্রতি যে অহিংসভাব—সন্তানকে অধিক ভালবাসেন বলে। হিংসাকে দূর ক'র্‌তে পারে মমত্ববোধ। মমত্ববোধ থাক্‌লে হিংসা করা যায় না। যখন মমত্ববোধ নষ্ট হয় তখন হিংসাতে আপত্তি থাকে না। আমি একজন ক্ষুদ্র প্রাণী হয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের প্রত্যেককে কি করে ভালবাসতে পারি। যেটা বলের দ্বারা হয় না, সেটা কৌশল অবলম্বনে হ'তে পারে। এক সময় কে কত শীঘ্র পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে আস্‌তে পারে এ নিয়ে কার্ত্তিক ও গণেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। গণেশ দেখ্‌লেন শক্তিপ্রয়োগের-দ্বারা জয়লাভ করা যাবে না। এজন্য তিনি বলপ্রয়োগের পরিবর্ত্তে কৌশল অবলম্বন ক'র্‌লেন, মাতাকে পরিক্রমা ক'রে বসে থাক্‌লেন। তদ্রূপ আমা-দিগকে গণেশের মত কৌশল প্রয়োগ ক'র্‌তে হবে। ভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে সকল প্রাণীর মধ্যে বিরাজিত আছেন। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" উপনিষদ্ ব'ল্‌ছেন একই দেহরূপ বৃক্ষে দুটী পাখী নিত্য সখারূপে নিবাস ক'র্‌ছেন—একটী জীবাত্মা অপরটী পরমাত্মা। আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার ক্ষুদ্র প্রীতি সকলকে বণ্টন ক'র্‌তে গেলে কেহই পা'বেন না। এমন একটী তত্ত্বে সেই প্রীতিটী দিতে হবে, যাঁ'কে প্রীতি ক'র্‌লে সকলের প্রীতি সাধন হয়ে যাবে। সেই তত্ত্বটী পরমাত্মবস্তু, যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। অসীম বস্তুকে প্রীতি ক'র্‌লে আমার হৃদয় বিশাল হবে, তখন সার্থক হবে আমার প্রীতি ও ভালবাসা। ভগবান্ ছাড়া কোনও সসীম বস্তুকে প্রীতি ক'র্‌লে দোষ হবে। জড়ভরতের ইতিহাস স্মরণ রাখ্‌বেন। জড়ভরত দু' জন্ম পূর্ব্বে রাজা ভরত ছিলেন। তিনি রাজত্ব পুত্রকে দিয়ে বনে গিয়েছিলেন তপস্যা ক'র্‌তে, যাবতীয় ভগবদিতর অভিনিবেশ পরিত্যাগ ক'রে তদ্গত হ'বার জন্য। কিন্তু এক দিন তিনি দেখ্‌লেন সিংহের গর্জ্জনে একটী গর্ভবতী হরিণী সন্তান প্রসব করে মারা গেল। সন্তানটী নদীর জলে ভেসে যা'চ্ছে। দেখে তাঁর

অনুকম্পা হলো, জলে নেবে তাকে তুলে আন্‌লেন, ক্রোড়ে রে'খে সুখলাভ কর্‌লেন। রাজর্ষির অভিনিবেশ হরিণ শিশুর প্রতি চলে গেল। এমন কি জপের সময়েও হরিণ শিশুর কথা চিন্তা করেন, কি জানি বনে জঙ্গলে কত হিংস্র প্রাণী আছে যদি হরিণশিশুটীকে খেয়ে ফেলে। তিনি তাঁ'র সমস্ত সাধন থেকে নেবে গেলেন। মৃত্যুকালে হরিণ শিশুর চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে মরে গিয়ে হরিণ হলেন। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥" রাজা ভরত দয়া ক'র্‌তে গিয়ে হরিণ হ'লেন। ভূতের দয়া ক'র্‌তে গিয়ে এই অসুবিধা হলো। হরিণ শিশুকে হরিণ শিশু মনে করেছিলেন সেজন্য পতন হলো, হরিণ শিশুতে তিনি ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পেলেন না। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' জীবের প্রতি প্রীতি বিশিষ্ট হবে তার মধ্যে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান আছে জেনে। প্রিয়তম ভগবানের সম্বন্ধ সর্ব্বত্র দেখ্‌লে সেখানে নিঃস্বার্থ প্রীতি আপনা হ'তেই আস্‌বে অথচ বন্ধন হবে না। হিংসার কোনও সম্ভাবনাই তা'তে থাক্‌তে পারে না।

সর্পগ্রস্ত নন্দ মহারাজের মুক্তি ও শঙ্খচূড় বধ

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি ; কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

একদা নন্দ আদি গোপগণ গোপেশ্বর মহাদেবে।
পূজিবার তরে যাত্রা করিল উপায়ন ল'য়ে সবে ॥
বৃষভ-বাহিত শকটে চাপিয়া উৎসাহ সহকারে।
চলিল সকলে অম্বিকা-বনে সরস্বতীর-তীরে ॥
সেই তটিনীর শীতল সলিলে করিয়া পুণ্য-স্নান।
নানা উপচারে ভকতি সহিত করে শিব-আরাধন ॥
তারপরে করে অম্বিকা পূজা তার সাথে গোপগণ।
'আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন' বলি করে আবেদন ॥
ধেনু, সুবর্ণ, বস্ত্র ও মধু, মধুমিশ্রিত অন্ন।
ব্রাহ্মণগণে দান করি সবে মানিল আপনে ধন্য ॥
নন্দ প্রভৃতি ব্রতধারিগণ জল শুধু করি পান।
উপবাস-নিশা কাটাইল করি নদীতীরে অবস্থান ॥
নিদ্রামগ্ন আছিল সকলে যবে সেই বনমাঝে।
ক্ষুধাতুর এক বিরাট সর্প গ্রাসিল নন্দরাজে ॥
সর্পগ্রস্ত হইয়া নন্দ ডাকিল কাতরস্বরে।
ওহে শ্রীকৃষ্ণ! ওহে তাত! আজ নাগ মোরে গ্রাস করে ॥
প্রপন্ন জনে উদ্ধার কর এ-মহা বিপদ হ'তে।
নতুবা পরাণ যাইবে আমার বাঁচিব না কোন মতে ॥
চীৎকার-ধ্বনি শুনি' গোপগণ জাগিয়া উঠিল ত্বরা।
সর্প-কবলে দেখিয়া নন্দে হ'য়েছিল দিশাহারা ॥
কিছু না পাইয়া নিকটে তা'দের হ'য়ে ব্যাকুলিত হিয়া।
তাড়না করিল সেই নাগবরে জ্বলন্ত কাষ্ঠ দিয়া ॥
জ্বলন্ত সেই কাষ্ঠখণ্ডে হ'য়েও দহ্যমান।
না ছাড়িল নাগ নন্দরাজারে হারায়ে বাহ্যজ্ঞান ॥
কৃষ্ণ তখন করুণা প্রকাশি' তাহার নিকট গিয়া।
স্পর্শ করিল সেই নাগবরে আপন-চরণ দিয়া ॥
চরণ-পরশে নষ্ট হইল সকল অশুভ-ভার।
সর্প-শরীর তেয়াগিয়া হ'ল দিব্য-শরীর তার ॥
পূর্বের মত বিদ্যাধরের শরীর ধারণ করি'।
প্রণত হইল কৃষ্ণসমীপে দিব্য মাল্য পরি' ॥
অপূর্ব সেই মূরতি নেহারি কৃষ্ণ কহিল তায়।
"কে হও আপনি, এহেন দুর্গতি কেন তব হ'ল, হায় ॥
কেন বা হইল এই নিন্দিত সর্প-জনম তব।
কেন হ'য়েছিল কুৎসিৎদেহ, কেন বা শরীর নব ॥"
সর্প কহিল বিনয় করিয়া "শুন প্রভু, ইতিহাস।
যাহে হ'ল মোর এই দুর্দশা, যাহাতে নাশিল ত্রাস ॥

আমি প্রসিদ্ধ বিদ্যাধর এক সুদর্শন নাম মোর।
রূপের গরবে হ'য়েছিল মোর হেন দুর্দশা ঘোর॥
একদা বিমানে চ'ড়ে নানাদিকে ক'রেছিনু বিচরণ।
সেইকালে আমি দেখিনু সেথায় রূপহীন ঋষিগণ॥
তাহাদের দেখি করিনু হাস্য রূপের অহঙ্কারে।
ভুলিনু তখন এর পরিণাম কিরূপ হইতে পারে॥
'সর্প-জনম হইবে তোমার' বলি' দিল অভিশাপ।
করিতে হইল ভোগ এতদিন মোর জীবনের পাপ॥
এখন দেখিনু সেই ঋষিগণ অতিশয় কৃপাময়।
তা না হ'লে আজি তোমার সহিত মোর কভু দেখা হয়?
সেই অভিশাপ বর হ'ল মোর আজি এই শুভক্ষণে।
পাপ-মুক্ত হইলাম আমি তব পাদ-বন্দনে॥
দুঃখ-নাশন ত্রিলোকের গুরু! তব পাদ-পরশনে।
মুক্ত হইয়া আপন ভবনে যাইব করেছি মনে॥
দাও অনুমতি ওহে ভবপতি ভবভয়-ত্রাণকারী।
শরণে আগত আজি আমি প্রভো! তোমায় প্রণাম করি॥
হে মহাপুরুষ, ওহে সৎপতি, অচিন্ত্য-শক্তিযুত।
সর্বলোকের অধিপতি তুমি, হইনু শরণাগত॥
ওহে অচ্যুত, পরমেশ্বর, তব দর্শন-ফলে।
ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইলাম অবহেলে॥
যাঁর নাম শুধু মুখে উচ্চারি' পবিত্র হয় লোক।
শ্রোতৃজনেও পবিত্র করে, নাহি থাকে তার শোক॥
তাঁর দরশনে আর পরশনে আমি যে পবিত্র হ'ব।
তাতে সন্দেহ নাহি কোন মতে এ-কথা কি আর কব॥"
এই মত করি কৃষ্ণের স্তুতি সেই সে বিদ্যাধর।
অনুমতি তাঁর গ্রহণ করিয়া চলিল আপন ঘর॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করিয়া করিল পুনঃপুনঃ পরণাম।
হরষিত মনে চলে সুদর্শন তখন স্বর্গধাম॥
নন্দরাজার মুক্তি হইল সর্প-কবল হ'তে।
গাইল সকলে কৃষ্ণের যশ অতি পুলকিত চিতে॥
পুনঃ একদিন হোলি পূর্ণিমা তিথি হ'লে সমাগত।
বিক্রমশালী রাম ও কৃষ্ণ ব্রজনারী-গণ যুত।
নিশাকালে বনবিহার-মানসে চলিল বিপিন-মাঝে।
চন্দনে অনুলিপ্ত শরীরে সাজি' বিচিত্র সাজে॥
দিব্যমাল্য শোভে গলদেশে পরণে শুভ্র-বাস।
চূড়া বিচিত্র শোভে শিরোপরি, বদনে মধুর হাস॥
রামকৃষ্ণের প্রেয়সী-সকল বন্ধুর মত মিলি'।
তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করে, হইয়া কৌতূহলী॥
সেই রজনীতে শোভিল গগন চাঁদ আর তারকায়।
মল্লিকাফুল গন্ধ বিতরে মৃদুল মধুর বায়॥
সমীরণ বহে কুমুদগন্ধ, মত্ত ভ্রমরকুল।
অপরূপ শোভা ধরিল প্রকৃতি নাহি তার সমতুল॥
এহেন সময় দুই জনে মিলি ধরিল গানের সুর।
যাহা কোন দিন কেহ শুনে নাই, ছিল এত সুমধুর॥
মূর্চ্ছিত হ'ল ব্রজনারীগণ শুনিয়া মধুর তান।
বসন, মাল্য স্খলিত হইল নাহিক বাহ্য জ্ঞান॥
কুবেরানুচর আসিল সেথায় 'শঙ্খচূড়' তার নাম।
রাম ও কৃষ্ণ দেখিতে লাগিল কিবা হয় তার কাম॥
যষ্টি ঘুরায়ে ভয় দেখাইয়া ব্রজের রমণীগণে।
উত্তরদিকে চালিত করিল ক্রমে ক্রমে সেইক্ষণে॥
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল রমণীগণ।
বলিল, 'হে রাম, হে কৃষ্ণ, কর আমাদের রক্ষণ'॥
শুনি দুই ভ্রাতা তাহাদের সেই সুকাতর আহ্বান।
অতি ত্বরা করি' তা'র পশ্চাতে হইলেন ধাবমান॥
'ভয় পাইও না' বলিয়া উচ্চে অভয় দানিল সবে।
শাল-বৃক্ষ উপাড়ি ধাইল মহাভৈরবরবে॥
কালপ্রেরিত মৃত্যুর মত তাহাদের দুইজনে।
হেরিয়া যক্ষ পলাইয়া গেল ছাড়িয়া অবলাগণে॥
কৃষ্ণ তাহার পিছনে ছুটিল শিরোমণি লইবারে।
বলদেব সেথা রহিল থামিয়া রমণী-রক্ষা-তরে॥
ক্ষণকাল পরে ধরিয়া যক্ষে লইল মাথার মণি।
মস্তক তার ছেদন করিল সবলে টানিয়া আনি॥
শঙ্খচূড়ের মস্তক মণি কৃষ্ণ হৃষ্টমনে।
অর্পিল সব রমণীর মাঝে বলদেব শ্রীচরণে॥

— — —

প্রার্থনা

সংসার যবে টানে হে,
ভাসাইয়া দিও প্রলোভন সব
করুণার তব বানে হে।

মানসে পশিলে কামনার বাণী,
দেখায়ো করুণ আনন খানি,
লুব্ধ পরাণে ফিরায়ে আনিও
বাঁশীর মোহন তানে হে।

মিথ্যা যখন অভিভূত করে,
তব পদে প্রিয় রেখো মোরে ধ'রে,
চঞ্চল চিত ক'র প্রশমিত
প্রেম-পরশ দানে হে।

তব মায়া মোরে করে যদি জয়,
সহিয়া রহিব, করিব না ভয়,
তোমারি ভরসা বক্ষে ধরিয়া
চেয়ে রব তব পানে হে।

কি আর কহিব ওগো প্রেমময়,
অহেতু কৃপায় করিয়াছ জয়,
অধিক কহিতে এমন দয়ালে
সরম উপজে প্রাণে হে।

দীনাতিদীন —
শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

বোলপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

(শান্তিনিকেতন) বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসুধীর কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ পণ্ডিত শ্রীলোনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারিসহ গত ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় বোলপুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় সজ্জনগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি পূর্ব্ব হইতেই তথায় প্রচার সেবায় ব্রতী ছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৯ শে জুন বুধবার হইতে ১লা জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে 'ভাগবতধর্ম্ম' প্রসঙ্গ স্থানীয় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির ও ডাঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ, এম্-এল্-এ মহাশয়ের বাসভবনে যথাক্রমে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর উকীলপট্টিস্থিত শ্রীসরস্বতী মন্দিরে ২ জুলাই শনিবার হইতে ৪ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত তিনটি বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। প্রথম দিবসের অধিবেশনে বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তিন দিনের ধর্ম্মসভায় তিনটী বিজ্ঞাপিত বক্তব্য-বিষয় যথাক্রমে 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি' এবং 'যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন' সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান-গর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও দুই দিন বলেন। ৫ই জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্নে বোলপুর ডিগ্রী কলেজে শ্রীল আচার্য্যদেব 'অধ্যাপক ও ছাত্রগণের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বহু কথা উপদেশ করেন। তাঁহার আদেশে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও কিছু কথা বলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব অধ্যাপক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীহরিপ্রসাদ দত্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দে মহাশয়ের বাটীতে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা উপদেশ করেন।

উপরি উক্ত প্রচার সেবায় যাঁহারা বিশেষ ভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে মুখ্যভাবে অধ্যাপক শ্রীসুধীর কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী ও তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ সুবোধ কুমার, শ্রীমতী নির্ম্মলা রায় ও তাঁহার পুত্রগণ শ্রীসুধীর রায়, শ্রীসন্তোষ রায়, শ্রীমধুসূদন রায়, ডাঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দে, শ্রীসুরযমল সুরানা ও শ্রীবাসুদেব আগরওয়াল আদির নাম উল্লেখযোগ্য।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পো: শ্রীমায়াপুর, জি: নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

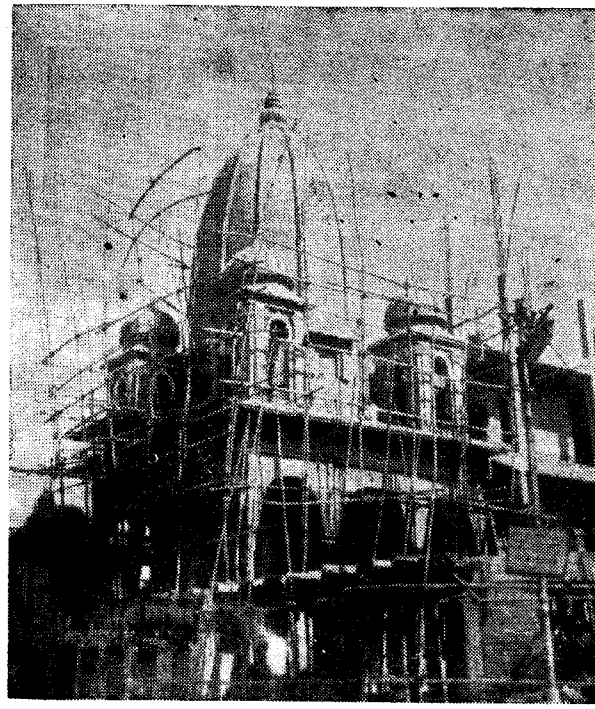

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৭৩

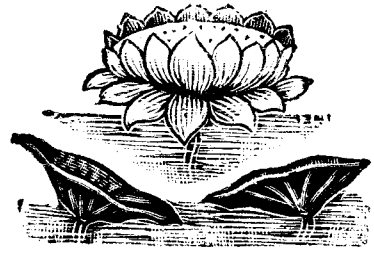

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়া বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭৩।
৩ পদ্মনাভ, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, রবিবার; ২ অক্টোবর, ১৯৬৬। | ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বালোচনা-মুখে বলেন,—"শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—তাঁহার এই ত্রিবিধা অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও বিরোধিনী ক্রিয়াবিশিষ্টা; এক প্রকার শক্তি আনন্দ দেয়, অপর শক্তি সেই আনন্দের বাধা ঘটায়, তাই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার দৃষ্ট হয়,—একদিকে যেমন ভক্ত ভগবানের সেবা করিয়া তাঁহার সুখের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্, আর একদিকে অভক্ত তেমন তদ্বিরুদ্ধ বিচার-বিশিষ্ট; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-পরিণাম এই জড় জগৎ, এখানে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মায়ামুগ্ধ জীবকুল ভোগ ও ত্যাগ-দ্বন্দ্বে পতিত হইয়া শ্রীভগবান, ভক্ত ও ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা-নিবন্ধন নিজেরা ভগবদ্-ভজনে উদাসীন হওয়ায় প্রকৃত ভগবদ্-ভক্তেরও ভজন-বিষয়ে আস্থাহীন এবং তজ্জন্য স্বসাম্যে তাঁহার ভজনে দোষারোপকারী; ভোগী ও ত্যাগী—এই উভয়েই যথাক্রমে জড়বিলাস ও জড়বিরাগ-বিচারপর হওয়ায় ভক্তের কৃষ্ণ-প্রীতিমূলে চিদ্‌বিলাস ও চিদ্‌বিরাগ-সেবার বিচার আদৌ বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া ভক্তকে তাঁহাদেরই সমশ্রেণীস্থ দেখিতে চান। ভক্ত বহির্দ্দর্শনে জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-আদি জাগতিক ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা ঐ-প্রকার ঐশ্বর্য্য-রহিত যে-কোন লীলাই প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহাকে তদনুপাতে দর্শন করিতে গিয়া বঞ্চনাই লভ্য হইবে, যেহেতু—'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেও না বুঝয়।' কর্ম্মী বা জ্ঞানী তাঁহাদের স্থূল দর্শনে ভক্তকে যাহাই দর্শন করুন না কেন, তাহা ভক্তের স্বরূপ নহে। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ভগবৎ-সেবকের কোন ঐশ্বর্য্যেরই অভাব নাই। তবে তিনি সেই ঐশ্বর্য্যকে ভগবৎ-সেবায় সমর্পণ ব্যতীত কর্ম্মী বা জ্ঞানীর ন্যায় প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ভোগ বা ত্যাগে প্রবৃত্ত হন না, সুতরাং ভগবদ্-ভক্তের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বা অদর্শনে তৎপ্রতি মৎসর হইতে হইবে না; জগতের সমুদয় বিষয়েরই—সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যেরই সদ্ব্যবহার একমাত্র তিনিই জানেন। মহাপ্রভু-কথিত 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকের অনুগমন-ব্যতীত কাহারও বুদ্ধি ভাল হইবে না (এ বিষয়টী Ellipse এর Focus দ্বয়ের দৃষ্টান্ত-দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ বুঝাইয়া দেন); 'তৃণাদপি সুনীচেন', আর বেদান্তের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্য দুইটীর স্বরূপগত অর্থের মধ্যে কোনই অসামঞ্জস্য নাই, অর্থাৎ পরংব্রহ্ম ভগবানের তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীবের স্বরূপগত অভিমানই তৃণাপেক্ষা সুনীচ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিগুণ গান করা। জ্ঞানিগণ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র যে বিচার গ্রহণ

করিয়া ব্রহ্ম হইবার যত্ন করেন, তাহা বড়ই ভ্রমাত্মক ও বিপৎসঙ্কুল। challanging or assailing mood লইয়া ভক্তের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে চিজ্জড়-সমন্বয়রূপ বঞ্চনাই লভ্য হইবে মাত্র। ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন, তিনি তদুভয় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকারী মাত্র। ভক্ত কৃপাক্রমেই তাদৃশী বুদ্ধি লাভ হয়; সুতরাং অহঙ্কার-পরিহার-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন করিবার বিচার-বিশিষ্ট হইলেই সর্ব্বপ্রকার ইতর-পিপাসা থামিয়া যাইবে—নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে।

নিশ্চয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

"শ্রীউপদেশামৃতে" গোস্বামি-মহোদয় ভজন-প্রয়াসীর পক্ষে 'নিশ্চয়'-বিশিষ্ট হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যে-পর্য্যন্ত নিশ্চয়তা না হয়, সে পর্য্যন্ত লোকে সংশয়াত্মা থাকে। সংশয়াত্মা পুরুষদিগের কখনই মঙ্গল হয় না। সংশয়াক্রান্ত চিত্তে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে হইবে? গীতায় (৪।৪০) বলিয়াছেন,—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

সম্বন্ধজ্ঞান-হীন, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোকে কোন সুবিধা নাই এবং তাহাদের কোন সুখ হয় না। যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কেন-না 'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থই দৃঢ়বিশ্বাস। যতক্ষণ সংশয় আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ়বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। সুতরাং শ্রদ্ধাবান্ জীব সর্ব্বদাই সংশয়-হীন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবমাত্রকেই 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই তত্ত্বত্রয় প্রথমেই জানিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এই তত্ত্বত্রয়ে দশটী মূল-বিষয় আছে,—তাহার **প্রথম মূল** এই,—বেদশাস্ত্রই একমাত্র **প্রমাণ**। প্রমেয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই প্রমাণকে জানা আবশ্যক। **প্রমেয় নয়টী** ও সেই প্রমেয়গুলিকে বিচার-বিষয়ীভূত করিতে হইলে অগ্রে প্রমাণের আবশ্যক। নানা-শাস্ত্র নানা-প্রকার প্রমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ বলেন,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি প্রমাণ; কেহ অন্যান্য বিষয়কেও প্রমাণ-মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত বৈষ্ণবশাস্ত্রে অন্য সকল প্রমাণকে 'গৌণ-প্রমাণ' বলিয়াছেন। অতএব, আম্নায়-প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই একমাত্র 'মুখ্য প্রমাণ' এবং তাহাই গ্রাহ্য। জগতে যত যত ভাব আছে, সে-গুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাব—অচিন্ত্য এবং কতকগুলি ভাব—চিন্ত্য। প্রাকৃত ভাবসমূহ—চিন্ত্য অর্থাৎ মানবের চিন্তামার্গে স্বয়ং উদিত হয়। অপ্রাকৃত ভাব—অচিন্ত্য; তাহা মানবের সামান্য জ্ঞানশক্তির গম্য নহে। আত্ম-সমাধি ব্যতীত অচিন্ত্য ভাবসকল জানা যায় না। সুতরাং, অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কান্তর্গত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গতি নাই। এজন্য (ভঃ রঃ সিঃ ধৃত শ্রীমঃ ভাঃ উদ্যোগ পর্ব্বে) বলিয়াছেন,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের অতীত যাহা, তাহা অচিন্ত্য-ভাবময়। তাহাতে প্রত্যক্ষ-অনুমানের প্রবেশ নাই। সেই-সকল অচিন্ত্য ভাব জানিবার জন্য আত্ম-সমাধি একমাত্র উপায়। আত্মসমাধিও সাধারণ লোকের অসাধ্য-প্রায়। পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবের পক্ষে এই বিষম প্রমাদ দেখিয়া বেদ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২,১২৪-১২৫)

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
বেদ-শাস্ত্র কহে, 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—'ভক্তি' 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥

অচিন্ত্য ভাব-সকল জানিতে হইলে একমাত্র বেদ-প্রমাণই গ্রাহ্য। ইহাতে আর একটী বিচার আছে, গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত বেদকে 'আম্নায়'-শব্দ-দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। বেদে বহুবিধ বিষয় আছে, অধিকারি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ আছে। সকল অধিকার অপেক্ষা ভক্তি-অধিকারই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ব মহাজনবর্গ ভজন-বলে আত্ম-সমাধির উদয় করিয়া, বেদের ভক্তি-অধিকারের শিক্ষা-সমুদয় পৃথক্ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব, পূর্ব্ব মহাজনগণ যে-সমস্ত বেদ-বাক্য ভক্তির অধিকার-বিষয়ক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তৎসমস্তই 'আম্নায়' এবং তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন। এই স্থলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা সম্পূর্ণরূপে না পাইলে অচিন্ত্য-ভাব-সকলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৭-১৩৬),—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥
'তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥'
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে,—জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তা'রে প্রাপ্তির উপায়॥
'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহাঁ 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে 'কৃষ্ণ অজগরে'।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তা'তে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্রে কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি॥

পরমার্থ-লিপ্সু পুরুষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট যখন আত্মার সিদ্ধান্তসকল শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে গমন করিতে থাকে। **আম্নায়ই** পরমার্থ-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। এই প্রমাণ অবলম্বন-পূর্ব্বক নয়টী প্রমেয়-বিচার করিতে হয় এবং এই বিচার আম্নায়-বলে শুদ্ধ-চিত্তে উদিত হয়। ইহারই নাম 'আত্মসমাধি'—ইহাই পরমার্থের মূল।

এই আম্নায়-দ্বারা প্রথম প্রমেয়ের বিচারে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম শ্রীহরি একমাত্র উপাস্য। তৎসম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ-চিন্তা তাঁহার প্রভাকে ব্রহ্মরূপে স্থাপন করে। সেই শ্রীহরি একাংশে পরমাত্মা বা ঈশ্বর হইয়া জগদ্বিধাতা, জগৎ-পালয়িতা ও জগৎসংহর্ত্তারূপে উদিত হ'ন। শ্রীহরিই স্বয়ং 'কৃষ্ণ', পরমাত্মাই 'বিষ্ণু' ও তাঁহার প্রভাই 'ব্রহ্ম'। এইস্থলে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির তত্ত্ব বিচার করিয়া পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয় দূর হয়। যে-পর্য্যন্ত এই সংশয় থাকে, সে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত-জ্ঞানের বিপরীত ভাব লইয়া 'ব্রহ্ম'-আলোচনা-রূপ জ্ঞানই অবলম্বন হয়; আবার অংশরূপ 'পরমাত্ম'-পুরুষের অনুসন্ধানে অষ্টাঙ্গাদি যোগের কল্পনা হয়। নিঃসংশয় হইলে একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণে' অচলা ভক্তি উদিতা হ'ন।

আম্নায়-জ্ঞানে দ্বিতীয় প্রমেয়ের বিচার এই,—সে ই পরব্রহ্ম শ্রীহরি স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট। একটি শক্তির চালনায়, তিনি অস্ফুট-জ্ঞানে ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হ'ন। ইহারই নাম তাঁহার 'নির্ব্বিশেষ-শক্তি'। আবার, অনন্ত শক্তির চালনায় তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ক্রোড়ী-ভূত করিয়া নিজ ভগবৎসত্তা প্রকাশ করেন, ইহার

নাম 'সবিশেষ-শক্তি'। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ শক্তিদ্বয় তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও সবিশেষ-শক্তির বলাধিক্য দেখা যায়। যথা, (শ্রীশ্বেঃ উঃ ৬।৮)—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।

সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—বিক্রম-ত্রয় অপ্রাকৃত ভক্তের জ্ঞান-সুলভ হ'ন।

তৃতীয় প্রমেয়-সম্বন্ধে আম্নায় বলেন,—সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম অপ্রাকৃত-রস। যে রসের বিক্রমে চিদচিৎ উভয় জগৎ উন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।' সেই পরম-রসের বলে চিৎ ও জড়জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিজ্জগতে যে রস, তাহাই শুদ্ধ; জড়জগতের রস তাহার ছায়া। চিজ্জগতের অনন্ত রস আবার অচিন্ত্য-শক্তি-ক্রমে শ্রীব্রজলীলায় প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছেন। শুদ্ধ জীব চিদ্‌রসের অধিকারী। জীবের ঐ পরম রস প্রাপ্য ধর্ম্ম। ভজন-বলে জীব তাহাই লাভ করেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অত্যন্ত নীরস, তাহা কখনও ভজনীয় নহে। পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে রসের উদয় নাই। কেবল কৃষ্ণ-ভজনই রসময়।

চতুর্থ প্রমেয়-বিচারে আম্নায় বলেন,—জীবসকল শ্রীকৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের অণুনিচয়, তাহারা সংখ্যায় অনন্ত। কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিতে যদ্রূপ চিজ্জগৎ, অপরা মায়া-শক্তিতে যদ্রূপ জড়জগৎ, তদ্রূপ পরা খণ্ড-চিচ্ছক্তিতে জৈব-জগৎ। কৃষ্ণের চিদ্ধর্ম্মে যে-সকল পরিপূর্ণ গুণ আছে, তাঁহা বিন্দু-বিন্দুমাত্র অণুরূপ জীবে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের যে স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম আছে, তাহার এক কণা জীবে লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মের দ্বারা জীবের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ আছে। তদ্বশতঃ জীবসকল প্রবৃত্তি-ভেদ লাভ করিয়াছে। একটি প্রবৃত্তিক্রমে জীব স্বীয়-সুখ অন্বেষণ করে, অন্য প্রবৃত্তিক্রমে কৃষ্ণ-সুখ অন্বেষণ করে। স্বীয়-সুখান্বেষী ও শ্রীকৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া জীবসমূহের বর্গদ্বয় সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সুখান্বেষিগণ নিত্যমুক্ত; স্ব-সুখান্বেষিগণ নিত্য-বদ্ধ। এ-সম্বন্ধে অচিন্ত্য ভাবসকল চিৎকালের অনুগত। চিচ্ছক্তিগত-কালে নিত্য-বর্ত্তমানতা ধর্ম্ম আছে। অপরা, জড়া বা মায়াশক্তিগত কালে ভূত ভবিষ্যদ্ বর্ত্তমান রূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম। সুতরাং, এ-সম্বন্ধে যে-সকল বিচার উদিত হয়, তাহা চিৎকালগত করিলে সংশয় থাকে না, জড়কালগত করিলে অনেক সংশয়ের উদয় হয়। জীব শুদ্ধ চিৎকণ হইয়া কেন নিজ-সুখান্বেষী হইল? এইরূপ বিতর্ক তুলিলে জড়কালগত সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সংশয় পরিত্যাগ করিলে ভজন হইতে পারে, নতুবা কেবল বিতর্ক-পরম্পরা উপস্থিত হইতে থাকে। অচিন্ত্য-ভাবে তর্ক সংযোগ করিলেই অনর্থ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

পঞ্চম প্রমেয় সম্বন্ধে আম্নায়ের শিক্ষা এই,—নিজ-সুখান্বেষী জীবসমূহ নিকটস্থিতা মায়াকে বরণ করিয়া মায়া-কালগত সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে। কর্ম্ম আর কিছুই নহে, তাহা মায়াকৃত একটি অন্ধচক্র। যাঁহারা মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের কর্ম্মের সহি কোন সম্বন্ধই নাই। মায়াচক্র হইতেই নিজ-সুখান্বেষী জীবগণের ভোগায়তনরূপে স্থূল ও লিঙ্গ দেহদ্বয়। এই অন্ধচক্র অনন্তরূপে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু জীবের পক্ষে প্রবেশ-কালে যেমন সহজ হইয়াছিল, মুক্তিকালেও তাহা তেমন সহজে দূরীকৃত হয়।

মায়ার অন্ধচক্রগত জীবসকলকে 'নিত্যবদ্ধ' বলা যায়। এস্থলে 'নিত্য'-শব্দ মায়াকাল-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। চিদ্বস্তুর স্পর্শে চিৎকালের উদয় হইলে তাহাদের বদ্ধ-ভাবের অনিত্যতা দেখা যায়। সাধু-মহাজনের কৃপা ও কৃষ্ণ-কৃপার বলে জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়। যথা—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু-সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫)

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
(শ্রীভাঃ ১০।৫১।৫৩)

সাধুসঙ্গে সংসার-দুঃখের ক্ষয় হয়; শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়। তখন ভজন-বলে জীব শ্রীকৃষ্ণকৃপায় মায়াবন্ধ ছেদন করত কৃষ্ণ-সেবা লাভ করে। যাঁহারা আদৌ কৃষ্ণসুখাপেক্ষী হইয়া মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের সহিত বদ্ধমুক্ত জীবসকল অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সালোক্য লাভ করেন।

ষষ্ঠ প্রমেয়-বিচারে আম্নায় সিদ্ধান্ত এই যে,—শ্রীকৃষ্ণ ও তদিতর সকলবস্তুই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ-জন্য বেদে বহুতর স্থানে অভেদ ও বহুতর স্থানে ভেদ-সূচক বাক্যসকল দৃষ্ট হয়। অত্যাত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের একদেশ-মাত্র অবলম্বিত হয়। তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের সর্ব্বদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয়। ভজন-পিপাসুদিগের আম্নায় শিক্ষায় এইমাত্র জ্ঞান হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময় এক অদ্বয়তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তু সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। শক্তিদ্বারা জৈব ও জড়জগৎ বর্ত্তমান থাকিলেও বস্তু বাস্তবিক এক বই দুই নয়। বস্তুজ্ঞানে অভেদতত্ত্ব এবং শক্তিজ্ঞানে শক্তিপরিমাণ-ফলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর যাহা দেখা যাইতেছে, সকলই তাঁহা হইতে নিত্য ভিন্ন। এই নিত্য ভেদাভেদ স্বভাবতঃ অচিন্ত্য; কেন-না জীবের মায়িক বুদ্ধিতে তাহা অস্পৃষ্ট। জীবের যখন অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয়, তখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদময় শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হইতে পারে। আম্নায়-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভক্তজন কৃষ্ণকৃপায় অল্পকালের মধ্যেই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব স্পষ্ট দেখিতে পান। ইহাতে মায়িক বিচার চালাইতে গেলে 'মতবাদ' হইয়া পড়ে। এই সাতটি মূলের আত্মসমাধি-লব্ধ জ্ঞান যখন আম্নায়-বলে উদিত হয়, তখনই সম্বন্ধ-জ্ঞান হইল, বলিতে পারা যায়। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন মতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সম্বন্ধজ্ঞান-তত্ত্ব বিশদরূপে বলিয়াছেন, যথা, শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ২০।১০২)—

কে, আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥

যে সকল পুরুষের ভক্তিলাভরূপ পরম হিত পাইবার আবশ্যকতা আছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীগুরুচরণে এই প্রশ্নটি করিবেন। শ্রীগুরুমুখে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে সংশয় দূর হইয়া দৃঢ়বিশ্বাসের উদয় হইবে। এই বিচার বৃথা বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে; যথা, শ্রীচরিতামৃতে (আঃ ২।১১৭),—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

এখন দেখুন—দশটি মূলের মধ্যে প্রথম অষ্ট মূলে প্রমাণ ও সম্বন্ধজ্ঞান সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতেই এই সকল পাইবেন।

প্রমাণ-মূলটির সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪); যথা,—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।

দ্বিতীয় মূলটির সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃচঃ মঃ ২০।১৫২, ১৫৫, ১৫৭)

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ', 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ, যাঁ'র গোলোক—নিত্যধাম॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥

কৃষ্ণশক্তি-সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১১১) যথা—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥

কৃষ্ণ—রসময়; যথা প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৩)—

সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥

জীবের স্বরূপসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-১০৯)—

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।

* * *

সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়॥

বদ্ধজীব-সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১০,২০।১১৭)—

সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্যসংসার'॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥

মুক্ত জীবের বিষয়ে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১১),—

'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥

ভেদাভেদ-প্রকাশ; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১০৮),—

কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি', ভেদাভেদ-প্রকাশ।

আম্নায় প্রসঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হইলে জীবের 'অভিধেয়' পরিজ্ঞাত হয়। শ্রীকৃষ্ণভক্তিই সেই 'অভিধেয়'। তাৎপর্য্য এই—জীবের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, তাহার নাম 'অভিধেয়'। এতৎ সম্বন্ধে প্রভুবাক্য শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ২২।১৭-১৮),—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তি-মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥

সাধন-ভক্তিকেই 'অভিধেয়' বলিয়াছেন। তাহা বৈধী ও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধ। সাধন-ভক্তি বৈধী-অঙ্গে বহুবিধ। তাহা চতুঃষষ্টি অঙ্গে এবং কোন স্থলে নববিধ অঙ্গে সমষ্টি করা হইয়াছে। নবধা ভক্তির প্রচার; যথা (শ্রীভাঃ ৭।৫।২৩)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

বদ্ধজীব কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণে যে মনোনিবেশ করে, তাহারই নাম 'ভক্তি'। কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। অনেক স্থলে ভক্তির অঙ্গ ও কর্ম্মের অঙ্গ একই প্রকার। সেই সকল অঙ্গ যখন অন্যাভিলাষযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মাঙ্গ হয়; যখন শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তাযুক্ত, তখনই জ্ঞানাঙ্গ বলা যায়। কতকগুলি অঙ্গে জ্ঞান বা কর্ম্ম কিছুই নাই। যে কর্ম্মের ফল কেবল কৃষ্ণানুগত্য, তাহা ভক্তির অঙ্গ। যে কর্ম্মের ফল স্বীয় সুখ-ভোগ, তাহাই কর্ম্ম। আর, যে কর্ম্ম সাযুজ্য-মুক্তির উদ্দেশক, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯),—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

বিধিবাধ্য হইয়া ভক্তির যে-সকল অঙ্গ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই 'বৈধসাধনভক্তি'। কৃষ্ণানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া যে সেবাকার্য্য করা যায়, তাহাই 'রাগ-ভক্তি'। ব্রজবাসিগণের যে ভক্তি, তাহাই 'রাগাত্মিকা'; সে ভক্তি-কার্য্যে তাঁহাদিগের যে অনুকরণ, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি। বৈধীভক্তি শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া রতি পর্য্যন্ত যাইতে পারিলে তথায় রাগানুগা ভক্তির সহিত এক হইয়া পড়ে। রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বদা বলবতী। ইহাই নবম মূল।

দশম মূল,—আম্নায়-বাক্যমতে প্রেমই 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব। সাধনভক্তি হইতে প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়। যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ২৩।৯-১৩),—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ ধাম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দশমূল শিক্ষায় যাহাদের সংশয় থাকে, তাহারা ভজনোপযোগী নয়। সংশয় উদিত হইয়া ভজন বিকৃত করে; আশাকে দূষিত করিয়া দুষ্ট ফল প্রদান করত সর্ব্বনাশ করে। অতএব, যাঁহাদের বিশুদ্ধ ভজনস্পৃহা আছে, তাঁহারা সুদৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া ভজন করুন।

শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে (১২শ বিলাসে) একাদশী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা সহৃদয়-সহৃদয়া পাঠক-পাঠিকাগণের অবগত্যর্থ নিম্নে তৎসমুদয়ের মর্ম্মানুবাদ মাত্র প্রদান করিতেছি (মূল শ্লোক দিতে গেলে প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি পায় বলিয়া অনুবাদই প্রদত্ত হইল)।

ভবিষ্যসাগরে কথিত হইয়াছে—বালকগণের মাতার ন্যায় এবং রোগিগণের ঔষধের ন্যায় সর্ব্বলোক-রক্ষার্থ একাদশী তিথির উদয় হইয়াছে। নানা-দুঃখসমাকীর্ণ সংসারে মনুষ্য-জন্ম লাভের সৌভাগ্য পাইয়া যিনি একাদশ্যুপবাসী' অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস পরায়ণ হন, তিনিই ধন্য, তিনিই বুদ্ধিমান্। একাদশী ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি অন্য ব্রতের উপাসক হন, তিনি করস্থ মহারত্ন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক লোষ্ট্র মাত্র যাচ্ঞা করেন। একমাত্র একাদশীতে উপবাস করিয়া জলদ্বারাও শ্রীজনার্দ্দনের সমর্চ্চনা করিলে সংসার হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে দেবরাজ, প্রসঙ্গ ক্রমে, দম্ভ বা লোভ-বশতঃও একাদশীর প্রতি মনোযোগ করিলে মনুষ্যের সমস্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। যে সমস্ত দেহধারী জীব মহারোগে দুঃখিত, তাঁহাদের সেই মহারোগ প্রশমনার্থ পরম ঔষধ স্বরূপে একাদশীর উপবাস বিহিত হইয়াছে। সংসারসর্পদষ্ট পাপকর্ম্মা মানবগণের একাদশীর উপবাস-দ্বারা সদ্যই সুখানুভব হইয়া থাকে।

নারদপুরাণে বসিষ্ঠ-বাক্য—হে রাজেন্দ্র, শতজন্ম সমুদ্ভূত পাপরূপ কাষ্ঠ একাদশী সমুৎপন্ন অগ্নিদ্বারা নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়। শ্রীপদ্মনাভের দিন অর্থাৎ শ্রীহরি-বাসর যেমন মনুষ্যগণের পাপসকলের বিনাশকারী, তদ্রূপ পবিত্রকারী আর কিছুই নহে। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও শত শত বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ, একাদশ্যুপবাসের ষোড়শ কলার এক কলা হইবারও যোগ্য হইতে পারে না। একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা মানুষ যে সমস্ত পাপ আচরণ করে, একাদশ্যুপবাসে তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। একাদশী সর্ব্বশুভদায়িনী—স্বর্গ, মোক্ষ, রাজ্য, পুত্র, সুকলত্র অর্থাৎ সুন্দরী স্ত্রী ও শরীরারোগ্য প্রদায়িনী। গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, রেবা, বেদিকা, যমুনা, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি তীর্থ কেহই হরিবাসরের তুল্য নহেন। ছলপূর্ব্বকও একাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিলে নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই একাদশী চিন্তামণি সমান অথবা মহামূল্য নিধি (রত্ন) তুল্য কিম্বা কল্পতরু সদৃশ অথবা বেদসকলের মধ্যে সর্ব্ববেদ-শিরোভাগ—সর্ব্ববেদসার উপনিষৎ তুল্য।

ঐ নারদপুরাণের অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—শ্রীহরি-বাসর প্রাপ্ত হইয়া যে সংযতেন্দ্রিয় পুরুষ উপবাস পরায়ণ হইয়া শ্রীমধুসূদনের পূজা করেন, তাঁহার তপস্যা ও যজ্ঞ-সকলের প্রয়োজন কি? তাঁহার পূর্ব্বপাপ সমুদায় দগ্ধ হইয়া যায়। ঘোর পাপকাষ্ঠের পাবকস্বরূপ একাদশীর আশ্রয়-গ্রহণকারী মানবগণ চতুর্ভুজ হইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক মাল্য ও পীতবসন পরিধান করিয়া বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করেন। যোগ ও সাংখ্যদ্বারা মানব যে পদ প্রাপ্ত হয় বা না হয়, হরিবাসর পরায়ণ মানবগণ অনায়াসে সেই পদ প্রাপ্ত হন। একাদশীর এমনই অদ্ভুত মাহাত্ম্য যে, কোন ব্যক্তি অন্নাভাব বশতঃ বা রাজবন্ধনগ্রস্ত হইয়াও একাদশী দিনে উপবাস করিলে একাদশ্যুপবাসের সমগ্র ফল প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যেমন দাবাগ্নি গহ্বর মধ্যস্থ শুষ্ক বা আর্দ্র সমস্ত কাষ্ঠই ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ হরিবাসর সমস্ত পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, সংসার নিস্তারক ও মুক্তিপ্রাপিকা। মনুষ্য চতুর্দ্দশ তিথিতে যে সকল পাপ করে, পঞ্চদশ দিবসে উপবাস দ্বারা তৎসমুদয় পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। সকল পুরাণেই মুনিগণের এই মত যে, একাদশীতে উপবাস করিলে মানব সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। একাদশীতে যে উপবাস তাহাই সার, তাহাই তত্ত্ব, তাহাই সত্য, তাহাই ব্রত এবং তাহাই সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। মনুষ্যগণের গোবিন্দস্মরণ ও একাদশীতে উপবাসই সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহাই সংসারোত্তারকারক। একাদশীব্রত সমস্ত সুখ-ধর্ম্ম-গুণাশ্রিত কলিকালের সর্ব্বধর্ম্মাদি শ্রেষ্ঠ। যিনি এই একাদশী, ব্রতকথা শ্রবণ করেন, যিনি এই ব্রতকরণে অনুমতি দেন, যিনি এই ব্রতনিমিত্ত মনুষ্যগণের শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন, তিনি সমস্ত পাপবিমুক্ত হইয়া গরুড়ধ্বজের দিব্যভুবন বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে দেবহূত-বিকুণ্ডল সংবাদে উক্ত হইয়াছে—মনুষ্য যদি কাহারও সঙ্গবশতঃ একটি মাত্রও একাদশীর উপবাস করেন, তাহা হইলে তিনি যমযাতনা প্রাপ্ত হইবেন না। একাদশ ইন্দ্রিয়কৃত সমুদায় পাপ একাদশ্যুপবাসে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মানুষ শঠতাসহকারেও ঐ ব্রত পালন করিলে তাহাকে আর যমালয়ে গমন করিতে হয় না। বাল্যে হউক, যৌবনে হউক বা বার্দ্ধক্যেই হউক একাদশীর উপবাস করিলে নিশ্চয়ই দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে না।

ঐ পদ্মপুরাণের বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীযম ও ব্রাহ্মণ-সংবাদেও উক্ত হইয়াছে—যে সকল মনুষ্য শুক্ল ও কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশীতে যথাবিধি উপবাস পরায়ণ হন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। একদিকে সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তীর্থ, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা ও মহাদান এবং অন্যদিকে বৈষ্ণবব্রত। বিধাতা হরিবাসরভক্ত-দিগের ও অচ্যুত-নামোচ্চারণকারিগণের বৈষ্ণব-ব্রত-জনিত ধর্ম্ম এবং যজ্ঞাদি সম্ভূত ধর্ম্ম এই দুইটিকে তুলিত করিয়া বৈষ্ণবব্রত ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযম বলিয়াছেন—হে ব্রহ্মন্, যাহাদিগের পুত্র ও পৌত্র একাদশী ব্রত করে, আমি শাসনকর্ত্তা যম হইয়াও বিশেষরূপে তাহাদের নিকট ভীত হই। একাদশীব্রতপরায়ণ সেই মহাত্মা বলপূর্ব্বক আপনার শতপুরুষ উদ্ধার করেন। অতএব যে পুরুষ উভয়পক্ষেরই একাদশীতে উপবাস করেন, তিনি ভোগৈশ্বর্য্য ও মুক্তির পাত্র হন।

ঐ পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে যম ও ধূম্রকেতু সংবাদে লিখিত হইয়াছে—একাদশ্যুপবাসরত মানব সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে দ্বাদশী (অর্থাৎ একাদশী ব্রত) নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকেন। একটি মাত্রও একাদশী ব্রত উপার্জ্জন করিতে পারিলে দান, তপস্যা ও তীর্থাদিদ্বারা কি হইবে, বিধাতা ঐ ব্রতকে সর্ব্বাভীষ্ট-পরিপূরক, সুতরাং বৈকুণ্ঠলোকপ্রদরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

ঐ পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিব-পার্ব্বতী সংবাদে লিখিত আছে—যে মনুষ্য একাদশী ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ব্রতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, সে করস্থ মহারত্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষায় যাচ্ঞায় প্রবৃত্ত হয়।

স্কন্দপুরাণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে উক্ত হইয়াছে—পুষ্যাদি নক্ষত্রসংযোগ ব্যতিরেকেও একাদশী মনুষ্যগণের সমুদায় পাপ বিনষ্ট করেন। হরিবাসর পরিত্যাগপূর্ব্বক দান, তপস্যা, স্নান বা অন্য কোন পুণ্যই মুক্তিহেতুক হয় না। একবার মাত্র একাদশ্যুপবাস দ্বারা সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। একদিকে পৃথিবী দান, অন্যদিকে হরি-বাসর—এই দুইকে তুলনা করিয়া পণ্ডিতগণ হরি-বাসরকেই সর্ব্বাধিক বলিয়াছেন।

উক্ত স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমের দূতানুশাসন বিষয়ে কথিত হইয়াছে—অগম্যাগমন ও মিত্রদ্রোহজনিত পাপ তথা পাষণ্ডগণের সহিত আলাপ-জনিত ও পতিত ব্যক্তিদিগের সঙ্গনিমিত্ত পাপ তথা প্রতিগ্রহোৎপন্ন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ভ্রংশজনিত পাপাদি—যে কোন পাপ যত্ন সহকারে উপার্জ্জিত হয়, আমি (যমরাজ) একাদশীতে উপবাসকারীদিগের সম্বন্ধে তৎসমুদায় পাপই মার্জ্জনা করিয়া থাকি। ঐ স্থানেই আরও উক্ত হইয়াছে যে, হে শতানন্দ! পৃথিবীতে যে মনুষ্য একাদশীতে উপবাস করে, আমি তাহার ত্রিপুরুষকুলকে মুক্ত করিয়া থাকি। হে দূতগণ! তোমরা যদি সর্ব্বদা আমার হিতকারী হও, তাহা হইলে যে সকল মনুষ্য শত শত পাপযুক্ত হইয়াও একাদশীতে ভোজন না করে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। একাদশ্যুপবাসরত চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ, পরন্তু হরিবাসরে ভোজনরত চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও কিছু নহে।

ঐ অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে — বাঞ্ছিতার্থ-প্রদা বলিয়া দ্বাদশী (একাদশী) কল্পবৃক্ষ নামে বিখ্যাতা, অতএব ইঁহার স্মরণ কীর্ত্তন করিলে ইনি উত্তমা গতি প্রদান করিয়া থাকেন। দ্বাদশী (একাদশী) বাসরে উপবাস করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, সহস্র সহস্র অশ্বমেধ বা কোটি তীর্থে অবগাহন করিলে তাহা পাওয়া যায় না। একাদশীব্রতকারি মনুষ্য সর্ব্বত্রই পূজা-প্রাপ্ত হন, তাঁহার রোগভয়, দুষ্টপ্রাণিজনিত উপসর্গভয় (উপসর্গা অরিষ্টানি তেভ্যো ভয়ং), দাহ, গ্লানি ও পীড়া কিছুমাত্র হয় না, তাঁহার সর্ব্বদা হরিস্মরণ হইয়া থাকে। দ্বাদশী (একাদশী) ব্রতকারিগণের পুত্রকন্যার বিয়োগ হয় না। নিত্য হরিকথায় রুচি হয়, কখনও ভয় থাকে না, রণে অথবা রাজকুলে সর্ব্বত্রই বিজয়ী হন, সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি থাকে এবং কৃষ্ণে সুনির্ম্মলা ভক্তি হয়। অপিচ দ্বাদশী-সেবা প্রভাবে মানুষ কোন পাপে লিপ্ত হয় না। সমস্ত শাস্ত্র বিচারপূর্ব্বক এই প্রকার গুহ্য আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম যে, কলিযুগে মনুষ্য সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল হরিবাসর পালন করিবেন। কলিযুগে দ্বাদশী-মাহাত্ম্য পাঠকারি মনুষ্যের মানসী-পীড়া বা অত্যন্ত দুঃখপ্রদ রোগসকল থাকে না। দ্বাদশী-মাহাত্ম্য-পাঠকারি পুরুষগণের যে ফল লাভ হয়, তৎসদৃশ পুণ্য কুরুক্ষেত্র বা প্রয়াগেও লাভ হয় না।

ভবিষ্যপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—একাদশী মহাপুণ্যা, সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী, ভক্তির উদ্দীপনী ও শ্রীবিষ্ণুর পরমার্থগতিপ্রদা। ইঁহাতে উপবাস করিলে মানুষের সংসার ভয় থাকে না। যিনি একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া দ্বাদশী দিনে ভোজন করেন, তিনি কোন দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, তাঁহাকে নরকসমূহও দেখিতে হয় না। সহস্র সহস্র পাপাচরণ সত্ত্বেও যিনি একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। এই একাদশী তিথি পরমপুণ্যস্বরূপা এবং পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতিশয় তুষ্টিপ্রদা। ইহাতে 'অমূর্ত্ত' অর্থাৎ অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত জগন্নাথ 'মূর্ত্তিমান্' বা ব্যক্তরূপে অবস্থিত। এই কারণেই এই তিথি সর্ব্বপাপঘ্নী ও সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী। সেই বিষ্ণুময়ী শক্তি অনন্ত-স্বরূপিণী, যিনি বিষ্ণু কর্ত্তৃক ব্যাপ্তরূপে অবস্থিতা আছেন, সেই হেতু তাঁহাকে সতী একাদশী তিথি রূপে দর্শন করিবে।

"এষা তিথিঃ পরা পুণ্যা বিষ্ণোরীশস্য তুষ্টিদা।
তস্যামেব জগন্নাথো অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান্ স্থিতঃ।
তেন সা সর্ব্বপাপঘ্নী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী॥
যা সা বিষ্ণুময়ী শক্তিরনন্তা ব্যাপ্য যা স্থিতা।
সা তেন তিথিরূপেণ দ্রষ্টব্যৈকাদশী সতী॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৬৯)

সনৎকুমারও বলিয়াছেন—মনুষ্য সহস্র সহস্র পাপ ও শত শত ব্রহ্মহত্যা করিয়াও যদি **ভক্তিপূর্ব্বক** (ভক্ত্যা) একটি একাদশীরও উপবাস করে, তাহা হইলে সে পবিত্র হইবে। একাদশীব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ব্রত করণে দুঃখ ফলই অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

সৌরধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবান্ একদিকে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, অন্যদিকে দ্বাদশী-ব্রত রাখিয়া তুলায় তুলিত করিতে দ্বাদশীই বৈশিষ্ট্য লাভ করেন।

দেবীরহস্যে ও স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—পাতক (পাতিত্য কারক), অতিপাতক (স্ত্রীগমনাদি), উপপাতক (গোবধাদি), মহাপাতক (ব্রহ্মহত্যাদি) ও প্রকীর্ণক (বহুবিধ ক্ষুদ্রপাপ)—এই যে পঞ্চপ্রকার পাপ কথিত হইয়াছে, এই সকলই একাদশীতে উপবাস হেতু জলস্থ আমপাত্রবৎ অর্থাৎ মৃন্ময় কাঁচা পাত্রের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দেবীরহস্যে উক্ত হইয়াছে—ইহলোকে গায়ত্রীর ন্যায় একাদশী সর্ব্বপাপপঞ্জরভেদিনী।

বায়ুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—অভোজ্যভোজন, অগম্যাগমন, অযাজ্য-যাজন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অস্পৃশ্য স্পর্শন, পরনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, পারদারিকতা অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন, বিহিতের অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অকরণ, পরবিত্তাপহরণ—এই সকলদ্বারা জনিত এবং কামান্ধ হইয়া কৃত যে-সকল পাতক বা উপপাতক—তৎসমুদায়ই একাদশীর উপবাসে বিনষ্ট হয়।

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মার বাক্যও এইরূপ—দ্বাদশী (অর্থাৎ একাদশী) এমনই অদ্ভুত মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট যে, যে-সকল নরোত্তম মনের-দ্বারাও দ্বাদশী-ব্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেও আর ঘোর সংসার-দুঃখসাগর দর্শন করিতে হয় না।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ওঙ্কার যেমন সর্ব্ববেদের আদি বলিয়া প্রপূজিত, দ্বাদশীও তেমন সকল ব্রতের মধ্যে উত্তম বলিয়া বহুমানিত।

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি শ্রীচন্দ্র শর্ম্মার উক্তি—হে ভগবন্, আপনার চরণারবিন্দের ভক্ত পাপিগণেরও যখন দুঃখ হয় না, তখন পাপহীন দ্বাদশীব্রতপরায়ণগণের কথা কি?

ঐ গ্রন্থে শ্রীবলি-প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি—চন্দ্রে যেমন উষ্ণতা এবং অগ্নিতে যেমন শীতলতা নাই, একাদশ্যুপবাসি বৈষ্ণবগণেরও তদ্রূপ পাপ থাকে না।

বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি মহাপুণ্য-স্বরূপা পরমেশ্বর বিষ্ণুর বল্লভা একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরিপূজা করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ নষ্ট হয় এবং বিষ্ণুতে ভক্তি জন্মায়।

বৃহন্নারদীয়ে একাদশী-মাহাত্ম্যারম্ভে উক্ত হইয়াছে—মহাপাতকযুক্ত হউক বা সর্ব্বপাতকলিপ্ত হউক, একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া মানব পরম পদ প্রাপ্ত হইবে।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—যে ভক্তিমান্ মানব একাদশীব্রতপরায়ণ হন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে—যে মনুষ্য শ্রদ্ধা-সহকারে একাদশীতে উপবাস করেন, তিনি সদ্য ত্বক্ (খোলস) মুক্ত সর্পের ন্যায় সমুদয় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হন এবং রোগ বা নরকগত যাতনা অবলোকন করেন না। তিনি নমস্য, পূজ্য ও বাসুদেব প্রিয় হন।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—যে মনুষ্য ভক্তি-সহকারে সর্ব্বদা একাদশী-ব্রত করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং বিষ্ণুর সারূপ্য প্রাপ্ত হন।

অগ্নিপুরাণে কথিত আছে—যে মানব সর্ব্বদা একাদশীব্রত করেন, তিনি শ্রীহরির পরমস্থানে গমন করেন

শিবপুরাণে লিখিত আছে—যে মনুষ্য ভক্তিসহকারে একাদশীতে উপবাস করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুর সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুদালোক্যে গমন করেন অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদত্ব লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে অবস্থান করেন।

শাস্ত্র-সমুদ্র মধ্যে শ্রীএকাদশীব্রত বিষয়ক এইরূপ অনন্ত মাহাত্ম্য রত্ন নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্যতীত তাহা সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য কাহার হইতে পারে?

শ্রীএকাদশী বৈষ্ণব-ব্রত, চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। শুদ্ধভক্ত এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনের মুখ্যফল শুদ্ধভক্তি বলিয়াই বিচার করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে 'রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ' এই ন্যায়ানুসারে পরতত্ত্বে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য যে ভুক্তি-মুক্তি ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে, শুদ্ধভক্ত তাহাতে উদাসীন হইয়া কেবল মাত্র ভগবৎপ্রীতিকেই মুখ্যফল-স্বরূপে বিচার করিবেন। যেহেতু "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কাহারা মঠে থাকিবেন ?

উত্তর—আমাদের মঠে কসরত্-ওয়ালাদের বাসের প্রয়োজন নাই। বাবু-ভায়াদের বাসের প্রয়োজন নাই, হরি-ভক্তরাই মঠে বাস করিবেন।

যে-সব শিশ্নোদরপরায়ণ অর্থাৎ লম্পট ও পেটুক ব্যক্তি মঠের আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলে মঠের খরচ কমিয়া যাইবে, জগজ্জঞ্জাল কমিবে।

যে-সকল ব্যক্তি মঠের আচার-বিচার পালন করে না, যাহাদের গুর্ব্বানুগত্য ও দৈন্য নাই, সেই স্বতন্ত্র দাম্ভিকগণকে ঘরে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে আমাদের লোক কমিয়া যায়, সেও ভাল।

যাহারা হরিভজন করিবে না। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং কনক-কামিনীই যাহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহাদিগকে মঠে রাখা হইবে না; যেহেতু তাহারা অন্তরে মঠবিরোধী। আমি মঠে অনেক দিন আছি, মঠের অনেক কাজ করিয়াছি, তজ্জন্য ভাল খাবো, ভাল পর্‌বো, মোড়লি কর্‌বো, প্রচুর সম্মান চাই এবং মঠে আমার প্রভুত্ব পরিচালনারূপ প্রচুর Share পাওয়া আবশ্যক, এরূপ ভক্তিবিরোধী বিচারকে আদৌ প্রশ্রয় দিতে হইবে না। গুরুকৃষ্ণের-কৃপা লাভের জন্যই মঠের সেবা করিতে হইবে, সেবার বিনিময়ে কোন কিছু লইতে হইবে না। সংশয়, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিতে করিতে জীবের ঐ সব অসুবিধা আসে।

আমি বড় ওস্তাদ, আমি বড় বুদ্ধিমান্, আমি ভাল বক্তা, আমি ভাল গায়ক—এ সব ভক্তিবিরুদ্ধ বিচারে প্রমত্ত হইতে হইবে না। আমাদিগকে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে হইবে। আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে বা আমার নিন্দা করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত। আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাকে তৃণাদপি সুনীচ হ'বার অবসর প্রদান ক'রেছেন। যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালি গালাজ কর্‌তে থাক্‌বে তখন আমি জান্‌বো—যে-সকল লোক অসুবিধায় পড়্‌বে, ভগবান্ তাদের-দ্বারা আমার মঙ্গল ক'রে দিতেছেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কাহার সহিত মঠের সম্পর্ক নাই ?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যিনি অপ্রাকৃত দিব্য-জ্ঞানের অপব্যবহার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ বা আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই।

নদীপার হ'বার জন্য যেমন একটা নৌকা, একটা মাঝি রাখ্‌তে হয়, সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার—এরূপভাবেই এ সকল লোক আমাকে গুরু ক'রেছে। এরা আমাকে কোন দিনই দেখে নাই, আমিও কোন দিনই তা'দের সঙ্গ করি নাই। জীবনের শেষ ক'টা দিনও এ'দের আর সঙ্গ কর্‌বো না। এই সব কপট লোক পূর্ব্ব হ'তে কপটতা বিস্তার না কর্‌লেও গুরু-বৈষ্ণবের-চরণে অপরাধ ফলে হরিভক্তি হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পুনরায় সংসার বাসনা লাভ করে।

যখন আমরা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন আমরা নিজেদের অক্ষজজ্ঞানে গুরুকে মাপ্‌তে যাই, শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ না ক'রে অনুকরণ করি, তখনই আমাদের অমঙ্গল বা সর্ব্বনাশ হ'য়ে থাকে।

এসব দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে যখন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করি, তখনই আমাদের মঙ্গল হয়।

অর্থ, বিদ্যা, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। কারণ তদ্দ্বারা গুরু-বৈষ্ণবলঙ্ঘন-জনিত অপরাধই হয়। তৎফলে জীব গুরুকৃষ্ণ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে থাকে।

প্রশ্ন—যে গুরু-বৈষ্ণবকে কটাক্ষ করে, তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করণীয়?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'লেছেন—গুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষীর প্রতি আমরা perfect indifference অর্থাৎ উদাসীন্য ভাব দেখাইব। গুরুবৈষ্ণবের Personality-কে যে আদর করে না, আমিও তাহার সহিত non-co-operation করিব। গুরুদ্রোহীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। নতুবা দুধকলা দিয়া সর্প অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে পোষণ করিলে পরিণামে দংশনই লাভ হইবে।

প্রশ্ন—কে গুরুদাস্য পায়?

উত্তর—মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শরণাগত, বিনীত, সদ্বংশজাত, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান, দম্ভহীন, অনুগত, দীন, কাম-ক্রোধশূন্য, গুরুভক্তিবিশিষ্ট, নীরোগ, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবান্, গুরুনিষ্ঠ, হরিগুরু-সেবানুরক্ত, স্নিগ্ধ, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয় সজ্জনই গুরুদাস হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমানরহিত, নির্ম্মৎসর, আলস্যরহিত, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতাবিশিষ্ট, গুরু-সেবা-পরায়ণ, অচঞ্চল, অপ্রজল্পী, অদোষদর্শী, গুণগ্রাহী ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

অলস, মলিন, সন্দিগ্ধচিত্ত, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, হিংসাপরায়ণ, বঞ্চক, পরনিন্দক, পরদাররত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, দোষদর্শী, দুরাত্মা, অধিক ভোজনকারী, পাপিষ্ঠ, নরাধম, গুরুর শাসন গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব নিজ দাস্য দিবেন না।

প্রশ্ন—ভগবান্ কাহাকে আকর্ষণ করেন?

উত্তর—নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সেই কৃষ্ণ-বস্তুটী ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। বাস্তব-বস্তুই আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেব্য ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেব্যের স্নেহ, কৃপা ও মাধুর্য্যে সেবোন্মুখ ও সেবক আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষক বস্তু অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া যান। মধ্যস্থলে বা পথে আকৃষ্ট যদি অপর কোন অবান্তর বস্তুদ্বারা আকৃষ্ট অর্থাৎ বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে মূল আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়।

একদিকে বন্ধন বা বঞ্চনা-মূলক সংসারের আকর্ষণ, অন্যদিকে কৃষ্ণের আকর্ষণ। এ জগতে রূপ-রস-শব্দ স্পর্শাদি আকর্ষক-বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। আমি দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। সেই-জন্যই Living source বা বলবান সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হয়। আমরা যদি সাধুগুরুর নিকট হরিকথা শুনিতে থাকি, তবে ঐ নিকটস্থ শক্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। কৃষ্ণাকর্ষণে না পড়িতে পারিলে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কাহার সেবা-দ্বারা বেশী লাভবান্ হওয়া যাইবে?

উত্তর—মূলবস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা ভগবৎ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা দ্বারাই আমাদের অধিক মঙ্গল হইবে। গুরুসেবা দ্বারাই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে। এজন্য প্রীতির সহিত গুরুসেবা করা বিশেষ আবশ্যক। নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। সেই গুরুসেবা কি? গুরু ভগবৎ-সেবা ব্যতীত আর কিছু করেন না। গুরুর সেবা করার অর্থ—তাঁহাকে কৃষ্ণ সেবায় সহায়তা করা। গুরুকে বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা করিলে অসুবিধাই হয়। গুরুকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা

করিলে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবৎ-সেবা কনিষ্ঠাধিকার, আর তদীয়-সেবাই মধ্যমাধিকার। বিষ্ণুসেবা অপেক্ষা গুরু-বৈষ্ণবের সেবা আরও বড়। যদি আমরা বলি—বাহিরের দিকে অর্থাৎ বেষেই মাত্র বৈষ্ণব (?) হইব, তাহা হইলে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও নীচে চলিয়া যাইব। তদীয় বস্তু গুরুবৈষ্ণবের সেবায় অবহেলা করিলে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও পতন হইবে। কিন্তু যদি গুরুবৈষ্ণবের সেবা প্রীতির সহিত করি, তাহা হইলেই মধ্যমাধিকারে উন্নতি হইবে।

ঐকান্তিক না হইলে পূর্ণমাত্রায় কৃষ্ণ-সেবা হয় না। গুরুসেবা না করিলে ঐকান্তিক হওয়াও যায় না। দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবই আমাদের নিত্য প্রভু। আমার নিত্যমঙ্গলের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছেন। বিশ্বদর্শনের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে গুরুসেবা করা বিশেষ প্রয়োজন। ভগবানে full confidence এবং ভগবদ্ভজনে firm determination থাকা দরকার। আমাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিবে—I must receive His Grace, I must not go astray. We must always go on chanting His name. Continuity of such devotion must be preserved. God will undoubtedly help us, if we are bonafide.

শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপাই আমাদের সম্বল হোক্। তা'হলেই আমাদের মঙ্গল হ'বে। স্বরূপসিদ্ধিই আবশ্যক। নতুবা মৃত্যুর পূর্ব্বে জাগতিক চিন্তা ক'রতে ক'রতে সংসারই লাভ হ'বে। স্বরূপের সিদ্ধি হ'লেই বস্তুসিদ্ধি হ'বে। গুরু প্রসন্ন হ'লেই সব হ'বে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগত হ'লে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বেই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গৃহস্থ-ভক্তের বিচার কিরূপ হ'বে?

উত্তর—গৃহস্থ মনে রাখিবেন—গৃহটী শ্রীকৃষ্ণের এবং তিনি তাঁহার পাল্য কুক্কুর-রূপে গৃহে আছেন। 'ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি। তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী॥' শ্রীকৃষ্ণকে গৃহের প্রভু জানিয়া সর্ব্বস্ব দিয়াই তাঁহার সেবা করিতে হইবে। গৃহব্রতগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি ও শ্রীগুরুকে পূজ্যবুদ্ধি করে না। তাহারা শ্রীগুরু ও শ্রীবিগ্রহকে অন্য বস্তুসামান্যে দর্শন করে। যাঁহারা গৃহব্রতগিরি ছাড়িয়া সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণনাম করিতে পারেন। গৃহাসক্তি না ছাড়িলে, সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় অর্পণ না করিলে, গুরু-কৃষ্ণের না হইলে কৃষ্ণনাম হয় না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কোথায় শ্রদ্ধা করিতে হইবে? সাধু কে?

উত্তর—জগতের সকল কথা ছাড়িয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। কারণ গুরু-কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অনর্থ দূর হইবে না—মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকেই ভগবানের নিকট যাইবার একমাত্র উপায় ও একমাত্র নিত্য বান্ধব বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রদ্ধা শব্দে full confidence in the words of the preceptor. We have got no reliance in the words of the so-called Gurus or religious reformers or pretenders,

সাধুগুরুর নিকট গেলে অর্থাৎ সঙ্গ করিলেই অমঙ্গল দূর হইয়া যাইবে—শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে। এজন্য We should have implicit reliance in Sri Gurudeb in order to approach and serve the absolute Person.

A sadhu is he who will relieve me from all puzzling doubts. A sadhu will give me the highest good. I should make friends with such a real Guru who is really wishing my highest good. If perchance we meet a sadhu or true devotee, then we shall be saved, relieved and shown the right path to reach our Goal, He will always supply and enrich us with transcendental knowledge and service, (প্রভুপাদ)

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ

[শ্রীক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি, এ]

বহু প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই পত্নী। একদিন মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য জানাইলেন যে, তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর জন্য ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে চাহেন। ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! এই ধনধান্য-পূর্ণা বসুন্ধরা যদি আমার হয়, তাহা হইলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"না, ইহার দ্বারা তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না। তবে ধনী ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ লৌকিক সুখভোগে যাপিত হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখ-ভোগে অতিবাহিত করিতে পারিবে, কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমৃত-লাভের কোন আশা নাই জানিবে।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন,—"যে ধন বা ধনসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা আমি অমৃত লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অতএব হে প্রভো! আপনি যাহা অমৃতের সাধন বলিয়া জানেন তাহাই আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দের সহিত মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—"মৈত্রেয়ি! তুমি আমার প্রিয়া ছিলে, বর্ত্তমানেও তুমি আমার চিত্তের অনুকূল প্রিয়-বাক্যই বলিতেছ। তুমি আমার নিকট উপবেশন কর। আমি তোমার নিকট আত্মতত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিতেছি; খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া আমার কথাগুলি শ্রবণ কর।

মৈত্রেয়ি! পতির সুখের জন্য কোন পত্নী পতিকে ভালবাসেন না, কিন্তু নিজের সুখের জন্যই পতিকে ভাল-বাসেন। এইরূপ পত্নীর সুখের জন্য পতি কখনও পত্নীকে ভালবাসেন না, কিন্তু নিজের সুখের জন্যই পত্নীকে ভাল বাসিয়া থাকেন। পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, তাহা পুত্রের সুখের জন্য নহে, নিজসুখের জন্যই তাহাকে ভাল-বাসিয়া থাকেন। এইরূপ ধনের প্রয়োজন-সিদ্ধি হউক বা ধনের সুখ হউক, এজন্য লোকে ধনকে ভালবাসেন না, কিন্তু নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সুখের জন্য লোকে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করেন না, নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। স্বর্গের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য লোকে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু নিজের সুখ-ভোগের জন্যই স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। দেবতা-গণের প্রীতির জন্য লোকে দেবতাগণকে ভক্তি করেন না, কিন্তু নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই দেবতাগণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। দুগ্ধ-লাভের জন্য গাভীকে যত্ন করিলে গাভীর প্রতি প্রীতি প্রমাণিত হয় না, উহা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই প্রমাণিত হইয়া থাকে। মাতা স্নেহভরে সন্তানকে যখন চুম্বন করেন, তখন সন্তান ক্রন্দন করিলেও তিনি তাহাতে বিরত হন না, কেন না, মাতা নিজের সুখের জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকেন, সন্তানের সুখের জন্য নহে। হে মৈত্রেয়ি! অধিক কি বলিব? লোকে স্ব-স্ব প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব পতি, পুত্র বা ধনাদির প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল কপটতা বা বঞ্চনা মাত্র।

যিনি সকলের একমাত্র প্রিয় বস্তু, কপটতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই ভগবান্ শ্রীহরির সুখের জন্য তাঁহার আরাধনা কর। তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহার নামকীর্ত্তন কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর, তাঁহার কথা চিন্তা কর এবং তাঁহাকে দর্শন কর। তাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হইবে, তাঁহাকে প্রীতি করিলে জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরে—শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও গত ৯ই ভাদ্র, ১৩৭৩ (ইং ২৬শে আগষ্ট) শুক্রবার হইতে ১৩ই ভাদ্র, ৩০ শে আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসপঞ্চকব্যাপী শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জিউর ঝুলন যাত্রা ও ১৩ই ভাদ্র শ্রীশ্রীবলদেব-আবির্ভাব-মহোৎসব এবং ২২ শে ভাদ্র (ইং ৮ই সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও ২৩ শে ভাদ্র (ইং ৯ই সেপ্টেম্বর) শ্রীশ্রীনন্দোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। স্বামীজী নন্দোৎসব বাসরে স্থানীয় বহু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

দক্ষিণ কলিকাতায়—দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ জিউর ৯ই ভাদ্র হইতে ১৩ই ভাদ্র পর্য্যন্ত দিবসপঞ্চকব্যাপী ঝুলন-যাত্রা ও ১৩ই ভাদ্র শ্রীবলদেবাবির্ভাব-মহোৎসব এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ সেবা-নিয়ামকত্বে ২২ শে ভাদ্র শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও ২৩ শে ভাদ্র শ্রীশ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে ২১ শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে ২৫ শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঁচটি বিরাট্ ধর্ম্মসভার অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীঝুলন যাত্রা ও শ্রীবলদেবাবির্ভাব উপলক্ষেও প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জিউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-সেবা-দর্শনে এবং শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথজিউর বিজয়-বিগ্রহের ঝুলন-সজ্জা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া ধন্য ধন্য করিয়াছেন।

গত ২১শে ভাদ্র, ৭ইসেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর অধিবাস-বাসরে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, লাইব্রেরী রোড, সতীশ মুখার্জী রোড, মনোহরপুকুর রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন বাগচী রোড, পূর্ণদাস রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস, রাজা বসন্ত রায় রোড প্রভৃতি দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ পূর্ব্বক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের বিশাল সভামণ্ডপে সভার অধিবেশন হয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তী ও পুষ্যাভিষেক উপলক্ষে শ্রীমঠে বৎসরে দুইবার করিয়া পঞ্চদিবসীয় সভার বিশেষ অধিবেশনে ভগবৎকথামৃত পরিবেশনের বিপুল আয়োজন হইয়া থাকে। এবৎসরও রাসবিহারী এভিনিউ ও রাজা বসন্ত রায় রোড্ জংসনস্থ বিশাল সভামণ্ডপে শ্রীজন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিবস ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচটী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে যথাক্রমে অজের জন্ম, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্ম এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য—এই বিষয়-পঞ্চকাবলম্বনে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন ভাব-বৈচিত্র্য সহ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়া সভায় সমবেত সভ্যবৃন্দের তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন।

পঞ্চদিবসীয় সভায় **সভাপতির** আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন যথাক্রমে — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান-পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়, কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র ডক্টর শ্রীপ্রীতিকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ জরুরী কার্য্যবশতঃ অনুপস্থিতিতে

প্রধান অতিথি কলিকাতা করপোরেশনের ডেপুটী মেয়র শ্রীমিহির লাল গাঙ্গুলী, শ্রীপ্রভুদয়াল হিমৎসিংকা এম্-পি, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি— শ্রী পরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় ও মাননীয় বিচারপতি-শ্রীদুর্গাদাস বসু মহোদয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন যথাক্রমে—পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পূর্ত্ত-মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত, কলিকাতা করপোরেশনের ডেপুটী মেয়র শ্রীমিহির লাল গাঙ্গুলী, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, য়্যাড্-ভোকেট্ শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার শেরিফ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহোদয়।

বিভিন্ন দিবসে বক্তৃতা দিয়াছেন—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ভক্তবর শ্রীমদ্ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা মহোদয়।

প্রতিদিবসই বিশাল সভামণ্ডপটি বহুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সভ্যবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মাইকের ব্যবস্থা ছিল। অনেক শ্রোতা বসিবার স্থান না পাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হরিকথা শ্রবণ-সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী তথা শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সুকণ্ঠ গায়কগণের মহাজনপদাবলী ও নাম-সংকীর্ত্তন এবং শ্রীচন্দ্রকান্ত মিশ্র প্রমুখ মার্দ্দঙ্গিকগণের মৃদঙ্গ-বাদন সকলেরই হৃৎকর্ণরসায়ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব গত ৩রা ভাদ্র (২০ শে আগষ্ট) শনিবার শ্রীকৃষ্ণ মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন মোহন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী প্রমুখ সেবকগণ সমভিব্যাহারে তুফান এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীকে বিশেষ কার্য্যবশতঃ ২ দিন পূর্ব্বেই পাঠান হইয়াছিল। পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রা উৎসব সম্পাদন করাইয়া গত ৩রা সেপ্টেম্বর তথা হইতে উপরিউক্ত ভক্তবৃন্দ সহ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক এখানেও মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব সম্পাদন করাইলেন। সেবার মূর্ত্তিমান প্রাণস্বরূপ মহারাজের শুভাগমনে সেবকগণের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি প্রাণময়ী হইয়া উঠে, সেবকগণ অদম্য উৎসাহে—উচ্ছ্বসিত সেবোল্লাসে সেবা-কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহারা পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া জ্ঞান করেন না, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যান। তাই তাঁহাদের সেই প্রাণময়ী সেবাচেষ্টায় এত বড় বড় উৎসবও সুখসাধ্য হইয়া উঠে, নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রতিদিবসই সভাস্থলে আগামী ১২ই মাঘ, ২৬ শে জানুয়ারী তারিখে ৩৫নং সতীশ মুখার্জি রোডস্থ আমাদের নবনির্ম্মীয়মাণ মঠভবনে প্রবেশের শুভ-সংকল্প ঘোষণা করিয়া সভাস্থ সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীমঠের সৌধ-নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য একরূপ সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ভিতরে ও বাহিরে মর্ম্মর প্রস্তর বসান হইতেছে, নাটমন্দিরের দ্বিতল ভবনোপরি সুবিশাল গ্রন্থাগার নির্ম্মিত হইতেছে। নাটমন্দির বা সংকীর্ত্তন-ভবনটিও বিপুলায়তন হইয়াছে, প্রায় দেড়হাজার শ্রোতার একসঙ্গে বসিবার স্থান হইয়াছে। সেবকখণ্ড তিন তালা পর্য্যন্ত হইয়াছে, ৫ তালা পর্য্যন্ত হইবার কথা আছে। অবশ্য মঠপ্রবেশের প্রস্তাবিত সময় মধ্যে সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে না, তথাপি কোন প্রকারে প্রবেশের উপযোগী করিয়া লইয়া অবশিষ্ট সংকল্পিত-কার্য্য ক্রমে ক্রমে সম্পাদন করা হইবে, ইহাই পূজ্যপাদ মহারাজের অভিপ্রায়। শ্রীল মহারাজ প্রায়শঃ স্বয়ং দণ্ডায়মান

থাকিয়া শ্রীমঠের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এতদ্‌ব্যতীত তাঁহার পরম প্রিয় বুদ্ধিমান্ সেবক শ্রীনরোত্তমদাস ব্রহ্মচারীজী তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকায় গত ৯ই ভাদ্র, ২৬ শে আগষ্ট শুক্রবার হইতে ১৩ই ভাদ্র, ৩০ শে আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত তথায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ ভক্তবর শ্রীমান্ রাধাকিষণ চমরিয়া মহাশয়ের সেবা-প্রযত্নে বহু অর্থব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সহযোগে প্রকাশিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলননলীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা-সংবাদের কএকটি নয়নমনোহর দৃশ্য দর্শনার্থ কএকদিন ধরিয়া শ্রীমঠে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও মহিলা ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডল ব্যতীত অন্যান্য বহু দূরবর্ত্তি-স্থান হইতেও অগণিত দর্শনার্থী আসিয়া শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ জিউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও ঝুলনলীলার অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়া শতমুখে শ্রীমঠের সেবা-চেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন, সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল।

শ্রীবৃন্দাবন মঠে ঝুলনযাত্রার ন্যায় শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবও মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণের সেবাচেষ্টায় বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীজন্মাষ্টমীর অধিবাস-বাসরে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে একটি সভার অধিবেশন হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে মঠসেবকগণ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া সারাদিন পাঠকীর্ত্তনাদি করেন, পরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে আহূত সভায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তদাবির্ভাবাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। রাত্রি ১১-৩০ ঘটিকায় শ্রীভাগবত ১০ম স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণজন্ম-লীলা পাঠ ও রাত্রি ১২ ঘটিকার পর শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। ৯ই, ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখেও প্রত্যহ সন্ধ্যায় উক্ত সভামণ্ডপে সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালে একদিন তদীয় সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সাদর আমন্ত্রণে তাঁহার 'Institute of Oriental Philosophy' নামক কলেজে প্রিন্সিপাল, প্রফেসর এবং পাঠার্থী ছাত্রগণ সমীপে 'বিদ্যা' সম্বন্ধে একটি গবেষণাময়ী বক্তৃতা দেন।

হায়দরাবাদ মঠে—৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর অধিবাস তিথি ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যারশ্মির পর ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন — অন্ধ্রপ্রদেশের চীফ সেক্রেটারী শ্রী কে, এন, অনন্তরমণ আই-সি-এস্ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন—শ্রী এস্, বিজয়রঙ্গম্—ডিরেক্টর অফ্ এ-সি-বি। স্থানীয় শ্রীজয়-করণ দাসজী আগরওয়াল ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তি-বৈভব পুরী মহারাজ হিন্দী, তেলেগু ও ইংরাজী ভাষায় ভাষণ দান করেন। সভার প্রারম্ভে ও শেষে উদ্বোধন ও উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

শ্রীজয়ন্তী-বাসরে প্রাতঃ ৫ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—এগ্রিকালচারাল ইউনিভার-সিটির ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রী ও, পুল্লা রেড্ডি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন—মিনিষ্টার অব্ কালচারাল য়্যাফেয়ার্স— অনারেব্‌ল শ্রী পি, ভি, জি, রাজু ও ডিরেক্টর অব্ মিউনিসিপাল য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসন শ্রী এম্, লোকনাথম্। সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ ভাষণ

দান করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীনন্দোৎসব বাসরে প্রাতঃ ৫ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী তথা শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস প্রমুখ মঠসেবকগণের আপ্রাণ সেবাচেষ্টায় এই দিবসত্রয়-ব্যাপী উৎসবটি বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণও নানাভাবে সেবানুকূল্য করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী মহোদয়ের অদম্য সেবোৎসাহে মহাসমারোহে ও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের নবনির্ম্মিতপ্রায় বিশাল সংকীর্ত্তন ভবনে পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পঞ্চদিবস ব্যাপী ঝুলন-যাত্রার দ্বিতীয় দিবসে শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামি-পাদের তিরোভাব উপলক্ষে তাঁহাদের পূতচরিত্র সম্বন্ধে এবং ৫ম দিবসে শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী বাসরে শ্রীবলদেবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-উপলক্ষে ৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া এ,টি রোড, ফ্যান্সীবাজার, পানবাজারাদি সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণপূর্ব্বক মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় উক্ত সঙ্কীর্ত্তন ভবনে দিবসত্রয় ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্যবিষয়—নীতি ও ধর্ম্ম (Rules & Religion), সভাপতি ছিলেন—আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি—শ্রীগোপালজী মেহরোতরা, প্রধান অতিথি—শ্রীঅনিল কুমার চৌধুরী আই-এ-এস্—চেয়ারম্যান গৌহাটী ডেভেলাপমেণ্ট অথরিটি। ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস বাসরে সমস্ত দিবস-ব্যাপী শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ হয়। সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় উক্ত সংকীর্ত্তন-ভবনে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত ডি-পি-আই শ্রীদিবাকর গোস্বামী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন—গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহোদয়। ৯ই সেপ্টেম্বর নন্দোৎসব দিবস মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চসহস্র ব্যক্তিকে বসাইয়া এবং তদ্‌ব্যতীত সকলকে হাতে হাতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় উক্ত সংকীর্ত্তন-ভবনে ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ছিল—নামধর্ম্ম। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীমথুরানাথ গোস্বামী মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কএকটি জরুরীকার্য্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রধান অতিথি—প্রাগ্‌জ্যোতিষ কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীতীর্থনাথ শর্ম্মা মহোদয়ই সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিন দিবসই বক্তৃতা দিয়াছেন—উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের সহঃ সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্ সি বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যাবিনোদ মহোদয়। গোয়ালপাড়া, সরভোগ প্রভৃতি বহুস্থান হইতে শতাধিক ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত গৌহাটী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতেও অগণিত শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও মহিলা দলে দলে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। সভায় অগণিত শ্রোতৃসমাগম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর অপার করুণায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের সেবা-নির্দ্দেশানুসারে পূর্ব্বপাকিস্থানে ঢাকা জেলান্তর্গত বালিয়াটী গ্রামস্থ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও মঠরক্ষক শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণের অদম্য সেবোৎসাহে শ্রীশ্রীঝুলন, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবাদি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জামুর্কী পাকুল্যার শ্রীনিত্যানন্দ সাহা, শ্রীমেঘলাল পাল, গুণটিয়া গ্রামের শ্রীগঙ্গাচরণ বসাক, শ্রীকামিনী বসাক, শ্রীবংশীবদন বসাক প্রভৃতি, ভাটাড়ার শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী, বালিয়াটী হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়, হেড্‌পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ কাব্যতীর্থ, শ্রীরমণী মাষ্টার মহাশয়, কাছারীর নায়েব শ্রীযাদব চন্দ্র ধর ও শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ, ডাক্তার শ্রীরবীন্দ্র কুমার সাহা, জমিদার শ্রীজিতেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী ও শ্রীকৃষ্ণলাল রায় চৌধুরী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সজ্জন উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। মঠরক্ষক বাবাজী মহাশয় বক্তৃতা ও শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী শ্রীভাগবত পাঠাদি দ্বারা উৎসবে সমাগত ভক্তবৃন্দের তর্পণ বিধান করিয়াছেন। মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে—আসাম প্রদেশান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারে মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীঝুলন-যাত্রা, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবাদি পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি মুখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নন্দোৎসব দিবসে প্রায় ছয়শত লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সেবাও অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে—আসাম প্রদেশে দরং জেলান্তর্গত তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠেও পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের সেবানির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিললিত গিরি মহারাজের তত্ত্বাবধায়কত্বে মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী তথা শ্রীপ্রহ্লাদ দাসাধিকারী, শ্রীবাম গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ এবং ডাক্তার শ্রীসুনীল কুমার আচার্য্য, শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীনারায়ণ সাহা, শ্রীগৌরাঙ্গ মণ্ডল ও শ্রীবিপুল চন্দ্র পাল প্রমুখ ভক্তবৃন্দের আপ্রাণ সেবাচেষ্টায় শ্রীঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীনন্দোৎসবে ভগবৎ কৃপায় ত্রিসহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। পঞ্চদিবসব্যাপী ঝুলনযাত্রা তথা জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব উপলক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণলীলা উদ্দীপক মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শনার্থ শ্রীমঠে অগণিত দর্শনার্থীর সমাবেশ হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা-রতিরপর শ্রীমদ্‌ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুললিত পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণার্থও বহু লোকসমাগম হইয়াছিল।

শিলংএ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা গৌহাটী পল্টন বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক এবং 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর পণ্ডিত-প্রবর শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন (বি-এস্‌সি) মহোদয় শ্রীশ্রীপতিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়াল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুমন্ত দাসাধিকারী প্রমুখ মঠবাসি-ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে আসামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি মুখে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

ব্রহ্মচারীজী শিলংএ বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী, অসমীয়া, মাড়োয়ারী ও পাঞ্জাবী সজ্জন সমীপে ৪০ দিন ব্যাপী বিশেষ উৎসাহের সহিত পাঠ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলা প্রসাদ চালিহা মহোদয়ের আমন্ত্রণে এক দিবস সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে পাঠ কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মচারীজী বড়ই সুখানুভব করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ঐ দিবস বহু বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত অসমীয়া ও বাঙ্গালী সজ্জন পাঠ কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠকীর্ত্তনান্তে শ্রীচালিহা তাঁহাদিগকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া সমুপস্থিত এম্ এল্-এ ও অন্যান্য সজ্জনগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং আরও পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অপর একদিবস সাপ্লাই মিনিষ্টার শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম মহাশয়ের ভবনে এবং অন্য একদিবস শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী স্পীকার মহোদয়ের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন হয়। স্পীকার মহোদয়ের গৃহে স্বাস্থ্যমন্ত্রী (Minister for Health) শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিল্পমন্ত্রী (Minister of Industry) শ্রীকামাখ্যা চরণ ত্রিপাঠী প্রমুখ কতিপয় মন্ত্রীমহোদয় ও বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। এবার শিলংএ প্রচার-কালে তত্রত্য বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণের ভগবৎ-কথা শ্রবণাগ্রহ দর্শনে ব্রহ্মচারীজী বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারে উৎসাহদাতৃগণের মধ্যে শ্রীরাধাবিনোদ চৌধুরী য়্যাড্‌ভোকেট্, লালা শ্রীবিজয় কুমার দে য়্যাড্‌ভোকেট্, শ্রীদ্বারকা নাথ দেব, শ্রীহরিনারায়ণ দেব রায়, শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস, শ্রীলালবিহারী দত্ত প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিলং সহরের বহুস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইয়াছে, স্থানাভাবে সেই সকল প্রচার-বিবরণ বিস্তারিত ভাবে দেওয়া সম্ভব হইল না।

নির্য্যাণ-সংবাদ

গত ৫ই ভাদ্র (১৩৭৩), ইং ২২শে আগষ্ট (১৯৬৬) সোমবার শুক্লাসপ্তমী তিথিতে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী (অধ্যাপক শ্রীহরিপদ মণ্ডল মহোদয়) প্রভু অনুমান প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার দার্জিলিং জেলান্তর্গত শিলিগুড়ী সুভাষপল্লীস্থ নিজালয়ে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ এবং বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে ভগবন্নাম শ্রবণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র গত ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার উক্ত শিলিগুড়ীস্থ বাসভবনে বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানমতে একাদশাহে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন।

তিনি বহুদিবস যাবৎ ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজের ডিমনষ্ট্রেটার ছিলেন। পাকিস্তান বিঘোষিত হইবার পর তিনি শিলিগুড়ী কলেজে ডিমনষ্ট্রেটার হন। উক্ত ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী প্রভু (প্রফেসর শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ) তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যের পর আরও কতিপয় গুরুভ্রাতা সহ একত্রে মিলিত হইয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ভগবদনুশীলনে কালাতিপাত করিতেন। বৈষ্ণবোচিত অশেষ সদ্‌গুণে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন।

১৯৩১ সালে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমাকালে তিনি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। তদবধি কলেজ হইতে গ্রীষ্মাবকাশাদি প্রাপ্তি কালে এবং অন্যান্য অনেক সময়েও তিনি প্রায়শঃই শ্রীগুরুপদান্তিকে অবস্থানপূর্ব্বক সম্পাদকীয় বিভাগে গ্রন্থ ও পত্রিকাদি সম্পাদন-সেবায় বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। শেষ জীবনে অসুস্থাভিনয়ের মধ্যেও তিনি গৃহে নিয়মিতভাবে গুরুদত্ত ভজন-সাধন এবং ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তিসূচক প্রবন্ধাদি ভক্তিভরে বিশেষ মনোভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিতেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পত্রাদি আদান-প্রদান মুখে শাস্ত্রের বহু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইতেন। তাঁহার আবির্ভাব স্থান ছিল পাবনা জেলায়। তাঁহার ন্যায় একজন বিনয়ী, নম্র, সরল, শান্ত, স্নিগ্ধ, সত্যনিষ্ঠ, নিষ্কপট আদর্শ গৃহস্থভক্ত বৈষ্ণব-বন্ধুর সঙ্গাভাব আজ সত্য সত্যই আমাদের অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ হইয়াছে। 'স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গভঙ্গ'।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— পদব্রজে —

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে এই বৎসর আগামী শ্রীঊর্জ্জব্রত (শ্রীদামোদরব্রত, কার্ত্তিক ব্রত বা নিয়মসেবা)-কালে শ্রীমঠের পরিচালনায় পদব্রজে সংকীর্ত্তন-সহযোগে চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে। ৩০ পদ্মনাভ, ১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর শনিবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসপূর্ণিমা তিথি হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী শ্রীমথুরাধামে প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। শ্রীযমুনার পশ্চিমভাগস্থিত মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন এই সাতটী এবং পূর্ব্বভাগস্থিত ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লৌহবন ও মহাবন এই পাঁচটী মোট দ্বাদশটী বন এবং গোকুল, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণ, সঙ্কেত, নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম, পরমাদরা, আড়িং, শেষশায়ী, মাঠবন, উঁচাগাঁও, খেলনবন, শ্রীরাধাকুণ্ড বা আরিট্গ্রাম, গন্ধর্ব্ববন, পারসৌলী, বিলচ্ছু, বাঁচবন, আদিবদ্রী, করালা, আঁজনখ, কোকিলাবন, পিয়াসো, দধিগাঁও, কোটবন ও রাভেল আদি ২৪টী উপবন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহগণের অনুগমনে শ্রীভগবদ্বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্গে পরিক্রমা, শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শন ও মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করা হইবে। ৩০ দামোদর, ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার হৈমন্তিকী শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পরিক্রমা সমাপ্ত হইবে। পরিক্রমাকারিগণের প্রত্যহ সায়াহ্নে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সুযোগ থাকিবে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু, ব্যক্তিগণকে ১১ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর শুক্রবারের মধ্যে শ্রীমথুরাধামে বৃন্দাবন দরজাস্থিত হেলনগঞ্জ ধর্ম্মশালায় পৌঁছিতে হইবে। শ্রীব্রজপরিক্রমা-কালে পরিক্রমাকারিগণ বনে বনে তাঁবুতে বাস করিবেন।

কলিকাতা হইতে পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ আগামী ১০ কার্ত্তিক, ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ২৫ মিঃএ মথুরা যাত্রা করিবেন এবং পরিক্রমান্তে ১৫ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রত্যেকে হাওড়া ষ্টেশনে নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগদান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত শ্রীমঠের ব্যবস্থাধীনে তাঁবুতে বাস, দুইবেলা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন (আহার), আলো, একস্থান হইতে অন্যস্থানে মালপত্রাদি বহন, তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত রেলভাড়া এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিজ ব্যয় বাবদে মঠকর্ত্তৃপক্ষের নিকট ৩২৫৲ তিন শত পঁচিশ টাকা অগ্রিম জমা দিলে মঠের ব্যবস্থায় নিশ্চিন্তে পরিক্রমা করিতে পারেন। রেলওয়ে পাশ থাকিলে অথবা নিজ ব্যয়ে পৃথক্ ভাবে মথুরা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিলে তাঁহাদের প্রত্যেকের পরিক্রমাকালীন নিজ ব্যয় বাবদ ২৫০৲ দুই শত পঞ্চাশ টাকা করিয়া লাগিবে। শ্রীব্রজভূমি সংকীর্ত্তনসহ পদব্রজে পরিক্রমা করাই সমীচীন। অসমর্থ ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে টাঙ্গায় (ঘোড়ার গাড়ী) করিয়াও পরিক্রমা করিতে পারেন। তজ্জন্য প্রত্যেকের টাঙ্গায় মাসব্যাপী একটী বসিবার স্থানের জন্য প্রায় ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা অধিক খরচা পড়িবে। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ (পুরুষ ও মহিলা) এখন হইতে নিজেদের নাম ও ঠিকানা দিয়া খরচের নির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা অথবা ২৭ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর শুক্রবার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক জমা দিয়া অবশিষ্ট টাকা যাত্রার পূর্ব্বে জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করিবেন। যাত্রাকালে উক্ত রসিদ সঙ্গে লইতে হইবে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি লইবেন। কিছু শীত বস্ত্র এবং গরমের উপযোগী বস্ত্রাদিও সঙ্গে রাখিবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, ছোট বালতি, রজ্জু ও টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হয়।

নিয়মসেবাকালে মঠবাসীদের সঙ্গে আহারকারী সকলের জন্যই শাস্ত্রবিহিত খাদ্যের ব্যবস্থা থাকিবে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬ অথবা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬; ফোন নং ৪৬-৫৯০০ ঠিকানায় সাক্ষাদভাবে কিংবা পত্রের দ্বারা সম্পাদকের নিকট বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য। নিম্নলিখিত মঠাদি হইতেও পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ীবাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড্, পোঃ বৃন্দাবন, জেলা মথুরা (উত্তর প্রদেশ)
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর জেঃ দরং (আসাম)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সরভোগ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

নিবেদক—**শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ**, সম্পাদক

দ্রষ্টব্য—দৈবানুরোধে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

দক্ষিণ কলিকাতা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব-পূর্ণাপ্তি

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন-যাত্রার প্রথম দিবস একাদশী তিথি হইতে শ্রীশ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাব তিথি শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশীর পর দিবস শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাসাধিক-কালব্যাপী যে হরিস্মরণ মহোৎসব প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সুযোগ্য অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যচরণও 'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ' এই উপদেশামৃতানু-সরণে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে সেই উৎসবটি প্রত্যব্দ অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষেও বিগত ৯ই ভাদ্র, ১৩৭৩ (ইং ২৬।৮।৬৬) শুক্রবার হইতে সেই উৎসবটি আরম্ভ হইয়া গত ১২ই আশ্বিন, ১৩৭৩ (ইং ২৯।৯।৬৬) বৃহস্পতিবারে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীঝুলন, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব উপলক্ষে উৎসবাদি সুসম্পন্ন হইবার কথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৎ-পরবর্ত্তী শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা দেবীর আবির্ভাব, শ্রীললিতা সপ্তমী বা শ্রীললিতা দেবীর আবির্ভাব, শ্রীরাধা-ষ্টমী, শ্রীপার্শ্বৈকাদশী, শ্রীবামন দ্বাদশী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব ও শ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে উৎসবাদিও তদ্রূপ প্রত্যহ সন্ধ্যায় কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতাদি মুখে বিশেষ যত্নসহকারে সম্পাদন করা হইয়াছে। শ্রীরাধাষ্টমী, বামনদ্বাদশী ও শ্রীজীবগোস্বামি-পাদের আবির্ভাব এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব দিবসত্রয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল এবং বহু ভক্তকে বসাইয়া মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সংক্ষিপ্ত জীবন-ভাগবত ও শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য দুই দিবস ধরিয়া আলোচিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-সৌভাগ্য বরণ করিয়া শুশ্রূষু শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়ের

সৃষ্টি, ভগবান ও সাধনা

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপনিষৎ ও গীতার কর্মবাদ। জগৎ ও প্রাণের সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক মত। ঋষিদের মতে সৃষ্টি ভগবানের। কোন্‌টি ঠিক? ভগবান্ কি আছেন? মরণের পরে কি হয়? যত মত তত পথ — কিন্তু সব পথই কি নিয়ে যায় মুক্তির লক্ষ্যে? পূজা, কর্মযোগ—কোন্ পথে যাব? সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই। ভাষা সহজ। নূতন পথের সন্ধান দেবে।

মূল্য—বাঁধাই ৬-৫০ (ডাক ব্যয় ১-৪০)

প্রাপ্তিস্থান — ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ ন্যাশনাল কাল্‌চার

৪৫, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

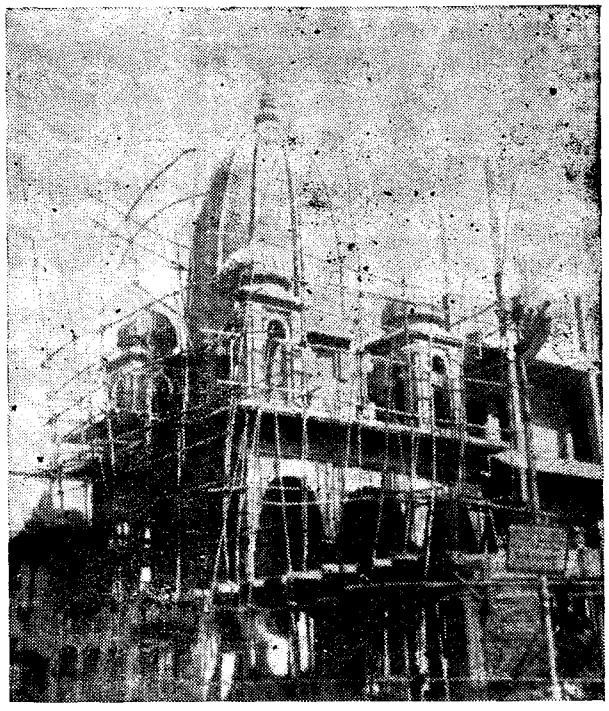

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৭৩

সম্পাদক ঃ—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৭৩। ৩ দামোদর, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার; ১ নভেম্বর, ১৯৬৬। | ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[স্থান—Thakur Bhaktivinode Research Institute (অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার), শ্রীধাম-মায়াপুর। কাল—সন্ধ্যা, ১৮ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

[শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণনাম, মন্ত্র, শচীপুত্র শ্রীগৌরসুন্দর, স্বরূপদামোদর প্রভু, শ্রীরূপ প্রভু, তদীয় অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, পুরীশ্রেষ্ঠা মথুরা, গোষ্ঠবাটী ব্রজভূমি, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের সেবা-প্রাপ্তির আশা এই একাদশটী বস্তু যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপায় লাভ করিয়াছি, সেই গুরুদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি।]

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ না করার দরুণ এই এগারটি সম্পত্তি লাভ হয় না। শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু বলেন,—শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়ে আমার এই সকল লাভ হইয়াছে। গুরুপাদপদ্মে প্রচুর পরিমাণে সেবার বিচার থাকিলে আমরা শ্রেষ্ঠনাম, মন্ত্র ইত্যাদি অনেকগুলি বস্তু পাইতে পারি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবায় অধিকার না আসা পর্য্যন্ত এই বস্তুগুলির উপলব্ধি হয় না। গুরুদেবের কৃপায় এই অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ বস্তুগুলি আমাদের লাভের বিষয় হয়। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীনাম ও নাম-ভজনের অনুকূল বিচারে আমরা মন্ত্রও লাভ করিয়া থাকি। আমাদের মনে হইতে পারে—"এইগুলির জন্য গুরুর পদাশ্রয় করিব কেন? এ-গুলি কি নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায় না?" উত্তর—তাহা হইবে না, নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন হইবে না, ইতর দর্শন, ভোগময় দর্শন হইবে। বিশ্রম্ভভাবে গুরুকে আশ্রয় না করিলে, সাধুর পথে বিচরণ না করিলে আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গল হয় না, কারণ, আধাক্ষিকগণ—তর্কপন্থী। সাধুর পথে বিচরণ না করিলে বুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে না। তজ্জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"(আদৌ) গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা, সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর ঈশবৈমুখ্য ও ভোগসর্ব্বস্বতা-দর্শনে বলিয়াছিলেন,—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

হিরণ্যকশিপু বহির্থমানী ও দুরাশয় ছিল। হিরণ্যকশিপুর আদর্শটি গৃহব্রত ও নাস্তিকের আদর্শ। হিরণ্য-শব্দে ভোগ্য কাঞ্চন এবং কশিপু-শব্দে উত্তম শয্যা বা ইন্দ্রিয়সুখ, অর্থাৎ কনক ও কামিনীতে আসক্ত ভোক্তৃ অভিমানী নাস্তিক জীবই হিরণ্যকশিপুর প্রতীক। হিরণ্যকশিপুর অনুগতগণ আধ্যক্ষিক ও জড়াহঙ্কারমত্ত, কিন্তু অক্ষজজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর ন্যায় যাহারা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাহাদের কখনও মঙ্গল হয় না। যাহারা কৃষ্ণসেবাপরায়ণ নহে, তাহারা নিজেন্দ্রিয় তোষণের জন্য ধাবিত হয়। শ্রেয়ঃ পথে যে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে গৃহব্রতদিগের প্রেয়পথে সে মঙ্গল লাভ হয় না।

ইন্দ্রিয়সকল অভক্তগণকে বিষয়ের প্রতি কেবল আকর্ষণ করিতেছে। ইন্দ্রিয় সকল যখন মানুষের কথা শোনে না বা কোন প্রকারেই অধীন হয় না, তখন সেই ব্যক্তি গোদাস বা ইন্দ্রিয় দাস হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে।

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতিমাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

বাহিরের জিনিষগুলি যথা রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে। সেই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—'হে পিতঃ! কে আপনার চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছে? আপনি রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধ আদি বিষয় হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন? হিরণ্যকশিপু জড়াহঙ্কারে প্রমত্ত বলিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের উপদেশ শ্রবণ করে নাই। সে প্রহ্লাদের প্রতি গুরু বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে অধীন ও অজ্ঞ মনে করিয়া অপরাধ করিয়াছিল। প্রহ্লাদ ভক্তের আদর্শ, আর হিরণ্যকশিপু অভক্তের আদর্শ। ইহজগতের স্ত্রী ও পুরুষ যাহারা নিজদিগকে কর্ত্তৃ-অভিমানে গৃহব্রতধর্ম্ম চালাইতেছেন, তাঁহারা সকলেই অভক্ত। যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা কোন প্রকারে যোষিৎ ও বিষয়ীর দর্শন করিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনের জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে অসৎসঙ্গ বিষভক্ষণ অপেক্ষাও ভয়াবহ। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহারা ইহজগতের কোন বস্তু চাহেন না, তাঁহারাই বিচার করেন—এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই—যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে, এই পৃথিবীতে নিত্য সুখদ কোন বস্তু নাই, এই পৃথিবীটা বদ্ধ জীবের কারাগার, আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি, সেইজন্য যত কষ্ট ও ত্রিতাপ আমাদের মস্তকের উপর স্থাপিত হইয়াছে, আমরা মনোরূপ জেলদারোগার হুকুম মত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছি; যে-সকল মূর্খ মায়িক জগতের বিচিত্র বিষয়ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে তাহারা মায়ার ফাঁদে entangled হইয়া যাইবেন। How can we be free from worldly delusive atmosphere? ইহা আমাদের চিন্তনীয় হউক। বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থগতি, ইহা বহির্ম্মুখ দুরাশয়গণ জানিতে পারে না।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—'আমাদের ভৃত্যের দরকারি, আমরা গৃহব্রত হইয়া সুবিধা করিয়া লইব, আমরা নিজের ইন্দ্রিয় পরিচালনাদ্বারা সকল বুঝিয়া লইব।' Politician (রাজনৈতিক), writer (সাহিত্যিক), Ph. D., D. Sc. (পণ্ডিত), Wealthy (ধনী), altruist (পরার্থী) প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষাই মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—'ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে পরিচালনা করিও না, তোমরা বহির্মুখী হইও না।' আমরা দেহাত্মব্রত বা গৃহব্রত হইয়া জগতে প্রভু সাজিয়াছি। আমরা জগৎকে ভোগনেত্রে দর্শন করিতে যাইয়া মনে করি সকলই আমার সেবক, আমার সেবার জন্য সাজান রহিয়াছে — ক্ষিতি অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম-চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ লতা সকলই আমার ভোগের জন্য সাজান রহিয়াছে। আমরা ভাবি—'আমি জগদ্ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে।' তাই যখন-যখনই আমার ইন্দ্রিয়-চালনার দরকার হইতেছে, তখনই আমি ফল-জল-আকাশ-বাতাস ইত্যাদি ভোগ করিতেছি। কিন্তু ভাবি না যে, এই জগৎ কাহার জন্য? বস্তুতঃ জগৎটা—বিষ্ণু বৈষ্ণবেরই। হরিভজন না করিলে জগতের একটি তৃণও গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই। মায়াবদ্ধ বঞ্চিত জীবগণ অন্ধ, তাহারা একে অপরকে যে পথ প্রদর্শন করে, তাহা বিপথ বা কুপথ। তাহাতে আত্ম-বিনাশ লাভ হয়। এই জগতের ধর্ম্মবক্তা, দার্শনিক, নৈতিক, যোগী, ভোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি নিজদিগকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া অপর জীবগুলিকে মূর্খ বা অনভিজ্ঞ মনে করিয়া যে উপদেশ করেন, তাহাও লোক-বঞ্চনামাত্র, কারণ উহারা কেহই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সুদার্শনিক নহেন। তাই শাস্ত্র বলেন — 'অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।' এই জগতে একজন নিজকে দার্শনিক বলিয়া প্রচার করিয়া নিজের মনগড়া কথা বলিয়া অন্যকে ভুল বুঝাইয়া দেয়। তাহাতেই জগতে যত অসুবিধা ঘটিয়াছে। এইরূপ বক্তা ও শ্রোতা নানা-রূপ বাধা ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহজগতে যে পূর্ব্বমীমাংসকগণ আছেন, তাঁহারা আধ্যক্ষিক মীমাংসক।

যাহারা পরজগৎ বা চিজ্জগতের সংবাদ রাখে না, তাহারা নানা কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বমীমাংসকগণ কর্ম্মী। কিন্তু শ্রীব্যাসদেবের উত্তর-মীমাংসায় বা বেদান্ত-দর্শনে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়। কর্ম্মিগণ আপাত সুখের মোহে নানা দেবদেবীর নিকট বহু কামনাপূরণের বিষয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট হইতে কোন কামনা ঘুষ দিয়া আদায় করা যায় না। কৃষ্ণ কামদেব। তিনি পূর্ণ ভোক্তা। যিনি কৃষ্ণের কামচরিতার্থ করেন, তাঁহার নিজের কোনরূপ কামনা থাকে না। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন কাম ও প্রেমের পার্থক্য এইরূপ বলিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

কৃষ্ণকে শুদ্ধভক্তি করিলেই সুবিধা ও মঙ্গল হইবে। নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণ-নামের সেবা করিলেই ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ জানা যাইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ—

"যারে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

অর্থাৎ হে জীব! সাধুগুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণকথা যদি কিছু শ্রবণ হইয়া থাকে, তবে তাহা কীর্ত্তন কর—কৃষ্ণানুশীলন কর। কৃষ্ণের অনুশীলন না হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন হইবে।

তথাকথিত চণ্ডী পাঠকেরা বিচার করেন—তত্ত্ববস্তু শক্তিজাতীয়। ভগবান্‌কে মাতৃরূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে আমাদের সকল ভোগ আদায় করিব অর্থাৎ ভগবান্‌কে আমরা ভোগ্যরূপে পরিণত করিব। কিন্তু ভগবান্‌কে যে যেরূপ ভাবে ভজনা করিবার যত্ন করেন তিনিও তাঁহাকে সেরূপভাবে কৃপা করেন। তাই শাস্ত্রে আছে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

আমরা কামকামী হইলে ভগবান্‌কে পাইতে পারি না। যোষিতের চিন্তা করিতে করিতে জীব যোষিদ্‌রূপ প্রাপ্ত হয়। তাই গীতাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥"

আরসোলা কাঁচপোকার-দ্বারা ধৃত হইয়া তাহার চিন্তা করিতে করিতে কাঁচপোকার-রূপ লাভ করে। শাক্তের মতবাদীরা নিজদিগকে ভোক্তা মনে করিয়া বিশ্ব, জগৎ বা প্রকৃতিকে ভোগ্যা মনে করে। তাহারা জিহ্বা-লাম্পট্য চরিতার্থ করিবার জন্য কালী মূর্ত্তির নিকট যূপকাষ্ঠে ছাগ বলি দেয়। কিন্তু কামকামী ও ইন্দ্রিয়লোলুপ মনুষ্য বুঝিতে পারে না যে, কোন জীবকে হত্যা করিলে সেই জীবও পুনরায় তাহাকে পরবর্ত্তী জন্মে হত্যা করিবে। তাই ছাগমাংসলোভী মানুষ ছাগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আবার ঐ ছাগটিও কোন এক জন্মে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া তাহার হত্যাকারী মনুষ্যকে ছাগ রূপে বলি দিবে। এই জগতে মায়ামূঢ় জীবের জন্য অনেক টোপ সাজান রহিয়াছে—যেমন, মৎস্যগুলি টোপ খাওয়ার লোভে পড়িয়া জীবন হারায়, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীবও ভোগের টোপ গিলিতে গিয়া চিরতরে আত্মঘাতী হয়। অন্যাভিলাষী জীব এইরূপ বিষয়ের টোপ গিলিতে গিয়া কৃষ্ণের আকর্ষণ হইতে ছুটী লাভ করে। হে বুদ্ধিমান্ মানুষ! তুমি ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই ত্যাগ করিলেই ভক্তিমান্ বা ভক্ত হইতে পারিবে। অন্যাভিলাষীর বিচার ছাড়িয়া দিলে কৃষ্ণ ক্রমশঃ তোমাকে তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবেন; নতুবা জড় ভোগ্য বিষয় তোমাকে আকর্ষণ করিয়া নরকে লইয়া যাইবে। কলিযুগ-পাবনাবতারী দাতৃশিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর প্রণতজনগণকে আশীর্ব্বাদ-কালে অন্য কোন আশীর্ব্বাদ না করিয়া 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন অর্থাৎ তোমার মতি কেবলমাত্র কৃষ্ণেই প্রযোজ্যা হৌক, অন্য কোন বস্তুতে নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের পদাশ্রয় ব্যতীত পতিত জীবের আর কোন উপায় নাই।

এই স্থানটি অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার। এইটি কৃষ্ণানুশীলনাগার। আমরা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলন করিব। কৃষ্ণানুকূলা—শ্রীবার্ষভানবীদেবী। বার্ষভানবীরই নামান্তর অনুকূলা। শ্রীবার্ষভানবীর ভৃত্যবর্গ সকলেই গুরুপাদপদ্ম। গৌড়ীয়গণ অনুকূলার কৃষ্ণ বা রাধার কৃষ্ণের উপাসক। তাঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষাও বার্ষভানবীরই পক্ষপাতী বেশী। 'কৃষ্ণানুকূলানুশীলন' শব্দ হইতে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন শব্দটির বৈশিষ্ট্য আছে। অনুকূলার আনুগত্যে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন হইয়া থাকে। কৃষ্ণের প্রতি প্রতিকূল ভাবটি অতি দূষণীয়। অনুশীলন বা engagement গুলি কৃষ্ণের সম্বন্ধে হইলেই সব সুবিধা হইবে। কিন্তু হায়! আমরা কৃষ্ণকে গৃহ-পতি না করিয়া গৃহব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিয়াছেন,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

গৃহব্রতগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ভোগ করিবার ইচ্ছাই গৃহব্রত পুরুষের চেষ্টার এবং অনিত্য-শরীরধারী পুরুষকে ভোগ করিবার ইচ্ছাই গৃহব্রত স্ত্রী-অভিমানিনী মাত্রেরই চেষ্টার মূলে বর্ত্তমান। ইহজগতে পুরুষের কামিনী-ভোগ এবং কামিনীর পুরুষভোগের প্রবল প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। বহির্মুখ পুরুষের যেরূপ অসুবিধা, কামিনীরও সেইরূপ। কৃষ্ণভজন রহিত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই খারাপ বা অবৈধ। ভোগের অতৃপ্তির জন্য উহাদের উভয়েরই মহা-অসুবিধা। পুরুষের জড়দর্শনই স্ত্রী-ভোগবিচার এবং স্ত্রীর জড়দর্শনই পুরুষ-ভোগবিচার —এই উভয় পুরুষাভিমানই মহাভুল বিচার। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া গৃহব্রতদিগকে বলিয়াছেন, 'ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।' জড়পুরুষ ও জড়স্ত্রী দর্শন উভয়ই জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য দর্শন, সুতরাং বঞ্চনাময় বা মায়া। তিনিই

গৃহব্রত—যিনি জড়-ভোক্তা পুরুষ ও স্ত্রী অভিমান করেন। যাহারা ভোগের চিন্তায় নিরত, তাহারাই কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রী মূর্ত্তি, চিত্রে অঙ্কিত নগ্নপট, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি দর্শন করিয়া নরকে গমন করে। কতকগুলি লোক Art এর নামে চিত্রে নগ্নমূর্ত্তি বা নরক দর্শন করে এবং তদ্দ্বারা অশ্লীল অবৈধ আলোচনা বৃদ্ধি করে।

বাহিরের পোষাকী সন্ন্যাসী হইলেই সুবিধা হইবে না। অমল ব্রাহ্মণ ও বিদ্বৎ সন্ন্যাসী হওয়াই আবশ্যক। তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম। যাহারা কেবলমাত্র ভোগ ও ত্যাগ কর্ব'—বিচার করেন, তাঁহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে, তাঁহারা স্বার্থগতি বিষ্ণুকে জানেন না। এখানে সাধুর বেষে মানুষকে ঠকাইতে পারা যায়, কিন্তু কর্ম্মফলদাতা ত' তাহাদিগকে ছাড়িবেন না। যাঁহারা সাধুর বেষে অসৎসঙ্গেলিপ্ত আছেন তাঁহারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতেছেন। অস্থায়ী তত্ত্বের উপর নির্ভর করিলে সবশুদ্ধ দুঃখ ও মৃত্যুই লাভ হইবে। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ সংসার করার ফলই—প্রকৃত মরণ ও নানা আধি-ব্যাধিতে-ত্রিতাপে জ্বলন্। বহুচিন্তা ও সৎকার্য্যের অভিনয় করা হইল, কিন্তু শেষটায় সার হইল—কেমন করিয়া চিরকাল ধরিয়া দুঃখে জর জর হইয়া পচিয়া পচিয়া মরিতে হয়, তাহার পাকা বন্দোবস্ত করা। সংসারের এতচিন্তা—ভাবনা সমস্তই মরণের জন্য, এত কাষ্ঠ যোগাড় করা হইল মরণের জন্য। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ও সুদুর্লভ জন্মধারী হইয়া মানুষ-জাতি সবশুদ্ধ এইরূপ সুন্দর (?) চিন্তা করিলেন! হায়! হায়! মানুষ, তোমার বুদ্ধির এই পরিণাম! জগৎকে দৃশ্যরূপে দর্শন করিতে গেলে এই-রূপ বিপদ্ অনিবার্য্য। আমরা যদি নিজের খেয়াল অনুসারে ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় চলিতে থাকি, তাহা হইলে অকূল সংসার-সাগরে ডুবিয়া যাইব, কর্ণধার না থাকিলে বিপথগামী হইতেই হইবে। ভগবানের অনুশীলন না করিলে কোন কিছুতেই কিছু সুবিধা হইবে না। খণ্ড বস্তুর প্রতীতিতে প্রভুর সজ্জায় ও অভিমানে কৃষ্ণ-ভোগ্য বস্তুগুলিকে নিজের ইন্দ্রিয়ের অধীন করার যত্ন হইতেছে। এরচেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু। তাঁহার যাহাতে ভাল লাগে তজ্জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে।

Altruistic doctrines are apart from pure theism. Even at the expense of our few gallons of blood we should try to turn every man a pure theist, though many thorns will be visible in front to thwart our march. Where is the uniting tie with the Absolute? Why should we show diffidence to serve our Godhead? Such wrong propensities & misconception should be eradicated at all costs. We should always seek after the truth—I mean, the Absolute person Sri Krishna. Only they are misguided who are engaged in the world's delusive laboratory. তজ্জন্যই প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—'অন্ধা যথান্ধৈরুপ-নীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।'

When one blind person guides another blind person—both are liable to be entangled. Thus non-theists must be entangled by the warp & woof of the net of maya & thereby entrapped & will have no chance of getting any outlet for rescue. We should by all means avoid all these attractions that are shown to us by worldly-minded persons—rich in ornaments, pedantry, social & political positions etc.

অভক্ত ও ভক্তের চিন্তাস্রোতঃটি ঠিক বিপরীত। Directions opposite to the pure service of Godhead through non-absolute things that are presented before our senses, should be avoided at all costs. This world is a delusive

laboratory. Those who are busy with the worldly phenomena are misguided.

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

We should select the most impoverished (অকিঞ্চন) men having true refuge in krishna. We should avoid big empiric & speculative philosophers or free thinkers solidly, as their brains are limited within nature. We must not be misguided by the poverty of the so-called worldly civilization. We must not be misguided by the so-called rich people who are equipped with worldly possession etc. We should non-co-operate with bragging & boastful rich, learned and so-called civilized people who do not fully submit to the Absolute person Sri Krishna.

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

So a really wise man should always keep himself aloof from all non-thestic heroes of the battle-field of this delusive world whatsoever he may be. Krishna's true servitors are the only rescuers or liberators of conditioned souls.

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং"—ইত্যাদি

The preceptor should be a bonafide devotee who is not at all sanguine for any sort of transitory worldly things. Death is the last consequence of worldly prosperities. The so-called heroes and enjoyers of this world must meet their death in the long run. Their exploits in the battle field must end in death and nothing but death. Oh! what shocking blunders of these people! What crushing and heartless bloody and staggering cruelties are done by those mundane fruitive workers and heroes!! We must abandon the worthless thoughts of a ভবঘুরে। মায়াবদ্ধ বিষয়ীদিগের চিন্তা এই যে হরিভজন করিয়াও আবার দুঃখ কেন? এই শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত খোলাবেচা শ্রীধরের বাস। তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত বলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কলা-মূলা-থোর বিক্রয় করিয়া অতি দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিতেন। শ্রীধরের শুদ্ধভক্তিতে প্রীত হইয়া মহাপ্রভু সখ্য-রসে তাঁহার সহিত কোন্দল করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার কলার মোচা-থোর কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীধরের বিচার ছিল—'ঈশ্বরেরই সকল বস্তু।' সকল বস্তু দিয়া তাঁহারই সেবা করিতে হইবে, কেন না, He is the all loving centre.

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

দেবতারাও মানুষের মত মরিবেন। তাঁহাদের অমরত্বও কালক্ষোভ্য। ইঁহাদিগকে পূজা ও নিন্দা করিবার দরকার বা লাভও নাই। যিনি আমাদিগকে ঐ একাদশটি বস্তু দান করেন, তাঁহারই নিকট অগ্রসর হইলে সব সুবিধা হইবে। অতএব বাস্তব সত্যেরই অনুসন্ধান করা দরকার।

'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।' যাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেইরূপ সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে, ইহাতে ভূতোদ্বেগ হয় না। পৃথিবীর সকল-লোকের মঙ্গল কিরূপে হইবে, সেই চিন্তা করা দরকার। নিজের ও অপরের মঙ্গল করিতে হইবে।

কেবল বর্ত্তমান যুগের মনুষ্যের জন্য নয়—সকল যুগের সকল মানুষের অনন্তকালের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে-স্থান হইতে আর কোনদিন ফিরিয়া আসিতে হইবে না—এরূপ অভয়ামৃত নিত্য-রাজ্যে পরাকাশে অভিযান করিতে হইবে। সেই অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্ব-জ্ঞানের নিমিত্ত আমাদের শ্রীগুরুপদাশ্রয় লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

আমরা সব সময়েই সেই দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে Serve করিব। যদি আমরা গৃহে থাকি, তাহা হইলেও বাড়ীর সকল লোক মিলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিব। আমরা শুদ্ধ অন্তরের ভাল ভাল ঘর বাড়ীতে ভগবান্‌কে ও তদীয় জনকে রাখিব—নিজেরা কুটীরে থাকিব। আমরা যদি না খাইয়া ভগবান্‌কে খাওয়াই, তবেই তাঁহার করুণা পাইব। হে ভোগী-জীব! তুমি কে? যে শুধু খাওয়া দাওয়া করিয়াই সুখে থাকিবে? তুমি কে? যে তাঁহার ধন চুরি করিবে? এবং তুমি কে? যে তাহার উপর প্রভুত্ব করিবে এবং তাহা নিজে নিজে ভোগ করিতে পারিবে? পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে এক মুহূর্ত্তেই সকলের সকল রসদ বন্ধ হইয়া যাইবে অতএব একটী মাত্র দানাও যদি গ্রহণ করিবে, তবে তাহাও ভগবানকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করিবে না। কে, কাহার জগৎ ভোগ করিবে?

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

প্রত্যেক জিনিষটি ভগবানের—এই বিচারটি ভক্তের বিচার। সন্ন্যাসীর চেহারা করিলেই বা ফল কি হইবে? জীব ভোক্তা নহে। জগতের সকল জিনিষ ভগবানের ভোগের জন্য। তাঁহার সেবা করিলেই সকল সার্থক।

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

এই একাদশ প্রকার মঙ্গল-দাতা পতিতপাবন পরম-দয়াল শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি নমস্কার করিতেছি।

ধৈর্য্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ধৈর্য্যগুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ধীর। ধৈর্য্য-গুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা ধৈর্য্যহীন, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্য-গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন। 'শ্রীউপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে এই ধৈর্য্য-গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বেগ ছয় প্রকার অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ। অনেক কথা কহিবার ইচ্ছায় মানব বাচাল হইয়া পড়ে। বাক্য-সমুদায় নিয়মিত করিতে না পারিলে

পরচর্চ্চা-দ্বারা অনেকের সহিত শত্রুতার উদয় হয়। অনাবশ্যক বাক্য বলা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য; কিন্তু সংসারী মানব সর্ব্বদাই বাক্য ব্যয় করিবার অভিপ্রায়ে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কাল নষ্ট করে এবং বহুতর দুঃখ পাইয়া থাকে। ধার্ম্মিক লোকেরা এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঋষিগণ ভাল ভাল ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে মৌন-ব্রতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভজন-পিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। শ্রীহরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে, শ্রীহরিভক্তি-বিষয়ের অনুকূলরূপে যে বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নয়। অতএব, ভক্তগণ শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিকথার অনুকূল যাহা কিছু কথা থাকে, কেবল তাহাই বলিবেন। অন্য সকল-কথাই বাক্যের বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই বাক্যের বেগ যিনি সহিতে পারেন, তিনিই ধীর পুরুষ।

মনের বেগ সহ্য করাও ধীর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যতক্ষণ মনের বেগ ধারণ করিতে অভ্যাস না হয়, ততক্ষণ মনঃ-সংযোগ-পূর্ব্বক কিরূপে ভজন হইবে? নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আরূঢ় হইয়া নানা-চিন্তাবেগ হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করেন না। নিদ্রাকালেও আবার দুঃস্বপ্ন-সুস্বপ্নরূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। ঋষিগণ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জন্যই অষ্টাঙ্গ-যোগ ও রাজযোগের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে, মনকে, একটু উচ্চরস দিয়া ভুলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে উহাকে নিয়মিত করিতে হয়। ভক্তিপথে যাঁহাদের মতি আছে, মনকে অতি-সহজে তাঁহারা নিয়মিত করিতে পারেন। মন বেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। উহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগশালী করিলে তাহাতেই উহার কার্য্য হইতে থাকিবে; উহা আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগশালী হইবে না। অনেকে মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ ব্যতীত মনকে নিয়মিত করিবার আর উপায় নাই। কিন্তু, পতঞ্জলি মুনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ যেরূপ মনকে নিয়মিত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রণিধান বা ভক্তিযোগ মনকে নিয়মিত করিতে পারে। পতঞ্জলির "ঈশ্বর-প্রণিধান" শুদ্ধা ভক্তি নয় উহা কাম্য-ভক্তি-মাত্র। যে ভক্তির প্রধান উদ্দেশ্য মনকে নিয়মিত করা, তাহা কখনই অন্যাভিলাষিতাশূন্য ভক্তি হইতে পারে না। আনুকূল্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধাভক্তির একমাত্র তাৎপর্য্য। অতএব, যখন শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তখন চিত্তের প্রসন্নতা অবান্তর ফলের মধ্যে স্বয়ং উদিত হয়। "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" (শ্রীভাঃ ৭।১।৩২)—এই উপদেশ পালন করিলে কৃষ্ণপাদপদ্মে মন নিযুক্ত হয়, সহজে আর অন্যান্য বিষয়ে মন ধাবিত হয় না। শুদ্ধ-কৃষ্ণানুশীলন-দ্বারা সাধকের মনের বেগ নিয়মিত হইয়া পড়ে। এই বিষয়টি ভাল করিয়া প্রণিধান করিলে যোগ ও ভক্তির স্বাভাবিক ভেদ জানা যাইবে।

ভক্তি-পিপাসুদিগের ক্রোধ-বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মানবের কাম ভঙ্গ হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইলে ক্রমশঃ বিনাশ পর্য্যন্ত ফলোদয় হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (মঃ ১৯।১৪৯) বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।" যিনি শুদ্ধা ভক্তিকে আস্বাদন করেন, তাঁহার চিত্তে কোন-প্রকার তুচ্ছকাম থাকে না। অতএব, তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের কাম্য-ভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না। কেবল বিবেকদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-রাগ অতি অল্প-কালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে (২৩।৩৩-৩৫, ৩৭, ৪০) 'ভিক্ষুর গীতে' দেখা যায় যে, তিনি অতিঅল্প-কালের মধ্যে ক্রোধ-সহনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যথা,—

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ॥
কেচিৎ ত্রি-বেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ॥
অন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি॥
ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ॥
এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত॥

শ্লোকগুলির অর্থ এই—অবন্তীবাসী বিপ্র হৃদয়-গ্রন্থি-মোচনদ্বারা শান্ত ভিক্ষুপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন ব্রাহ্মণকে অসদ্ ব্যক্তিগণ এই বলিয়া অপমান করিতে লাগিল,—"ওহে ভদ্র! এ কি রকম?" কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, আবার কেহ কমণ্ডলু প্রভৃতি লইয়া, আবার 'ওহে! লও' বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। নদীতীরে তিনি অন্ন পাক করিলে কেহ তাহাতে প্রস্রাব করিল, কেহ বা তাঁহার মস্তকে থুৎকার নিক্ষেপ করিল। কেহ বা 'এই লোকটা ধর্ম্মধ্বজী ও শঠ' বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। এই প্রকারে অপমানিত হইয়াও তিনি এই স্থির করিলেন যে, 'কর্ম্মফলরূপ আমার ভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ দুর্জ্জনকৃত দুঃখ, দৈহিক দুঃখ অর্থাৎ জরাদি-জনিত দুঃখ এবং দৈবিক দুঃখ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি-জনিত দুঃখ—দৈবপ্রাপ্ত। এই সকল অবশ্য ভোক্তব্য'। সেই ভিক্ষু তখন এইরূপ কথা বলিলেন (শ্রীভাঃ ১১।২৩।৫৭), —

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব॥

"আমি—আত্মা, ক্ষুদ্রজীব। শ্রীকৃষ্ণ—পরাত্মা। বহির্মুখ জীব সংসারনিষ্ঠ হইয়া ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক কষ্ট পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। এ জগতে আমি সংসার-নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পরাত্ম-নিষ্ঠারূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিব। বাক্য, মন ও ক্রোধাদিকে বশীভূত করিয়া ভক্তি-অনুকূল জীবনের সহিত পরাত্ম-নিষ্ঠা অবলম্বন করিব। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ এই পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছেন। পরাত্মনিষ্ঠা কোন্থলে গৃহস্থধর্ম্মে জনকাদির আচরণের ন্যায় লক্ষিত হয়, কোন স্থলে ভিক্ষুধর্ম্মে সনক-সনাতনাদির আচরণের ন্যায় পরি-লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, দুই অবস্থাতেই পরাত্মনিষ্ঠা একই বস্তু। পরাত্মনিষ্ঠা ব্যতীত এই দুরন্তপার তমোময় সংসার-সাগর পার হওয়া যায় না। শ্রীমুকুন্দ-সেবাই আমার একমাত্র আশ্রয়। তদবলম্বনে আমি উদ্ধার পাইব?" —এই 'ভিক্ষুগীতে' আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যোগাদি-চেষ্টারদ্বারা সংসার পার হওয়া দুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাতেই সকল লাভ হয়। যিনি ভক্তি-অবলম্বনে বাক্য, মন ও ক্রোধবেগকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ধীর।

জিহ্বার বেগকে দমন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। চর্ব্ব্য, চূষ্য-আদি ষড়্‌বিধ রসের প্রয়াসে সংসারী লোক সর্ব্বদা ব্যস্ত। 'আজ পলান্ন ভোজন করিব, আজ খেচরান্ন পাইবার জন্য বহু আয়াস করিব, আজ উত্তম পেয়-দ্রব্য পান করিব।'—এইরূপ লালসায় বিষয়ী লোক ভ্রমণ করিতেছেন। জিহ্বা যতই ভোজন করে, উহার লালসা ততই বৃদ্ধি পায়। জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৫-২২৭),—

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর-ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক-দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের

সহিত শ্রীকৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে সুখাদ্য যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতে জিহ্বার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমে ক্রমে জিহ্বার বেগ দমিত হয়।

উদর-বেগ একটি উৎপাত। যাহা আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং জীবন-রক্ষা হয়, তাহাই উদরের প্রয়োজন। ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি যুক্তাহার-দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। তাহা না করিয়া যাঁহারা অধিক ভোজনের প্রয়াস করেন, তাঁহারা নিতান্ত উদরপরায়ণ। 'মিতভুক্' বলিয়া ভক্তগণের একটী লক্ষণ করা হয়। লঘ্বাহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে ব্যাঘাত হয় না। উদরের বেগ সহ্য করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বদাই আহার-লোলুপ। ভগবৎ-প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না, এরূপ যাঁহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাঁহারা উদরের বেগ সহনে বিশেষ সমর্থ হন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা যায়, তাহাও উদরের বেগ দমনের শিক্ষা-স্থল।

উপস্থবেগ শ্রীহরি-বিমুখগণের পক্ষে বড়ই ভয়ানক। "লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা, নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা" (শ্রীভাঃ ১১।৫।১১)—এই শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। রক্তমাংস গঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের স্ত্রী-সঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে, যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজন-বলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষসঙ্গ-নিতান্ত তুচ্ছ। যাঁহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থ-বেগ সহিতে পারেন না। অনেকে অবৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ভজন-পিপাসুগণ এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার। সাধুসঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ইঁহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীভূত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধি-ক্রমে গৃহস্থ থাকিয়া ভগবদ্ভজন করেন। বৈধ-স্ত্রী-সঙ্গমকেই উপস্থবেগ-ধারণ বলে।

পূর্ব্বোক্ত ছয়প্রকার বেগ যথাবিধি সহ্য করিতে পারিলে ভজনের আনুকূল্য হয়। ঐ সকল বেগ প্রবল থাকিলে ভজনের প্রতিকূলতা হইয়া পড়ে। উক্ত ছয়প্রকার বেগ দমন করার নাম—'ধৈর্য্য'। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে উহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে উহারা আর দোষজনক হয় না। অতএব, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 'শ্রীপ্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা'য় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য দম্ভ-সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষী জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

এই পদ্যটীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য,—বেগ-সকলকে তত্তদ্-বিষয় হইতে ফিরাইয়া ভক্তির অনুকূল করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহা কেবল ধৈর্য্য-দ্বারাই হইতে পারে।

'ধৈর্য্য'-শব্দ-প্রয়োগের আর একটী তাৎপর্য্য আছে। যাঁহারা সাধন-কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা ফল-লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মিগণ কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গসুখ-ফল আশা করেন; জ্ঞানিগণ জ্ঞানকাণ্ডে মোক্ষলাভের আশা করেন এবং ভক্তগণ ভক্তি-সাধনে কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভ করিবার আশা করেন। সাধন-সময়ে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হ'ন। অতএব, ফল আশা করিয়াও যে ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়। **'কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার চরণাশ্রয় দৃঢ়ভাবে করিব, কখনই ছাড়িব না।'— এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।**

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোকে যে—'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ' কথাটী আছে তথায় 'স্মরণ'-শব্দের অর্থ কি কীর্ত্তন ?

উত্তর—শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে স্মরণের অর্থ কীর্ত্তনই করিয়াছেন। যথা—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ)

নাম লয় বলিতে নাম-কীর্ত্তনই বুঝায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথম তিনটী শ্লোকে হরিনাম-কীর্ত্তনের কথাই বলিয়াছেন।

আমরা অভিধানেও পাই, স্মৃ ধাতুর অর্থ ডাকা—To call upon the name of a Deity. স্মৃ ধাতুর অর্থ স্মরণ ও কীর্ত্তন দুই-ই হয়। সৎকার্য্যারম্ভে সকলেই ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। জপের পূর্ব্বে আত্মশুদ্ধির জন্য ভক্তগণও ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ উচ্চারণ করিয়া আচমন করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন,—

তুঁহু দয়ার সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি॥'
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা॥

প্রশ্ন—অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

উত্তর—যেমন আনুগত্য ও তোষামোদ এক নহে, তদ্রূপ অনুসরণ ও অনুকরণ এক নহে। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন — অনেকে 'অনুকরণ' কার্য্যকে 'অনুসরণ' ব'লে ভ্রম করেন। দু'টী কথা—'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ', যাত্রাদলের 'নারদ' সাজা—'অনুকরণ'; আর শ্রীনারদের ভক্তি পথে গমন—'অনুসরণ'। কৃত্রিম-ভাবে নকল করার নাম—'অনুকরণ', আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন —'অনুসরণ'।

আমরা মনেকরি—আমি অনুসরণ করছি, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে আমি অনুকরণই ক'রে বসছি। 'অনুসরণ'—নিজের আচরণ। 'কেবল অনুকরণ' কার্য্যের-দ্বারা 'অনুসরণ' কার্য্যটা হবে না। 'অনুকরণ' (imitation) বিকৃত প্রতিফলন নামক একটা ব্যাপার। 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' কার্য্যদ্বয় বাহিরেরদিকে দেখ্‌তে একই প্রকার। মেকি সোনা (Chemical Gold) ও খাঁটি সোনা (Pure Gold) বাহিরের দিকে দেখ্‌তে অনেকটা এক-প্রকার। 'অনুকরণকে' অপর ভাষায় 'ঢং' বলে। আমাদের হৃদয়ে 'বিপ্রলিপ্সা' নামে যে একটা বৃত্তি আছে, তা'রদ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা করে নিজেদের প্রতি-ষ্ঠাদি-সংগ্রহের জন্য ঐরূপ 'ঢং' বা 'অনুকরণ' ক'রে থাকি। শ্রৌতপথের 'অনুকরণ' মাত্র হ'লে অনুসরণ হয় না। অনুকরণ-কার্য্য-দ্বারা যদি অনুসরণ না হয়, তা'হলে সে কার্য্যের কোন মূল্যই নাই।

প্রশ্ন—ভগবন্নাম ও ভগবৎ-কথা ত' বৈকুণ্ঠবস্তু। আমরা এ-জগতে থাকিয়া তাহা কি করিয়া পাইব ?

উত্তর—ভগবন্নাম ভগবৎ-রাজ্য হইতে কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হন। এই জগতে ভগবানের কথা শ্রীঅর্চ্চাবতার শ্রীনামাবতার ও শ্রীগুরুদেবাবতার বহন করেন। ইঁহারা তিনজনই অভিন্ন। শ্রীঅর্চ্চাবতার ও শ্রীনামাবতার বিষয়-জাতীয় ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেবাবতার আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা বিষয়তত্ত্ব বা আমাদের কারণ-চেতনের

সন্ধান পাই। তবে এখানে একটি কথা এই যে—শ্রীরাধা আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া শ্রীরাধা-নাম ও শ্রীরাধা-বিগ্রহ আশ্রয়-জাতীয় ভগবদ্বস্তু। ভগবন্নাম ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। কিন্তু জড়ের নামে ও জড়ের বস্তুতে ভেদ আছে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—যীশুখৃষ্ট আমাদের জগদ্‌গুরু। তাঁহার উপদেশ ত' মঙ্গললাভে যথেষ্ট। তবে আবার মহান্ত-গুরুর আবশ্যক কি?

উত্তর—আমরা জগদ্‌গুরু ও মহান্তগুরু — উভয়ই স্বীকার করি। কেবল-জগদ্‌গুরু-বাদ স্বীকার করিলে তাহাতে অনেক প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয়। মহাত্মা যীশুকে যদি জগদ্‌গুরু স্বীকার করিয়া বর্ত্তমানে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহেন এবং মহান্ত-গুরুর-অনাবশ্যকতা বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টের বিচার কতটা ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন, তদ্‌বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। মহান্তগুরু-পারম্পর্য্যই ভগবান্ বা জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণের বার্ত্তা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। হিমালয় হইতে যে মূল জলধারা নির্গত হইয়াছে, তাহা যেমন বহু দূরে এই নবদ্বীপের তটে উপবিষ্ট আমার নিকট গঙ্গার খাত আনয়ন করিয়া দিতেছে, এবং আমি এতদূরে বসিয়াও হিমালয়ের জলধারা স্পর্শ করিতে পারিতেছি, সেইরূপ মহান্ত-গুরু ভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা আমার নিকট পর্য্যন্ত আনয়ন-পূর্ব্বক আমার হস্তে ও শিরে প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি এইরূপ গঙ্গার খাত না থাকিত তাহা হইলে আমার মত সাধারণ লোক — বলহীন, অর্থহীন লোক হিমালয়ে আরোহণ করিয়া সেই জলধারা স্পর্শ করিতে পারিত না, আর হিমালয়ের সেই স্রোত-সম্মেলন ছিন্ন হইয়া পড়িলে অনেক সময় দূষিত জলধারাকে 'হিমালয়ের পবিত্র জলধারা' বলিয়া বরণ করিবার বিপদে পতিত হইতে হইত। মহাত্মা যীশু দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল কথা প্রচার করিয়াছেন তাহা যদি, গুরু-পারম্পর্য্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট প্রবাহিত না হইয়া আসে, কেবল তাহা পুস্তক ও উপদেশের মধ্য হইতে খুঁজিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে হয় ত' মহাত্মা যীশুর প্রচারিত সত্যের বিকৃতিকেই, এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধবাদকেই তাঁহার মত বলিয়া গ্রহণ করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে।

মহান্তগুরুও জগদ্‌গুরু। তিনি পূর্ব্ব জগদ্‌গুরুরই প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি জগদ্‌গুরুরই কথা গুরু পারম্পর্য্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট কৃপাপূর্ব্বক পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি কোন প্রকার বঞ্চক নহেন — আমার তোষামোদকারী নহেন — আমার নিকট হইতে কোন জাগতিক বস্তুর প্রার্থী নহেন। তিনি নিরপেক্ষ সত্যের বার্ত্তা বহনকারী। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব কি?

উত্তর—পরমেশ্বরই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। অদ্বয় অর্থে অদ্বিতীয়, অখণ্ড। (শ্রীজীব)

অদ্বয় অর্থে অসমোর্দ্ধ, অসমাধিকম্। (শ্রীমধ্ব)

'বদন্তিতত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং'

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১) শ্লোকে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বলিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়াছেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।' (চৈঃ চঃ)

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অর্থে অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু। জ্ঞান অর্থে চিৎ। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিতে অদ্বিতীয় চিদ্‌বস্তু ভগবান্ শ্রীহরি।

রাম, নারায়ণ, পরমাত্মা প্রভৃতি সবই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইলেও নন্দনন্দন কৃষ্ণই মুখ্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব।

প্রশ্ন—মহাত্মা কে?

উত্তর—গুরুনিষ্ঠ বা গুরু-দেবতাত্মা ভক্তই মহাত্মা। ভগবানের ন্যায় যাঁহার গুরুতেও অচলা ভক্তি আছে, তিনিই মহাত্মা। শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যেমন ভগবানে অচলা ভক্তি, ঠিক সেইরূপ নিশ্চলা ভক্তি যাঁহার গুরুতে আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়।

শাস্ত্র আরও বলেন —

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥

যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরুকে ত্যাগ করিয়াছে, সে পূর্ব্বেই ভগবান্‌কে ত্যাগ করিয়াছে, জানিতে হইবে। তাহার বুদ্ধি বা চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি দুরাত্মা।

প্রশ্ন—কাহার ভগবদনুভূতি লাভ হয়?

উত্তর—নিষ্কপট, নিরহঙ্কার, গুরুকিঙ্কর অভিমানী, সরল, দীন ব্যক্তিরই ভগবদনুভূতি সহজলভ্য। কিন্তু অহঙ্কারী, কপটী, পণ্ডিত-অভিমানী, প্রভু-অভিমানী দাম্ভিকের ভগবদনুভূতি লাভ অসম্ভব। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বলেন—

অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে আরও জানাইয়াছেন — গুরুভক্ত্যা ভগবান্ মিলতি। স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকা-পরৈঃ।

নিষ্কপট গুরুসেবা-দ্বারাই ভগবদনুভূতি বা ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়। এজন্য মঞ্জরীকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ প্রীতির সহিত নানাভাবে গুরুসেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অহঙ্কার বশতঃ গুরুসেবা করে না, তাহারা সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় এর সৌভাগ্য পাইয়াও ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হয়।

প্রশ্ন—শিক্ষাষ্টকের 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।' শ্লোকোক্ত 'তরোরিব' স্থলে কেহ কেহ 'তরোরপি' বলেন। কোন্ পাঠটী ঠিক?

উত্তর—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে 'বৃক্ষ সম' অর্থই দৃষ্ট হয়। ইহা-দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, 'তরোরিব' পাঠই ঠিক। যথা—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২২)

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সংস্করণে চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০ অধ্যায়ে 'তরোরপি' পাঠ এবং চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৩১ শ্লোকে 'তরোরিব' পাঠ দৃষ্ট হয়। সেখানেও 'তরুসম' অর্থ করা আছে। যথা—

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৬-২৭)

অন্যান্য সংস্করণেও 'তরোরিব' পাঠই দেখা যায়।

প্রশ্ন—জীব ত' তটস্থ শক্তি। এজন্য সে সেবা করিতেও পারে, আবার ভোগ করিতেও পারে। ভোগবীজও তাহাতে অব্যক্তভাবে থাকে। সিদ্ধির পরেও কি জীবের সেই ভোগবীজ বা ভোগবাসনা থাকে?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—

'জগৎ ডুবিল, জীবের হৈল বীজ নাশ।' (চৈঃ চঃ)

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ চৈঃ চঃ আদি ৭ম।২৭ অনুভাষ্যে বলিয়াছেন—

ভগবানের তটস্থাখ্য-জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্য-রূপ ভোগবাসনার বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কালপ্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার ভোগবন্ধন দ্বারা বদ্ধজীবকে অহরহঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে।

যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদি উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ভগবৎ-সেবা-সমুদ্রের অতল-বারিতে কৃষ্ণসেবেতর ভোগবাসনা-বীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্গম-সম্ভাবনা রহিল না।

প্রশ্ন—ভগবান্‌কে পাইবার উপায় কি ?

উত্তর—ভগবদ্ভজনে বা ভগবদ্দর্শনে গুরুকৃপাই মূল। শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র সাহস, বল ও ভরসা। গুরুকৃপাই জীবের রক্ষক। 'বিনা গুরুপ্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তি র্ন জায়তে।'

শাস্ত্র বলেন—'গুরুভক্ত্যা ভগবান্ মিলতি।' গুরুসেবা দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮০।৪৩) বলেন—'গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে।' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জীব পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারে—ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—'ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তিস্তু ভগবৎ-প্রিয়-জনানাং প্রসাদাদেব ভবতি।' (বৃঃ ভাঃ) ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই ভগবৎকৃপা লাভ হইয়া থাকে, অন্য উপায়ে নহে।

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাঃ ১।৮।৪২ টীকায় বলিয়াছেন—ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবে প্রীতি না হইলে ভগবানে প্রীতি হয় না বা হইতে পারে না।

শাস্ত্র আরও বলেন—

'জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ গুরুবক্ত্রগম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিরতো হেতো র্গুর্ব্বাধীনা সদৈবহি।
হেতুনানেন বৈ বিপ্রা গুরু র্গুরুতরঃ স্মৃতঃ॥'

(নারদপঞ্চরাত্র)

শাস্ত্রই জ্ঞানের সাধন ; শাস্ত্রও আবার গুরুমুখ হইতে শ্রোতব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ ম ২৫।১২০)—'সর্ব্বদেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য। গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য॥' অতএব ভগবৎ-প্রাপ্তি সর্ব্বদা গুরুকৃপাধীন। এই কারণেই শ্রীগুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

ভাঃ ৪।২৮।৩৪ টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—কেবল গুরুসেবা দ্বারাই অনায়াসে সুখে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ১০।২৯।৩২ টীকায় আরও বলেন—'প্রথমং ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্য উপসেব্যতে, পশ্চাত্তদুপদিষ্ট আচরণীয়োধর্ম্মঃ। আচার্য্যানুবৃত্ত্যৈব নিষ্কপটয়া ধর্ম্মঃ সিদ্ধ্যেৎ।' অর্থাৎ প্রথমে ভক্তিধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীগুরুদেবের সেবা প্রীতির সহিত করা কর্ত্তব্য। তৎপরে তদুপদিষ্ট শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি আচরণীয়। নিষ্কপটে গুরুকৃষ্ণসুখার্থ গুরুসেবা করিলে ভক্তিসিদ্ধি বা ভগবৎপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।

ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলেই ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হন। গুরুর সুখেই কৃষ্ণের সুখ হয়। এইজন্য গুরুসেবা ব্যতীত, গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত ও গুরুর প্রসন্নতা ভিন্ন ভগবান্‌কে প্রসন্ন করার অন্য উপায় নাই। সুতরাং যে কোন উপায়ে গুরুকে প্রসন্ন করা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্র বলেন—'গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্।' (কল্কিপুরাণ)

'আচার্য্যে তোষিতে বিষ্ণুস্তোষিতঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।'

(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করিলে শ্রীহরি অবশ্যই প্রসন্ন হন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন—

'গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।'

(ভক্তিসন্দর্ভ)

গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হনই।

'হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥' (ঐ)

শ্রীহরি অপ্রসন্ন হইলে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে রক্ষা করেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব অপ্রসন্ন হইলে ভগবান্ বা বৈষ্ণব কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং প্রাণপণে গুরুকে প্রসন্ন করিবার জন্য যে বিশেষ যত্নপর হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন—গুরুকৃষ্ণসুখার্থ প্রীতির সহিত গুরুসেবা

করিলে অন্য কোন ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা থাকে না। কারণ নিষ্কপট গুরু-সেবা-দ্বারাই জীব অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে। যথা—

'তস্মাদন্যভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে। যথোক্তমাগমে পুরশ্চরণপ্রসঙ্গে—

'যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥'

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮০।৩৪ শ্লোকে ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—আমি-গুরু-সেবা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, অন্য কোন কিছু দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।

তাই শাস্ত্র বলেন—ভগবজ্‌জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ সেব্য বা আরাধ্য আর কেহ নাই। সুতরাং গুরুসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আর কিছু নাই।

জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন যে—৬৪টী ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে গুরুচরণাশ্রয়, তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা এবং বিশ্রম্ভেণ অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা—এই তিনটি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎ-সেবা। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, গুরু-সেবাই সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-সেবা। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

'বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে
কভু না হইব কামী॥'

গুরুর আশ্রিতই কৃষ্ণের আশ্রিত। কারণ কৃষ্ণ গুরু-রূপেই আশ্রয়দাতা। এজন্য গুরুর ভক্তই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত। গুরুসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা। গুরুনিষ্ঠই প্রকৃত কৃষ্ণনিষ্ঠ। গুরুর দাসই প্রকৃত কৃষ্ণদাস। গুরুভক্তিই প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি। গৌর-পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীলোকানন্দাচার্য্য তদীয় শ্রীভগবদ্ভক্তিসার-সমুচ্চয়গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

'গুরুভক্তিরেব কৃষ্ণভক্তিস্তস্যা অপৃথগায়াসসাধ্যত্বাৎ। অথ তাবদ্ গুরুভক্তিরেব কিন্নাম? উচ্যতে কায়বাঙ্মনোভিঃ সদ্যঃ শক্যাশক্যাবিচারেণাজ্ঞাপ্রতিপালনপূর্ব্বক গুরু-চিত্তারোধনং গুরুভক্তিরিতি। এতদপি শরণাপন্নে সতি ভবতি। তত্র শরণাপন্নস্য লক্ষণমাহ, প্রথমতো গুরো-র্গোপ্তৃত্বস্বীকারঃ, আনুকূল্যবরণং, প্রাতিকূল্য-পরিত্যাগঃ, রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ, সর্ব্বস্ব-নিক্ষেপঃ, তৎপ্রসাদলেশ-গ্রহণং। আত্মনো নিরভিমানত্বাচরণং, এতেন সর্ব্বং নিরবদ্যং। যদ্যেবং ভগবন্নামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবনাদিকং কর্ত্তব্যং ন বেত্যাশঙ্কে, নৈব যতস্তদা-জ্ঞাবশাদেব ভগবৎপরিচর্য্যা-তন্নামাদি-শ্রবণ-বৈষ্ণবসেবা-দিকং কর্ত্তব্যমিতি গুরুচিত্তারোধনমুপপন্নমিতি।'

গুরুভক্তিই কৃষ্ণভক্তি, গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা। কারণ গুরুসেবা দ্বারা কৃষ্ণসেবা স্বতঃই অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন—গুরুসেবা কাহাকে বলে? উত্তর—নিজের অযোগ্যতা বা সামর্থ্যের বিচার না করিয়া আদেশমাত্র নির্ব্বিচারে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে তদীয় সুখবিধানই গুরুসেবা। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শরণাগত হইলেই এইভাবে গুরুসেবা করা সম্ভব হয়। শরণাগতের লক্ষণ, যথা—প্রথমতঃ শ্রীগুরু-দেবকে রক্ষক বা প্রভুরূপে বরণ করা, শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এরূপ বিশ্বাস, শ্রীগুরুদেবের আনুকূল্য-বিধান, প্রাতিকূল্যবর্জ্জন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব নিবেদন। তদীয় প্রসাদ গ্রহণ, গুরুসমীপে নিজের নিরভিমানিত্ব আচরণ। পুনশ্চ প্রশ্ন এই যে,—তাহা হইলে ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ করণীয় কি না? উত্তর—না, স্বতন্ত্রভাবে কিছু করণীয়ের বিচার প্রয়োজন নাই। কারণ শ্রীগুরুদেবের আদেশেই তৎ-সন্তোষার্থ ভগবৎসেবা, নামকীর্ত্তন, হরিকথা-শ্রবণ, বৈষ্ণব-সেবাদি কর্ত্তব্য।

শ্রীলোকানন্দাচার্য্যজী আরও বলিয়াছেন — ভগবদ্-ভজনে শ্রীগুরুই ইষ্টদেব। কারণ গুরুকৃপাতেই সমস্ত বিঘ্ন বা অনর্থ বিদূরিত হইয়া ভগবদ্ভক্তিপ্রকাশিত হয়।

শাস্ত্র বলেন—

মহান্ধকারমধ্যেষু আদিত্যশ্চ প্রকাশকঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধেষু গুরুরেব প্রকাশকঃ॥
'প্রসন্নে তু গুরৌ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।'

জগদ্‌গুরু শ্রীযামুনাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য শ্রীবররঙ্গজী শ্রীরামানুজাচার্য্যকে বলিয়াছেন—গুরুই পরংব্রহ্ম, গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, গুরুই সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরুই পরম আশ্রয়, গুরুই মূর্ত্তিমান্ ভক্তি-স্বরূপ, গুরুই শ্রেষ্ঠা গতি। গুরুই সংসারসাগরে তোমার কর্ণধারস্বরূপ বলিয়া তদপেক্ষা অধিক কেহ নাই। ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ও তিনি এবং উপেয়স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্‌ও তিনি।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব

আশ্বিন মাসে শুক্লাদশমীতিথিতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশে এই উৎসবটি শারদীয়া দুর্গা-পূজার চতুর্থ দিবসে দুর্গা-প্রতিমা-বিসর্জ্জন-সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই উৎসবটি শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সম্পর্কিত বিজয়োৎসব। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের পঞ্চদশ বিলাসের শেষাংশে আশ্বিন-কৃত্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমেই এই বিজয়োৎসবের কথা বর্ণিত হইয়াছে—

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।২৭৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র (ইহলোক ও পরলোক) বিজয় (উৎকর্ষ) প্রার্থনা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবগণের সহিত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দশমীতে বিজয়োৎসব করিবেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—
"সর্ব্বত্র অস্মিন্ লোকে পরস্মিংশ্চ বিজয়ার্থিনা উৎকর্ষেচ্ছুনা'
অর্থাৎ 'সর্ব্বত্র' অর্থে ইহলোকে এবং পরলোকেও। 'বিজয়ার্থিনা' অর্থে 'উৎকর্ষাভিলাষিকর্ত্তৃক'।

উক্ত বিজয়োৎসব-বিধি এইরূপ :—

যিনি দেবেশ্বর, সর্ব্বালঙ্কারশোভিত, অসি-তূণ-ধনুর্ব্বাণ-পাণি, রাক্ষসকুলনিহন্তা, যিনি লীলাবশতঃ জগত্রাণার্থ রঘুকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে রাজোপচারে অর্চ্চন পূর্ব্বক রথারোহণ করাইয়া শমীবৃক্ষের তলে লইয়া যাইবে।

অতঃপর ভক্তগণের অভয়দাতা শমীযুক্ত সীতাকান্তকে অর্চ্চনা করিয়া বিজয়প্রাপ্তির নিমিত্ত শমীবৃক্ষের পূজা করিবে।

শমীবৃক্ষ-পূজার মন্ত্র এইরূপ—

"শমী শময়তে পাপং শমী লোহিত-কণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুন-বাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী॥
করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে॥" ইতি।

উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শমীপূজা সম্পাদনান্তে অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল সহ শমীবৃক্ষমূলের আর্দ্র মৃত্তিকা লইয়া গীতবাদ্যধ্বনি সহকারে দেবতাকে গৃহে আনয়ন করিবে।

তদনন্তর কোশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের তুষ্টিনিমিত্ত কেহ কেহ আপনাদিগকে ভল্লুক, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ বা রক্তমুখ বানর রূপে আপনাদিগকে চিন্তা করিবে এবং

তাহাদের চেষ্টা অনুসরণ করিবে (ঋক্ষাদিভির্ভাব্যমিতি তচ্চেষ্টাদিকমনুসর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ — টীঃ) এবং 'জগতীতলে (ধরিত্রীবক্ষে) আজ রাক্ষস, দৈত্য, শত্রুসকল পরাজিত হইয়াছে—রাম-রাজ্য! রাম-রাজ্য! রাম-রাজ্য!' ইহা বলিতে বলিতে শ্রীরামমূর্ত্তি আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসনে সুখে স্থাপন করিবে। তৎপর দেবেশ্বর শ্রীভগবানের নীরাজন পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে এবং বৈষ্ণবগণের সহিত মহাপ্রসাদ বস্ত্রাদি ধারণ করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত বিধানানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসববিধি লিখিত হইল। ইহা সজ্জনগণের আনন্দজনক হইবে।

"সীতা দৃষ্টেতি হনুমদ্বাক্যং শ্রুত্বাহকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥"

(—হঃ ভঃ বিঃ ১৫।২৭৭)

(শ্রীসনাতন টীকা—তস্মিন্ দিনে শমীবৃক্ষতলে তৎপূজাদি-কারণং লিখতি সীতেতি।)

তদ্দিনে অর্থাৎ বিজয়া-দশমী-দিবসে শমীবৃক্ষতলে উপরি-উক্ত বিধানে শ্রীরামচন্দ্রের পূজাদির কারণ বর্ণন করিতেছেন—'আমি সীতা দর্শন করিয়াছি' হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বানরগণের সহিত এই দিনে শমীতল হইতে বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন — 'বিজয়াদশমীদিবস রাবণবধ হইয়াছিল, রাবণবধান্তে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।' কিন্তু উপরিউক্ত 'সীতা দৃষ্টেতি' শ্লোকানুশীলনে মনে হয়—শ্রীহনুমান্‌জী লঙ্কায় অশোকবনে সীতান্বেষণ-বার্ত্তা শমীবৃক্ষতলে অবস্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে আনিয়া দিলে শ্রীরামচন্দ্র বানরসৈন্যগণ লইয়া যে উৎসব করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব বলিয়া জগতে বিদিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও নীলাচলে অবস্থান-কালে বিজয়াদশমী তিথিতে ভক্তবৃন্দকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং শ্রীহনুমানের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, ইহা আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বক্ষ্যমাণ বাক্য হইতে জানিতে পাই—

"বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী—মারিমু সবংশে॥'
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় করে বার বার॥"

(—চৈঃ চঃ ম ১৫।৩২-৩৫)

কোন বিশিষ্ট রামানুজীয় বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি—শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণের শ্রীগোবিন্দ রাজ কৃত টীকায় চৈত্রমাসের শুক্লপ্রতিপত্তিথিতে রাবণবধ হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিয়মসেবা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের আনুগত্যে তন্নির্দ্দেশানুসারে শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং তদধীন শাখামঠসমূহে সর্ব্বত্রই প্রত্যহ শ্রীভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে চাতুর্ম্মাস্যব্রত এবং বিশেষভাবে ঊর্জ্জব্রত বা দামোদরব্রতকালে

'নিয়মসেবা' যথানিয়মে পালন করা হইয়া থাকে।

অষ্টযাম বা অষ্টপ্রহর দিবারাত্র— ২৪ ঘণ্টা—৬০ দণ্ড। চতুঃপ্রহর—১২ ঘণ্টা—৩০ দণ্ড। একপ্রহর—৩ ঘণ্টা—৭॥ দণ্ড। অতএব ১ ঘণ্টা—২॥ দণ্ড। সূর্য্যোদয় কাল হইতে ২ঘঃ ২৪ মিঃ বাদ দিলে নিশান্ত শেষ ৬ দণ্ড বাহির হইবে। ৬ দণ্ড—২ ঘঃ ২৪ মিঃ, সূর্য্যোদয়ের ১ ঘঃ ৩৬ মিঃ পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত আরম্ভ। সুতরাং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেরও ৪৮ মিঃ পূর্ব্ব হইতে নিশান্তকাল আরম্ভ হয়। এই নিশান্তকাল হইতেই নিয়মসেবা বা যামসেবা আরম্ভ হইয়া থাকে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'ভজন-রহস্য' নামক গ্রন্থে অষ্টকালীয় লীলোপেত অষ্টযাম-সেবার দিগ্‌দর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ তদনুযায়ী শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিয়মসেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়া যাওয়ায় তৎপ্রিয়তম অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদও তদনুসরণে তদীয় মঠসমূহে নিয়মসেবাদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তদনুযায়ী **প্রথম যামে** (রাত্রির শেষ ৬ দণ্ড) —নিশান্ত-ভজন—'শ্রদ্ধা', **দ্বিতীয় যামে** (প্রাতঃ প্রথম ৬ দণ্ড) প্রাতঃকালীন ভজন—সাধুসঙ্গে 'অনর্থ-নিবৃত্তি', **তৃতীয় যামে** (পূর্ব্বাহ্ণ ৬ দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত)—পূর্ব্বাহ্ণকালীয় ভজন—'নিষ্ঠাভজন', **চতুর্থ যামে** (দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত)—মধ্যাহ্নকালীয় ভজন—'রুচিভজন', **পঞ্চম যামে** (সাড়ে তিন প্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত)—অপরাহ্ণ কালীয় ভজন—'কৃষ্ণাসক্তি', **ষষ্ঠ যামে** (সন্ধ্যার পর ৬ দণ্ড)—সায়ংকালীন ভজন—'ভাব', **সপ্তম যামে** (ছয় দণ্ড রাত্রি হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত)—প্রদোষকালীয় ভজন—'প্রেমবিপ্রলম্ভ' এবং **অষ্টম যামে** (মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিনপ্রহর রাত্র পর্য্যন্ত)—রাত্রলীলা—'প্রেমভজন-সম্ভোগ'—এইরূপ অষ্টযামে অষ্টকালীয় ভজনানুস্মরণ হইয়া থাকে।

বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংই তদীয় আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর ভাব ও কান্তি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরাধার ভাবে তদীয় ভজন-রহস্য আচার-প্রচাররত হওয়ায় শ্রীগৌরলীলানুসরণ ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অচিন্ত্যাব্যক্ত অতিগূঢ় রহস্যপূর্ণ মধুর হইতেও সুমধুর অপ্রাকৃত লীলা-রসমাধুর্য্যাস্বাদন-সৌভাগ্য-লাভ সাধারণ মায়াবশযোগ্য জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না, এইজন্যই অপ্রাকৃত ভজনশিক্ষাগুরুরূপে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরশিক্ষাসাররূপে শ্রীনামভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া তৎপ্রদত্ত অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরপ্রদত্ত শিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোকাশ্রয়ে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয়-লীলাস্মারক অষ্টশ্লোক আস্বাদনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"অধিকার না লভিয়া সিদ্ধদেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥
সাবধানে ক্রম ধর যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি শুদ্ধবুদ্ধি পাও॥
সিদ্ধদেহ পেয়ে ক্রমে ভজন করিলে।
অষ্টকাল সেবাসুখ অনায়াসে মিলে॥
শিক্ষাষ্টক চিন্ত, কর স্মরণ কীর্ত্তন।
ক্রমে অষ্টকাল সেবা হবে উদ্দীপন॥
সকল অনর্থ যাবে পাবে প্রেমধন।
চতুর্ব্বর্গ ফল্গু প্রায় হবে অদর্শন॥"

(ভঃ রঃ ১ম যাম)

ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রের অষ্টযুগলে অষ্ট অর্থ উদ্দেশপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতেই নিখিল বেদবেদান্তের শিক্ষাসার-নির্য্যাস সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই ঠাকুর কহিলেন—

হরেকৃষ্ণ ষোলনাম অষ্টযুগ হয়।
অষ্টযুগ অর্থে অষ্টশ্লোক প্রভু কয়॥

(১) আদি হরে কৃষ্ণ অর্থে অবিদ্যাদমন।
শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ॥
(২) আর হরে কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি।
সাধুসঙ্গে নামাশ্রয়ে **ভজনানুরক্তি** ॥
সেই ত' ভজন-ক্রমে সর্ব্বানর্থ নাশ।
অনর্থাপগমে নামে নিষ্ঠার বিকাশ ॥
(৩) তৃতীয়ে বিশুদ্ধভক্ত চরিত্রের সহ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণনামে **নিষ্ঠা** করে অহরহ ॥
(৪) চতুর্থে অহৈতুকী ভক্তি উদ্দীপন।
রুচি সহ হরে হরে নাম সংকীর্ত্তন ॥
(৫) পঞ্চমেতে শুদ্ধদাস্য রুচির সহিত।
হরেরাম সংকীর্ত্তন স্মরণ বিহিত ॥
(৬) ষষ্ঠে ভাবাঙ্কুরে হরে রামেতি কীর্ত্তন।
সংসারে অরুচি কৃষ্ণে রুচি সমর্পণ ॥
(৭) সপ্তমে **মধুরাসক্তি** রাধা-পদাশ্রয়।
বিপ্রলম্ভে রাম রাম নামের উদয় ॥
(৮) অষ্টমে ব্রজেতে অষ্টকাল গোপীভাব।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমসেবা প্রয়োজন লাভ ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদও এইরূপে ভজন-ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

শ্রীল ঠাকুর উহার অনুবাদে কহিলেন—

"ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।
শ্রদ্ধা হৈলে **সাধুসঙ্গ** অনায়াসে হয় ॥
সাধুসঙ্গ ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজন শিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্রদীক্ষা ॥
ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্ব্বিত হৈলে নিষ্ঠার উদয় ॥
নিষ্ঠানামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ ॥
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আসক্তি-নামে ভক্তজন পায় ॥
নামাসক্তি-ক্রমে সর্ব্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভাবোদয় হয় (ভাব-প্রেমোদয়) এইত' নিশ্চয় ॥
ইতিমধ্যে অসৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়া।
কুটিনাটী দ্বারে দেয় নিম্নে ফেলাইয়া ॥
অতি সাবধানে ভাই অসৎ সঙ্গ ত্যজ।
নিরন্তর পরানন্দে হরিনাম ভজ ॥"

ভজন-রহস্য উপলব্ধির উপায় সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বমহাজন-পথে চলে অনায়াসে।
নবপথে উৎপাত আসিয়া জীবে নাশে ॥
অনর্থনাশের যত্ন কভু নাহি যার।
নাম-কৃপা নাহি পায় দুর্দ্দৈব তাহার ॥
নাম-কৃপা বিনা কোটি কোটি যত্ন করে।
তাহাতে অনর্থ কভু নাহি ছাড়ে তারে ॥
নিষ্কপট যত্নে কাঁদে নামের চরণে।
দূর হয় অনর্থ তাহার অল্পদিনে ॥
অনর্থ ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
একান্তভাবেতে লও নামের শরণ ॥
একান্ত ভক্তের মাত্র কীর্ত্তন-স্মরণ।
অন্যপর্ব্বে রুচি নাহি হয় প্রবর্ত্তন ॥
ভাবের সহিত হয় শ্রীকৃষ্ণসেবন।
স্বারসিকী ভাব ক্রমে হয় উদ্দীপন ॥
একান্ত ভক্তের ক্রিয়া মুদ্রা রাগোদিত।
তথাপি সে সব নহে বিধি বিপরীত ॥
সর্ব্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন।
প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ ॥
প্রভাতে গভীর রাত্রে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়।
অনর্থ ছাড়িয়া লও নামের আশ্রয় ॥
এইরূপে কীর্ত্তন স্মরণ যেই করে।
কৃষ্ণকৃপা হয় শীঘ্র অনায়াসে তরে ॥
শ্রদ্ধা করি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম লয়।
অনর্থ সকল যায় নিষ্ঠা উপজয় ॥"

এই-ভাবে ঠাকুর শ্রীশিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোকার্থ বহু শাস্ত্রবাক্যানুশীলনমুখে মনন এবং তৎসহ শ্রীরাধা-গোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলারসোদ্দীপক ও তত্তল্লীলা-স্মারক অষ্টশ্লোক গূঢ়ার্থবোধসহকারে অষ্টযামে আস্বাদন-মুখে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-মননাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঔদার্য্য প্রধান মাধুর্য্যলীল বিপ্রলম্ভরসময় শ্রীগৌরানুগত্যে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীল সম্ভোগরসময় শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে বলিয়াই শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি মহাজন-প্রদর্শিত ভক্তিবর্ত্ম অনুসরণাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যে অষ্টকালীয় ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য সেই আদর্শ অনুসরণ-মুখে প্রতি যামে ক্রমানুসারে শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোক ও শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলাস্মারক একটি শ্লোক তদর্থ-বোধক গীতি (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরই রচিত) কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীনিয়ম-সেবা বা যাম-সেবাদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। ঠাকুরের 'ভজন-রহস্য' গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়। অবশ্য তাঁহার জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, শ্রীরূপানুগভজন দর্পনাদি শতাধিক গ্রন্থ সমস্তই পরম উপাদেয়, তথাপি তন্মধ্যে 'ভজন-রহস্য' গ্রন্থরত্ন সত্য সত্যই পরমনিগূঢ় ভজনের রহস্য পরিপূর্ণ; রসবিশেষভাবনা-চতুর শুদ্ধভক্তিরসরসিক ভক্তমাত্রেরই ইহা অবিসংবাদিত-ভাবে স্বল্পাক্ষরে গভীরার্থবোধক রাগবর্ত্মপ্রদর্শক অদ্বিতীয় সহায়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব উহা পরমাদরে পরমানু-রাগভরে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আমাদিগের মঠে নিয়মসেবাকালে প্রথমযাম কীর্ত্তনাদির পর আরতি কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলা-রতি হয়, তৎপর গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক ও শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তনান্তে প্রত্যহ অপতিতভাবে মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দ্বিতীয় যামকীর্ত্তনান্তে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, অতঃপর তৃতীয় যাম কীর্ত্তনান্তে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি হয়, মধ্যাহ্নে ভোগারতির পূর্ব্বেই চতুর্থযামোচিত কীর্ত্তনাদি হয়। অপরাহ্ণে পঞ্চমযামোচিত কীর্ত্তনাদি এবং ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সায়াহ্নে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারতি ও শ্রীবৃন্দাদেবীর আরতির পর ষষ্ঠযাম কীর্ত্তন, পরে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যা, তদন্তে সপ্তমযাম ও যথাসময়ে অষ্টম যামোচিত কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। সর্ষপতৈললঙ্কাদি বর্জ্জিত ঘৃতপক্ক অন্নাদি শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদরূপে গ্রহণ করা হয়। রাজমাষ, মাষকলাই, সিম, বরবটী, পটোল, বেগুন, কলম্বী-শাক প্রভৃতি গ্রহণ করা হয় না।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, নিয়মসেবাকালে নিজ গৃহে না থাকিয়া গুরুগৃহে বা শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীব্রজমণ্ডল কিম্বা শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলস্থ কোন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বিশেষ-শ্রদ্ধা ভক্তি-সহকারে নিয়মসেবা করিতে হয়। অবশ্য সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীধামে বাস শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-লীলা স্মরণানুকূল এবং সহজেই চিত্তের পবিত্রতা-সম্পাদক বলিয়া নিয়মসেবাকালে মথুরামণ্ডলে বাসের অত্যন্ত প্রশস্তি শাস্ত্র সহস্রবদনে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তাই তাঁহার নিজগণসমভিব্যাহারে এবার নিয়ম সেবাকালে দ্বাদশবনাত্মক (যমুনার পশ্চিম পারে মধু-তাল-কুমুদ-বহুলা-কাম্য-খদিরবন ও বৃন্দাবন এই সপ্তবন এবং যমুনার পূর্ব্বপারে ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবান—এই পঞ্চবন —এই দ্বাদশ বন। এই দ্বাদশের আবার দ্বাদশ দ্বাদশ করিয়া উপবন, প্রতিবন ও অধিবন আছে।) ৮৪ ক্রোশব্যাপী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। প্রতি তিনবৎসর অন্তর এইরূপ পরিক্রমা হইয়া থাকে। তিনবৎসর পূর্ব্বে একবার বা তত্তৎপূর্ব্ব-পূর্ব্ববারে পরিক্রমা হইয়াছে বলিয়া আর পরিক্রমার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। পরিক্রমা যে নিত্য ভক্ত্যঙ্গ — সদেহে সবসময়ে ধাম বাস বা ধাম পরিক্রমণ সম্ভব না হইলে স্মরণ-দ্বারাও উহার সাধন করিতে হইবে। নিত্য সন্ধ্যাহ্নিক-কালেও শ্রীগৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীভগবানের লীলাস্থান ও

লীলসমূহ স্মরণ ভক্তগণের ভক্তিরসোদ্দীপক বলিয়া বিশেষ ভজন সহায়। শ্রীধামে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম সান্নিধ্য ত' প্রত্যেক ভক্তিকামী ভক্তেরই নিত্য স্মরণীয়। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিতেন — শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস (বা ধাম-বাস) ও শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীমূর্ত্তির-সেবন এই পঞ্চ অঙ্গকে মুখ্য বলিয়াছেন, শ্রীনবদ্বীপধাম বা শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিক্রমণ-কালে—এই পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ যাজন করিবার একটি মহা-সৌভাগ্য জীবের স্বতঃই হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবও তদনুগমনে আমাদিগকে সেই সৌভাগ্যদানে কতনা ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন!

আমাদিগের ২৭শে অক্টোবর, ১০ই কার্ত্তিক শুভ ত্রয়োদশী তিথিতে তুফান-মেলে হাওড়া হইতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন যাত্রা করিতে হইবে। প্রথমে মথুরা-ধাম হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ মধুবন, তালবনাদি দ্বাদশ-বন পরিভ্রমণ করা হইবে। শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমায় আমাদিগের রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন অবস্থানের সৌভাগ্য উদিত হইবে। শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিজয়-বিগ্রহ আসিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চাও থাকিবেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সুসজ্জিত বিমানারোহণে বনযাত্রা করিবেন, তৎপশ্চাৎ-পশ্চাৎ শ্রীল আচার্য্যদেব অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদ এবং মৃদঙ্গ-মন্দিরা-পতাকাদিহস্তে নৃত্য-কীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দসহ মহোল্লাসে বনভ্রমণ করিবেন। মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন-বিশ্রাম-কালে ভগবান্‌কে ভোগ লাগাইয়া ভক্তগণের প্রসাদ-সেবানন্দের দৃশ্যটিও এক অপূর্ব্ব চমৎকারিতা পরিপূর্ণ। এক এক বনে যে যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হয়, তাহারই বা কি নয়নমনোহর দৃশ্য! যেন এক একটি পরম সুন্দর নগর বসিয়া যায়, রাত্রিকালে ডে-লাইট, হ্যাজাক্ প্রভৃতির আলোক-মালায় সুশোভিত হইয়া তাঁবুগুলি বড় সুন্দর দেখায়। শ্রীবিগ্রহের তাঁবু স্বতন্ত্র থাকে, তাঁহাদের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠাদি যথা-নিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবান্ ভক্তব্রাহ্মণ-দ্বারা সাবধানে ভোগ প্রস্তুত হয়, পূজা ভোগরাগাদিও ভক্তগণ সযত্নে প্রীতির সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভোজনের সময় ভক্তেরা শ্রীভগবানের বনভোজন বা পুলিন-ভোজন-লীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। স্বয়ং ভগবান্ নিজ সখাগণ সহ কিভাবে ব্রজরজঃকে আসন ও প্রস্তর বা পত্রাদিকে ভোজন-পাত্র রচনা করিয়া কত-না আনন্দে ভোজন-লীলা করিয়াছিলেন! পরিক্রমা-কালে স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব বা তন্নির্দ্দিষ্ট বক্তা যে যে স্থানে কৃষ্ণ যে যে লীলা করিয়াছেন, তাহা যাত্রিগণকে বুঝাইয়া দেন। কৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে বা লীলাস্থান দর্শনে যাত্রিগণের সকল পথশ্রম দূরীভূত হইয়া যায়, ভক্তসঙ্গে ভগবল্লীলা-কথা-প্রসঙ্গে বনভ্রমণের মহিমা স্বতঃই উপলব্ধির বিষয় হয়, নিজেদের গ্রাম্য বিষয়-সুখ-ভোগময় জীবনে আপনা হইতেই ধিক্কার আসে, ভগবদ্ভজনাকাঙ্ক্ষা প্রবলা হয়। ইহাই না ভক্ত সঙ্গে ধামবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য? সারা বৎসরে অন্ততঃ একমাসও বিষয়ীর সঙ্গ, জাগতিক বিষয়-কথা-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ-কথারঙ্গে কালাতিপাতের মধুর স্মৃতি কিরূপ সুখদায়ক হইয়া থাকে, তাহা চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। 'তীর্থফল — সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর'। তদ্ব্যতীত তীর্থভ্রমণাদি কেবল 'আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিবাঞ্ছা'-রূপ কামেরই পোষক হইয়া থাকে।

নিয়মসেবার সময় সাধুসঙ্গে ব্রজবাস বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রেরই সর্ব্বদা কাম্য হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শ্রীরাধা-কুণ্ডতটে ত্রিরাত্র বাস ভক্তমাত্রেরই জীবনের এক অতীব কাম্য বিষয়। উত্থান একাদশী দিনে প্রত্যূষে এক দিকে যেমন আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন আবার আর একদিকে এই শুভবাসরেই আমাদের পরমপূজ্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য তাঁহার পরম মঙ্গলময়ী প্রকটলীলা আবিষ্কার করায় এই তিথি আমাদের পরম পূজ্যা হইয়াছেন। আমাদের বহু সৌভাগ্যক্রমে শ্রীব্রজমণ্ডল মধ্যে এই পরম শুভদায়িনী ভুবনপাবনী তিথিবরার সেবা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রাস পৌর্ণমাসীবাসরে রাসস্থলী শ্রীধামবৃন্দাবনে

বাস সৌভাগ্যও শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিশেষ কৃপা-ক্রমেই লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু একদিকে যেমন তাঁহাদের কৃপার কথা চিন্তনীয়, অন্যদিকে আবার শ্রীভগবান, ভগবদ্ধাম, ভগবন্নাম এবং তদাশ্রিত সাধু, গুরু ও ধামবাসীর চরণে অপরাধ করিয়া সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না হই, ইহাও সকলেরই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধামবাসকালে যাহাতে আমরা সকলেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে, তাঁহাদের নিকট শ্রুত ধাম-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে কালাতিপাত করিতে পারি, তদ্‌বিষয়েই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। কথায় বলে 'কষ্ট না করিলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না'। ইহা একটা চলিত কথামাত্র নহে, কার্য্যতঃও তাহাই ভক্তগণ নিজেদের পথক্লেশ এবং সমস্ত পথ ধরিয়া মৃদঙ্গ-বাদন ও উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনজনিত বিপুল পরিশ্রম সত্ত্বেও যথোচিত বিশ্রামগ্রহণের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে সুখদানের জন্য প্রসাদ-পরিবেশনাদি বিষয়ে যে অমানুষিক পরি-শ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্দর্শনে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া আমরা যদি আমাদের স্বার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতিতে তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত হই, তাঁহাদিগের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করি তাহা-হইলে তাহা কখনও শোভনীয় হইবে না। কাহারও কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা হইতে থাকিলে তাহা পরিক্রমা-পরিচালক কর্ত্তৃপক্ষের জ্ঞান-গোচরে আনিতে হইবে। যাত্রিগণের মধ্যে কাহারও কোন অসুখ-বিসুখ হইলে তৎপ্রতীকারার্থ চিকিৎসাদির বিহিত ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পরিক্রমাকারিভক্তবৃন্দের ক্লান্তি শ্রান্তি অপনো-দনের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও হয়ত কিছু কিছু ত্রুটী বিচ্যুতি সংঘটিত হইতে পারে তজ্জন্য ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া "তুয়া ধাম-মাহে, তুয়া নাম গাওত, গোঁয়ায়ব দিবা নিশি আশ" এই বিচারটি হৃদয়ে বিশেষভাবে পোষণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই হৃদয় সর্ব্বক্ষণ আনন্দে ভরপুর থাকিবে। শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন সপরিকরে নিত্য ব্রজবনবিহারী—ব্রজের সর্ব্বত্রই অদ্যাপি তিনি লীলা করিতেছেন—অদ্যাপিহ সেই লীলা করে কৃষ্ণরায়—এই চিন্তাটি হৃদয়ে জাগরূক রাখিলে শারীরক্লেশাদিকে আর ক্লেশপ্রদ বলিয়া মনে হইবে না, তাঁহার অদর্শনকে, তাঁহার সেবা-বিমুখতাকেই একমাত্র ক্লেশ বলিয়া বিচার হইবে, হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, নিজের বিষয়সুখ-লালসার প্রতি ধিক্কার আসিবে। পরিক্রমার সময় বা কোন সময়েই কৃষ্ণেতর বিষয়-কথা আলাপ বা চিন্তা হইতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ব্রজের ধূলায় ধূসরিত হওয়াকেই শ্লাঘনীয় বলিয়া জানিতে হইবে। গোচারণলীলায় স্বয়ং কৃষ্ণই সখাগণ সহ ধূলিধূসরিত হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত এই ধূলীর প্রত্যাশী হইয়া থাকেন। ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত রাসস্থলীর ধূলির অস-মোর্দ্ধত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ণ পর্য্যন্ত এক সম্বৎসর গোবৎস ও সখাগণের রূপধারণ করিয়া এই ধূলা গায় মাখিয়া, সেই ধূলা চাটিয়া কতই না সুখানুভব করিয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের বা সমগ্র শ্রীব্রজমণ্ডলের স্থাবর-জঙ্গম—সমস্তই চিন্ময়। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের কাহাকেও ব্রজের কোন বৃক্ষের পত্র বা একটি তৃণ পর্য্যন্ত নিরর্থক ছিঁড়িতে দিতেন না। একসময়ে এক ভক্তের শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ 'সঙ্কেতবিহারী' মঠের একটি ছোট ছোট বৃক্ষ কাটিয়া জঙ্গল পরিষ্কারের কথা শুনিয়া প্রভুপাদ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, অশ্রু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এখনও কৃষ্ণ সখাগণসহ ব্রজবালকের রূপ ধারণ করিয়া ব্রজবালিকার রূপ ধারিণী ব্রজকুমারীগণের সহিত প্রেমক্রীড়া করিয়া থাকেন, অবশ্য তাহা সকলের দেখিবার সামর্থ্য হয় না। 'কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।' আজও ব্রজে সেই শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি গাভী চরিতেছেন, রাখাল-বালক সহ রাখাল-রাজ কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। আজও শুকশারী কোকিলাদি পক্ষী রাই-কানুর গান গাহিতেছে, আজও ময়ূর ময়ূরী, হরিণ হরিণী, বনে বনে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিহার করিতেছে, কৃষ্ণের বংশী নীরব হয় নাই, মধুর মুরলীর পঞ্চমতানে আজও ব্রজবন মুখরিত হইতেছে, কর্ণকুহর হইতে মধু-কৈটভ দৈত্যরূপ কর্ণমল অপসারিত হইলেই সেই ধ্বনি

কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিবে, প্রাণমন ব্যাকুল করিয়া তুলিবে, আত্মহারা করিয়া কৃষ্ণান্বেষণে ছুটাইবে। কৃষ্ণ 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি'—ইহা নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থ-ময় হয়। শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া ক্রন্দন যদি কোন ভাগ্যবানের হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলে, যদি কোন ভাগ্যবান্ তদানুগত্যে ব্যাকুল-ভাবে ব্রজবনে কৃষ্ণান্বেষণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পরম করুণাময়ী শ্রীরাধারাণীর কৃপায় তাঁহার প্রাণনাথের সহিত যুগলরূপে দর্শন পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। কৃষ্ণান্বেষণ-স্পৃহা হৃদয়ে জাগাইয়া তোলাই এই পরিক্রমার গূঢ় উদ্দেশ্য। গৃহমেধীয় ধর্ম থামিয়া যাউক, কৃষ্ণান্বেষণ স্পৃহাই প্রবল হউক, ইহাই শ্রীধাম, ধামেশ্বর, ধামবাসী, শ্রীগুরুবৈষ্ণব—সকলের শ্রীপাদপদ্মে একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় হউক।

নদীয়াজেলার কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলন-যাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি মহোৎসব ও প্রদর্শনী

ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশে কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী শ্রীনন্দোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসবাদি মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন-যাত্রায় পঞ্চদিবসব্যাপী অভিনব শৃঙ্গার-সজ্জা দর্শনে সহরের সহস্র সহস্র নরনারী বিপুল আনন্দ লাভ করেন এবং ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন। পৌর্ণমাসী দিবসে সান্ধ্য অধিবেশনে মঠরক্ষক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-দিবসে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে পাঠকীর্ত্তনের বিশেষ আয়োজন হয়। শ্রোতৃবৃন্দ রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্ম-সভায় শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও মঠরক্ষক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। সভার পরেও রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত মঠরক্ষক ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ করিয়া কয়েকশত শ্রোতার পরমানন্দ বর্দ্ধন করেন। রাত্রি ১২টায় শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেককালে দর্শকগণের মধ্যে পুরুষগণের কণ্ঠনিঃসৃত উচ্চ হরিধ্বনি এবং মহিলাবৃন্দের কণ্ঠনিঃসৃত উলুধ্বনি মঠ মুখরিত হইয়া উঠে এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দের সঞ্চার হয়। শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকান্তে ভোগ-আরতি হইয়া গেলে ভক্তগণের হস্তে ফল-মিষ্টান্নাদি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিবস নন্দোৎসবোপলক্ষে এই দুর্ভিক্ষের দিনেও ভগবৎ-কৃপায় কয়েকশত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি পরমসুন্দর দৃশ্যসম্বলিত একটি প্রদর্শনী প্রদর্শিত হয়। বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় সুশোভিত করিয়া মথুরা সহর, যমুনা, গোকুল মহাবন, কংসের কারাগারে দেবকী ও বসুদেব এবং চতুর্ভুজ বিষ্ণু, নিদ্রিত প্রহরীদ্বয়, শিশুরূপী ভগবানকে লইয়া বসুদেবের গোকুলে গমন, পথ প্রদর্শক শৃগাল, নিদ্রিতা যশোমতীর কোলে কৃষ্ণ সমর্পণ ও কন্যাকে লইয়া বসুদেবের মথুরায় আগমন, নন্দালয়, নন্দের গোশালা ইত্যাদি কয়েকটি নয়নমনোহর লীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শ্রীরাধাষ্টমী উৎসবও শ্রীমঠে মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। মহাভিষেকের পর শ্রীশ্রীরাধারাণী বিশাল বিকশিত পদ্মের মধ্যে প্রকটিতরূপে দর্শন দিয়া দর্শক-দিগের হৃদয়ে অভিনব আনন্দের সঞ্চার করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর সমবেত ভক্তগণের হাতে হাতে এবং শতাধিক লোককে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় মঠরক্ষক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

উপরি উক্ত উৎসবসকল সাফল্যমণ্ডিত করেন সর্ব্বশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী, রাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, গৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, সোমনাথ দাস, বীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক প্রমুখ মঠবাসী ও ভূপেন্দ্র চিত্র, যতীন্ ঘোষ, মণীন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ গৃহস্থভক্তবৃন্দ। তপন, স্বপন, মণ্টু, বনমালা বিশ্বাস, যোগমায়া বিশ্বাস প্রমুখ আরও কতিপয় বালক ও মহিলা ভক্ত উৎসবের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। বিদ্যুৎ-আলোক-সজ্জা দিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন শ্রীবলাইচন্দ্র মৈত্র মহাশয়।

স্বধামে শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

গত ৭ই আশ্বিন (১৩৭৩), ইং ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৬) শনিবার শুক্লা একাদশী তিথিতে বেলা ১-৩৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-স্থান—বীরভূম জেলান্তর্গত (পোঃ বীরচন্দ্রপুর) শ্রীধাম একচক্রা গর্ভাবাসস্থ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ সেবাশ্রমের একনিষ্ঠ সেবাইত পরম ভাগবত শ্রীমদ্ বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে উক্ত শ্রীএকচক্রা ধামেই তাঁহার শেষকৃত্য সম্পাদন করা হইয়াছে।

বীরভূম জেলান্তর্গত রামপুরহাট মহকুমার গোপগ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দে ৭ই মাঘ রবিবার কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এক নিষ্ঠাবান্ বিষ্ণুপাসক ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা পরলোকগতা কৃষ্ণকামিনী দেবী শিশুকাল হইতেই সন্তানগণকে ধর্ম্মাচরণে প্রেরণা দিতেন। তাই বিধুভূষণ ছিলেন বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী।

যৌবনকাল হইতেই শ্রীবিধুভূষণ একচক্রা গর্ভাবাসে যাতায়াত করিতেন। গর্ভাবাসস্থ আশ্রমের সংস্কারহীন অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়, তিনি কতিপয় ভক্তের সহায়তায় বহু যত্নে—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আশ্রমের সংস্কার সাধন এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবার প্রচুর ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন।

কএকবৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫নং সতীশ মুখার্জী রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আগমন পূর্ব্বক তিনি পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া নিরতিশয় প্রীত হন। আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সদাচার নিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রচেষ্টার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন সেবক তাঁহার আশ্রমে গেলে তিনি অত্যন্ত আপনার জন জ্ঞানে তাঁহাকে আদর করিতেন। বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্গুণালঙ্কৃত তাঁহার ন্যায় একজন বৈষ্ণব বন্ধুকে হারাইয়া আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণনগরে—নদীয়া জেলান্তর্গত কৃষ্ণনগরস্থ উকিলপাড়ায় শ্রীসুধীর চন্দ্র গুঁই মহাশয়ের গৃহে বিগত মাসের প্রতি রবিবারে সত্যসঙ্ঘ কর্ত্তৃক ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত চারি দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন—কৃষ্ণনগরস্থ জজকোর্টের প্রবীণ উকিল রায় বাহাদুর শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়। আলোচ্য-বিষয় ছিল—যথাক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং আত্মোন্নতির উপায়। পণ্ডিতজীর মুখে চারিদিবস বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দ লাভ করেন এবং ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন।

কৃষ্ণগঞ্জে (কৃষ্ণনগর)—উপরিউক্ত মহোপদেশক পণ্ডিত মহোদয় কৃষ্ণগঞ্জস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গত ৪ অক্টোবর হইতে ৬ অক্টোবর পর্য্যন্ত দ্বিবসত্রয় শ্রীরামনারায়ণ বিশ্বাস ও শ্রীমদনমোহন দে মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল

পরিক্রমা-পঞ্জী

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** পদাঙ্কানুসরণে
তদধস্তন আচার্য্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী
ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে
শ্রীদামোদর-ব্রতকালে **শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা**

[২৯ পদ্মনাভ, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১১ কার্ত্তিক, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ; ২৮ অক্টোবর, ১৯৬৬
খৃষ্টাব্দ হইতে ৩০ দামোদর, ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর পর্য্যন্ত।]

নিবাস—শ্রীমথুরা (শ্রীবৃন্দাবন-দরজা)

১১ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর শুক্রবার :—

পরিক্রমা-সঙ্ঘের শ্রীমথুরায় উপস্থিতি। সন্ধ্যা ৭ টায় শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকান্তে কীর্ত্তন এবং শ্রীভগবদ্ধামের মহিমা ও পরিক্রমার বিধি সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর, শনিবার :—

শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা। শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব। পৌর্ণমাস্যারম্ভ পক্ষে ঊর্জ্জব্রত (দামোদর-ব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) আরম্ভ।

প্রত্যূষে ৬টায় পরিক্রমার যাত্রিগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীবিগ্রহ ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুগমনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম-মথুরা পরিক্রমা করিবেন। প্রথমে বিশ্রাম-ঘাট দর্শন, শ্রীযমুনার জলস্পর্শ ও আচমনান্তে বিশ্রান্তিদেব, শ্বেত-বরাহ, কৃষ্ণ-বরাহ, শ্রীগোপালদেবের অধিষ্ঠান স্থান, শ্রীযমুনার বিভিন্ন ঘাট, কংসালয়ের অবশেষ, কুব্জকূপ, কংসবধস্থান আদি দর্শন।

পথ—ন্যূনাধিক ৪ মাইল।

১৩ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর রবিবার :—

পূর্ব্ববৎ প্রাতে ৬টায় পরিক্রমা আরম্ভ। গোঘাট আদি শ্রীযমুনার বিভিন্নঘাট, পুত্রকুণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান, শ্রীআদিকেশবজীউর শ্রীমন্দির এবং শ্রীগোকর্ণ শিবালয় আদি দর্শন।

পথ—ন্যূনাধিক ২॥ মাইল।

নিবাস—শ্রীমধুবন (মহোলি)

১৪ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর সোমবার :—

বেলা ১১টায় নিজ নিজ বিছানাপত্রাদি উত্তমরূপে বাঁধিয়া টিকেট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১-৩০ মিঃ পরিক্রমা-সঙ্ঘ মধুবনে যাত্রা করিবেন। পথে শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব, ধ্রুবটিলা, শ্রীমধুবন-বিহারী শ্রীহরি ও শ্রীবলরামজীউর দর্শন।

পথ—ন্যূনাধিক ৪ মাইল।

১৫ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর মঙ্গলবার :—

প্রত্যূষে ৫-৩০ মিঃ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের জলস্পর্শান্তে যাত্রা। তালবন, ধেনুকাসুর বধস্থান, কুমুদবন, শ্রীকৃষ্ণের জল-কেলিস্থান প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা।

পথ—ন্যূনাধিক ৭॥ মাইল।

নিবাস—শ্রীবহুলাবন (বাটি)

১৬ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর বুধবার :—

প্রত্যূষে ৫টার পূর্ব্বে নিজ নিজ বিছানাপত্রাদি উত্তমরূপে বাঁধিয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০ টায় মধুবন হইতে বহুলাবন যাত্রা। পথে সাঁতোয়া বা শান্তনুকুণ্ড ও দেবালয়াদি দর্শন।

পথ—ন্যূনাধিক ৮ মাইল।

নিবাস—শ্রীরাধাকুণ্ড

১৭ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার :—

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব। প্রত্যূষে ৫ টার মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় বিছানা পত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০ টায় বহুলাবন হইতে যাত্রা। পথে কদমখণ্ডি, শ্রীমুখরা, বাজনশিলা আদি দর্শন ও পরিক্রমান্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিতি। পথ—ন্যূনাধিক ৮ মাইল।

১৮ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর শুক্রবার :—

প্রাতে ৬ টায় যাত্রা। শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীললিতাকুণ্ডের জলস্পর্শ, আচমন পরিক্রমা।

শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়াদির ভজনস্থলী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান, শ্রীজাহ্নবা দেবীর শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবিত শ্রীরাধা-কানুজীউর শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন। পথ—ন্যূনাধিক অর্দ্ধ মাইল।

১৯ কার্ত্তিক, ৫ নভেম্বর শনিবার :—

প্রত্যূষে ৫-৩০ টায় শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা। পথে কুসুম সরোবর, শ্রীনারদ কুণ্ড, দানঘাট, আনোয়ার, শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপাল দর্শনের স্থান, পুছ্‌রী ও শ্রীঅপ্সরা কুণ্ডাদির দর্শন ও জলস্পর্শ। মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ সেবন ও বিশ্রামান্তে ১-৩০ টায় সুরভিকুণ্ড, বিল্বকুণ্ড, উদ্ধব কুণ্ডাদি দর্শন।

নিবাস—শ্রীগোবর্দ্ধন

২০ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর রবিবার :—

শ্রীবহুলাষ্টমী। শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব। প্রত্যূষে ৫টার পূর্ব্বে বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০টায় শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে যাত্রা। পৈঠ (চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ), এঠাকদম্ ও দাউজী প্রভৃতি দর্শনান্তে গোবর্দ্ধনে আসিয়া অবস্থান। পথ—ন্যূনাধিক ৯ মাইল।

অপরাহ্নে শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেব, শ্রীমানসীগঙ্গা, ব্রহ্ম-কুণ্ড, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীচাকলেশ্বর আদি দর্শন ও পরিক্রমা। পথ—ন্যূনাধিক ১ মাইল।

নিবাস—শ্রীলাঠাবন (ডিগ্)।

২১ কার্ত্তিক, ৭ নভেম্বর সোমবার :—

প্রত্যূষে ৫টার মধ্যে বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০ টায় লাঠাবন যাত্রা। পথে গাঁটুলী, শ্রীগোপালদেবের স্থান, গুলাল কুণ্ডাদির দর্শন। শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব। পথ—ন্যূনাধিক ১০ মাইল।

নিবাস—শ্রীকাম্যবন

২২ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর মঙ্গলবার :—

প্রত্যূষে ৫টার পূর্ব্বে বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০টায় লাঠাবন হইতে কাম্যবন যাত্রা। পথে সুদামা কুণ্ড, শ্রীসুদামা, পঞ্চবটী, অলকা-গঙ্গা হইয়া মধ্য পথে ঘাটায় প্রসাদ সেবন ও বিশ্রাম। বেলা ১-৩০ টায় পুনঃ যাত্রা। আদিবদ্রীর প্রণাম, পথিপার্শ্বে দর্শনীয় স্থান সমূহ দর্শনান্তে কাম্যবনে উপস্থিতি।

পথ—দুইবেলায় ন্যূনাধিক ১৪ মাইল।

২৩ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর বুধবার :—

শ্রীরমা একাদশীর উপবাস। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয়।

প্রাতে ৫-৩০টায় শ্রীবিমলাকুণ্ড ও তৎতটবর্ত্তী দেবালয় সমূহ দর্শন, কুণ্ডের জলস্পর্শ, আচমন, শ্রীযশোদা মাতা, যোগমায়া, লঙ্কাকুণ্ড, পালঙ্ককুণ্ড, রামেশ্বর শিব, সেতুবন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন, লুকলুকিকুণ্ড, চরণ পাহাড়ী দর্শনান্তে মানসকুণ্ড, গয়াকুণ্ড ও শ্রীগদাধর পাদপদ্ম প্রভৃতি দর্শন।

পথ—ন্যূনাধিক ৭ মাইল।

অপরাহ্নে শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহনজীউ এবং শ্রীযুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়াস্থল ও চৌরাশী খাম্বা প্রভৃতি দর্শন।

পথ—প্রায় ২ মাইল।

২৪ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার :—

(পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ মধ্যে শ্রীএকাদশীর পারণ)

প্রত্যূষে ৫-৩০ টায় মধ্যে যাত্রা। সূর্য্যকুণ্ড, শীতলাকুণ্ড, হরজী, ভগবতী, পিহল্ পাহাড়ী, ব্যোমাসুরের গুহা, পাহাড়ের উপরে শ্রীরাধারাণীর হস্ত ও চরণ চিহ্ন, পাহাড়ের নীচে কিয়দ্দূরে শ্রীবলদেবের পদচিহ্ন, শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্থলী ও শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাদি দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন।

পথ—ন্যূনাধিক ৫॥ মাইল।

অপরাহ্নে শ্রীকামেশ্বর মহাদেব, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী, বরাহদেব, ধর্ম্মকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা।

পথ—ন্যূনাধিক অর্দ্ধ মাইল।

নিবাস—শ্রীবর্ষাণ

২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর শুক্রবার :—

প্রত্যূষে ৫টার পূর্ব্বে বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০ টায় কামাবন হইতে বর্ষাণ যাত্রা। পথে কর্ণভূষণ, কদমখণ্ডী, ঝুলনমঞ্চ, কৃষ্ণকুণ্ড, কৃষ্ণ-বলদেব, আলতা-পাহাড়ী, কল্পবৃক্ষলতা, স্বর্ণদানকুণ্ড, শ্রীরাধা-গোবিন্দের নূপুরবৃক্ষ, উঁচাগাওঁ, ললিতাকুণ্ড, পাবনকুণ্ড, ললিতাবাগ ও ললিতাবিহারী দর্শনান্তে বর্ষাণে উপস্থিতি। পথ—ন্যূনাধিক ৯ মাইল।

নিবাস—শ্রীনন্দগ্রাম

২৬ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর শনিবার :—

দীপান্বিতা—শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দীপদান।

প্রাতে ৬টায় যাত্রা। ভানুকুণ্ডের জলস্পর্শ, মানগড়, দানগড়, দধিকুণ্ড, রাসস্থলী, কৃষ্ণকূপ, ময়ূরকুণ্ড, ললিতা কুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, বিহারকুণ্ড, বিহারজী, কৃষ্ণকুণ্ড, ও পর্ব্বতোপরি শ্রীরাধারাণীর মন্দিরাদি দর্শন।

পথ—ন্যূনাধিক ২ মাইল

বেলা ১২টায় বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১টায় বর্ষাণ হইতে নন্দগ্রাম যাত্রা। পথে প্রেম সরোবর, সঙ্কেতস্থান, সঙ্কেত বিহারী, মোহিনীকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, উদ্ধবকেয়ারী আদি দর্শন ও নন্দগ্রামে অবস্থান।

পথ—ন্যূনাধিক ৫ মাইল।

২৭ কার্ত্তিক, ১৩ নভেম্বর রবিবার :—

পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব। গো-পূজা, গো-ক্রীড়া, বলিদৈত্যরাজ পূজা, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর তিরোভাব।

পাবন সরোবরে জলস্পর্শ, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীকৃষ্ণচরণ চিহ্ন, নন্দমহারাজের গোশালার স্থান, গোপীগণের দধিমন্থন স্থান ও শ্রীনন্দালয় দর্শন।

পথ—ন্যূনাধিক ১½ মাইল।

২৮ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর সোমবার :—

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

প্রাতে ৬টায় যাত্রা। খদিরবন, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীদাউজীর-মন্দির ও কুণ্ডাদি দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন। পথ—ন্যূনাধিক ৮ মাইল।

নিবাস— কোশী

২৯ কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার :—

প্রত্যূষে ৫টার পূর্ব্বে বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০ টায় নন্দগ্রাম হইতে কোশী যাত্রা। পথে শ্রীলরূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী, কদমখণ্ডী, যাবটে শ্রীকিশোরীকুণ্ড, আয়ান ঘোষের বাড়ী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, জটিলা, কুটিলা, শ্রীরাধারাণীর চরণ চিহ্ন, পাবন-গঙ্গা, বলরামকুণ্ড, কোকিলাবন, ঝুলনতলা, পাণ্ডবগঙ্গা, শীতলা কুণ্ড, বড় বৈঠান, শ্রীবলরাম, বলরামকুণ্ড, ছোট বৈঠানে চরণ পাহাড়ী, মধ্যাহ্নে ছোট বৈঠানে প্রসাদসেবন ও বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে শ্রীরাসস্থলী এবং শ্রীরাস বিহারী কুণ্ডাদি দর্শনান্তে কোশীতে অবস্থান।

পথ—দুইবেলায় ন্যূনাধিক ১২ মাইল।

৩০ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর বুধবার :—

প্রত্যূষে ৫-৩০ টায় যাত্রা। শেষশায়ী, ক্ষীরসাগরাদি দর্শন, জলস্পর্শ ও পরিক্রমান্তে কোশীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

পথ—ন্যূনাধিক ১২ মাইল।

নিবাস—শ্রীখেলনবন (শেরগড়)

১ অগ্রহায়ণ, ১৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার :—

৫টার পূর্ব্বে বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০টায় কোশী হইতে শেরগড় যাত্রা। পথে পয়োগ্রাম, বলরাম কুণ্ডাদি দর্শন।

পথ—প্রায় ১০ মাইল।

অপরাহ্নে ৪টায় শ্রীরেবতীবলরামের মন্দির, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি দর্শন।

পথ—প্রায় ১ মাইল।

নিবাস—শ্রীনন্দঘাট

২ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর শুক্রবার :—

প্রত্যূষে ৫টার পূর্ব্বে বিছানা পত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০টায় খেলন বন হইতে যাত্রা। পথে বিহারবন, নীহারবন, চিরঘাট বা বস্ত্রহরণঘাট, কাত্যায়নীর মন্দির, বংশীবটাদি দর্শনান্তে নন্দঘাটে স্থিতি। শ্রীনন্দমহারাজের বিগ্রহ ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর ভজনস্থলী দর্শন। পথ—ন্যূনাধিক ৯ মাইল।

নিবাস—শ্রীমাঠবন

৩ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর শনিবার :—

পূর্ব্বাহ্নে ৮টার মধ্যে বিছানাপত্রাদি জমা দিতে হইবে। প্রসাদ সেবনান্তে ১০টায় নৌকা যোগে **নন্দঘাট হইতে শ্রীযমুনার পূর্ব্বপারে পৌঁছিতে হইবে।** পথে বৎসবন, ব্রহ্মকুণ্ড, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, ভাণ্ডীরকূপ, শ্রীবলরাম ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শনান্তে মাঠবনে স্থিতি।

পথ—ন্যূনাধিক ৭ মাইল।

নিবাস— রায়া

৪ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর রবিবার :—

গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব।

প্রত্যূষে ৫টার মধ্যে বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০টায় মাঠবন হইতে মানসরোবর, তথায় সরোবরের জলস্পর্শ, শ্রীরাধারাণীর শ্রীবিগ্রহাদি দর্শনান্তে রায়াতে স্থিতি। পথ—ন্যূনাধিক ৮ মাইল।

নিবাস—শ্রীগোকুল মহাবন (ব্রহ্মাণ্ডঘাট)

৫ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর সোমবার :—

প্রত্যূষে ৫টার পূর্ব্বে বিছানাপত্রাদি জমা দিতে হইবে। ৫-৩০টায় রায়া হইতে যাত্রা। পথে লৌহবন, তথায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, রাভেলে শ্রীরাধারাণীর জন্মস্থানাদি দর্শনান্তে মহাবনে স্থিতি। পথ—ন্যূনাধিক ১০ মাইল।

৬ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার :—

প্রাতে ৬টায় যাত্রারম্ভ। শ্রীযমলার্জ্জুন-ভঞ্জন স্থান, উদূখল, চৌরাশীখাম্বা, শ্রীনন্দ যশোদাদির বিগ্রহ, পূতনাবধ-স্থান, শ্রীযোগমায়া মন্দির, রমণরেতী ও কূপাদি দর্শন। পথ—ন্যূনাধিক ৪ মাইল। অপরাহ্নে শ্রীদাউজী প্রভৃতি দর্শন। পথ—ন্যূনাধিক ১২ মাইল।

নিবাস—শ্রীমথুরা (বৃন্দাবন-দরজা)

৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর বুধবার :—

শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস। পরমহংস বাবাজী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। শ্রীহরির উত্থান। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের আবির্ভাব। শ্রীএকাদশী পক্ষে শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ও নিয়মসেবা সমাপ্তি। বেলা ১২টায় বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১টায় ব্রহ্মাণ্ডঘাট হইতে শ্রীমথুরা যাত্রা।

পথ—ন্যূনাধিক ৯ মাইল। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে বক্তৃতা।

নিবাস—শ্রীধামবৃন্দাবন

(শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীরাধানিবাস)

৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার :—

প্রাতঃ ৮টা ৪৩মিঃ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা ৩৬মিঃ মধ্যে পারণ। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ এবং আচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের আবির্ভাব-মহোৎসব।

দ্বাদশী পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ও শ্রীনিয়মসেবা সমাপ্তি। প্রত্যূষে ৫টার মধ্যে বিছানাপত্রাদি অফিসে জমা দিতে হইবে। ৫-৩০টায় শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা। পথে অক্রূরঘাট, ভাতরোলাদি দর্শন। পথ—ন্যূনাধিক ৭ মাইল।

৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর শুক্রবার :—

প্রাতে ৬টায় শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্নপথে নগরসংকীর্ত্তন-সহ ভ্রমণ, অপরাহ্নে বিবিধ দেবালয়াদি দর্শন।

১০ অগ্রহায়ণ, ২৬ নভেম্বর শনিবার :—

শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব। প্রাতে ৬টায় যাত্রা। শ্রীযমুনার কেশীঘাট হইতে পার হইয়া বিল্ববন গমন। 'শ্রী'দেবীর দর্শন ও পরিক্রমান্তে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্নে শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন।

পথ—প্রায় ৬ মাইল।

১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর রবিবার :—

প্রাতে শ্রীধামবৃন্দাবনে বিভিন্ন দর্শনীয়স্থান এবং শ্রীমন্দিরাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার :—

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীল নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সমাপ্তি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়ের

সৃষ্টি, ভগবান ও সাধনা

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপনিষৎ ও গীতার কর্মবাদ। জগৎ ও প্রাণের সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক মত। ঋষিদের মতে সৃষ্টি ভগবানের। কোন্‌টি ঠিক? ভগবান্ কি আছেন? মরণের পরে কি হয়? যত মত তত পথ — কিন্তু সব পথই কি নিয়ে যায় মুক্তির লক্ষ্যে? পূজা, কর্মযোগ—কোন্ পথে যাব? সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই। ভাষা সহজ নূতন পথের সন্ধান দেবে।

মূল্য—বাঁধাই ৬-৫০ (ডাক ব্যয় ১-৪০)

প্রাপ্তিস্থান — ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ ন্যাশনাল কাল্‌চার

৪৪, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

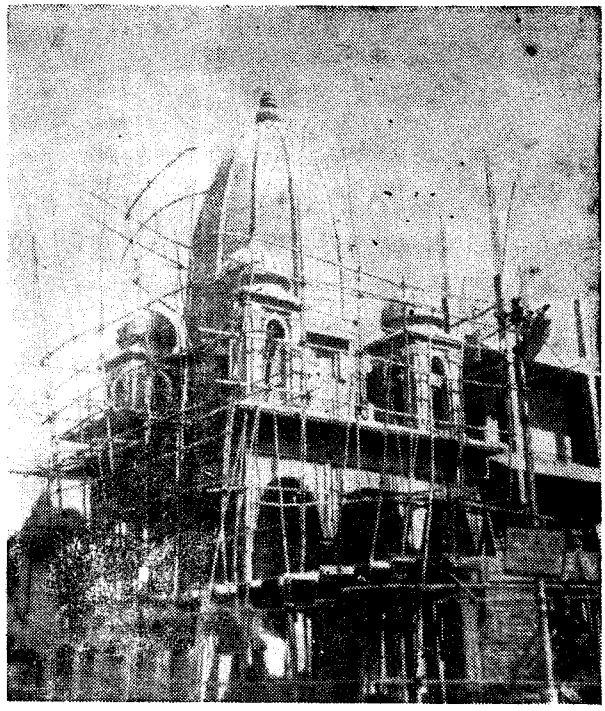

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

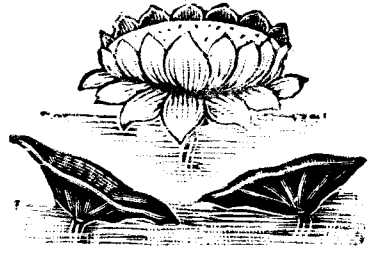

সম্পাদক ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীগোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩। ৩ কেশব, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার; ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৬। | ১০ম সংখ্যা

"হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা"

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত]

সমগ্র জৈনশাস্ত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই-প্রতীতি হয় যে, আর্থিক, নৈতিক বা স্মার্ত্ত ধর্ম্ম চরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত অধিরোহণ করিতে পারে, জৈনধর্ম্ম তাহারই একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। জৈনধর্ম্মে শুষ্ক-বৈরাগ্য, কঠোরতা, কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য, ফল্গুত্যাগ, বাহ্য ও অন্তর সর্ব্ববিধ মৈথুন পরিত্যাগ, চিত্তস্থৈর্য্য, ব্রত, তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযম, ন্যায়বৃত্তি, বিনয়, পবিত্রতা, দীনতা, তৃষ্ণাত্যাগ, সত্যকথন, সন্তোষ, দানশীলতা, শীলসম্পন্নতা, ক্রোধ-পরিত্যাগ, হাস্য-বর্জ্জন, বিশীল-বর্জ্জন, লোভ-পরিহার, অতিলোলুপত্ব নিষেধ, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা চিন্তা, বিবিধ নীতিকথার অবতারণা, জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা, অতিথি-সেবা, পরোপকার, ক্ষমা, অত্যধিক-অহিংসা, বীরপূজা, শ্রেষ্ঠের সম্মান, জাতিভেদ সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক নৈতিকধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। জৈনশাস্ত্রগুলিকে প্রাপঞ্চিক অক্ষজজ্ঞানোত্থ সন্নীতির পূর্ণ ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জৈনগণ তীর্থঙ্করাদির পূজা-অর্চ্চা প্রভৃতিতেও নিরত, কিন্তু এতদূর নৈতিক-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠার আদর্শ জৈনধর্ম্ম-মতে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবত সেই পরম নৈতিক মতকেও 'পাষণ্ডমত' বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন, ইহার কারণ যদি কোন সারগ্রাহী ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাপঞ্চিক নৈতিকধর্ম্ম পরম পরা-কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও উহা অধোক্ষজের সেবা বা ভক্তি-ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে না—ভাগবতধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হওয়া দূরে থাকুক, সাত্বতসিদ্ধান্ত মধ্যে বিচারিত হওয়া দূরে থাকুক, ঐরূপ নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্ম কখনই ভক্তিধর্ম্মের উপায় বা অঙ্গরূপেও গৃহীত হইতে পারে না। ঐরূপ প্রাপঞ্চিক নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্ম ভাগবতধর্ম্মের সুদর্শনচক্রের অতিমর্ত্য ভাস্বর জ্যোতির নিকট পরিম্লান, উহাকে পাষণ্ডমত বা দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কেহ কখনও ভাগবতধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশাধিকারই পাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করিয়াই যে রজক-বধ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণ মনো-ধর্ম্মোত্থ প্রাপঞ্চিক, নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মের আদর্শ-নিরাস-দ্বারা স্বরাট্ পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সুখ-

তাৎপর্য্যপরতারূপা শুদ্ধাভক্তি বা প্রবুদ্ধ আত্মার নিত্য-বৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিহারক্ষেত্র শ্রীদ্বারকা, মথুরা-পথের যাত্রিগণের আদর্শ পাইয়া থাকেন অর্থাৎ পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনের যাত্রিগণ কখনও মনোধর্ম্মোত্থ নৈতিক বা স্মার্ত্ত-ধর্ম্মকে অধোক্ষজ সেবাধর্ম্মের উপায়রূপে গ্রহণ করেন না। তাঁহারা অন্যাভিলাষযুক্ত বিদ্ধ ও পাষণ্ড-মত-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অধোক্ষজ স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপা শুদ্ধা সেবারই গ্রাহক হন। তাঁহারা জানেন, "হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ"— যাহারা একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণরত নহে, তাহাদিগের মধ্যে কোন মহদ্গুণ থাকিতে পারে না, তাহাদের ভালমন্দ, নীতি-অনীতি সকলই মনোধর্ম্ম; উহার মূল্য অধোক্ষজ ধর্ম্মের বিচারে অন্ধকপর্দ্দকও নহে। যাঁহারা একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ তাৎপর্য্যেই 'সমস্ত ভাল-মন্দ' সন্নিবিষ্ট করেন, তাঁহারাই অন্যান্য প্রাপঞ্চিক নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মকে দুঃসঙ্গ 'পাষণ্ডমত' জ্ঞানে পথে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমি দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনের পথের প্রকৃত যাত্রী হইতে পারেন — তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের ধামে প্রবেশ করিতে পারেন। জীব শ্রীকৃষ্ণের ধামে গমনোন্মুখ হইলে দেবতাগণ মৎসরতাবশে সেই সকল প্রত্যক্‌প্রবণ জীবকে তাহাদের অনাদি বহির্ম্মুখতার সহজস্বভাবে পুনরায় আনয়ন করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে নানা-প্রকার প্রাপঞ্চিক নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মের আদর্শপরাকাষ্ঠা-সমূহের সুরম্য সৌধরাজি উপস্থাপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণধামের যাত্রীকে পাষণ্ড-মতে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁহারা অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের চরণরেণুর সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল চরণরেণুর শোভার নিকট প্রাপঞ্চিক নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মের সৌধরাজির স্পর্দ্ধা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণধামের যাত্রী হন। আমরা দ্বারকার পথে যাইতে যাইতে এই সমস্ত বিচার করিতে লাগিলাম।

তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভজন-প্রয়াসী জনগণের পক্ষে 'তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে'র ব্যবস্থা করিয়াছেন; যে যে কর্ম্মে শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়, সেই সেই কর্ম্মকেই 'তত্তৎকর্ম্ম' বলিয়া 'শ্রীউপদেশামৃতে' লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।২০-২৪) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রেমভক্তি-উদয়ের পরম-কারণ বলিতেছি, — "শুন। আদৌ সাধনভক্তি। তাহার অনুষ্ঠানে প্রেমভক্তি হয়। সাধনভক্তি শুন— আমার অমৃতময়ী লীলাকথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, আমাকে স্তুতি করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিবন্দন, আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে আমার

সম্বন্ধ-বুদ্ধি, আমার নিমিত্ত সমস্ত লৌকিকী চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ-কীর্ত্তন, আমাতে মনকে অর্পণ করা, সর্ব্বকাম-ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য সমস্ত অর্থভোগ ও সুখ-পরিত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপঃ—এ-সকলই আমার ভক্তির কারণরূপ ব্যবহার। এইরূপ ধর্ম্মাঙ্গ-সাধন দ্বারা আত্মনিবেদক পুরুষের আমাতে প্রেম-ভক্তি হয়। এই-প্রকার সাধকের আর অন্যার্থ অর্থাৎ অন্য তাৎপর্য্য কি বাকী থাকে ?"

শ্রীভগবানের এই উপদেশ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু স্বীয় কৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ঐ সকল কর্ম্মকে চতুঃষষ্টি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু ঐ সকল কথা শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ২২।১১২-১২৬) এইরূপ লিখিয়াছেন,—

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণ-প্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থেবাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
হানিলাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন॥
তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম-মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ॥

ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিকে আদৌ গুরুপাদাশ্রয় করিতে হয়। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল হয় না। মনুষ্য দুই প্রকার অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বিবেক ও প্রাপ্ত-বিবেক। যাহারা অপ্রাপ্ত-বিবেক, তাহারা সংসার-সুখে মত্ত। কোন ঘটনা-ক্রমে কোন মহাজনের সঙ্গ হইলে চিত্তে বিবেকের উদয় হয়। তখন মনে হয়,—'আমি কি হতভাগ্য, আমি সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন, বিষয়-পিপাসায় আমার দিন যাপন হইতেছে !' এই প্রথম মহৎসঙ্গকে কেহ কেহ শ্রবণ-গুরুর সঙ্গ বলেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা হইলে ভজন-প্রয়াস হয়। তখন গুরু-পাদাশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব, অপ্রাপ্তবিবেক ব্যক্তিগণ ভাগ্যক্রমে প্রাপ্তবিবেক হইয়া শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করেন।

কি প্রকার গুরুকে আশ্রয় করিবে—শাস্ত্রে তাহা বিচারিত হইয়াছে। কামাদি ছয় রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি নির্ম্মলাঙ্গ, রাগমার্গে যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, যিনি বিপ্রবর্ণ, যিনি বেদশাস্ত্রাগমের বিমল পথ অবগত আছেন, সাধুগণ যাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়দমনে যিনি পারক, যিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান্, যিনি অশুদ্ধতমতি, যিনি নিষ্কপট ও সত্যবাদী —এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। এই সকল গুণগণ দুই প্রকারে বিবেচ্য। ইতররাগ-তিরস্কারী শ্রীকৃষ্ণানুরাগই শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ-গুণ। অন্য-সকল

গুণ তটস্থ। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন (শ্রী চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭), —

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

যাঁহার এই স্বরূপ-লক্ষণ আছে, তাঁহার দুই একটা তটস্থ লক্ষণ না থাকিলেও তিনি 'গুরু' হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব এই দুইটীই তটস্থ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। স্বরূপ-যোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটী তটস্থ লক্ষণও থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু, স্বরূপলক্ষণে যাঁহাদের দোষ থাকে, তাঁহাদের ঐ দুই লক্ষণের দ্বারা গুরু-যোগ্যত্ব হয় না, যথা শ্রীপাদ্মে, —

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য নিষ্কপটে পরম বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করিবেন। শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট-কীর্ত্তনাদি রঙ্গ দেখাইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত আত্মবঞ্চক। জড়ভরতাদি কতিপয় মহতের দীক্ষা-প্রসঙ্গ নাই বলিয়া দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্য বিধি। কোন সিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাকে উদাহরণ-স্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ বিধির হানি হয় না। শ্রীধ্রুব মহাশয় এই পার্থিব শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই সাধারণ-বিধি। সাধারণ-বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্য-শক্তি-বিশিষ্ট শ্রীভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ-বিধি লঙ্ঘন করা কখনই উচিত হয় না। শ্রীগুরুদেবের অকপট-সেবার সহিত তাঁহাকে প্রসন্ন করত শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রাদি-দীক্ষা ও তত্ত্ব শিক্ষা করিবে।

দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করত সৌভাগ্যবান্ শিষ্য পূর্ব্ব সাধুদিগের পন্থার অনুগমন করিবেন। দাম্ভিক লোকেরাই পূর্ব্ব মহাজনদিগকে অমান্য করিয়া নূতন পন্থা-সৃষ্টি করে। ফলে এই হয় যে, তাহারা অচিরকালের মধ্যে কুপথে গমন করত আপন আপন সর্ব্বনাশ সাধন করে। শ্রীস্কন্দ-পুরাণ বলিয়াছেন, —

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥

সাধুসকল পূর্ব্বকালে বিনাশ্রমে যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই সন্তাপবর্জ্জিত পন্থা এবং সকল-মঙ্গলের হেতু। যিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তিনি সেই পথের অনুসন্ধান করুন। পূর্ব্ব সাধুদিগের পথ আলোচনা করিতে করিতে দৃঢ়তা, সাহস ও সন্তোষের উদয় হয়। আমরা যখন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীদাসগোস্বামী ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন-পথ আলোচনা করি, তখন আমাদের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। শ্রীহরিদাসকে যখন দুষ্ট যবনগণ পীড়ন করে, তখন শ্রীহরিদাস বলিলেন (শ্রী চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৪,১১৩)

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥
এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

এইরূপ দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বভূতে দয়া-করত নিরন্তর শ্রীহরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব মহাজনদিগের ভজন-পন্থা। পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা আছে, তাহাই সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক এবং যশোলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্বভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ব পন্থার আদর করেন। যাঁহাদের

ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥
ভক্তিরৈকান্তিকীত্বেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
রস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬-৪৭ ধৃত 'ব্রহ্মযামল'-বাক্য)

তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিপথ বৈধী ও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধ হইলেও পূর্ব্ব মহাজনগণ সুষ্ঠুরূপে অধিকার-ভেদে তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে তাহা বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সেই প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বুদ্ধ, দত্তাত্রেয়াদি যে সকল নবীন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে-সমস্ত অবশেষে উৎপাতজনক হইয়া পড়িয়াছে। অবিচার-ক্রমে তাঁহারা ঐ সকল নবীন পথকে ঐকান্তিকী শ্রীহরিভক্তি বলিলেও বস্তুতঃ তাহারা তাহা নহে। যাহা সত্যপথ, তাহা বেদাদিশাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে। আজকাল এইরূপ অনেক নবীন পন্থা আবিষ্কৃত হয় এবং অবশেষে তাহাদের আচার্য্যের সহিত লোপ-প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানারা জেলা, দক্ষিণ কানারা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোর, তথা হইতে ৩৬ মাইল উত্তরে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত উড়ুপী গ্রাম। এই স্থানে পাজকাক্ষেত্রে শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে বেদবিদ্যা দেবীর গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে (মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে) 'বিজয়া দশমী' নামে খ্যাত শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-বাসরে ব্রহ্মসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে শ্রীমধ্ব পরলোকগমন করেন।

বাল্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য 'বাসুদেব' নামে খ্যাত ছিলেন, পঞ্চমবর্ষ বয়সে তিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক 'পূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ' নাম ধারণ করেন। শ্রীসত্যতীর্থ নামক যতি শিষ্য-সহ তিনি বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক শ্রীব্যাস-দেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তাঁহাকে গীতাভাষ্য শ্রবণ করাইয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই শ্রীব্যাস সমীপে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভান্তর বদরিকা হইতে আনন্দ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন কালেই শ্রীমধ্বের সূত্র-ভাষ্যরচনা সমাপ্ত হয়, সত্যতীর্থ তাহা লিখিয়া দেন।

উড়ুপীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক একদিন সমুদ্রস্নানে যাইবার সময় তিনি পাঁচ অধ্যায় স্তোত্র রচনা করেন। সমুদ্রতটে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন—দ্বারকার জন্য সংগৃহীত পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ একখানি নৌকা সমুদ্র বালুতে প্রোথিত হইয়া বিপন্ন হইয়াছে। দূর হইতে নাবিকের প্রার্থনায় তিনি এমন একটি মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, যাহাতে নৌকা খানি তীরে আনিতে পারিল। নাবিক কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাকে কিছু দিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি কিছু গোপীচন্দন গ্রহণে সম্মত হন। পরে সমুদ্রস্নানান্তে নাবিকপ্রদত্ত একবৃহৎ গোপীচন্দন খণ্ড উড়ুপীতে লইয়া যাইবার কালে পথিমধ্যে বড়ভণ্ডেশ্বর বা বড়বন্দেশ্বর

নামকস্থানে উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্যে একটি সুন্দর বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তির একহস্তে দধিমন্থনদণ্ড, অপর হস্তে মন্থন রজ্জু। অতিসুন্দর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি পাইবার পর শ্রীমধ্বের প্রসিদ্ধ দ্বাদশস্তোত্রের অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায়ের রচনা সেই দিনই সমাপ্ত হয়। ত্রিশজন বলবান্ ব্যক্তি যে মূর্ত্তি তুলিতে অক্ষম, পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর, হনুমানের বা ভীমসেনের অবতার মধ্ব তাহা স্বয়ং স্কন্ধে তুলিয়া পরমানন্দে উড়ুপীতে তাঁহার নিজমঠে লইয়া আসেন। তাঁহার আটজন প্রধান শিষ্য উড়ুপীর অষ্টমঠের অষ্টমঠাধীশ ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং স্বহস্তে উক্ত শিষ্যগণের সহায়তাক্রমে শ্রীশ্রীবালকৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন। অদ্যাপি উড়ুপীতে ঐ সেবা বিশেষ যত্নের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীমধ্ব বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বার বদরিকাশ্রমে গিয়া শ্রীব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎকালে তৎসমীপে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম লাভ করেন। ইহার পরেই তিনি মহাভারত-তাৎপর্য্য রচনা করেন।

উড়ুপী গ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠকে উত্তররাঢ়ী মঠ বলে। এতদ্ব্যতীত শোদ মঠ, কৃষ্ণপুর মঠ, কনুর মঠ, অধমর মঠ, পুত্তুগী মঠ, শিরুর মঠ, পলিমর মঠ ও পেজাবর মঠ—এই অষ্টমঠের মূল মঠাধীশ — যথাক্রমে —শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, জনার্দ্দনতীর্থ, বামনতীর্থ, নরসিংহ তীর্থ, উপেন্দ্রতীর্থ, রামতীর্থ, হৃষীকেশতীর্থ ও অক্ষোভ্যতীর্থ। ইঁহারা শ্রীমধ্বের সাক্ষাৎ শিষ্য। শ্রীব্যাসদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্ত অষ্ট শালগ্রাম ঐ অষ্টমঠে স্থাপিত হন। শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি মূল মঠে সেবিত হন। নিয়ম আছে—প্রত্যেক মঠের মঠাধীশ পালাক্রমে দুইবৎসর করিয়া মূল মঠের মুখ্য সেবাধিকার লাভ করেন। প্রত্যহ অন্যান্য মঠাধীশগণ আসিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবায় সহায়তা করেন, তাঁহাদেরও নির্দ্দিষ্ট সেবা আছে। শ্রীকৃষ্ণ গর্ভমন্দিরে সেবিত হন, তাঁহার সেবার পর মন্দিরের বহির্দ্দেশে মন্দির গাত্রসংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীহনুমান্‌জী ও অন্য আর এক প্রকোষ্ঠে শ্রীমধ্বাচার্য্যের মূর্ত্তি আছেন। যথাক্রমে তাঁহাদের সেবা হইয়া থাকে।

বিষ্ণুমঙ্গলবাসী দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য শ্রীমধ্বের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহারই পুত্র শ্রীনারায়ণাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমধ্ব-চরিত—শ্রীমধ্ববিজয় গ্রন্থের রচয়িতা। তাহাতে লিখিত আছে—স্বয়ং বায়ু শ্রীনারায়ণের আদেশে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আবির্ভূত হইয়া মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত হন, তিনি বাল্যকালে অনন্তেশ্বর শিবমন্দিরে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভজন সাধন করিতেন।

শ্রীমধ্ব উড়ুপীতে অবস্থান করিয়া ৩৮ খানি মূলগ্রন্থ এবং ভাষ্য ও টীকা রচনা করেন। তন্মধ্যে তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য সর্ব্বপ্রধান ও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য পরিচায়ক। তিনি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করায় তাঁহার মত দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। জীবে ঈশ্বরে, জড়ে ঈশ্বরে, জড়ে জীবে, জীবে জীবে এবং জড়ে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চভেদ মধ্বমতে স্বীকৃত—

জীবেশ্বর ভিদা চৈব জড়েশ্বর ভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীব ভিদা তথা॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥

(সর্ব্বদর্শন ধৃত)

এই পঞ্চভেদ 'প্রপঞ্চ' নামে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুকেই পরতমতত্ত্ব বলিয়াছেন। তিনি শিষ্যগণকে যে সাধনপ্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

সাধনার অঙ্গ প্রধানতঃ তিনটি—প্রথমে দ্বাদশাঙ্গে তিলক শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ ; দ্বিতীয় অঙ্গ—নামকরণ অর্থাৎ নিজের ও পুত্রাদির—বিষ্ণুদাস্য সূচক নাম রক্ষণ ; তৃতীয় অঙ্গ—ভজন, তাহা কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ :—

"ভজনং দশবিধং—বাচা—সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ ;
কায়েন—দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং
মনসা—দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি।
অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্।"

(সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন)

অর্থাৎ সত্য, হিত, প্রিয়কথন ও শাস্ত্রানুশীলন—এই

চারিটি বাচিক ভজন; দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ—এই তিনটি কায়িক এবং দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা—এই ত্রিবিধ মানসিক ভজন। ইহার এক একটি সম্পাদন-পূর্ব্বক নারায়ণে সমর্পণ করাকেই ভজন বলে।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের রচিত গ্রন্থাবলী— ১। শ্রীগীতাভাষ্য, ২। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ৩। অণুভাষ্য, ৪। অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান, ৫। প্রমাণলক্ষণ, ৬। কথালক্ষণ, ৭। উপাধি-খণ্ডন, ৮। মায়াবাদ খণ্ডন, ৯। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন, ১০। তত্ত্বসংখ্যান, ১১। তত্ত্ববিবেক, ১২। তত্ত্বোদ্দ্যোত, ১৩। কর্ম্মনির্ণয়, ১৪। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, ১৫। ঋগ্‌ভাষ্য, ১৬। ঐতরেয়ভাষ্য, ১৭। বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ১৮। ছান্দোগ্যভাষ্য, ১৯। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, ২০। ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২১। কাঠকোপনিষদ্ ভাষ্য, ২২। আথর্ব্বণোপনিষদ্ ভাষ্য, ২৩। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২৪। ষট্‌প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২৫। তলবকারোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২৬। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়, ২৭। শ্রীমন্ন্যায়বিবরণ, ২৮। শ্রীনরসিংহনখস্তোত্র, ২৯। যমক-ভারত, ৩০। দ্বাদশ-স্তোত্র, ৩১। শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব, ৩২। তন্ত্রসারসংগ্রহ, ৩৩। সদাচারস্মৃতি, ৩৪। শ্রীমদ্‌ভাগবত-তাৎপর্য্য ৩৫। শ্রীমন্মহা-ভারত-তাৎপর্য্য নির্ণয়, ৩৬। যতিপ্রণবকল্প, ৩৭। জয়ন্তী-নির্ণয়, ৩৮। শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।

শ্রীমধ্বের ঊর্দ্ধতন গুরুপরম্পরা— ১। শ্রীহংসরূপী বিষ্ণু, ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ৩। চতুঃসন, ৪। দুর্ব্বাসাঃ, ৫। জ্ঞাননিধিতীর্থ, ৬। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ, ৭। প্রাজ্ঞতীর্থ, ৮। অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ। ৯ম—স্বয়ং শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য।

শুনা যায়, শ্রীমধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাস-গুরু শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থ অন্তরে ভগবদ্‌ভক্ত হইলেও মায়াবাদী আচার্য্যের সঙ্গক্রমে কেবলাদ্বৈত মত স্বীকার করিয়াও শিষ্য শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য প্রণীত বেদান্তভাষ্য শ্রবণে মায়াবাদের হেয়তা অবধারণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার এইরূপ বিচার হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য পারায়ণান্তে ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। একসময়ে কলামাত্র দ্বাদশীতিথি অবশিষ্ট থাকায় শ্রীমধ্বকৃত সূত্রভাষ্য পাঠ সমাপ্ত করিয়া পারণ করিতে গেলে দ্বাদশী উত্তীর্ণ হইয়া যায়, পারণ বিধিসম্মত হয় না, এজন্য সূত্রভাষ্য পঠন-নিয়ম ব্যাহত করিয়া অর্থাৎ সূত্রভাষ্য পারায়ণ অসমাপ্ত রাখিয়া তিথি সম্মানার্থ তাঁহাকে পারণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে—এই চিন্তায় শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করিতে থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের ঐরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মসূত্রের অতিসংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অণুভাষ্য' রচনা করত শ্রীগুরুদেবকে প্রদান করেন।

শ্রীমধ্ব ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম বা সূত্রভাষ্যম্, অনুব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্ ও অণুভাষ্যম্—এই তিন খানি ভাষ্য রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রথম 'সূত্রভাষ্য' নামক ভাষ্যটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে অন্যমতের খণ্ডন নাই, কেবল শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোক্ত প্রমাণোদ্ধার দ্বারা সিদ্ধান্ত ও সৎসঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অনু-ব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্ শ্লোকাকারে রচিত। ইহাতে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করা হইয়াছে। তৃতীয় অণুভাষ্যম্ নামক ভাষ্যে চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রান্তর্গত প্রত্যেক পাদের প্রত্যেক অধিকরণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য শ্লোকাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ এই অনুভাষ্যম্‌ই প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পারায়ণ করিতেন। শ্রীমধ্ব মাতাপিতাকে না জানাইয়া (কেহ বলেন পিতার অসম্মতি সত্ত্বেও) মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থ সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইয়াছিল—পূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের মাত্র চল্লিশ দিবস মধ্যেই তিনি কতিপয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাজয়-পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করিয়া জয়পত্র সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতগণের সভায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের পাঠ অনুকূল যুক্তি ও সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ণয়পূর্ব্বক সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করেন। গুরুদেব অচ্যুতপ্রেক্ষ শিষ্যের বেদান্তবিদ্যা সংরক্ষণে অলৌকিক যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আচার্য্যত্বে অভিষিক্ত ও 'আনন্দতীর্থ' নাম প্রদান করেন।

অস্মদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (মধ্য ৯।১১ শ সংখ্যক পয়ারের) অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবগণকে শ্রীশাঙ্কর মায়াবাদিগণ হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশে মাধ্ববৈষ্ণবগণকে **'তত্ত্ববাদী'** বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদের কুযুক্তিপুষ্ট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ তত্ত্ববাদাচার্য্যগণ নিরসন করিয়া ভগবত্তত্ত্ব স্থাপন করেন। মাধ্ববৈষ্ণবগণ—ব্রহ্ম-বৈষ্ণব (অর্থাৎ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত), তজ্জন্য আদিগুরু ব্রহ্মার মোহিত অবস্থা (দশমস্কন্ধে) স্বীকার করেন না, যেহেতু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তৎকৃত 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' টীকায় ঐ 'ব্রহ্ম-মোহনলীলা' পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মাধ্ববৈষ্ণবের অন্যতম হইয়া **তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি** প্রচার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধ্ব হইলেও 'তত্ত্ববাদী' সংজ্ঞা লাভ করেন নাই।

শ্রীবৈষ্ণব — শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মূলগুরু 'লক্ষ্মী' বলিয়া তাঁহারা 'শ্রীবৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন।

তত্ত্ববিৎ শ্রীকৃষ্ণোপাসক হইলেও এবং 'শ্রী'-বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক হইলেও উভয়ের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনার প্রবলতা লক্ষিত হয়।

তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের বর্ত্তমানকালের লেখক শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য বলেন—আমাদের প্রধান প্রধান শ্রীমাধ্বমঠগুলিতে শ্রীরাম-সীতা বিগ্রহই বিশেষভাবে পূজিত হন। **'অধ্যাত্মরামায়ণ'** নামক গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল শ্রীরাম-সীতা মূর্ত্তির কাহিনী এরূপভাবে লিখিত আছে—'কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যহ দর্শন না করিয়া তিনি কোন দ্রব্য ভোজন করিবেন না। একদা শ্রীরামচন্দ্র কার্য্যগতিকে সপ্তাহকাল প্রজাসমক্ষে আসিতে সমর্থ হন নাই; তজ্জন্য রামদর্শননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সপ্তাহের মধ্যে জলবিন্দু গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে অষ্টাহের পর নবমদিবসে ব্রাহ্মণ শ্রীরামসমীপে উপনীত হইয়া দর্শন লাভ করেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা শ্রবণ করতঃ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহার নিজগৃহে রক্ষিত রামসীতা-মূর্ত্তিযুগল এই প্রকৃত ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাউক। ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনাবধি ঐ বিগ্রহদ্বয়ের সেবা করেন এবং মৃত্যুকালে শ্রীহনুমানকে তাহা দিয়া যান। শ্রীহনুমান ঐ বিগ্রহদ্বয় বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া সেবা করেন। বহুকাল পরে ভীমসেন গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলে, তথা হইতে বিদায় গ্রহণ কালে ঐ বিগ্রহদ্বয় ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীম রাজপ্রাসাদে তাহা সংরক্ষণ করেন। ঐ রাজবংশীয় শেষ রাজা 'ক্ষেমকান্তে'র কাল পর্য্যন্ত ঐ বিগ্রহদ্বয় রাজপ্রাসাদে সেবিত হন; পরে তাহা উৎকলের গজপতি-রাজগণের করায়ত্ত হইয়া তাঁহাদের রাজকোষে সংরক্ষিত ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় শিষ্য শ্রীনরহরি তীর্থপাদকে রাজকোষ হইতে সেই মূল রামসীতা বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া সেবা করিবার অনুমতি করেন। এই রাম-সীতা বিগ্রহ ইক্ষ্বাকু রাজার সময় হইতে সূর্য্যবংশীয়গণের প্রাসাদে রক্ষিত হইয়া রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে দশরথ-কর্ত্তৃক সেবিত হইতেন। পরে লক্ষ্মণ তাঁহাদের সেবা করিবার কালে রামচন্দ্রের আদেশে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে অর্পিত হয়।' শ্রীমধ্ব স্বীয় তিরোভাবের তিনমাস ষোলদিন পূর্ব্বে ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া উড়ুপীগ্রামের মূলমঠ উত্তরাঢ়ী মঠে স্থাপিত করেন, তদবধি শ্রীমাধ্ব আচার্য্যগণ উহার অধিকারী আছেন।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ে শ্রীলক্ষ্মী-হয়গ্রীব প্রণামকালে 'শ্রীমদ্ধনুমদ্ভীম-মধ্বান্তর্গত-রাম-কৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক লক্ষ্মী-হয়গ্রীবায় নমঃ' বলিয়া প্রণামের রীতি দেখা যায়। শ্রীমধ্ব ত্রেতাযুগের শ্রীহনুমানের অবতার বলিয়া আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীহনুমানান্তর্গত বিষয়বিগ্রহ শ্রীরাম, দ্বাপরযুগীয় শ্রীভীমাবতার বলিয়া আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীভীমান্তর্গত বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহনুমদ্-ভীমাবতার আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমধ্বের অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ বেদব্যাস, এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণবেদব্যাসাত্মক বেদোদ্ধারকর্ত্তা শ্রীলক্ষ্মী-হয়গ্রীবকে নমস্কার করা হইয়াছে।

তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের গ্রন্থে শ্রীমধ্বমত-প্রতিপাদক নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

অর্থাৎ "শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে শ্রীহরি বা বিষ্ণুই পরতমতত্ত্ব, জগৎ সত্য; ঈশ্বর, জীব ও জড়ে—নিত্যভেদ, জীবগণ—শ্রীহরির অনুচর; জীবগণের মধ্যে অধিকার-ভেদে পরস্পর উচ্চনীচভাব অর্থাৎ তারতম্য বর্ত্তমান; নৈজসুখ অর্থাৎ স্বরূপগত আনন্দানুভূতিই মুক্তি; অমলা ভক্তিই সেই মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটিই প্রমাণ; শ্রীহরিই অখিল আম্নায়-বেদ্য অর্থাৎ বেদ-বেদ্য।"

শ্রীনাগরাজ শর্ম্মা (রাও) তল্লিখিত 'The Philosophy of Madhva Dvaita Vedanta' নামক একটি প্রবন্ধে উক্ত শ্লোকটি 'ন্যায়ামৃত'-কার শ্রীব্যাসরায় বা শ্রীব্যাসরাজ রচিত বলিয়াছেন।

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'প্রমেয়রত্নাবলী' নামক গ্রন্থে ঐ শ্লোকের অনুরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি শ্রীমধ্বমত সংক্ষেপ বর্ণন প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীমধ্ব বলেন—(১) বিষ্ণুই পরতম তত্ত্ব; (২) তিনি অখিলাম্নায় বেদ্য; (৩) বিশ্ব সত্য; (৪) জীবসকল বিষ্ণু হইতে ভিন্ন; (৫) তাঁহারা শ্রীহরির চরণ-সেবক; (৬) তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান; (৭) বিষ্ণুপাদ-পদ্মলাভই জীবের মোক্ষ; (৮) শ্রীবিষ্ণুর শুদ্ধভজনই সেই মুক্তিলাভের হেতু বা উপায়; (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ। ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রও ইহা উপদেশ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত সংক্ষেপ—প্রমাণ-প্রমেয়াত্মক দশমূলরহস্য নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

অর্থাৎ "গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ-দ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরম-তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন, তিনি অখিল-রসামৃত-সিন্ধু, মুক্ত ও বদ্ধ দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব—মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব—মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রদত্ত শ্রীমধ্বতত্ত্ববাদ-সম্প্রদায়াচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর রঘুবর্য্যতীর্থসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্বসম্প্রদায়ের তত্ত্বালোচনা-প্রসঙ্গ (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম অঃ) হইতে জানা যায়—তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের মতে 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধ ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করেন।'— শ্রীমন্মহাপ্রভু তচ্ছ্রবণে বলিয়াছিলেন—'শাস্ত্রমতে শ্রবণ-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন, সেই সাধন বলে কৃষ্ণপ্রেমসেবা-রূপ সাধ্যফলের লাভ হয়।' কর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইলেও পরিণামে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মের ত্যাগ-ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ফলভোগতাৎপর্য্যপর কর্ম্ম বা ফল-ত্যাগতাৎপর্য্যপর কর্ম্মার্পণ দ্বারা কথনও কৃষ্ণে প্রেমভক্তি

লাভ হয় না। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃত-প্রবাহভাষ্যে (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩) লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গ-বলে অনন্ত-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদি-রূপ 'সাধনভক্তি' হয়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই; কেননা, (শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি) সৎসঙ্গ-জনিত 'শরণাপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।"

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ তদুক্ত 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদি নববিধা ভক্তিকে জ্ঞানকর্ম্মাদি ব্যবধান-ব্যতিরেকে সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবান্ শ্রীহরিতে অর্পণকেই সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়নফল-স্বরূপ শুদ্ধ হরি-ভজন বলিয়াছেন, নতুবা 'আদৌ কৃতা সতী পশ্চাদর্পেত' বিচারাবলম্বনে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদি শুদ্ধভক্তি বলিয়া বিচার-যোগ্য হইবে না। আদৌ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যমূলে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদিই শুদ্ধভক্তি বলিয়া বিচার্য্য। কিছু সন্দেশাদি মিষ্টান্ন দ্রব্য আদৌ পুত্রেন্দ্রিয়-তর্পণ সঙ্কল্পে আনাইয়া পশ্চাৎ তাহা ভগবদর্পণাভিনয়-দ্বারা তাহাকে যতই না কেন ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া পুত্রকে অর্পণ করা হউক, তাদৃশ কাম্য কর্ম্মব্যবধানযুক্ত নৈবেদ্যার্পণ কখনও শুদ্ধ-ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তিপিপাসাও অনায়াসে ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুখধাম স্বর্গ ও মোক্ষ এবং ক্লেশধাম নরকে তুল্যার্থদর্শী হন, যেহেতু যে সুখ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্য-মূলক নহে, তাহাকে ভক্তগণ অতীব যাতনা-প্রদ নরকতুল্যই বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক স্থূল ভোগ-সুখ-সাধক কর্ম্ম এবং মানস সূক্ষ্মভোগ-সাধক মুক্তিবাঞ্ছা-মূলক জ্ঞান—এই উভয়কেই ভক্তগণ শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ে সেই দুইটিকেই সাধন ও সাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মুক্তিকেই সাধ্য ও কর্ম্মকে সাধন বলা হয়।

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"(প্রভু কহে,—) কর্ম্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে, একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে॥"

(চৈঃ চঃ ম ৯।২৭৬,২৭৭)

"প্রভু কহিলেন,—ওহে তত্ত্ববাদি-আচার্য্য, তোমার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ; তথাপি ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহ স্বীকাররূপ একটি মহদ্‌গুণ তোমার সম্প্রদায়ে দেখিতেছি। তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এই প্রধান সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।"

(অঃ প্রঃ ভাঃ)

ইহাতে মনে হয়, শ্রীল মাধবেন্দ্র প্রথমে কোন 'পুরী' সন্ন্যাসীর নিকট লব্ধদীক্ষ হইলেও শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে নিত্য-সত্যসনাতন জ্ঞানঘনানন্দময়—সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের সবিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস স্বীকার সূচক এক মহদ্‌গুণ দর্শনে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল লক্ষ্মীপতি তীর্থপাদকে গুরুত্বে বরণ পূর্ব্বক শ্রীমাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন। এইজন্যই আমাদের সম্প্রদায় শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীব্রহ্মা মাধ্বসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্য বলিয়া ব্রহ্ম-মাধ্ব, আবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও তদনুগগণ সেই শ্রীব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ানুগত্য স্বীকার করায় আমাদের সম্প্রদায়—শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রথমে তত্ত্ববাদিগণের শিষ্য হইয়া মধ্বসম্প্রদায় ভুক্ত হন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে তিনি কিছুকাল তত্ত্ববাদিমঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীরাধাদামোদরদাসজীর নিকট ষট্‌সন্দর্ভ

অধ্যয়ন পূর্ব্বক গৌড়ীয় বিচার-বৈশিষ্ট্যে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

শিবাল্লী ব্রাহ্মণবংশীয় শ্রীমধ্যগেহ নারায়ণ ভট্ট শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের পিতা এবং মাতা—শ্রীবেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবী। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব — শ্রীবিজয়া দশমী তিথিতে তাঁহার আবির্ভাব কাল। তিনি ১১৬০ শকাব্দায় বা ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে (কেহ বলেন—১০৪০, কেহ বলেন ১১১৯ শকাব্দায়—ইং ১১৯৭ খৃঃ) আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবস্থান উড়ুপীর অপর নাম—রজতপীঠপুর। 'উড়ু' শব্দের অর্থ নক্ষত্র, 'প' শব্দে পতি—এজন্য 'উড়ুপ' —চন্দ্র। শ্রীরুদ্রদেব চন্দ্রের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া এই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হন বলিয়া ইহার নাম উড়ুপী এবং শ্রীরুদ্রের নাম 'চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব'। উড়ুপীতে শেষশায়ী শ্রীঅনন্তেশ্বর বিষ্ণু ও শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দিরের উত্তর দিকে কৃষ্ণমন্দির ও তৎসম্মুখে মধ্বসরোবর অবস্থিত। কৃষ্ণমন্দিরে শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রাপ্ত শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি বিরাজিত। মধ্বসরোবরে ঐ মূর্ত্তিকে প্রথমে অবগাহন করান হইয়াছিল। তজ্জন্য ঐ সরোবর মহাতীর্থ বলিয়া পরিচিত। উহাতে কাহাকেও তৈলমর্দ্দনান্তে স্নান, সাবান মাখা, কাপড় কাচা, নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ প্রভৃতি করিতে দেওয়া হয় না, যথাশক্তি তীর্থের পবিত্রতা সংরক্ষণ করা হয়।

'মধ্যগেহ' বলিবার হেতু এইরূপ পাওয়া যায়—রামভোজ-নামক রাজার আনীত সকুটুম্ব ১২০ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা পাজকাক্ষেত্রে গ্রামের মধ্যভাগে গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'মধ্যগেহ' নামে পরিচিত হন। মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্ট দৈববাণী হইতে পুত্রকে 'অম্বুদেব' বা বায়ুর অবতার এবং শ্রীভগবান্ বাসুদেবের পরম ভক্ত বলিয়া জানিতে পারিয়া শিশু পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—বাসুদেব। অতি শৈশবকাল হইতেই শ্রীবাসুদেবের অলৌকিকী শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই স্তম্ভিত হইতেন। একটি দুর্দ্দান্ত বৃষের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমস্ত বন-ভ্রমণ, বিদ্যারম্ভ দিনেই সমস্ত অক্ষর পরিচয় ও অক্ষর লিখিবার পর্য্যন্ত শক্তি প্রকাশ, বাল্যাবস্থায়ই পুরাণ-কথকের সিদ্ধান্তে ভ্রান্তি প্রদর্শন, নিজেই পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা-দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তিসাধন ও বিস্ময় উৎপাদন, পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়াই মহাভারত কথিত সর্পাকৃতি 'মনিমান্' নামক অসুরকে স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বিনাশ, ক্ষুধাচ্ছলে প্রকাণ্ড এক নাদা গবাদির ভক্ষ্য ভূষি ভক্ষণ, গুরু গৃহে পরমাদ্ভুত শ্রুতিধরত্ব প্রদর্শন, মাতাপিতার অজ্ঞাতসারে (বা নিষেধ সত্ত্বেও) ১২শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থ সকাশে সন্ন্যাস গ্রহণ, পূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ নামপ্রাপ্তি, বেদান্তের দ্বৈতপর ব্যাখ্যা-দ্বারা সর্ব্বজ্ঞযতি নামধারণ, শৃঙ্গেরীমঠাধীশের সহিত বিচার যুদ্ধ ও মায়াবাদাচার্য্যকে পরাজিত করণ, শিষ্য সত্যতীর্থ সহ শ্রীবদরিকাশ্রমে গমন ও শ্রীবদরীনারায়ণ পাদপদ্মে গীতাভাষ্য সমর্পণ, তথায় শ্রীব্যাসসহ সাক্ষাৎকার ও তদাদেশে বেদান্ত-ভাষ্যপ্রণয়ন, বদরিকা হইতে 'অনন্ত মঠে' প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সূত্রভাষ্য রচনা সমাপ্তি, সত্যতীর্থের সেই ভাষ্যের শ্রুতলিপি লিখন, গোদাবরী প্রদেশে শ্রীশোভন ভট্ট ও স্বামীশাস্ত্রী পণ্ডিতদ্বয়কে শিষ্যত্বে গ্রহণ, সন্ন্যাস দান এবং পদ্মনাভ ও নরহরি তীর্থ নামকরণ, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যত্রয় (সূত্রভাষ্যম্, অনুব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্ এবং অণুভাষ্যম্) রচনা, দ্বারকার গোপীসরোবর তট হইতে আনীত গোপীচন্দন মধ্যে অপূর্ব্ব বালগোপাল মূর্ত্তি প্রাপ্তি, সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশস্তোত্র রচনা, শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে বালগোপাল (দক্ষিণহস্তে দধিমন্থনদণ্ড ও বামহস্তে মন্থন রজ্জু) মূর্ত্তি স্থাপন ও সেবাপরিচালন, অষ্টমঠ স্থাপন, স্থানান্তরে গমনকালে ঈশ্বরদেব (বা মহাদেব) নামক কর্ম্মী রাজার তাঁহাকে পুষ্করিণী খননার্থ আদেশ প্রদান এবং শ্রীমধ্বের সুকৌশলে সেই রাজাকেই খননে প্রবৃত্ত করিয়া স্থানান্তরে গমন, অপর একসময়ে নদীপার হইয়া তুরস্ক রাজার রাজ্যে প্রবেশোদ্যত সশিষ্য শ্রীমধ্বকে প্রথমে রাজার বাধাপ্রদান, পরে তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ তুরস্করাজের তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদানেচ্ছা, শ্রীমধ্বের তদনঙ্গীকার ও স্বকার্য্য সাধনে অন্যত্র গমন, দ্বিতীয়বার বদরিকাশ্রমে

গমনকালে পথিমধ্যে ব্যাঘ্রাক্রান্ত সত্যতীর্থকে ব্যাঘ্রহস্ত হইতে রক্ষণ ও ব্যাঘ্র বিতাড়ন, শ্রীব্যাসদত্ত অষ্ট শালগ্রাম প্রাপ্তি, অষ্টমঠে তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা, শ্রীব্যাসাদেশে মহাভারততাৎপর্য্য রচনারম্ভ, মায়াবাদাচার্য্যগণের নানা-ভাবে উৎপীড়ন চেষ্টায় শ্রীমধ্বের গ্রন্থাদি অপহরণ প্রভৃতি, কুম্লাধিপতি জয়সিংহের সহায়তায় গ্রন্থের পুনরুদ্ধার সাধন, শ্রীপদ্মনাভ তীর্থপাদকে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার ভার অর্পণ ও তাঁহাকে আচার্য্যপদে অভিষিঞ্চন, অলৌকিক বলশালী শ্রীমধ্ব কর্ত্তৃক কাদুর জেলার মুদগেরী গ্রামে একহস্তে একটী প্রকাণ্ড পাথর আনিয়া স্থাপন (শিলোপরি লিখিত আছে—'শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শীলা') ইত্যাদি বহু বহু ঘটনা শ্রীমধ্বের জীবনে সংঘটিত হইয়াছে। কড়ঞ্জয়ি নামক এক বলশালী ব্যক্তি নিজেকে ৩০জন পুরুষের বলধারী বলিয়া আস্ফালন করিতেন, শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই বলশালী ব্যক্তি শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। আবার তিনি একটি ক্ষীণকায় বালকের স্কন্ধে চড়িয়া বেড়াইবার সময় বালকের তাহাতে আদৌ ভারবোধ হয় নাই। বাল্যজীবনে তেঁতুল বীজকে অর্থরূপে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা উত্তমর্ণের নিকট পিতৃ-ঋণ শোধও তাঁহার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ের মতানুসারে তিনি ত্রেতাযুগে হনুমানরূপে বায়ুর প্রথম অবতার, দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভীমসেন নামে বায়ুর দ্বিতীয় অবতার এবং কলিযুগে তিনিই আবার 'মধ্ব' রূপে বায়ুর তৃতীয় অবতার।

তাঁহার প্রণামমন্ত্র এইরূপ :—

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের
ত্রিষষ্টিতম শুভাবির্ভাব বাসরে তদীয় শ্রীচরণকমলে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

উত্থান-একাদশী প্রকট হইল আসি
এ ধরাতল আজি আনন্দে বিহ্বল।
পুলকিত করি উদিত শ্রীগুরু-হরি
বিপুল আনন্দ মাঝে ভাসিছে সকল ॥১॥

তিথিবরা জয়! জয় গুরু দয়াময়!
জয় ব্যাস-পূজা জয়! ভক্তগণ জয়!
দন্তে তৃণ ধরি আজ যাচি এ অন্তরে
রাখগো অধম দাসে নিত্য শুদ্ধ ক'রে ॥২॥

তমোগুণ-তমসার অবিদ্যা-বন্ধনে
ঘিরিয়া রাখিছে জীবে না পায় নিস্তার।
দেখাইছ জগতেরে ব্রজের কিরণ
সংসার-সমুদ্র হ'তে করিয়া উদ্ধার ॥৩॥

জীবের কল্যাণ-চিন্তা ব্রতই তোমার
অসীম শকতি নাহি তুলনা তাহার।
শিক্ষা দীক্ষায় দীনার্তে করিয়া করুণা
অমৃত-ধারায় তৃপ্ত করিছ সবার ॥৪॥

শিক্ষা দিলে ভক্তিধর্ম্ম দ্বারে দ্বারে যেচে
সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রবাণী কে পাইবে অন্ত।
তোমাসম দয়াধার আর কোথা পাব
নাহি দেখি এ জগতে এমন বদান্য ॥৫॥

গৌর-মনোভীষ্ট সেবা চিন্তা অবিরত
গৌরসেবারত কায় সদা অনুগত।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গৌর সেবা তুমি শিক্ষা দিলে
গৌর-কৃষ্ণ সেবাব্রত সর্ব্বত্র স্থাপিলে ॥৬॥

শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী কথামৃত
শ্রদ্ধায় শুনিলে নাশে হৃদয়ের ব্যথা।
হৃৎকর্ণ রসায়ন হরি গুণ গান
এমন দুর্লভ ধন আর পাব কোথা ॥৭॥

সেবাসৌধ গড়িতেছ সর্ব্বত্র ভারতে
তোমার উদ্দেশ্য কৃষ্ণনাম প্রচারণ।
প্রচুর করুণা তব জীব নিস্তারিতে
করিবে এই অবদান অশেষ কল্যাণ ॥৮॥

জানাইছ সবাকারে দিতেছ চেতনা
ধাম পরিক্রমা করি তীর্থের মহিমা।
সঁপিয়া আপনে শুদ্ধ ভক্তগণ মাঝে
দেখাইছ ভক্তিরস নাহি যার সীমা ॥৯॥

জগৎ তারিতে তোমার হেথা আগমন
নিযুক্ত করিছ সবে আত্ম সাধনায়।
গৌর-কৃষ্ণ গানে আজ ভরিল ভুবন
করুণার সিন্ধু তুমি ওহে দয়াময় ! ॥১০॥

শক্তি নাই গাই তব মহিমা অপার
তুমি হও একমাত্র উপমা তোমার।
তথাপি সদাই জাগে মনে অভিলাষ
কীর্ত্তন করিতে তব বৈভব-বিলাস ॥১১॥

আসক্তি অজর-পাশ কহে বিজ্ঞগণ
নাহি পারে জীব যাহা করিতে ছেদন।
কিন্তু এ আসক্তি যদি সতে যুক্ত হয়
সাধুসঙ্গে জীব তরে সদা মুক্ত রয় ॥১২॥

ইহাই ভরসা মোর আজি এ সুদিনে
অকিঞ্চনা-ভক্তি মাগি তোমার চরণে।
তোমার চরণ তলে দিয়ে মোরে স্থান
কৃপাবিন্দু কণা ওগো কর মোরে দান ॥১৩॥

শীঘ্র দূর করি মোর প্রপঞ্চ পিপাসা
ভৃত্যে দান কর ওগো রাধামাধবাশা।
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে মোর ইহাই ভরসা
সদা চিত্তে আনে এই তত্ত্ব বিজিজ্ঞাসা ॥ ১৪॥

সাধুসঙ্গে হয় যদি নির্ব্বিঘ্ন জীবন
তবে আশা পাইবারে শ্রীহরিচরণ।
এ-দেহ ধারণ মোর হইল বিফল
তব কৃপাবলে যদি না হই সবল ॥১৫॥

সারহীন এ সংসারে মজি' অর্ব্বাচীন
কত ক্লেশ পাইতেছি অযোগ্য বর্ণন।
নিত্যকাল সেবাব্রত করিয়া পালন
ধন্য হ'তে চাই প্রভো ! বলি তব জন ॥১৬॥

পাইবে বিমল শান্তি শীতল ছায়ায়
ওহে ভ্রাতঃ ওহে আর্ত্ত এসহে এখানে।
না থাকিবে কিছু বাকী তাঁহার কৃপায়
মঠে পীঠে গৃহে বনে যে আছ যেখানে ॥১৭॥

সঁপে দাও তাঁর পদতলে আপনারে
খুলে দাও তাঁর কাছে হৃদয় দুয়ার।
কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে
ভক্তি অনুকূল যাহা করহ স্বীকার ॥১৮॥

একান্ত সরল ভাবে ভজ গৌরজন
তবেত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।
কৃষ্ণ-নামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন
অচিরে পাইবে গৌর-কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥১৯॥

আমি অধম-জন না জানি সেবার্চ্চন
কেমনে করিব পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন।
ভক্তিহীন হৃদে করি' ভকতি সিঞ্চন
কৃপা করি ধর শিরে তব শ্রীচরণ ॥২০॥

আজি শুভদিনে বড় আশা মনে বন্দিগো চরণদ্বয়।
কৃপা বিতরিয়া লহ পদতলে করিয়া জীবন কল্যাণ-ময় ॥

গোপালপুর, দমদম (২৪ পরগণা)
উত্থান একাদশী, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ

দাসানুদাসাভাস
শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের
ত্রিষষ্ঠিতম শুভাবির্ভাব বাসরে তদীয় শ্রীচরণসরোজে

প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি

আজি শুভদিন দামোদর মাসে উত্থান-একাদশী।
যেদিন প্রকট হইল ধরায় আমাদের গুরু আসি॥
যাঁর আবির্ভাবে পতিত জনের মানস-গগনমাঝে।
অজ্ঞান তম অপসৃত করি জ্ঞান প্রভাকর রাজে॥
দশদিক আজি হ'ল মুখরিত আনন্দ কলতানে।
ভকতসমূহ মাতিয়া উঠিল গুরুদেব জয়গানে॥
তাহারা সকলে পুলকিত চিতে সাজায় অর্ঘ্যথালি।
পূজিবার তরে শ্রীগুরুচরণ ভকতি-অশ্রু ঢালি॥

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব !

এই শুভদিনে তোমার চরণে অর্ঘ্য করিব দান।
ভকতি-অশ্রু-সলিল-ধারায় করিয়া পুণ্যস্নান॥
যদিও আমার নাহি সম্পদ যদিও অতীব দীন।
তোমার করুণা লভিয়া জীবনে না মানি নিজেরে হীন॥
করুণা তোমার পরাণে আমার দিয়াছে অমিত বল।
যাহাতে যুঝিয়া সংসার-সাথে পাইনু বিশেষ ফল॥
ভকতগণের সহিত আমার হৃদয় উঠেছে মাতি।
প্রণতিকুসুম-অঞ্জলি দানে দাও তুমি অনুমতি॥

করম সাধনে একদা আমার আছিল প্রবলামতি।
ভেবেছিনু মনে হইবে তাহায় জীবনের সদ্‌গতি॥
সে কারণে নানা-দেবতা পূজনে যতন করিনু কত।
শকতি, অর্থ করিলাম ক্ষয় উৎসাহে নানামত॥
সুখলাভ তাহে না হইল যত, ততোধিক হ'ল ক্লেশ।
কামনা পূরণে ব্যগ্র হইনু তাহার নাহিত শেষ॥
মন হইল না শান্ত আমার সদাই বিষাদময়।
এসব সহনে শকতি না হ'ল জীবনে আসিল ভয়॥

ক্রমে তব মুখনিসৃত হরিকথা গেল মোর কাণে।
হৃদয়তন্ত্রী ধ্বনিত হইল সুধা হরি-গুণ-গানে॥
যত শুনি হরিকথা তব মুখে তত মনে উল্লাস।
ক্রমে তব পদ আশ্রয় তরে করিনু মনেতে আশ॥
প্রার্থনা মোর শুনিয়া চরণে কৃপা করি দিলে স্থান।
তব আবির্ভাব দিবসে আজিকে স্মরি তব মহাদান॥
তুমি কৃপা করি না দিলে শকতি কি হইত মোর গতি।
কেমনে হইত সাধুর সঙ্গ, শ্রীহরিভজনে মতি॥

যে শকতি আমি হৃদয়ে লভিনু তোমার করুণা বলে।
মনে হয় তাহা হইতেছে ক্ষীণ কোন অপরাধ ফলে॥
দেখিতেছি ক্রমে সংসার মোরে ধরিয়া রাখিতে চায়।
কোনমতে আমি ছাড়িতে পারি না এ-কি মোহ হ'ল হায়॥
স্মরণ করায়ে দিয়াছ আমার মনের দুর্বলতা।
দেখিতেছি মম মন হ'তে নাহি ছাড়ে স্নেহ-মমতা॥
করম আমার এমনি মন্দ যাহে তব উপদেশ।
পালন করিয়া না করিনু কাজ যাহে বাসনার শেষ॥

তাই আজি তব প্রকট-বাসরে করি এই নিবেদন।
শ্রীহরি-ভকতি মানসে আমার রহে যেন অনুক্ষণ॥
যে শকতি তুমি আমার হৃদয়ে করেছিলে সঞ্চার।
তার বলে জয় করিবারে পারি যেন এই সংসার॥
তুমি লুণ্ঠিত ভকতি পূরিত প্রণতি জ্ঞাপন করি।
ভগবানে ডাকি নিশিদিন ধরি তোমার করুণা স্মরি॥

মারিসদা, মেদিনীপুর
২৫ দামোদর, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ
উত্থান-একাদশী

কৃপালেশপ্রার্থিদাসানুদাস
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—পরস্পরের মধ্যে বিরোধ হয় কেন ?

উত্তর—সকলের একই উদ্দেশ্য ও একই সেবা-স্বার্থ থাকিলে কোন-প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা হয় না। সেখানে আপাত বিরোধও প্রেমপর সেবার উৎকর্ষ সাধনেই পর্য্যবসিত হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সেবা কি আজীবন করণীয় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। ভগবান্ ও ভক্তির অনুষ্ঠানকে খর্ব্ব করিতে হইবে না।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অর্থের সদ্ব্যবহার কিসে হয় ?

উত্তর—আমরা সৎকর্ম্মী বা কুকর্ম্মী নহি, আমরা অকৈতব হরিভক্তের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত।

গ্রন্থ-প্রকাশে, হরিকথা-প্রচারে ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অর্থের নিয়োগই অর্থের সদ্ব্যবহার। ইহা অক্ষয় ফলপ্রদ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অসুবিধাটাও কি ভগবানের দয়া ?

উত্তর—শরীরের অধিক সৌখ্য বৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি কমিয়া যায় ; তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকল-প্রকার সুবিধার পথে কণ্টক আরোপিত হয়। শ্রীগুরু-কৃষ্ণের দয়া হইলেই চিত্ত স্থির হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—পরনিন্দা কি গর্হণীয় ?

উত্তর—পরের স্বভাব বা কর্ম্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিতে নাই—ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেও বলিয়াছেন—'পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে'। পরনিন্দকের গতি নরকপ্রাপক। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন। শ্রীগুরুদেবের শাসন ও সমালোচনা লোকের মঙ্গলের জন্য। আমাদের ঐরূপ হাঙ্গামার কার্য্যে না যাওয়াই ভাল।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সংসারে কি সুখ আছে ?

উত্তর—সংসারে প্রকৃত সুখ নাই। সংসার নানা প্রকার অঘটন ঘটাইয়া বহু অশান্তি উদয় করায়। তাহাতে ভাল মন্দ ও আংশিক পবিত্রতা থাকিলেও অনেক সময় নানা প্রকার অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এইজন্য 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের প্রাকট্য। শ্রীগোলোক ধামে এরূপ যথেচ্ছাচারিতা নাই। স্থানবিশেষে বা কালবিশেষে যে সকল অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা সহ্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভজনের সহায় কি কি ?

উত্তর—ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ঠাকুরের বিষয়-রক্ষণও কি সেবা ?

উত্তর—আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন —ভগবান্ ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন প্রতিকূল নহে, বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। প্রাকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়েরই কৃষ্ণভজন আবশ্যক।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বৈষ্ণবের কৃত্য কি ?

উত্তর—বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, গৃহস্থের সঞ্চয় এবং বিরক্তের ভিক্ষাদ্বারা স্বকার্য্যসম্পাদন পূর্ব্বক উভয়েরই ভগবদ্ভজন বা কৃষ্ণানুশীলন আবশ্যক। উভয় জীবনেই গ্রাসাচ্ছাদন ভগবদনুগ্রহ-সাপেক্ষ। এজন্য ভগবন্নির্ভরতা সকলেরই অবশ্য কৃত্য।

শরীর-সংরক্ষণের জন্য যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয়; কিন্তু কোন অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর-রক্ষণকার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে শরীর ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—ইহা জানিলে সকল মঙ্গলার্থীরই গুরু-বৈষ্ণবসেবা, জীবে-দয়া ও কৃষ্ণ-নাম-ভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—হরিনাম ও হরি ত' একই বস্তু ?

উত্তর—শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটী বস্তু নহেন, একটী মাত্র বস্তু। শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন। শ্রীনাম-প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রস্ফুটিত হইয়া জীবকে বহির্জগতের অনুভূতি হইতে পৃথগ্‌ভাবে স্থাপন করেন। সে সময় জড়বদ্ধ জীবের অন্য চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন। অষ্টকাল লীলা-স্মরণ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। কীর্ত্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেইকালেই অষ্ট-কাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। কৃত্রিম বিচারে অষ্টকাল লীলাস্মরণ করিতে নাই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তমাত্রেই কি পূজনীয় ? ভক্তের রক্ষক কে ?

উত্তর—কাঙ্গাল ভক্তগণের প্রতি কোন ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহদেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

সামাজিক উচ্চাবচ জাতি সমূহের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পারমার্থিক সম্মান ও পূজার পাত্র। বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি অপরাধ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বৈকুণ্ঠ ও এ জগতের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর—চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল বিশ্বসদৃশ, অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব। প্রভেদ এই যে, চিন্ময় রাজ্যে যে সব ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ-পিণ্ডের বাধা নাই, চিন্ময় সদ্‌গুণসমূহ এই অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিৎজগৎ চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলিত ছায়ামাত্র। অচিজ্জগতে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দবোধ ও নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ছায়ার ন্যায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময় জগৎ নিত্য, অচিদ্‌বর্জ্জিত, সর্ব্বশুভ ও সুখময় বিচিত্রতা পূর্ণ, সর্ব্বসদ্‌গুণ-মণ্ডিত ও অনুক্ষণ নিত্য আনন্দ-প্রদ। আর অচিজ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনে ব্যাঘাত করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—নাস্তিকের পরিণাম কি ?

উত্তর—শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্যই সকল বিধান করিয়া থাকেন, ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ফলে নাস্তিকের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি ?

উত্তর—কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম কাম। পূর্ণ-বস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুই প্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণপ্রেমা, আর প্রতিকূল সেবা-চেষ্টায় সেবাবিরোধী নিজেন্দ্রিয় তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বদা ষড়্‌বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। ইহজগতে কৃষ্ণ-সেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধী কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-কারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার

অভাবেই আমাদের প্রাকৃত কামপ্রবৃত্তি। কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্ত্তমান কালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বের ইন্দ্রিয়-তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণই ব্যাধি-বিমুক্ত নিজত্বের (আত্মার) একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণ-প্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সংশয়াত্মার কি মঙ্গল হয়?

উত্তর—না। সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সাধু-গুরুর নিকট অভিগমন করার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-আদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করা উচিত নয়। আমাদের নিকট Return journey-র Ticket holder এর কোন দ্রব্য নাই। কেন না কৃষ্ণেতর পদার্থ মাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি। তদ্বিপরীত বিচার-পরায়ণ জনগণেরই দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি কৃষ্ণই?

উত্তর—শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া দ্বাদশ রসের মূর্ত্তি তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে—শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগবিচারময়, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ বিচারযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ—সেব্যমূর্ত্তি, আর শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব—সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয় জাতীয় শক্তি। যে কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাঁহার Transcendental Entity আলোচনা করি সেই কালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Pridominated Transcendental Entity রূপে ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তসেবা ও ভগবৎসেবা কি স্বহস্তে করণীয়?

উত্তর—পরদ্বারা অর্চ্চন ও রন্ধন শোভনীয় নহে। তবে বিপাকে পড়িলে আতুরাবস্থায় কোন দিন উহা স্বীকার করা যায়। আমরা আলস্যবশতঃ যদি কৃষ্ণকে না খাওয়াই এবং নিজেরা খাইয়া থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভগবানের প্রতি আদর কমিয়া যাইবেই। মঠের সেবকের চিন্তাস্রোতের বিপর্য্যয় সাধন করা উচিত নহে। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধ্যতি'—বিচার অসমর্থ পক্ষে আমরা গ্রহণ করি, সমর্থ পক্ষে উহা গ্রহণ করা আলস্যেরই পরিচায়ক। উহা বোধ করি তাঁহার সেবা-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হউক। নতুবা ব্যবহারিক জীবন Godless বিচারপূর্ণ হইয়া যাইবে। God-loving হইলেই কৃষ্ণের জন্য রসুই করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিতে মন যায়, নতুবা নহে। কোন দিন ভক্তসেবায় বিমুখ হইতে হইবে না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষকে কি প্রসাদ দেওয়াই উচিত?

উত্তর—শ্রাদ্ধবাসরে মহাপ্রসাদ পরলোকগত হরিনাম-পরায়ণ জনগণকে দেওয়া যায়। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য পিণ্ড দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কর্ম্মপদ্ধতি ফল-ভোগের আবাহন করে। যাঁহারা হরিনাম করেন, তাঁহাদের কর্ম্মফল ভোগের বিচার নাই। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের কৃত্য এই যে, শ্রাদ্ধ-বাসরে ভগবানের ভোগ দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রসাদ দ্বারা পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধানের সাহায্য করা। ভগবদ্ভক্তগণকে প্রসাদ দ্বারা তৃপ্তি বিধান ও হরিনাম-যজ্ঞের আবাহন করা কর্ত্তব্য। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মায়াতীত কৃষ্ণের সঙ্গে মায়াবদ্ধ আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন কি করিয়া সম্ভব?

উত্তর—কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব মনে হইলেও করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন। সূর্য্য অতি বৃহৎ হইলেও তাঁহার বৃহত্ত্ব আমাদের নিকট সমতা ও ক্ষুদ্রত্বে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীনতায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ ভূতাকাশ নামক একটী পদার্থের দ্বারা সম্ভব হইতেছে। সেইরূপ ভগবৎ-প্রীতি বা জীবের ভক্তিরূপ

চিদাকাশ কৃষ্ণসান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের সুযোগ দিতেছে।

সূর্য্য বৃহৎ ও সুদূরবর্ত্তী হইলেও সূর্য্যের কৃপালোকের সাহায্যেই সূর্য্যদর্শন যেমন সম্ভব হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালোকেই—কৃষ্ণ-কৃপার মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের সাহায্যে বা আশ্রয়েই আমরা কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ পাই। ভগবৎ-কৃপায় সবই সম্ভব হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীনাম-ভজনের কি ফল?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ-কালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফল ভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ মুক্তি পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে। শ্রীনাম প্রভাবে জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহেন, স্বয়ং-রূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের অন্য কোন উপায় নাই— শ্রীনাম-ভজন ব্যতীত। শ্রীকৃষ্ণনামানন্দই আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণভোগ্য আমি, আমার নিত্যরূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্যরূপে মুগ্ধ হই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীচণ্ডীদাস কি শুদ্ধভক্ত?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীচণ্ডীদাস শুদ্ধভক্ত বলিয়াই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার গীত শ্রবণ করিতেন। সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitor এর চিত্তবৃত্তি। Servitor আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগ জানেন। চণ্ডীদাস ও রামীর মধ্যে কদর্য্য ব্যাপার কিছু নাই। শ্রীচণ্ডীদাস প্রেমিক ভক্ত। স্বসুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্র তাঁহাতে নাই। জড়ভোগবাদিগণ তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়া নরকগামী হইতেছে। আধ্যক্ষিক বা Sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধ চণ্ডীদাস নহে। অধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।

অপ্রাকৃত দেহে মধুর রসের সেবক জড়ভোগী পুরুষাকৃতি নহে। প্রাকৃত স্ত্রীদেহ ও অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ আছে—উহাই শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাসের মত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভু অভিমান বা প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্য সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্য জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিদ্‌বোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছ্‌মীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপন পূর্ব্বক নিজেদের বিকৃত ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—নিজের চিকিৎসা নিজে করা কি উচিত?

উত্তর—সংসারী লোকের এত কষ্ট দেখিয়াও যাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের সুখৈষণা অতি প্রবল না হইলে ঐরূপ বিপন্ন হইবার ইচ্ছা হয় না।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে। নিজের চিকিৎসা নিজে না করিয়া সদ্‌বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণেই মঙ্গল হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সেবা কি অবশ্য করণীয়?

উত্তর—আমাদের কর্ত্তব্য গুরু-কৃষ্ণ-সেবা আমরা করিয়া যাইব। এখন কৃষ্ণের যা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কৃষ্ণ যাঁহাকে যখন যেরূপ মতি দেন, আমাদের তাহাই স্বীকার্য্য। লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবী দেবী শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করেন না। (প্রভুপাদ)

গণেশ গজানন ও একদন্ত কেন ?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে গণেশখণ্ডে শ্রীপার্ব্বতীনন্দন গণেশের গজানন ও একদন্ত হইবার কথা এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—

"প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতী পতিনিন্দা শ্রবণে যোগবলে দেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়-দুহিতা মা মেনকা-নন্দিনী রূপে জন্ম গ্রহণ করিলে যথা সময়ে শ্রীমহাদেব তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়, পার্ব্বতী সন্তানের মুখ দেখিতে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। একদা পতিদেবতার নিকট বসিয়া অনেক ক্রন্দন করিলে শ্রীমহাদেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্ব্বতী দেবীকে পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু, দেবীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্র-বর দিলেন। যথাকালে পার্ব্বতীর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। শ্রীশিব-পার্ব্বতীর আনন্দের আর সীমা নাই। বহু দান ধ্যান আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল। দেবতারা সকলেই নবজাত বালককে দর্শনার্থ কৈলাসে আসিলেন। গ্রহরাজ শনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শনি তাঁহার স্ত্রীর অভিশাপ ফলে যাহার দিকে নজর দিতেন তাহাই ভস্মীভূত হইয়া যাইত। এজন্য শনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পার্ব্বতীনন্দনকে দর্শন করিতে চাহিলেন না। পরিশেষে শিবের বিশেষ অনুরোধে তিনি অন্তঃপুরে গিয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান থাকিলে পার্ব্বতী তাঁহাকে তাঁহার সন্তানকে দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শনি তাঁহার স্ত্রীর অভিশাপের বার্ত্তা আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও পার্ব্বতী তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার পুত্রবদন দর্শনার্থ গ্রহরাজকে বিশেষ অনুরোধ করিতে শনি অগত্যা বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই বালকের মস্তকটি উড়িয়া গেল। তখন দেবী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শীঘ্রই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। বিষ্ণু আসিবার সময় উত্তর-শিয়রে শায়িত এক মহাকায় হস্তীর মস্তক লইয়া সেই ছিন্ন মস্তক বালকের স্কন্দে লাগাইয়া দিলেন। বালক তদবধি 'গজানন' হইলেন। পাছে তাঁহাকে গজমুখ বলিয়া কেহ অনাদর না করে, এজন্য দেবতাবৃন্দ সকলে মিলিয়া বিধান দিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে গজাননের পূজা না করিলে তাঁহাদের পূজা সিদ্ধ হইবে না। তদবধি সকল দেব-দেবীর পূজার অগ্রে গণেশের পূজা প্রচলিত হয়। এজন্য শ্রীগজানন গণপতি, গণাধিরাজ, গণেশ ইত্যাদি নামে অভিহিত।"

স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডের গজানন সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাটি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"সিন্দূর নামক এক দৈত্য পার্ব্বতীর গর্ভে অষ্টম মাস-কালে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ শিশুর মস্তক কাটিয়া ফেলে। তাহাতে বালকের জীবনের কোন হানি হয় নাই। যথাকালে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে শ্রীদেবর্ষি নারদ বালককেই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বালক শ্রীনারদকে সকল ঘটনা বলিলে শ্রীনারদ বালককে মস্তক-যুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ জানান। বালক নিজপ্রভাবেই গজাসুরের মাথা কাটিয়া সেই মস্তক নিজ স্কন্ধে যোজনা করিতেই তাঁহার নাম তদবধি 'গজানন' রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। **ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিতে গজাননের জন্ম হয়।**

গজাসুর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বকালে মহেশ নামক একজন সচ্চরিত্র ও নানা-সদ্‌গুণোপেত বিদ্বান্ ন্যায়বান্ নরপতি ছিলেন, তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট-আদর করিতেন। তাঁহাদের সেবায় তাঁহার খুবই প্রীতি ছিল। একদা বন্ধু-বান্ধবসহ ভ্রমণকালে দৈবক্রমে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তিনি দেবর্ষির প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করিলেন না।

শ্রীনারদ তাহাতে রুষ্ট হইয়া মহেশ নরপতিকে শাপ দিলেন— "মূঢ়, তুই অচিরেই গজযোনি প্রাপ্ত হইবি।" নারদের অমোঘ-বাক্যক্রমে ঐ নরপতি গজযোনি প্রাপ্ত হইয়া গজাসুর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দেবগণকে তাহা হইতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। শিব ইহার চর্ম্ম নিজে পরিধান করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। স্কন্দ-পুরাণমতে এই গজাসুরের মস্তক ধারণ করিয়াই গজানন হইয়াছেন।

একদন্ত হইবার কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের গণেশখণ্ডে লিখিত আছে—

একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-নিধনকারী মহা পরাক্রমশালী পরশুরাম ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়া শ্রীহরপার্ব্বতী দর্শনার্থ কৈলাসে উপস্থিত হন। তৎকালে শিব-পার্ব্বতী বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিশ্রাম-সুখ বাধাপ্রাপ্ত না হয়, এজন্য গজানন দ্বারে প্রহরী ছিলেন। পরশুরাম দ্বারে আসিয়া শিবপার্ব্বতী সহ সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে দ্বাররক্ষক গজানন তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পরশুরাম গণেশের প্রবোধ না মানিয়া অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। গণেশ দ্বার ছাড়িলেন না বলিয়া ক্রোধে গণেশকে অবহেলা করিয়া গমনোদ্যত হইলে গণেশ তাঁহার হস্ত প্রসারিত করিয়া পরশুরামকে ধরিলেন এবং একে একে তাঁহাকে সমগ্র ত্রিভুবন ঘুরাইয়া শেষে ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে পরশুরাম লজ্জিত ও নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া গণেশকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত পরশু নিক্ষেপ করিলেন। অবশ্য তাঁহার অমোঘ-অস্ত্র পরশু (কুঠার) গণেশকে বিনাশ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু গণেশের একটি দন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল, তদবধি গণেশ 'একদন্ত' হইলেন। এইজন্য তাঁহার প্রণামমন্ত্রেও আছে —

"একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥"

শ্রীগণেশ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের লেখক ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, —শ্রীসত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক মহাভারত যোগবলে মনে মনে রচনা করিয়া লেখক অভাবে তাহা প্রকাশ করিতে না পারায় বড়ই চিন্তিত ও বিষাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদা তৎসমীপে আগত হিরণ্য-গর্ভকে তিনি তাঁহার মনোদুঃখ জানাইলে হিরণ্যগর্ভ গণেশকে লেখকরূপে বরণ করিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে শ্রীব্যাস গণেশ-সমীপে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে গণেশ তাহা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটি সর্ত্ত জানাইলেন যে, যদি শ্রীব্যাসদেবের বলিতে বিলম্ব হয় এবং তজ্জন্য গণেশের লেখনীর বিশ্রান্তি ঘটে, তবে আর তিনি লিখিতে পারিবেন না। ইহাতে শ্রীব্যাসও বলিলেন, তিনি যাহা বলিয়া যাইবেন, তাহা যেন গণেশ অর্থবোধ-সহকারে লেখেন। যাহা হউক পরস্পরের সম্মতিতে কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। শ্রীব্যাস মহাভারত বলিতে লাগিলেন আর গণেশ লিখিতে লাগিলেন। ব্যাস মধ্যে মধ্যে এক একটি গূঢ়ার্থ-পরিপূর্ণ শ্লোক বলেন, গণেশের তাহার অর্থবোধে একটু বিলম্ব হয়, এই অবসরে ব্যাস আরও শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এজন্য গণেশের লেখনীকে আর বিশ্রাম লাভ করিতে হয় নাই। ঐ সকল গূঢ়ার্থ-বোধক শ্লোককে **'ব্যাসকূট'** বলে।

পঞ্চোপাসকগণ সূর্য্য, শক্তি, গণেশ, রুদ্র ও বিষ্ণু পঞ্চ-তত্ত্বের প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করিলেও বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-পঞ্চরাত্র-ইতিহাসাদি সর্ব্বশাস্ত্রই শ্রীবিষ্ণুর পরতত্ত্ব ও অন্যান্য সকলকে তদধীন তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে স্বয়ং ব্রহ্মার স্তবে উক্ত হইয়াছে—

"যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীগণাধিরাজ—গণপতি বা গণেশ তাঁহার প্রণাম সময়ে যে বিঘ্নবিনাশন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মযুগল

তাঁহার মস্তকস্থিত কুম্ভযুগলে ধারণ করিয়া তৎসমীপে ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই শ্রীনৃসিংহদেবেরও অংশী আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজনা করি।

সুতরাং গণাধিদেবতারও আরাধ্য-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। 'গণপতিতত্ত্ব' গ্রন্থের মতানুসারে গণেশকেই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা পরমাত্মা বলিলে শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', উপনিষৎ সমূহের 'একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ', 'একোঽহং বহু স্যাম্', 'একো বশী ঈড্যঃ' ইত্যাদি এবং শ্রীগীতার 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ', 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং', 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ', 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু', 'মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে!

গণেশ—চতুর্হস্ত, ত্রিনেত্র ও মূষিকবাহন। তাঁহার বীজ গৌঁ। পৌরাণিক মন্ত্র— ওঁ নমো গণেশায়।

প্রণামমন্ত্র —

দেবেন্দ্র মৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নান্ হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ॥

পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে বক্রতুণ্ড ও ঢুণ্ঢিরাজ—এই দুই গণেশের উপাসনাই অধিক প্রচলিত। তিনি সিদ্ধিদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণভক্তগণ তাঁহাকে কার্য্য-বুদ্ধিতে তাঁহার নিকট ভক্তি-সম্পৎসিদ্ধিই কামনা করিয়া থাকেন।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব

দ্বাপরযুগে একদা শ্রীব্রজধামে শ্রীনন্দ মহারাজ ও গোপগণ ইন্দ্রযাগের বিপুল আয়োজন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কর্ম্মাধীন দেবতান্তরের পূজার অনাবশ্যকতার কথা বুঝাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করতঃ ইন্দ্র-যাগার্থ সংগৃহীত দ্রব্য সামগ্রী গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন, ব্রাহ্মণ ও গাভীগণের পূজায় নিয়োগ করাইয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই এক মূর্ত্তিতে অভিনব গোবর্দ্ধনরূপ ধারণ করিয়া 'আমিই শৈল', 'আমিই শৈল' ইত্যাদি বাক্য বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন নিবেদিত নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ-পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং নিজেই অন্যরূপে ভক্ত-মূর্ত্তিতে ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া গিরিরাজকে (নিজেই নিজকে) প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া তৎপ্রণাম ও পরিক্রমা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেজন্য গোবর্দ্ধনকে হরিদাসবর্য্যও বলা হয়। অতএব শ্রীগিরিরাজের পূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের সম্যক্ অর্চ্চন।

কলিযুগে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গিরিরাজের পাদদেশে গোবিন্দকুণ্ডের তটে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র—অনিরুদ্ধের পুত্র—বজ্রের স্থাপিত গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালদেবের সেবা প্রকট করিয়া দ্বাপরে গিরিরাজের যেরূপ ভোগ হইয়াছিল তদ্রূপ পর্ব্বত-প্রমাণ করিয়া অন্নাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তদবধি উহা শ্রীঅন্নকূট উৎসব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সেবিত উক্ত শ্রীগোপালদেব বর্ত্তমানে শ্রীনাথদ্বারে সেবিত হইতেছেন।

নন্দগ্রামে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকারী প্রায় দুইশত ভক্ত সমভিব্যাহারে পদব্রজে সংকীর্ত্তনমুখে দ্বাদশ-বন ভ্রমণ করিতে করিতে ২৬ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর শ্রীনন্দগ্রামে উপনীত হন। তথায় তৎপরদিবস তাঁহার সেবানিয়ামকত্বে বিবিধ উপচারে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীগিরিরাজের পূজা ও শ্রীঅন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতায়—কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কএক শত প্রকার বিচিত্র অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পূর্ণ শ্রীগিরিরাজের অপূর্ব্ব ভোগ দর্শনে প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয়। সহস্রাধিক দর্শনার্থীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। মধ্যাহ্নে ভোগরাগের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্দ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা প্রসঙ্গ পাঠ এবং রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ 'গোবর্দ্ধনতত্ত্ব ও মহিমা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইচরণদাস বনচারী, শ্রীগৌরহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয়দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরণজিৎ দাসের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী নির্ব্বিঘ্নে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে — হায়দ্রাবাদস্থিত (অন্ধ্রপ্রদেশ) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা এবং অন্নকূট উৎসব উপলক্ষে বিরাট আয়োজন হয়। বহু শত দর্শনার্থী নরনারী মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসবটী সুচারুরূপে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে মঠরক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দানন্দ বনচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা, শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীজগা রেড্ডী, শ্রীজগন্নাথ রাও প্রভৃতি মঠবাসী এবং গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জন-গণের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মূল মঠ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঈশোদ্যানে ও অন্যান্য সমস্ত শাখামঠ সমূহেও শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা এবং শ্রীঅন্নকূট উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীকার্ত্তিক ব্রত উপলক্ষে মাসব্যাপী নগরসংকীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে বিগত ৮ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর বুধবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'র পূর্ব্ব সংখ্যায় (৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ২১১ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত নিয়মসেবার বিধি অনুসারে শ্রীকার্ত্তিক ব্রত, শ্রীদামোদর-ব্রত, শ্রীঊর্জ্জব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা যথারীতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে উল্লিখিত ৬৪ প্রকার প্রধান ভক্ত্যঙ্গ সাধনের মধ্যে কার্ত্তিকাদি-ব্রত পালন শুদ্ধভক্তি সাধকের করণীয়রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীহরিপ্রিয় কার্ত্তিক বা দামোদর-মাসে শ্রীহরিসেবার প্রচুর মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। চাতুর্মাস্যব্রত পালনে অসমর্থ হইলেও শ্রীহরিভজনেচ্ছু, নিঃশ্রেয়সার্থিগণের কি গৃহস্থ কি ত্যাগী প্রত্যেকের পক্ষেই কার্ত্তিক বা দামোদর ব্রত অবশ্য পালনীয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা—দক্ষিণ কলিকাতা, কৃষ্ণনগর (নদীয়া), যশড়া (চাকদহ, নদীয়া), হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ) স্থিত মঠসমূহে তথাকার মঠসেবকগণের উদ্যোগে প্রত্যহ প্রাতে তত্তৎস্থানের বিভিন্ন মহল্লায় মাসব্যাপী নগরসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানে স্থানীয় বহু পুরুষ ও মহিলা গৃহস্থ-ভক্তগণও প্রত্যহ নগরসংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। কলিকলুষ বিনাশে অব্যর্থ মহৌষধ শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনে এইরূপ নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে উৎসাহ ও রুচি ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ইহাপেক্ষা উল্লাসের বিষয় আর কি হইতে পারে। জপ অপেক্ষা কীর্ত্তন, কীর্ত্তন অপেক্ষা আবার উচ্চ কীর্ত্তনের মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কারণ উচ্চ কীর্ত্তনের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা এবং অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণের কর্ণেও শ্রীভগবন্নাম প্রবেশ করিয়া তাহাদেরও বাস্তব মঙ্গল বিধান করে, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ সাধিত হয়।

সম্পাদকীয়

জগতে দুই প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি দৃষ্ট হয়—একটী লাক্ষণিক (Symptomatic treatment) অপরটী নিদানভূত চিকিৎসা (Pathological treatment)। লাক্ষণিক চিকিৎসায় রোগের কারণ নিরূপিত না হওয়ায় বা তদ্দূরীকরণের প্রচেষ্টা না থাকায় পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন লক্ষণ প্রকটিত হইয়া উহাকে আরও জটিল করিয়া তোলে। কিন্তু নিদানভূত চিকিৎসায় রোগের মূল কারণ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায় ব্যাধি সম্যক্ প্রকারে নিরাময় হয়, জটিলরূপ ধারণ করে না। অধুনা দেশের ও বিশ্বের সর্ব্বত্র তথাকথিত মনীষীগণ অশান্তি দূরীভূত করিবার যে সকল লাক্ষণিক চিকিৎসায় ব্যাপৃত আছেন তাহাতে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব করিয়া অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতীয় তত্ত্ববিদ্ আর্য্য ঋষিগণ যে নিদানভূত চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তৎপ্রতি দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট স্থূলধী অথচ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের চরম ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইতেছে। অতীব পরিতাপের বিষয় এই ভারতীয় মনীষী বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণও বৈদেশিক সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যের মোহে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণেই উদ্গ্রীব হইয়া নিজ পূর্ব্ব মহাজনগণ প্রদর্শিত নিশ্চিত মঙ্গলের পন্থা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িতেছেন। ইহা কেবল ভারতবাসীর নয় সমগ্র বিশ্বের দুর্দ্দৈবের সূচনা করিতেছে।

মানুষের মধ্যে তিনটী দিক্ আছে—শারীরিক (physical), মানসিক (mental) ও আধ্যাত্মিক (spiritual)। কেবল শারীরিক উন্নতি কিংবা মানসিক চর্চ্চার দ্বারাই মানুষের সম্পূর্ণতা লাভ হয় না, আধ্যাত্মিক উন্নতির অত্যাবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ, উহা নিত্য ও অবিনাশী—ইহাই ভারতীয় শিক্ষা, ইহার সন্ধান অভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্গণ বিশেষ রাখেন না। আত্মার কারণ পরমাত্মার চিন্তন, মনন ইত্যাদির দ্বারা আত্মার বিকাশ হয়। আত্মার বিকাশ না হইলে বিবেকের স্ফূরণ হয় না, বিবেকের স্ফূরণ না হইলে মানুষ অবিবেচক হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় এবং তদ্দ্বারা স্ব-পর অহিত সাধন করে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও বলেন মানুষের মধ্যে দুইটী প্রবৃত্তি আছে—Animality (পশুপ্রবৃত্তি অর্থাৎ অন্যায় প্রবৃত্তি) ও Rationality (ন্যায় প্রবৃত্তি)। Rationality-র প্রাধান্য হইলেই মানুষ মানুষ থাকিতে পারে, পক্ষান্তরে Animality-র প্রাধান্য হইলে মানুষ পশুর স্তর হইতেও নীচে নামিয়া যায়। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান জগতে মানুষের পশুপ্রবৃত্তি নিত্য নূতন ভাবে ইন্ধন লাভ করিতেছে কিন্তু মানুষের সুবিচার শক্তির বা বিবেকের স্ফূরণের জন্য তদ্রূপ ইন্ধনের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে না। জানি না ইহার শেষ পরিণতি কি?

শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিভ্রমণ সূচী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের নিয়ামকত্বে পদব্রজে মাসব্যাপী চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার উদ্যাপিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত প্রায় দুই শত ভক্ত এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমানে শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন। আগামী ৫ই ডিসেম্বর তথা হইতে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি,এস-সি, বিদ্যারত্ন ও শ্রীবৃন্দাবন মঠের রক্ষক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন সহ তিনি হায়দরাবাদে (অন্ধ্র প্রদেশ) শুভযাত্রা করিবেন এবং তথায় পক্ষকাল থাকিয়া কলিকাতা শুভবিজয় করিবেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান্তে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

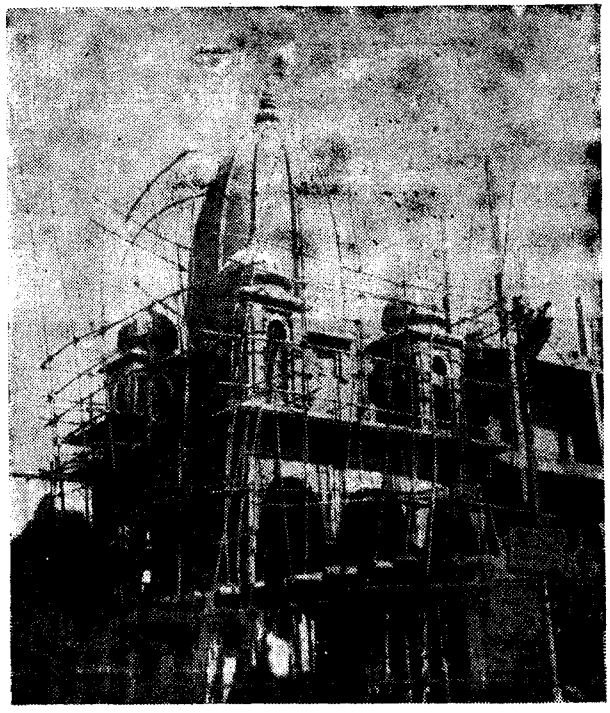

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৭৩

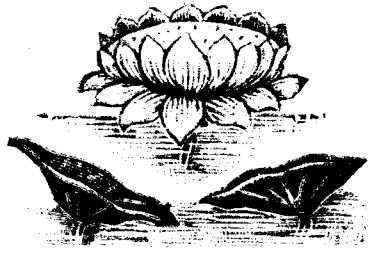

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭৩। ৪ নারায়ণ, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, শনিবার; ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৬। | ১১শ সংখ্যা

লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

প্রেয়ঃপন্থী ও শ্রেয়ঃপন্থীর বিচার-পার্থক্য

পথ দ্বিবিধ,—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃকথা অনেক-সময় প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত-হৃৎকর্ণরসায়ন না-ও হইতে পারে। কিন্তু প্রেয়ঃকথা সকল-সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর। শ্রোতা অধিকাংশস্থলেই মনে করেন,—'আমি যাহা ভাল-বাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্গত হউক; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন—'আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্যকথাই আমি শ্রবণ করিব।'

বহির্ম্মুখরুচির কৈঙ্কর্য্য শ্রেয়ঃপন্থীর কর্ত্তব্য নহে

মানুষের রুচি রকম রকম,— কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেণীর, কতকগুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা সন্দেহবাদী ইত্যাদি। আমরা যে রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্যকথা আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ, (revolutionary) অশ্রুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য-জনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিম্বা আপাত-রমণীয় প্রেয়ঃপথ গ্রহণই মানব-জীবনের কর্ত্তব্য, তাহা নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও 'শ্রৌতবাণীই' শ্রবণ করিব।

সদ্‌গুরুতে প্রপত্তিফলে শ্রেয়ঃপথ প্রাপ্তি

শ্রুতি বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলেন (১১।৩।২১),—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

সদ্‌গুরু কে?—তাঁহার হরিভজনের আদর্শ

বৈষ্ণবকেও "গুরু" করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও 'গুরু' বলা যায়। কিন্তু—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গৃহ্যেদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥"

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব,—যিনি শতকরা শতভাগই (100%) ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ (100%) হরিসেবায় রত হইব না।

শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

ভূতক গুরু নহে

অনাচারী বাক্যসার বক্তা (Platform speaker) অথবা পেশাদার পুরোহিত (Professional Priest) গুরু হইতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার ভাগবত-পাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত-পাঠকের কার্য্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্য্যের জন্য আবেদন-পত্র পেস করিব। মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। এই 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' একটি মহাপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনর মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত-পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ! ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন। বেতনভোগী বা চুক্তিকারক কখনই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারে না। পেশাদার গুরুক্রুবের নিকট হইতে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে দূরে রাখ। দেখিও, ভাগবত-ব্যাখ্যাতা তাঁহার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা নিষ্কপট ভাগবত-সেবায় নিয়োগ করেন, অথবা অন্য কার্য্য করেন। (A stipend holder or a contractor cannot explain Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not).

পরব্রহ্মে নিষ্ণাত পুরুষের অব্যর্থকালত্ব; কাহার সঙ্গ বাঞ্ছনীয়?

পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থীনামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।"

ভাগবত-ব্যাখ্যাতা ও প্রাকৃত শিক্ষকের পার্থক্য

পুরাণতীর্থ হইলেই যে তিনি ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্তরঞ্জক ভাগবত পাঠক হইয়াও তিনি 'ভাগবত' হইতে বহু দূর। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না।

সাধুগণের প্রসঙ্গই চিদিন্দ্রিয়-রসায়ন

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (৩।২৫।২৫),—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

"সতাং প্রসঙ্গাৎ"—কথাটী লক্ষ্য করিবেন। 'হৃৎকর্ণ-রসায়ন' বলিতে বহির্ম্মুখের ইন্দ্রিয়-তর্পণজনক নহে, পরন্তু সেবোন্মুখের চিদিন্দ্রিয়-রসায়ন বা সেবা-লৌল্যপর।

স্বাভাবিক ভাগবতবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাগবতাধ্যয়ন-লীলাদর্শ

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই পুরীধামে গোপীনাথ মিশ্র নামে এক উৎকল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত-পাঠের পাঠী লইয়া অনেক স্বাভাবিক ভাগবত, ভাগবত অধ্যয়নপূর্ব্বক বিদ্ধভক্তি-স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। তিনিই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের সন্নিকটে অক্রমণ্ডপের তলদেশে শুদ্ধ-ভাগবতালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ত্তমান জগৎ তাঁহার আনুগত্যেই ভাগবত পাঠে পরিবর্ত্তন করিয়াছে। চঙ্গকুল বা কপট-সমাজ স্ব-স্ব অসদভিপ্রায় লইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন না। (ক্রমশঃ

তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২৩ পৃষ্ঠার পর)

সাধু-শিষ্যের সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা একটি ভক্তিজনক কর্ম্ম। অতএব, (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৭ ধৃত) শ্রীনারদীয় পুরাণ বাক্য,—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

সৌভাগ্যবন্ত পুরুষগণ যেরূপ সাধুদিগের ভজন-চরিত্রের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হন, সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম্ম জানিতেও বাসনা করেন। দুর্ভাগা দাম্ভিকগণ ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত। সাধুদিগের পথ হইতে পৃথক্ পথ যেরূপ তাহারা অন্বেষণ করে, সাধুদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্তকেও সেইরূপ অনাদর করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে আদর করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগজ্জনকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রচার করিতে তাহারা যত্ন করে না, বরং তদ্বিরুদ্ধ মতকে তাঁহার মত বলিয়া সকল লোককে শিক্ষা দেয়। ইহাতে যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তাহারা মনে করে না। যাঁহারা সরল, তাঁহারা 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' প্রভুর শিক্ষা যাহাতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য যত্ন করেন। প্রভুর শিক্ষাই আমাদের জীবন। কেবল তাহাতেই সদ্ধর্ম্ম আছে। সচ্ছিষ্য সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, যদি স্বয়ং বুঝিতে না পারেন, শিক্ষাগুরুর চরণে নিবেদন-পূর্ব্বক তাহা বুঝিয়া ল'ন। এইরূপ যাঁহাদের সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য দৃঢ় মন, তাঁহাদের অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ অতিশীঘ্র সিদ্ধ হয়। "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)— এই শুদ্ধভক্তি-লক্ষণরূপ সদ্ধর্ম্ম যতদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে স্পষ্ট উদিত না হয়, ততদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয় অন্ধকারা-বৃত থাকে, তিনি শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারেন না। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা শুদ্ধভক্তি তাঁহার হৃদয়ে কখনও উদিত হইবে না। অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-কার হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধিবলে ও বিদ্যা-বলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, কেহ বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দম্ভ এতদূর যে, যদি শ্রীচরিতামৃতের অর্থ শুনেন, তবে বলেন যে,—সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে

পারেন, শ্রীচরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি? এই সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায় সদ্ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই যে, তাঁহারা স্ব-স্ব-কৃত নবীন-প্রণালী মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধ-ভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগাদি ত্যাগ করা সাধকের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-তর্পণের নাম ভোগ। স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণকে কৃষ্ণ-সেবার কামনায় পর্য্যবসিত করাই ভোগ-ত্যাগ। নিজের ভোগময় সংসারকে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করিয়া সেই সেই বিষয়ে নিজের ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভোগত্যাগ হয়।

শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস করাও একটি সাধনাঙ্গ। শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীগঙ্গাতীর ও প্রভুর লীলাস্থানে বাস করিলে সর্ব্বদা কৃষ্ণকে মনে পড়ে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে?

জীবনের সমস্ত ব্যবহারে ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি-লোপ হইবে। আবশ্যক-মত স্বীকার না করিলে ভক্তি-সাধনে ন্যূনতা হইবে।

শ্রীহরিবাসরের সম্মান বিশেষ যত্ন-সহকারে করিবে। শ্রীহরিবাসরের সম্মানে সমস্ত ভক্তি-পোষক অভ্যাস সাধিত হয়। সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক পক্ষের মধ্যে একদিন ভজন অভ্যাস করিতে করিতে নিরন্তর ভজন অভ্যাস হইয়া পড়ে।

ধাত্রী, অশ্বত্থ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ইঁহারা পূজিত ও ধ্যাত হইলে মনুষ্যের সমস্ত পাপ নাশ করেন। জগদুন্নতি-সাধক বলিয়া ঐ সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ করা যায়।

এই দশটী ভক্ত্যঙ্গ শ্রীহরিভজনের প্রারম্ভরূপ কার্য্য। যাঁহারা এই দশটি অঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজন ও শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি হওয়া কঠিন।

অতএব, ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি আদৌ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরুসেবা করিবেন। সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিবেন। নিজ জীবনকে শ্রীকৃষ্ণময় করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-তীর্থ-স্থলে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিজের সুখভোগ ত্যাগ করিবেন। ব্যবহারিক কার্য্য দ্বারা ভক্তানুকূল ভগবৎ-সংসার যাহাতে নির্ব্বাহিত হয়, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিবেন। ভক্তি-অভ্যাসের জন্য শ্রীহরিবাসর ও শ্রীজয়ন্তী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীভগবদ্বিভূতিময় সংসার-গৌরবের স্থিতির জন্য অশ্বত্থাদির সম্মান করিবেন। এই দশটী অন্বয়-বিধি অবশ্য পালনীয়। ইহার সহিত নিম্নলিখিত দশটী ব্যতিরেক-বিধি পালন না করিলে কখনই ভক্তি-সাধন স্থির থাকিবে না।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। ব্যবহারিক কার্য্যে তাহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে। সেই সেই কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য্য-সমাপ্ত হইলে আর তাহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না। শ্রীকৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদিত হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব, তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহু-দেবসেবী ধর্ম্মী, নির্ভেদ জ্ঞানপরায়ণ মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র-বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ভগবদ্বহির্ম্মুখ।

শুদ্ধভক্তিতে যাহাদের শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সেইরূপ লোককে শিষ্য করিবেন না, করিলে ভক্তি-সম্প্রদায় কাজে কাজেই দূষিত হইয়া পড়ে। মহারম্ভাদি-ক্রিয়ার উদ্যমে ভগবদ্ভক্তি হ্রাস হয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবে।

ভক্তিবহির্ম্মুখ গ্রন্থ-সমূহের কোন অংশ অভ্যাস ও ব্যাখ্যা-বাদ করিবেন না। শুদ্ধভক্তি যে সকল গ্রন্থে উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অন্য-মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়।

গৃহস্থজীবনে বা গৃহত্যাগের পর চিরদিন ভক্ষ্য-আচ্ছাদনের চেষ্টাদি থাকিবেই থাকিবে। অতএব, সেই সকল ব্যবহারে অকার্পণ্যের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন —

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥

তাৎপর্য্য এই যে, গৃহে থাকুন বা বনেই থাকুন, সাধককে আহার ও আচ্ছাদনের জন্য কোন না কোন-প্রকার যত্ন করিতে হইবে। গৃহস্থকে কৃষিকার্য্য বা কোন কারবার, প্রজা-রক্ষণ বা অপরের দাস্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গৃহত্যাগীকে ভিক্ষাদির দ্বারা তৎকার্য্য সাধন করিতে হইবে। সেই সেই কার্য্যে যদি ভক্ষ্য-আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত-ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়। শান্তমতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণে নিযুক্ত হইবেন।

গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড় শোক হয়। কিন্তু, ভক্তি-সাধকের সেই সেই অবস্থায় ঘটনা-ক্রমে উপস্থিত-শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। তাঁহাদের অল্পকালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহত্যাগীর কন্থা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষা-দ্রব্য না থাকিলে বা কোন পশু বা মনুষ্য-কর্ত্তৃক হৃত হইলে তাহাতে শোক করা উচিত নয়। শোক, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন; নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥

ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিবেন। অন্য দেবাদির ভজন করিবেন না। কিন্তু, অন্য কোন দেবতা বা শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। অন্য দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস, ইহা জানিয়া সম্মুখে পাইলে তাঁহাদের সম্মান করিবেন। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন, —

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

তাৎপর্য্য এই যে,—পরমেশ্বর এক বস্তু। অন্য সকলেই পরমেশ্বরের গুণাবতার বিশেষ। মানবের অধিকারভেদে সেই সেই দেবতা উপাস্য হইয়া পূজিত হ'ন। কিন্তু সাত্ত্বিক মানবদিগের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। মানবগণ বহুজন্মে অন্যান্য দেবতা-ভজন করিয়া স্বীয় স্বীয় গুণোন্নতিক্রমে যে জন্মে শ্রীবিষ্ণুকে একেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, সেই জন্মে তাঁহাদের নিত্য-মঙ্গলের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপাসনায় জীব নির্গুণ হইলে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সেবা-প্রাপ্ত হ'ন।

সর্ব্বভূতে অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্বেগ দান করিবেন না। হৃদয় সর্ব্বদা অন্যের প্রতি করুণাপূর্ণ থাকিবে। সর্ব্বভূতে দয়া কৃষ্ণভক্তির অঙ্গবিশেষ। এই স্বভাব ভজন-প্রয়াসী যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবেন।

(ক্রমশঃ)

মনোনিগ্রহ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ]

কোষকার বলেন—"বেদান্ত-সারে লিখিত আছে—নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম বুদ্ধি এবং সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকেই মন বলে। চিত্ত ও অহঙ্কার—এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুইটি বৃত্তি মাত্র।

অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে চিত্ত এবং অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে অহঙ্কার বলা যায়।"— "মনো-বুদ্ধির-হঙ্কারশ্চিত্তং কারণমান্তরং" (বেদান্ত)। চিতী জ্ঞানে করণে ক্ত প্রত্যয় করিয়া চিত্ত। যদ্দ্বারা জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই চিত্ত। চিত্তই মন। ঋগ্‌বেদে (১।১৬৩।১১) উক্ত হইয়াছে—"তব চিত্তং বাত ইব প্রজীমান্"। "তব চিত্তং মনঃ" (সায়ণ)। চিত্তের অধিষ্ঠাতা শ্রীবাসুদেব।

মনস্ শব্দে 'মন্যতে [illegible] মন (সর্ব্ব ধাতু-ভ্যোঽসুন্। উন্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। অর্থাৎ ইহা দ্বারা বুঝা যায়, এই অর্থে মন। ইহা লিঙ্গশরীরাবয়ববিশেষ; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন ও বুদ্ধি— এই সপ্তদশ অবয়ববযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরের অপর নামই লিঙ্গশরীর, ইহারই অবয়ববিশেষ মন। 'বেদান্তসারে' কথিত হইয়াছে—

"মনো নাম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তিঃ।
মনস্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সৎ মনোময়কোশো ভবতি।"

অর্থাৎ বেদান্ত মতে মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তিবিশেষ, ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময়-কোশ হয়।

মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই উভয়াত্মক, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া কার্য্য করে বলিয়া ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয় আবার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষতা করে বলিয়া ইহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বলা যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কোন বস্তুর সামান্য আকারমাত্র গ্রহণ করে ও মন তাহার বিশেষাকার নির্দ্ধারণ করে। এজন্য মন সংকল্পাত্মক, সংকল্প অর্থাৎ বিবেচনা করাই মনের অসাধারণ ধর্ম্ম, সত্ত্বগুণের বিবিধ পরিণামে, তন্মধ্যে এক বিশেষ পরিণামে মনের উৎপত্তি। প্রকৃতির প্রথম কার্য্য, বিকৃতি, বিকাশ বা পরিণাম—মহত্তত্ত্ব, ইহারই নাম অর্থাৎ ইহা হইতেই মনের উৎপত্তি—"মহদাখ্যং মানং কার্য্যং তন্মনঃ" (সাংখ্য সূত্র ১।৭১)। এই মন মননবৃত্তিবিশিষ্ট, 'মনন' শব্দার্থ নিশ্চয়করণ। 'তদনন্যত্ব শ্রুতেশ্চ' (সাংখ্যদর্শন ৩।১৫)— ইহা অন্নময় অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিণামে উৎপন্ন। ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া আহারাদি সম্বন্ধে যোগিগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

চিত্ত, চেতস্, হৃদয়, স্বান্ত, হৃদ্, মানস, অনঙ্গক, অঙ্গ—ইহা মনেরই পর্য্যায় শব্দ। আত্মা চিৎকণ—জ্ঞান-সত্তা, চিত্ত বা মন—চিদাভাস। চিৎকণ জীবাত্মার সহিত সংযোগ ব্যতীত চিত্ত বা মনের স্বতন্ত্র কোন সত্তা বা কার্য্য থাকিতে পারে না। আত্মা হইতে মন পৃথক্ বস্তু, এজন্য 'আমার মন' এইরূপ উক্তিরই প্রসিদ্ধি আছে, 'আমি মন' একথা কেহ কখনও বলেন না। আত্মা দ্রষ্টা মন দৃশ্য। এজন্য আত্মা মন বা মন আত্মা নহে। আত্মা আবার বিভুচিৎ পরমাত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত।

জীবাত্মা নিত্য—"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইত্যাদি (গীঃ ২য় অঃ) এবং শ্রীভগবানও জীবের নিত্য প্রভু—'অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ', 'যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্', 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে', 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥' 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম। ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥' (গীঃ ১০ম) 'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥' 'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্ব-মনন্তরূপ।' ইত্যাদি (গীঃ ১১শ অঃ) 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়' (গীঃ ৭ম) পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। * * গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥' (গীঃ ৯ম) ইত্যাদি গীতোক্ত বহু বহু শ্লোকে এবং শ্বেতাশ্বতর ও কঠোপনিষদেও "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা

একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থমনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" 'দ্বাসুপর্ণা' ইত্যাদি ভূরি ভূরি বাক্যে শ্রীভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। এই নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সর্ব্ববেদবেদ্য, বেদান্ত-কর্ত্তা ও বেদজ্ঞ ভগবান্ তাঁহার প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের সারধর্ম্ম সর্ব্বগুহ্যতম রহস্য শুনাইতেছেন (গীঃ ১৮।৬৫ ৬৬)—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিপরায়ণ হও, আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহা তোমার নিকট সত্যসত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যেহেতু তুমি আমার প্রিয়। তুমি বর্ণ ও আশ্রমগত সমস্ত ধর্ম্ম সুতরাং তদনুগত দেবতান্তরাদির উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, শব্দব্রহ্ম বেদস্বরূপে মদাদিষ্ট নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য তোমার কোন প্রত্যবায় শঙ্কার প্রয়োজন নাই, আমি তোমাকে বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগে প্রত্যবায়-জনিত সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না। আমার শরণাগত জনের পাপমোচন, সংসার-মোচন ও মৎপ্রাপণজনিত পারতীয় ভার আমি প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বহনে অঙ্গীকার করিয়াছি—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
(গীঃ ৯।২২)

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অন্যকামনা রহিত ও আমার চিন্তা নিরত হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সকল নিত্য সংযোগকামী আমার অনন্য ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি স্বয়ংই স্বস্কন্ধে বহন করিয়া থাকি। অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার নিত্যাভিযুক্ত অনন্যশরণ ভক্তের শরীর পোষণভার—কলত্র-পুত্রাদি পোষণভার, ভক্তিবিঘ্নাপসারণপুরঃসর তদভজন সংরক্ষণ ও প্রেমসম্পত্ত্যাদি ভজন-সিদ্ধি দান ও তৎসংরক্ষণভার স্বয়ংই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই প্রেম-মহানিধিপ্রাপ্তি-বিষয়ে মনই জীবের বন্ধু ও মনই মহাশত্রুর কার্য্য করিয়া থাকে। 'সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ'—এই ভাগবতীয় বিচারানুসরণে মনকে নিগৃহীত না করিতে পারিলে জীবের সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। আত্মা চৈতন্যরূপী, মন জড়রূপী। চৈতন্য—প্রকাশস্বভাববিশিষ্ট, জড়—অপ্রকাশ-স্বভাব। ন্যায়দর্শন বলিতেছেন—"আত্মা মনসা যুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ তত্প্রাদুর্ভাবঃ ইত্যুক্ত লিঙ্গং আয়তে।" ইত্যাদি শ্রুত হইয়া কোন বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে না। আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত যুক্ত হইলেই আত্মার অধ্যক্ষতা-হেতু ইন্দ্রিয়াদির বিষয়জ্ঞান লাভ হয়। মনঃদ্বারা আত্মাই জ্ঞান-সুখাদি অনুভব করেন। মন ব্যতীত সুখাদির জ্ঞান হইতে পারে না। এজন্য ন্যায়বৃত্তিকার বলেন—'সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনং ইন্দ্রিয়ং মনঃ' অর্থাৎ সুখাদি উপলব্ধিসাধক ইন্দ্রিয়ই মনঃ। সুতরাং এই মন যখন জড় বিষয়াভিমুখী হইয়া জড়ভোগাভিলাষী হইয়া পড়ে, তখনই উহা আত্মার সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

মহামুনি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে লিখিয়াছেন—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। (পাতঞ্জল যোগসূত্র ১।২)—চিত্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তিসমূহকে রুদ্ধ করার নাম যোগ। মনোবৃত্তি নিরোধ করিতে না পারিলে যোগ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। মনোবৃত্তি-অসংখ্য হইলেও মনস্তত্ত্ববিদ্ যোগিগণ মানবগণের মানসিক অবস্থাকে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) অস্থিরতা বা চঞ্চলাবস্থাকেই মনের ক্ষিপ্তাবস্থা বলা হয়। কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ থাকার জন্য চিত্ত কিছুতেই এক কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থির থাকিতে বা ধারণ হইতে চাহে না, একটা ছাড়িয়া আর একটা

ধরিতে চায়, ইহা হউক, উহা হউক—এইরূপ করিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হয়। (২) মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কামক্রোধাদি এবং নিদ্রা, তন্দ্রা বা আলস্যাদি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহাকে মনের মূঢ়াবস্থা বলা যায়। (৩) প্রথমোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থা ও এই তৃতীয় বিক্ষিপ্তাবস্থা প্রায় এক হইলেও পার্থক্য এই যে, মন চঞ্চল-স্বভাব হইলেও যে মধ্যে মধ্যে স্থির হয়, সেই স্থির হওয়ার নামই মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা। (৪) মন যখন কোন এক বহির্বস্তু অথবা আভ্যন্তরীণবস্তু অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় অবিকম্পিত থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া কেবল-মাত্র প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিক-বৃত্তি জাগ্রত হয়, তখনই মনের একাগ্র অবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। (৫) মনের একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় আর তাহা থাকে না, মন তখন স্বীয় কারণীভূত প্রকৃতিকে পাইয়া কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে। দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কার ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, তৎকালে তাহার কোন বিসদৃশ পরিণাম থাকে না। এই নিরুদ্ধাবস্থায় আত্মা আপনার প্রকৃত-রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অন্যান্য সময়ে চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া বিভিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হন। আত্মার প্রকৃত রূপ ভক্তিশাস্ত্র মতে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥" এই স্বরূপাবস্থিতিতে চিত্তের কৃষ্ণান্বেষণাত্মিকা বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি থাকে না। জীব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়েই মন বন্ধুর কার্য্য করে। "ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন" (গীঃ ৬।২) —অর্থাৎ কামসংকল্প অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-স্পৃহামূলা ভোগ ও ত্যাগবাঞ্ছামূলে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে বিষয়ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও 'যোগী'-শব্দ-বাচ্য হন না। "সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে" (গীঃ ৬।৪) অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত জীব যখন জড় বিষয় ভোগ-ত্যাগাদি সর্ব্ববিধ সংকল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই তিনি যোগা-রূঢ় পদবাচ্য হন। এজন্য শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥"

(গীঃ ৬।৫-৬)

অর্থাৎ "বিষয়াসক্তি রহিত মনের দ্বারাই 'আত্মা' অর্থাৎ সংসার কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে; আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প দ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে। যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু আবার মনই অজিতমনা ব্যক্তির শত্রু।"

সোঽত্মা অন্বেষ্টব্যঃ, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে চিত্তের অন্বেষণাত্মিকা-বৃত্তি তদধিষ্ঠাতা শ্রীবাসুদেবানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন কৃষ্ণেতর বিষয়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, হে মৈত্রেয়ি! পরমাত্মা শ্রীহরি সম্বন্ধি বস্তু দর্শন করিবে, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে"—এই শ্রুত্যুপদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক চিত্ত যখন দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রকৃত লক্ষীভূত বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তখনই সেই মন হয় আত্মার প্রধান শত্রু। পরতত্ত্ব দর্শনার্থই শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা, যেহেতু শ্রীভগবদভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মই পরমপরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ দর্শন করাইয়া থাকেন বা কি ভাবে দর্শন করিতে হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। এজন্য প্রথমেই তচ্চরণে প্রণিপাতপুরঃসর তৎসকাশে স্বতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব ও বিরোধিতত্ত্ব (মায়া) পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-মুখে শ্রবণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, আবার সঙ্গেসঙ্গেই সেই শ্রুত-বিষয়ের মননও প্রয়োজন। পাদ্মোক্ত শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় সপ্তাহকাল শ্রীগোকর্ণ-মুখনিঃসৃত সমগ্র শ্রীভাগবত-পারায়ণ শ্রবণে প্রেতযোনি প্রাপ্ত ধুন্ধলী-সুত ধুন্ধকারী

বৈকুণ্ঠগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, অথচ মননাভাবে অন্যান্য শ্রোতা সেগতি লাভ করিতে পারেন নাই। সপ্তরাত্র উপবাসপূর্ব্বক ভাগবতবক্তা গোকর্ণ-প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধা-সহকারে সেই প্রেত একমনে স্থিরচিত্তে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়াছে, এজন্য "সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" এই মহাবাক্যানুসারে সদ্যঃ সদ্যঃ শ্রীভাগবত-শ্রবণের ফল লাভ করিয়াছে। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাসসহকারে স্থির ধীরচিত্তে বিশেষ অবধানের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ আবশ্যক, নতুবা প্রমাদ বা অনবধানতা-দোষে শ্রবণের প্রকৃত ফল-লাভ হয় না। শ্রীগুরুমুখ-শ্রুতবিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তনের নামই অনুচিন্তন বা মনন। সাংখ্যদর্শনে শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ"

অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রবণ, তৎপর উপপত্তি প্রভৃতিদ্বারা উহা মনন এবং পরে নিদিধ্যাসন করিতে হয়।

"মননাৎ পাপতস্ত্রাতি মননাৎ স্বর্গমশ্নুতে।
মননাৎ মোক্ষমাপ্নোতি চতুর্ব্বর্গময়ো ভবেৎ।"
(গায়ত্রীতন্ত্র ১।৪)

অবশ্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মনন কেবলা বা শুদ্ধাভক্তি-প্রতিপাদক হইয়া থাকে। মননের বোধন, ধারণ, বৃদ্ধি ও অনুমানাদি অন্যান্য অর্থও আছে।

একমনে গভীরভাবে চিন্তা বা ধ্যানকেই নিদিধ্যাসন বলা হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভগবদ্গীতা দ্বাদশাধ্যায়ের টীকায় ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ-ব্যাপার ও ভগবন্নিষ্ঠ বহিষ্করণ-ব্যাপার—এই দুই প্রকার ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি স্মরণাত্মক, মননাত্মক ও (অথণ্ড স্মরণা-সামর্থ্যে) অভ্যাসাত্মক ভেদে ত্রিবিধ। কিন্তু মন্দবুদ্ধি জনগণের পক্ষে অন্তঃকরণ-ব্যাপার দুর্গম বলিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যাত্মক বহিষ্করণ-ব্যাপার অর্থাৎ ভগবন্নামরূপগুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনভগবন্মূর্ত্তিবন্দন-অর্চ্চন-তন্মন্দির-মার্জ্জনা-ভ্যুক্ষণ-পুষ্পাহরণাদি অশেষবিধ পরিচর্য্যাদি বহির্ব্বিন্দ্রিয়-সাধ্যব্যাপার সকলের পক্ষেই সুগম। স্মরণ, মনন ও অভ্যাসের মধ্যে অভ্যাস হইতে মননের ও মনন হইতে স্মরণের শ্রেষ্ঠতা আছে, অভ্যাসকালে যত্নপূর্ব্বক ধ্যান কৃত হয়, কিন্তু অভ্যাসের ফলস্বরূপ মননে অনায়াসে ধ্যান সম্ভব হইয়া থাকে। "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥" (গীঃ ১২।৮)—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ জানাইয়াছেন—

"এব-কারেণ নির্ব্বিশেষব্যাবৃত্তিঃ। ময়ি শ্যামসুন্দরে পীতাম্বরে বনমালিনি 'মন আধৎস্ব' 'মৎস্মরণং কুরু' ইত্যর্থঃ। তথা ময়ি বিবেকবতীং বুদ্ধিং নিবেশয় মন্মননং কুরু ইত্যর্থঃ। তচ্চ মননং ধ্যানপ্রতিদিক শাস্ত্রবাক্যা-নুশীলনং ততশ্চ ময্যেব নিবসিষ্যসীতি চ্ছান্দসং মৎসমীপ এব নিবাসং প্রাপ্স্যাসীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ 'এব' কারদ্বারা নির্ব্বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"আমি যে শ্যামসুন্দর পীতাম্বর বনমালী আমাতেই মন স্থির কর অর্থাৎ আমার স্মরণ কর ইহাই অর্থ। এবং আমাতেই তোমার বিবেকবতী বুদ্ধি অর্পণ কর অর্থাৎ আমার মনন কর, ইহাই তাৎপর্য্য। ধ্যান প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যানুশীলনই সেই মনন। তাহা হইলেই ইহার পরে অর্থাৎ দেহান্তে আমার সমীপেই বাস করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

অতঃপর পরবর্ত্তিশ্লোকে জানাইতেছেন—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥"
(গীঃ ১২।৯)

—হে ধনঞ্জয়, আর যদি আমাতে চিত্তকে স্থিরভাবে স্থাপন করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।

'অভ্যাসযোগ' সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"অন্যত্রান্যত্রগতমপি মনঃ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদ্রূপ এব স্থাপনমভ্যাসঃ স এব যোগস্তেন" অর্থাৎ অন্যত্রান্যত্রগত

মনকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার পূর্ব্বক আমার রূপে স্থাপনই অভ্যাস, তাহাই যোগ, তদ্দ্বারা।

গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে (৩৪ শ্লোক) শ্রীঅর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন—"হে কৃষ্ণ, আপনি যে বিবেকবতী বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিয়মিত করিতে বলিলেন, মহা বলবান্ মন সেই বুদ্ধিকেও ত' মথিত করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগৃহীত করা ত' আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে ?" তখন শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সেই দুর্নিগ্রহ মনকে নিগৃহীত বা বশীভূত করিবার উপদেশ দিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর সেই অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে লিখিলেন—

"দুর্নিগ্রহমপি মন অভ্যাসেন সদ্‌গুরূপদিষ্ট প্রকারেণ পরমেশ্বর-ধ্যানযোগস্য মুহুরনুশীলনেন বৈরাগ্যেন বিষয়েষ্বনাসঙ্গেন চ গৃহ্যতে স্বহস্তবশীকর্ত্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ পাতঞ্জল সূত্রম্—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ইতি।"

অর্থাৎ সদ্‌গুরূপদিষ্ট প্রকারে পরমেশ্বর-ধ্যানযোগের মুহুঃ অর্থাৎ নিরন্তর অনুশীলনই অভ্যাস এবং (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়) বিষয়ে অনাসক্তিই বৈরাগ্য—তদ্দ্বারাই সেই দুর্দ্দমনীয় মনকে স্বহস্ত বশীকৃত করিতে সমর্থ হওয়া যায়। শ্রীপতঞ্জল মুনিও চিত্তবৃত্তিনিরোধকেই যোগ বলিয়া জানাইয়া ('যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ') অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারাই সেই মনোনিরোধ সম্ভব হইতে পারে বলিয়া জানাইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁ'র আশ্রিত ভক্তকে কি নিজেই স্বধামে লইয়া যান ?

উত্তর—হাঁ। বরাহপুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন—

নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদি গতিং বিনা।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ॥

অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতীতও আমি (ভগবান্) শুদ্ধ-ভক্তগণকে গরুড় স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া স্বেচ্ছায় নির্ব্বিঘ্নে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাই।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তের ৪।৩।১৬ সূত্রের ভাষ্যেও বলিয়াছেন—যাঁহারা নিরপেক্ষ পরম আর্ত্ত (ভক্ত) তাঁহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভগবান্ স্বয়ংই তাঁহাদিগকে স্বধামে লইয়া যান, ইহাই বিশেষ ব্যবস্থা।

শ্রীবলদেব প্রভু গীতা ৯।২২ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, —"অথ স্বভক্তানাং বিশেষং নিরূপয়তি অনন্যা ইতি। যে জনা অনন্যা মদেক প্রয়োজনা মাং চিন্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তঃ পরিতঃ কল্যাণ-গুণরত্নাশ্রয়তয়া বিচিত্রাদ্ভুতলীলাপীযূষাশ্রয়তয়া দিব্যবিভূত্যাশ্রতয়া চোপাসতে ভজন্তি, তেষাং নিত্যং সর্ব্বদৈব ময়াভিযুক্তানাং বিস্মৃত-দেহযাত্রাণাং অহমেব যোগক্ষেমমন্নাদ্যাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ বহামি, অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্তু তৎপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যো গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভার ইতিব্যনক্তি। এবমাহ সূত্রকারঃ —'স্বামনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ' ইতি। অত্রাহুঃ —তেষাং নিত্যং ময়া সার্দ্ধং অভিযোগং বাঞ্ছতাং যোগং মৎপ্রাপ্তিলক্ষণং ক্ষেমঞ্চ মত্তোঽপুনরাবৃত্তিলক্ষণমহমেব বহামি। তেষাং মৎপ্রাপণভারো মমৈব ন ত্বর্চ্চিরাদে

র্দেবগণস্যেতি। এবমেব অভিধাস্যতি দ্বাদশে—যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণীত্যাদিদ্বয়েন। সূত্রকারোঽপ্যেবমাহ—বিশেষঞ্চ দর্শয়তীতি।"

প্রশ্ন—গুরুনিষ্ঠা ও সাধন-নিষ্ঠার মধ্যে কোন্‌টী বেশী প্রয়োজন?

উত্তর—যাঁহার কৃপায় সাধন-ভজনের সৌভাগ্য পাওয়া যায় এবং ভজনের উপদেশ লাভ হয়, সেই গুরুর প্রতি নিষ্ঠা না হইলে অন্য উপায়ে মঙ্গলের আশা নাই। শাস্ত্র বলেন—

'প্রথমং ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্য উপসেব্যতে, পশ্চাত্তদুপদিষ্ট আচরণীয়ো ধর্ম্মো নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদিঃ।'

(ভাঃ ১০।২৯।৩২ চক্রবর্ত্তী টীকা)

গুরুদেবতাত্মা না হইলে ভজন সিদ্ধি অসম্ভব। গুরুনিষ্ঠই গুরুকৃপায় সাধননিষ্ঠ বা ভজননিষ্ঠ হইবার সৌভাগ্য পায়। গুরু জীবের হৃদয় বা heart, heart এর ক্রিয়া বন্ধ হইলে যেমন সবল ইন্দ্রিয়াদিও কোন কার্য্যকরী হয় না, তদ্রূপ গুরুনিষ্ঠা বা গুরু-সেবা-তৎপরতা না থাকিলে ভক্ত্যুন্নতি হইতেই পারে না। গুরুপাদপদ্মে যাহার নিষ্ঠা, ঈশ্বরবুদ্ধি ও প্রীতি নাই, তাহার সাধন-ভজন সবই হস্তি-স্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়। গুরুনিষ্ঠা ও ভজননিষ্ঠা উভয়ই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১৫।২৬) বলেন—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বংকুঞ্জরশৌচবৎ॥

ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—

কিঞ্চ সত্যাং ভূয়স্ত্বামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতীত্যাহ যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভগবতীতি ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যেতি ভাবঃ। যদ্বা উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণমননাদিকঞ্চ ব্যর্থমিত্যর্থঃ।

প্রশ্ন—শ্রীহরিই কি প্রাণিগণের আত্মা?

উত্তর—হাঁ। জল যেমন মৎস্যগণের জীবন বা আশ্রয় শ্রীহরিও তদ্রূপ সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা। মৎস্য জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বসুখার্থ বহির্ভূমিতে বিচরণ করিতে গেলে যেমন জীবন্মৃত বা বিপন্ন হয়, হরিবিমুখ ব্যক্তিও তদ্রূপ জীবন্মৃত বা দুঃখী হইয়া থাকে।

(ভাঃ ৫।১৮।১৩ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তের প্রার্থনা কিরূপ হয়?

উত্তর—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করুন। নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক। অসাধু খল-ব্যক্তিগণ ক্রূরতা পরিত্যাগ করুক, সকলে পরস্পর মঙ্গল চিন্তা করুক। আমাদের চিত্ত নিষ্কাম হইয়া আপনার সেবায় নিযুক্ত হউক। খল-ব্যক্তিগণ সাধুপীড়াং বিনা ন তিষ্ঠন্তি, তাহারা সাধুগণকে পীড়ন না করুক। (ভাঃ ৫।১৮।৮-৯ টীকা)

প্রশ্ন—'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'—একথা কি ঠিক?

উত্তর—হাঁ। পিতামহ ভীষ্ম একদিন সভাস্থ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—তুমি একটী খারাপ লোক খুঁজিয়া আন এবং দুর্য্যোধনকে বলিলেন যে—তুমি একটী ভাল লোক খুঁজিয়া আন। তাঁহারা দুই জনই সভা হইতে অন্যত্র গেলেন কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন যে—আমি একটীও খারাপ লোক পাইলাম না এবং দুর্য্যোধন বলিলেন যে—আমি এ দেশে একটী ভাল লোক দেখ্‌তে পাইলাম না। মহাভারতের এই বিবরণ হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে—চোর সকলকেই চোর মনে করে এবং ধার্ম্মিক সকলকেই ধার্ম্মিক বলিয়া জানে। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—

সবে কৃষ্ণ-ভজন করে এই মাত্র জানে।
বৈষ্ণবের নিন্দা-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে॥ (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—পতি কে?

উত্তর—পাতি ইতি পতিঃ। যিনি রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই পতি। যে নিজেকেই রক্ষা করিতে পারে না, সে অপরের রক্ষক বা পতি হইবে কি করিয়া?

এই জন্যই শাস্ত্র বলেন—

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্॥

(ভাঃ ৫।১৮।২০)

যিনি নিজে কখনও ভীত হন না এবং ভয়াতুর ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পতি। ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে সেই ভগবান্ শ্রীহরিই সকলের একমাত্র পতি, ন তু অন্যঃ। শাস্ত্র বলেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্॥

(ভাঃ ৫।৫।১৮)

প্রশ্ন—গুরু কি পিতা-মাতা অপেক্ষাও অধিক পূজ্য?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা গৌরবেণাতি রিচ্যতে।
মাতুঃ শতগুণৈঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভো॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৩৪।৭)

প্রশ্ন—কোন্‌টী অধিক ভক্তিবাধক?

উত্তর—ভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

অন্যবাঞ্ছা অর্থাৎ স্ব-সুখবাঞ্ছা, অন্য দেবতা ও মনুষ্যাদির পূজা এবং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ছাড়িয়া আনুকূল্যে অর্থাৎ কৃষ্ণ-সুখার্থ নিরন্তর কৃষ্ণসেবাই শুদ্ধা-ভক্তি।

আনুকূল্য অর্থে গুর্ব্বানুগত্যেও হয়। আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন বলিতে গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবাও বুঝায়। কৃষ্ণের অনুকূল হলেন রাধা বা গুরু। এজন্য রাধানুগত্য বা গুর্বানুগত্যই আনুকূল্য। অনুকূলার কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণ। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বলিতে রাধার কৃষ্ণের অনুশীলন—রাধানুগত্যে কৃষ্ণসেবা।

এখানে একটী বিশেষ কথা এই যে—স্ব-সুখবাঞ্ছাই অধিক ভক্তিবাধক। আমরা অন্যপূজা বা দেবপূজা, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ত্যাগের জন্য প্রথম মুখেই ব্যস্ত হই। কিন্তু ভক্তির ভীষণ বাধক অন্যবাঞ্ছা অর্থাৎ স্ব-সুখবাঞ্ছা ত্যাগ বিষয়ে আমরা উদাসীন থাকি। অন্যপূজা ব্যাপারে নিজের সুখের কোন কথা নাই বলিয়াই তাহাতে আমাদের বেশ উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যে অন্যবাঞ্ছা অর্থাৎ কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত নিজসুখকর সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিবার কথা আছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করি না,—ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈব। কামাগ্নি বা কামনাগ্নি মহাদুঃখকর বা মারাত্মক জিনিষ। অজ্ঞ আমরা বক্তা, পাঠক, লেখক, প্রচারক, মঠরক্ষক প্রভৃতি সাজিয়া এই কথাটীকেই ভুলিয়া গিয়া বিপদকেই বরণ করি—কৃষ্ণসুখবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে স্বসুখকামনাই আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন আমরা শাস্ত্রের এই কথাটী ভুলিয়া যাই—

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পরিঃ)

প্রশ্ন—'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়'—ইহার অর্থ কি?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০৪) অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে বলিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের) সাধ্য নয়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু)

অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পরিঃ)

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সাধনদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে প্রেম উদিত হয়। 'নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।' 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥' শ্রবণাদি ভক্তি সেবোন্মুখ কর্ণ, জিহ্বা, মন, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে প্রকট হয়। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ, কৃষ্ণলীলা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম শুদ্ধ-চিত্তে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নিত্যসিদ্ধ বস্তু গুরু-কৃষ্ণ-কৃপা লভ্য, তাহা সাধন-সাধ্য বা কৃতি-সাধ্য নহে। তবে গুর্ব্বানুগত্যে সাধন করিতে করিতে গুরুকৃষ্ণকৃপায় চিত্ত নির্ম্মল (নিষ্কাম) হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে ভক্তি বা প্রেম উদিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—কি ভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ লইতে হয়?

উত্তর—স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ, কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মেই শরণ লইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণাশ্রয়। তাই শাস্ত্র বলেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥
(ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥
(কাত্যায়ন-সংহিতা)

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্॥
(গোস্বামিপাদোক্তি)

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পরিঃ)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৬)

প্রশ্ন—হরিনামে কি সব ফলই লাভ হয়?

উত্তর—হাঁ। শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজকে বলিতেছেন—

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব হ্যেতন্নামাষ্টকং শুভম্॥
শুচিঃ পূর্ব্বমুখঃ প্রাজ্ঞো দশকৃত্বশ্চ যো জপেৎ।
নিষ্পাপোঽপি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নো শুভবান্ ভবেৎ॥
বিষ্ণুং নারায়ণং কৃষ্ণং মাধবং মধুসূদনম্।
হরিং নরহরিং রামং গোবিন্দং দধিবামনম্॥
ভক্ত্যা চেমানি নামানি দশ ভদ্রাণি যো জপেৎ।
শতকৃত্বো ভক্তিযুক্তো জপ্ত্বা নীরোগতাং ব্রজেৎ॥
লক্ষধা হি জপেদ্ যো হি বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবম্।
জপ্ত্বা চ দশ লক্ষং চ মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে॥
হবিষ্যাশী যতঃ শুদ্ধো দরিদ্রো ধনবান্ ভবেদ্।
শত লক্ষঞ্চ জপ্ত্বা চ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
শুদ্ধো নারায়ণক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিং লভেন্নরঃ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ কৃষ্ণজন্ম খণ্ড ৮২।৪৪-৪৯)

প্রশ্ন—লক্ষ্মীদেবী কি তুলসীরূপে জগতে প্রকটিত?

উত্তর—হাঁ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (প্রকৃতিখণ্ড ৬ অধ্যায়) বলেন যে—লক্ষ্মীদেবী এক অংশে বৃক্ষরূপে (তুলসীরূপে) জগতে প্রকটিত আছেন।

প্রশ্ন—গুরুসেবা দ্বারাই কি অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ৪।২৮।৩৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"সুতান্ হিত্বেতি পতিব্রতা পত্যুরিব গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিত-বিবিক্ত-স্থলমপি নৈবাপেক্ষতে শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।"

পতিনিষ্ঠ পতিব্রতা স্ত্রী যেমন পতি-সেবার জন্য নিজ প্রিয় পুত্র, অন্য গুরুজন, গৃহ এবং নিজ সুখও পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ গুরুনিষ্ঠ শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজ প্রিয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অন্যান্য ভক্তিও ত্যাগ করিতে দ্বিধা-বোধ করেন না। এমন-কি গুরু-সেবা-বাধক প্রেমানন্দকেও কৃষ্ণের ব্যজন-সেবারত দারুকবৎ ধিক্কার দিয়া থাকেন। এক-নিষ্ঠ গুরুদেবতাত্মা শিষ্য গুরু-সেবার জন্য কীর্ত্তনাদি ভজনানুকূল নির্জ্জন স্থানকেও অনায়াসে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কারণ কেবল গুরুসেবা দ্বারাই সুখে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম সহজ-লভ্য হয়।

প্রশ্ন—নিষ্কপট কে?

উত্তর—নিষ্কামই নিষ্কপট। কামনাই কপটতা। শুদ্ধভক্ত মাত্রেই নিষ্কপট অর্থাৎ নিষ্কাম। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥
দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—গুরু কৃপায় কি যাবতীয় কল্যাণ হয়?

উত্তর—হাঁ। শ্রীশিবজী বলিয়াছেন—(বৃহৎ কালীতন্ত্র ১৪শ অধ্যায়)—

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো ন সংশয়ঃ।
গুরুঃ কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ নাস্তি কশ্চিৎ গুরোঃ পরঃ॥

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা এবং গুরুই দেবতা-স্বরূপ। গুরুই কর্ত্তা, গুরুই হর্ত্তা, গুরু অপেক্ষা জগতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই।

তস্মাৎ কায়েন মনসা বচসা কর্ম্মভিরপি।
গুরুমারাধয়েদ্বিদ্বান্ সর্ব্বকার্য্যার্থ সিদ্ধয়ে॥

এই হেতুই কায়মনোবাক্যে ও কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বকার্য্য-সিদ্ধার্থ গুরুর আরাধনা করিবে।

গুরুসেবা প্রসাদেন সর্ব্বং ক্ষেমময়ং ভবেৎ।
অন্যথামঙ্গলং দেবি পদে পদে লভেন্নরঃ॥

হে দেবি, গুরুদেবের আরাধনা করিলে তৎপ্রসাদে সকল বিষয়েই কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। অন্যথা পদে পদে অমঙ্গল ঘটে সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন—জাগতিক বিদ্যাদ্বারা কি শ্রীমদ্ভাগবত বুঝা যায়?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—

'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।২৪-২৫)

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় করি চৈতন্য-চরণে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩১)

বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
(ঐ অন্ত্য ১৩।১১৩)

শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ-ভগবান॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১২৯,১৩২)

মুই, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।১৮)

প্রশ্ন—গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস যাঁর আছে সেই গুরু ভক্তই কি শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন,—

বিপ্র কহে,—মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ কৃষ্ণদরশন।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৯৮,১০১)

প্রশ্ন—শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াও লোকের অমঙ্গল হয় কেন?

উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের সুখের জন্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলে মঙ্গল হয়। কিন্তু নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার্থ করিলে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৯।৪৬) বলেন,—

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, নির্জনবাস, জপ এবং সমাধি এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় গোদাসগণের ইন্দ্রিয়ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্যকথা-হইতে বিরতি, ব্রত, পাণ্ডিত্য, ভাগবতাদি-শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতিদ্বারা গোস্বামিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করেন, আর ইন্দ্রিয়-পরায়ণ গোদাসগণ ঐ সকল দ্বারা নিজের ও তাহাদের দেহ সম্পর্কীয় ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন—শাস্ত্র কাহাকে বলে?

উত্তর—স্কন্দপুরাণ বলেন,—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ এবং মহাভারত মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহে-ই বরং তাহাকে কুবর্ত্ম বলা যায়।

প্রশ্ন—মহাদেব কাহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন?

উত্তর—নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—

জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহম্।
ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবক্ত্রতঃ॥

বৈষ্ণব-প্রবর মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জন্ম-মৃত্যু-জরানাশক পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

প্রশ্ন—কাহাকে প্রীতি করিতে হইবে?

উত্তর—ঈশ্বরকেই প্রীতি করিতে হইবে। এজন্য গুরুকৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রীতির পাত্র। বৈষ্ণবে বা ভক্তে মৈত্রী করণীয়। গুরুকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্যই বৈষ্ণবসেবা করণীয়। অজ্ঞে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।২।৪৬)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী আচরণ।
বালিশেতে কৃপা আর দ্বেষী উপেক্ষণ॥
করিলে মধ্যমভক্ত শুদ্ধভক্ত হন।
কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জ্জন॥

প্রশ্ন—স্বতন্ত্র ভগবান কি কাহারও অধীন?

উত্তর—ভক্তাধীন গোবিন্দ। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

আমি ভক্তপরাধীন, হে দ্বিজ! আমি ভক্ত-পরতন্ত্র, পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজন প্রিয়।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

প্রশ্ন—ভক্তগণ অন্যত্র যান কেন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন,

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

(ভাঃ ১০।৮।৪)

হে ভগবন্! দীনচেতা গৃহি-লোকদিগের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য মহদ্-ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন, অন্য কারণে গমন করেন না।

মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৩৯)

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥

(ভাঃ ৩।৫।৩)

প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, ধর্ম্মনিরত ও অত্যন্ত ক্লেশতপ্তজনকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৬)

যে-ব্যক্তি যে-রূপ দেবতাদিগের ভজনা করে, ছায়ার ন্যায় দেবতারাও কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। কিন্তু সাধুগণ কর্ম্মের অনুগত নহেন। তাঁহারা দীনবৎসল।

প্রশ্ন—দ্বাদশ মহাজন কে কে?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন, (ভাঃ ৬।৩।২০)—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতিপুত্র কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি (শুকদেব) এবং (আমি) যম—এই দ্বাদশ মহাজন।

প্রশ্ন—রিটার্ণ টিকিট করিয়া কি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিকট আসা উচিৎ?

উত্তর—কখনই না। আমার শ্রীগুরুদেব বলিতেন—যাঁহারা রিটার্ণ টিকিট করিয়া মঠে আসেন, তাঁহারা ভগবানকে সম্পূর্ণ ভাবে চান না। যে প্রকৃত-পক্ষে ভগবানকে চায়, সে কি ভগবানের নিকট আসিয়া আর ফিরিয়া যাইতে চায়? ভগবৎ-সেবক অভিমান জাগিলে কি কেহ সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা ছাড়িয়া মায়ার সেবা করিবার জন্য পুনরায় ব্যস্ত হয়? দিব্যজ্ঞান যাহাদের হইয়াছে তাহারা কোন দিন রিটার্ণ টিকিট করিয়া ইষ্টদেবের নিকট আসে না বা আসিতে পারে না। যাহাদের প্রভু অভিমান বা কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে, যাহাদের লাল্য-পাল্য আছে, ভগবান্ ব্যতীত যাহাদের অন্য কেহ আছে বা অন্য কিছু আছে, যাহাদের গুরুদাস অভিমানের পরিবর্ত্তে পতি, পিতা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি মায়িক অভিমান আছে, তাহারাই সেব্যকে ছাড়িয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সেবক অভিমানে প্রমত্ত হইয়া উদ্বেগ ও দুঃখ পায়। এজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে গুরু-কৃষ্ণের নিকট গমন করার পরিবর্ত্তে অভিগমন করিতে বলিয়াছেন। অভিগমনে No question of return, শ্রুতি বলেন,—তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

প্রশ্ন—ভগবদ্দাস্য কি মহামূল্যবান্?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন,—

'অল্প'করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্পভাগ্যে 'দাস' নাহি করেন ভগবান॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭।১০৫-১০৬)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভাবির্ভাবতিথি-পূজা

শ্রীব্রজমণ্ডলে ঃ—

আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম—শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎ-শাখামঠ সমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের আবির্ভাব তিথি পূজা এবার ভাগ্যক্রমে শ্রীদ্বাদশবনাত্মক ব্রজমণ্ডলের মহাবনান্তর্গত গোকুল-ব্রহ্মাণ্ডঘাটে গত ৭ই অগ্রহায়ণ (১৩৭৩), ২৩ শে নভেম্বর (১৯৬৬) বুধবার শ্রীউত্থানৈকাদশী বাসরে পূর্ব্বাহ্ণে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিও ঐ দিবস প্রত্যূষে। বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের দ্বিশতাধিক গুরুভ্রাতা ও ভগ্নী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার শেষভাগে যমুনাতটে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-বাসরে গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। প্রভাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে গুর্ব্বষ্টক, পরাৎপর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জিউর মহিমাসূচক বিভিন্ন পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। শ্রীল গুরু-মহারাজ স্বয়ং ভাবাবেশে বহুক্ষণ যাবৎ জয়গান পূর্ব্বক যমুনাস্নানান্তে স্বয়ংই শ্রীবিগ্রহের অভিষেক ও পূজা বিধান করেন। অতঃপর গুরুমহারাজ সদৈন্যে তদীয় সতীর্থ-গণকে প্রসাদী মাল্যচন্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করত শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও হৃষীকেশ মহারাজকে সুসজ্জিত বেদীর উপর সমুচ্চ আসনে উপবেশন করাইয়া নিজে দৈন্য সহকারে ভূম্যাসন স্বীকার করিতে চাহিলেও তাঁহার সতীর্থগণের বিশেষ অনুরোধে তিনি বেদীর উপরিস্থিত উচ্চাসন গ্রহণ করেন। তদনন্তর শ্রীল আচার্য্য-দেবের অনুকম্পিত উপস্থিত শিষ্যগণের অগ্রজ মদীয় সতীর্থ শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শঙ্খঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতালাদি বাদ্যসহ সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত মহা-সংকীর্ত্তন ও বিপুল-জয়ধ্বনি-মধ্যে ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক জন্মবর্ষ-সংখ্যক দীপদ্বারা আরাত্রিক বিধান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ সুরেশ চন্দ্র দাসাধিকারী (উকীল, ধানবাদ) প্রমুখ শ্রীল গুরুমহারাজের সতীর্থ বৈষ্ণববৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলে আমাদের সতীর্থ সমুপস্থিত পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ যথাক্রমে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সৌভাগ্য বরণ করেন। এই পূজার সময় গুরুপাদপদ্মের সতীর্থগণ স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন।

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ 'গুরুদেব, বড় কৃপা করি গৌরবনমাঝে গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন দ্বারা বৈষ্ণবগণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস প্রভু ও শ্রীপাদ গিরিধারী বাবাজী মহাশয়ও বহু কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এই শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের পরমানন্দ বিধান করিয়াছেন। ভক্ত শ্রীমৎ প্রহ্লাদ দাস শ্রীপাদ গোস্বামি মহারাজের নিকট বেষাশ্রিত হইয়া শ্রীগোকুল দাস বাবাজী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি এই গোকুলেই বাস করেন। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। সকলের পূজা হইয়া গেলে

ভক্তবৃন্দ বিপুল জয়ধ্বনির সহিত ফলমূলাদি অনুকল্প স্বীকার করেন। প্রসাদ পাইবার পর আমরা সকলেই মথুরা যাত্রা করি এবং তথায় ফতেচাঁদ ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করিয়া পরদিন সকালে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করি। পথিমধ্যে শ্রীঅক্রূরঘাটে সকলেই উত্থানৈকাদশীর পারণ সম্পাদন করেন এবং তথা হইতে যাজ্ঞিকবিপ্রপত্নীগণ স্থান ভাত্‌রোল হইয়া বরাবর শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। তথায় দ্বাদশী বাসরে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব, শ্রীমৎ পরাৎপর গুরুদেবের তিরোভাব ও চাতুর্ম্মাস্যব্রতের নিয়মসেবা-সমাপ্তি-জনিত মহামহোৎসব হয়। সন্ধ্যারপর শ্রীমঠের বিশাল নাট্য-মন্দিরে মহাসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও পরিশেষে শ্রীমদ্‌গুরু-মহারাজ বক্তৃতা করেন। শ্রীমদ্ গুরুমহারাজ পুরী-মহারাজকে কিছু বলিবার জন্য বলিলেও তিনি সময়াভাববশতঃ গুরুমহারাজকেই বলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তখন পরমারাধ্য শ্রীগুরু মহারাজ সদৈন্যে তাঁহার শুভাবির্ভাববাসরে গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীপরমহংস বাবাজী মহারাজের পরমপূত জীবন-ভাগবত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর', 'যশোমতী নন্দন' প্রভৃতি পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ আমাদের পরম গুরুদেবের আশ্রিত বহু বৈষ্ণব অদ্যকার উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্নে বিবিধ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুশোভিত বেদীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চার যথাবিহিত পূজা ও আরতি সম্পন্ন হইলে সমুপস্থিত শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাভিসিক্ত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্যগণ এবং বিপুল সংখ্যক শ্রদ্ধালু পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ ভক্তিকুসুমাঞ্জলি প্রদান করেন। উক্ত দিবস ভক্তগণকে ফলমূল অনুকল্প প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীপাদ জগন্নাথ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে তাঁহার স্বরচিত 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' এবং তৎপর শ্রীপাদ বিভুপদ দাসাধিকারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের রচিত 'প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি' কবিতাদ্বয় পাঠ করেন। পরদিবস ভক্তগণ প্রদত্ত দ্রব্যাদির দ্বারা মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের বিচিত্র ভোগরাগ প্রদানান্তর সমুপস্থিত কএক শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ নিমাই দাস বনচারী, শ্রীপাদ গোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর ঃ—কৃষ্ণনগরস্থ শাখা মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাবির্ভাব তিথি পূজা উপলক্ষে বহু মহিলা ও পুরুষ ভক্তগণ পূর্ব্বাহ্নে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সান্ধ্য অধিবেশনে মঠরক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরদিবস মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগের পর সমুপস্থিত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা) ঃ—

পূর্ব্বপাকিস্থানস্থ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পিত ভক্তবৃন্দ বালিয়াটী মঠে সম্মিলিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা সম্পন্ন করেন। পাকুল্যা নিবাসী

শ্রীরমণীমোহন শেঠ মহাশয়ের আনুকূল্যে তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম) :— গৌহাটী সহরস্থ শাখা মঠে একটী সুসজ্জিত বেদীতে সংস্থাপিত শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চায় স্থানীয় ভক্তগণ পূর্ব্বাহ্নে ভক্ত্যর্ঘ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপুলিন বিহারী ব্রহ্মচারী শ্রীগুরু-পূজার মহিমা সম্বন্ধে বলেন। তৎপরদিবস মহোৎসবে ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা অপ্যায়িত করা হয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা :— গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে ১০ অগ্রহায়ণ, ২৬ নভেম্বর শনিবার হইতে ১৪ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণলীলোদ্দীপক মনোরম বৈদ্যুতিক প্রদর্শনী সন্দর্শনের জন্য প্রত্যহ বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

উপরি উক্ত অনুষ্ঠানে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীধীরেন্দ্র কুমার দাস মহাশয় নিজ ব্যয়ে বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দেবগ্রাম, নদীয়া :— কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ সুন্দর দাসাধিকারী ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ১২ ডিসেম্বর, ২৬ অগ্রহায়ণ শ্রীমণীন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দেবগ্রামে তাঁহার বাটীতে ও তৎপরদিবস শ্রীনলিনাক্ষ গড়াই মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

হায়দ্রাবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধাক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ও শ্রীধামবৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন সমভিব্যাহারে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে বিগত ২১ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। নাগরিকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের মস্তকে ছত্র ধারণ-পূর্ব্বক ব্যাণ্ডপার্টি ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া সদর রাস্তায় উপনীত হইলে তথা হইতে রিজার্ভ মোটর বাস ও বহু মোটরকার সহযোগে হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অদূরে চারকামানের নিকট আসিয়া সকলে অবতরণ করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবকে একটী সুসজ্জিত খোলা গাড়ীতে ছত্র ধারণ পূর্ব্বক অগ্রগামী করিয়া সকলে পদব্রজে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে আসিয়া উপনীত হন। ইহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা সহরে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

স্থানীয় নাগরিকগণের ব্যবস্থায় ২২ অগ্রহায়ণ, ৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে প্রত্যহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় চারকামানস্থ মহাবীর দলের সংকীর্ত্তন-ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। হায়দরাবাদ সহরের হিমায়েতনগরস্থ বালাজীভবনে এবং সেকেন্দ্রাবাদ মার্কেট ষ্ট্রীটস্থ স্বামী বিবেকানন্দ হলে আহূত হইয়া তিনি যথাক্রমে ২৪ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর ও তৎপরদিবস দুইটী ধর্ম্মসভায় ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমঠেও হরিকথা উপদেশ করিয়াছেন।

হায়দরাবাদ সহরের নাগরিকগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নিজস্ব জমি সংগ্রহ করতঃ একটি স্থায়ী শাখা-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমীপে আবেদন জানাইলে তিনি উল্লাসের সহিত তাঁহাদের নিষ্কপট উদ্যম ও আর্ত্তির জন্য প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীভগবৎ ইচ্ছা হইলে তথায় শ্রীমঠের নিজস্ব জমিতে শীঘ্রই নূতন মন্দিরাদি নির্ম্মাণের আশা আমরা পোষণ করিতেছি। ১১ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হায়দরাবাদ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন।

নির্য্যাণ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভূসুরপ্রবর পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাস ব্রজবাসী মহোদয় ৯০ নব্বই বৎসরেরও অধিক বয়সে বিগত ১৬ কার্ত্তিক (১৩৭৩), ২ নভেম্বর (১৯৬৬) বুধবার, কার্ত্তিকী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি শেষরাত্রিতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-বাসরে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতা বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীগুরু-গৌরনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ এবং সমবেত বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে ভগবন্নাম শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গৌর-পার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাবস্থলী (চাটিগ্রাম) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ধোরলা গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণকুলে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের গৃহে তিনি আবির্ভূত হন এবং বাল্যকালেই ব্যাকরণ-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সুমিষ্ট ভাষণে তদ্দেশবাসী বহুলোক তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর পারমার্থিক প্রদর্শনীর সময় বাঙ্গালা ১৩৩৬ সালে তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তদবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার অকৃত্রিম সেবা-চেষ্টার ফলে চট্টগ্রামবাসী বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের (১৯৩৭ সাল) পরবর্ত্তী বৎসর হইতে তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করতঃ একান্তভাবে মঠাশ্রয় করিয়া গৌড়ীয় মিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখামঠ সমূহের মঠরক্ষক রূপে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রচুর সেবা করিয়াছেন এবং জীবনের অন্তিমকালে বিগত প্রায় ছয় বৎসর কাল শ্রীবৃন্দাবন-ধামে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিয়া একান্তভাবে ভজন করিয়াছেন। আমাদের একজন প্রবীণ বৈষ্ণব বন্ধুর সঙ্গ বিচ্ছেদে আজ আমরা মর্ম্মান্তিক ব্যথিত।

শ্রীমতী সাহেশ্বরী দেবী — আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত ভাটিপাড়া গ্রামনিবাসী স্বধামগত শ্রীরূপানুগ দাসাধিকারী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীসাহেশ্বরী দেবী বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর বুধবার রাত্রি ১০ ঘটিকায় শ্রীভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। সামাজিক বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যে এবং দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট বৈষ্ণবনামধারী কতিপয় ব্যক্তির মৎসরতামূলে ইতর প্ররোচনা সত্ত্বেও শ্রীরূপানুগ প্রভু দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত ভজনাদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের আনুগত্যে শ্রীমঠের সেবায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতীব দৃঢ়তার সহিত

সর্ব্বদাই পতিকে শুদ্ধ ভজনাদর্শ রক্ষা করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেন। পতির স্বধাম প্রাপ্তির পরে শ্রীসাধ্বেশ্বরী দেবী পতির আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত এবং পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণার্থে নিজ অর্থ ব্যয়ে অসমীয়া ভাষায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকার অনুবর্ত্তনে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার একটী সংস্করণ প্রকাশে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষকে সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্য-দেবের অবস্থানের জন্য তিনি সরভোগ মঠে একটি বাস গৃহ করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীর নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া সরভোগ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের টীনের চূড়া ও পূর্ব্ব দিকের মাটীর দেওয়াল পরিবর্ত্তন করিয়া পাকা সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে মুখ্যভাবে অর্থানুকূল্য করতঃ সুকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রচারকেন্দ্র সরভোগ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সকলেই তাঁহার নিষ্কপট সেবাপ্রাণতায় এবং ভজনচেষ্টায় বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার গৃহে প্রতি একাদশীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত।

ডাঃ বি, এন্ ঘোষাল ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শ্রীচরণাশ্রিত ডাঃ বি, এন্ ঘোষাল গত ৯ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর রবিবার তাঁহার বারাসতস্থ নিজ বাসভবনে (Ghosal Houseএ) শেষ রাত্রিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ধনাঢ্য, উচ্চশিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচার সেবায় তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল নিয়োজিত করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ বিরহবেদনা অনুভব করিতেছেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট
যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)
২ পৌষ, ১৩৭৩ ; ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৬

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন, —

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক-লীলাভূমি **শ্রীধাম-মায়াপুর** ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের **অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে নদীয়া জেলায় চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে) আগামী ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিতে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বদিবস ২৭ পৌষ, ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে **নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব-তিথিপূজা। পূর্ব্বাহ্ণে বেলা ১০ ঘটিকায় বিভিন্ন বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিক। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডি-যতি ও বক্তৃমহোদয়গণ **শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা** সম্বন্ধে ভাষণ দিবেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

নিবেদক— শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্
কলিকাতা-২৬
৩ নারায়ণ, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ
১৪ পৌষ, ১৩৭৩ ; ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬৬

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন, —

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুরে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ সমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে অত্রস্থ শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা- নয়নাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভপ্রাকট্য-বাসর শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা তিথিতে ৩০ নারায়ণ, ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী (১৯৬৭) বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠ হইতে শুভযাত্রা করতঃ সুরম্য রথারোহণে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণান্তে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ **নবনির্ম্মিত সুরম্য শ্রীমন্দিরে বেলা ১১ ঘটিকায় শুভবিজয় করিবেন।** এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস তথায় প্রস্থানত্রয় পাঠ, বৈষ্ণবহোম, শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক, মহাপ্রসাদ বিতরণ ও সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় **নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন** এবং ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত **সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের** আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবনে ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবে।

মহাশয়, উপরি উক্ত অনুষ্ঠানে ও ধর্ম্মসম্মেলনে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব।

নিবেদক—
শ্রীভক্তিবল্লভতীর্থ
সম্পাদক

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবমহাজনের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৬৩-৫২০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থানের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

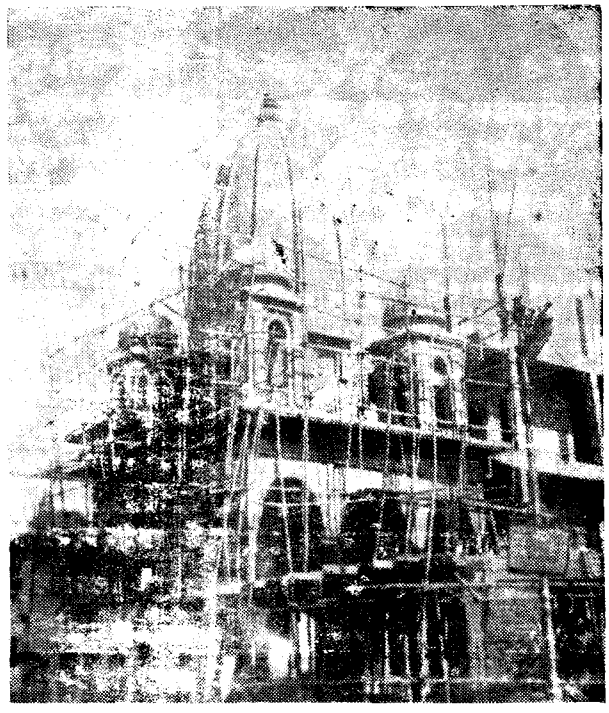

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৭৩

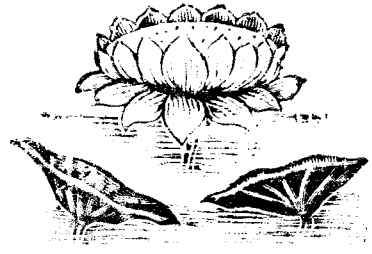

সম্পাদক ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C-4329

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ

[১৩৭২ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৩ মাঘ]

(১ম—১২শ সংখ্যা)

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮০

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ সূচী

ষষ্ঠ বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
নববর্ষারম্ভে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনা	১।১/০
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে বিজ্ঞপ্তি	১।১/০
শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়াতেই পরাশান্তি লাভ	১।১
নিয়মাগ্রহ	১।২
শ্রীশ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর	১।৬, ৩।৫৫, ৪।৮২
প্রশ্ন-উত্তর	১।৯,৩।৬০,৪।৮৬,৮।১৮৩,৯।২০৫,১০।২৩৪, ১১।২৫২
'শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা' গ্রন্থের প্রতিবাদ	১।১৩,২।৪১,৩।৬৯,৪।৯৬
কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিভাষণ	১।২১
আসাম-প্রচার-সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব	১।২৩
বিভিন্ন মঠে শ্রীব্যাসপূজা	১।২৪
শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১।২৪
অকৃত্রিম আচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই	২।২৫
বৈষ্ণবের আচরণ কি ?	২।৩০
জনসঙ্গ	২।৩১
আমি কি ভুল করিয়াছি ?	২।৩৫
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসব	২।৩৮
হায়দ্রাবাদ মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব	২।৩৯
Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'	২।৪০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ	৩।৪৯,৬।৭৭,৬।১২৫
লীলা	৩।৫২
প্রচার-প্রসঙ্গ	৩।৬৩,৪।১০০,৫।১২১,৯।২১৮,১১।২৬১
নিমন্ত্রণ পত্র (মশড়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা উপলক্ষে)	৩।৬৪
শ্রীমদ্ বৈখানস মহারাজের বিরহ উৎসব (শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে)	৩।৬৫
স্বধামে শ্রীরজনী কান্ত পাল	৩।৬৭
উৎসাহ	৪।৮০
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই	৪।৮৯,৫।১১২,৬।১৩৫
শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা	৪।৯৭
শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে বার্ষিক মহোৎসব	৪।১০০
ঈশবৈমুখ্যের পরিণাম ও তদ্দূরীকরণোপায়	৫।১০১
শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য	৫।১০২
ভক্তিযোগ মুক্তই—যোগিত্বম—পরম কল্যাণকৃৎ	৫।১০৮,৬।১২৯
শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন বিবরণী	৫।১১৭
উত্তর ভারত প্রচার-সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব	৫।১১৯
জলন্ধরে বার্ষিক সম্মেলন	৫।১২১
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব	৫।১২৩
চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৫।১২৪,৮।১৯৩
সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার	৬।১২৬
পাঞ্জাবে শ্রীল আচার্য্যদেব	৬।১৪৪
কৃষ্ণনগর মঠে বার্ষিক উৎসব	৬।১৪৭
বিরহ-সংবাদ [শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিতিলক ত্রিবিক্রম মহারাজ (শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী), শ্রীমতী উষা চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ]	৬।১৪৭

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
নিমন্ত্রণ-পত্র (৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব)	৬।১৪৮
শ্রীল প্রভুপাদের বাণী	৭।১৪৯
অসৎ-সঙ্গ	৭।১৫০
কে ভক্তির অধিকারী ?	৭।১৫২
ব্রহ্ম ও জগৎসৃষ্টি	৭।১৫৭
শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিণী-সভার শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্রাবলী (৭৮০ গৌরাব্দ)	৭।১৬২
অহিংসা ও প্রেম	৭।১৬৫
সর্পগ্রস্ত নন্দ মহারাজের মুক্তি ও শঙ্খচূড় বধ	৭।১৭০
প্রার্থনা	৭।১৭২
বোলপুরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার	৭।১৭২
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	৮।১৭৩,৯।১৯৫
নিশ্চয়	৮।১৭৪
শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য	৮।১৭৯
যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ	৮।১৮৬
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন-যাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব (শ্রীধাম মায়াপুরে, দক্ষিণ কলিকাতায়, শ্রীধাম-বৃন্দাবনে, হায়দ্রাবাদ মঠে, গৌহাটী মঠে, শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে, সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে, তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে)	৮।১৮৭
শিলং এ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৮।১৯১
নির্য্যাণ-সংবাদ [শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী (অধ্যাপক শ্রীহরিপদ মণ্ডল)]	৮।১৯২
দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসব পূর্ণাপ্তি	৮।১৯৪
ধৈর্য্য	৯।২০১
শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	৯।২১০
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিয়মসেবা (শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা)	৯।২১১

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি মহোৎসব ও প্রদর্শনী	৯।২১৭
স্বধামে শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৯।২১৮
চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-পঞ্জী	৯।২১৮
হরাবভক্তস্য কৃতো মহৎগুণা	১০।২১৯
তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন	১০।২২০,১১।২৪৫,১২।২৬৭
শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য	১০।২২৩
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি (শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী)	১০।২৩০
প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি (শ্রীবিভুপদ পণ্ডা)	১০।২৩২
গণেশ গজানন ও একদন্ত কেন ?	১০।২৩৮
শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব (নন্দগ্রামে, কলিকাতায়, হায়দ্রাবাদে)	১০।২৪০
শ্রীকার্ত্তিক-ব্রত উপলক্ষে মাসব্যাপী নগর-সংকীর্ত্তন	১০।২৪১
সম্পাদকীয়	১০।২৪২
শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিভ্রমণ সূচী	১০।২৪২
লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা	১১।২৪৩,১২।২৬৫
মনোনিগ্রহ	১১।২৪৭,১২।২৭০
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভাবির্ভাব তিথি পূজা (শ্রীব্রজমণ্ডলে, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, গৌহাটী, শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী)	১১।২৫৯
হায়দ্রাবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব	১১।২৬১
নির্য্যাণ (শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাস ব্রজবাসী, শ্রীমতী সাহেশ্বরী দেবী, ডাঃ বি, এন, ঘোষাল)	১১।২৬২
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট)	১১।২৬৩
নিমন্ত্রণ-পত্র (কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব নবনির্ম্মিত সুরম্য শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় ও সংকীর্ত্তন-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন)	১১।২৬৪
ভগবৎসম্পর্কে বা ভক্তিসম্পর্কে প্রাকৃতবস্তু অপ্রাকৃত হয় কি না ?	১২।২৭৪
জীবনের লক্ষ্য	১২।২৭৭

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের নির্য্যাণ-সংবাদ	১২।২৮১
পরলোকে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত মোহিনীমোহন শাস্ত্রী	১২।২৮৩
বিরহ-সংবাদ	১২।২৮৪
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় ও সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মহোৎসব	১২।২৮৫
শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব	১২।২৮৮
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব)	১২।২৮৯

শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি

ঈশোদ্যান-মহিমা

মায়াপুর দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজন স্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন॥
বনশোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি বৃক্ষ-লতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণগান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য হীরক নীল পীত মণি ভায়॥
বহির্ম্মুখ জন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ড ভণ্ড॥

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭৩।
৩ মাধব, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, রবিবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৭। | ১২শ সংখ্যা

লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

কাঁহার নিকট হইতে ভাগবত শ্রবণীয়?

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" যে ব্যক্তি নিজে 'শ্রীমদ্ভাগবত' নয়, তাহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হন না। সেই ব্যক্তি তাঁহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত্ত উৎপাদন করে মাত্র। সে নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মৎস্য ভক্ষণ করেন, ভাগবত-নিন্দিত স্ত্রী-সঙ্গ, গৃহব্রতধর্ম্ম ও নানা অসদাচরণ করিয়া থাকেন, অথচ 'ভাগবত-পাঠী' বলিয়া মুখে বলেন, তাঁহাদের জিহ্বায় কি-প্রকারে অভিন্ন ভগবদবস্তু 'ভাগবত' নৃত্য করিতে পারেন? যাঁহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাঁহার প্রবল, যাঁহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না,—শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করেন মাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন,—"যাহারা সর্ব্বক্ষণ 'ভাগবত' পড়েন, তাঁহাদিগের হরিসেবার অর্থ বন্ধ করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও!" পরন্তু ভাগবত-দিগকেই সকলে সেবা করিবেন।

'গুরু' কে? 'পণ্ডিত' কে?

যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।১৯।৪১), —"পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ"।

নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রতি মৎসরতা

আবার আমরা অনেক সময় মনে করি,—'আমাদের ভাগবত পড়িয়া, মন্ত্র দিয়া, ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পেটপূজা করাকে যাঁহারা গর্হণ করেন,— যাঁহারা সত্য সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, জগতের লোককে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব' করেন, আমরা কেনই বা না তাঁহাদের গলা টিপিব, আমাদের গর্হিত-কার্য্য-সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বলিব, তাহারাও ত' ভিক্ষা করে, তাহাদেরও ত'

অর্থের আবশ্যকতা হয়!' পরন্তু বিষয়টি তাহা নহে। যাঁহারা সত্য-সত্য 'ভাগবত' পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, তাঁহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত বস্তু, তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না। অথবা ঠাকুর-সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না; কিম্বা ভগবৎসেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগীর জড়প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করেন না।

লোকপ্রিয়তা-লাঘবের ভয়ে নিরপেক্ষতা-পরিত্যাগ—অশ্রৌতপথ-বরণ

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে, আমি যদি সত্য-কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌত-পথ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌত পথ গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে আমি 'অবৈদিক'—'নাস্তিক' হইলাম — সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক গ্রন্থের গোড়ায়ই লিখিয়াছেন (ভাঃ ১১।২৬।২৬), —

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

গুরু—শিষ্যের প্রেয়ো-রুচির কিঙ্কর নহেন

গুরু কখনও 'প্রেয়ঃপথ' স্বীকার করেন না, তিনি—প্রেয়ঃপন্থী। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন,—'গুরুদেব! আমি মদ খাইতে চাই'! গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা 'আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না' বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি! আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয়যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি! আমরা অনেক সময়ে 'গুরু' করি —মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে; পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য। গুরুকরা-কার্য্যটা বর্ত্তমানকালে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত-ধোপা-রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা 'ফ্যাশান'।

সত্যগ্রহণে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব অকর্ত্তব্য

সত্য জানিবামাত্রই তাহাতে আমার নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যা'র যতটুকু আছে, উহার একমুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরি-ভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্টাঙ্গ-রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটী হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য-কার্য্য বাকী আছে; কিন্তু "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"। অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্যসময়ে সম্পন্ন হইবে না।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট সত্য-শ্রবণ-মাত্র অবিলম্বে অসৎসঙ্গ-ত্যাগের আদর্শ-প্রদর্শন

শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তিউপাসক ব্রাহ্মণের রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে একটী পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্গোৎসব আগতপ্রায় দেখিয়া পুত্র রামকৃষ্ণকে কতকগুলি ছাগ-মহিষাদি শক্তিপূজার আবশ্যক দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগ-মহিষগুলিকে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে ছাগ-মহিষগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, রামকৃষ্ণ নিষ্কপটে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পিত্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে রামকৃষ্ণের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও মহিষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্রব্য-সম্ভার বিশেষতঃ পূজার মহিষ-ছাগগুলির জন্য পথ-

পানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন,—'আত্মজ এবার মায়ের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগ-মহিষ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে'; কিন্তু পুত্রকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামকৃষ্ণ,—"তুমি মায়ের পূজার জন্য ছাগ আনিয়াছ কি?" রামকৃষ্ণ উত্তর করিল, —"পিতঃ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আর আমি আজ একজন পরম-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।" এইরূপ কথায় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, —"রামকৃষ্ণ, আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিলে! মায়ের পূজার বিঘ্ন জন্মাইলে, আবার অর্থগুলি পর্য্যন্ত জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলে! তা'রপর তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে গেলে! আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিল না। না হয়, তুমি কোনও শাক্ত-ব্রাহ্মণকে 'বৈষ্ণব' বিচার করিয়া তাহার শিষ্য হইতে। তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে! ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানের কথা আর কি আছে? আমাদের মুখে তুমি আজ চুণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ! তুমি কুলের অঙ্গার হইয়াছ! মায়ের কোপে যে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে!" রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে সত্যকথা শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই জাগতিক কর্ত্তব্যগুলি অতিক্ষুদ্র ও নগণ্য-জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন।

নিত্যমঙ্গলের প্রতিকূলাচারী 'স্বজন' নহে

আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতের কাহারও কথা শুনিব না। (ভাঃ ৫।৫।১৮)—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥"

তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠার পর)

সেবাপরাধ ও দশটী নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে যত্ন করা ভজন-প্রয়াসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমূর্ত্তির সেবা-সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তের পক্ষে কিছু কিছু অপরাধের বিচার আছে। সমস্ত সেবাপরাধ-বর্জ্জন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন করিতে হইলে কতকগুলি সেবাপরাধ অবশ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। নামাপরাধ দশটী অনেকস্থানে বিচারিত হইয়াছে। সেই অপরাধগুলি বিশেষ যত্নসহকারে সকল সাধকের বর্জ্জনীয়। এ বিষয়ে যাঁহাদের শৈথিল্য, তাঁহাদের ভজন-চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি-সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ-পাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স মামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্ব-সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পততাধঃ॥

তাৎপর্য্য এই,—শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে সর্ব্ব অপরাধ ক্ষয় হয়। শ্রীহরির প্রতি যে-সকল অপরাধ করা যায় অর্থাৎ যে-সকল সেবাপরাধ লিখিত আছে, সে-সমস্ত নামাশ্রয়ে বিগত হয়। শ্রীনামই বৈষ্ণব-মাত্রকে উদ্ধার করেন। কিন্তু, যে দশটী নামাপরাধ উল্লিখিত আছে, নামাশ্রিত ভক্তকে সেই অপরাধগুলি অবশ্য পরিত্যাগ

করিতে হইবে। নতুবা, নামাশ্রয় করিলেও তাঁহার পতন অনিবার্য্য।

সাধক কৃষ্ণ-নিন্দা ও বৈষ্ণব-নিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, তাঁহারা লোকাপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হ'ন।

উপর্য্যুক্ত বিংশতি অঙ্গের বিশেষ আদর করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। কৃষ্ণকৃপাই ভাবোদয়ের মূল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা হয় না। ইহাদের মধ্যে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও শ্রীগুরুসেবাই সকলের মূল।

ইহাদের পর যে-সকল ভজনাঙ্গ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অর্চ্চনাঙ্গ। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে লভ্য এই সকল ভক্ত্যঙ্গ যথাসাধ্য সাধন করিবে। দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এইগুলি ভাবোদ্বোধক ক্রিয়াবিশেষ। প্রকৃত প্রস্তাবে হইলেই তাহারাই ভাব হয়। কেবল সাধন-অবস্থায় তাহারা সাধনভক্তি-কার্য্য-মধ্যে গণনীয়।

সংসারে যাহা যাহা ইষ্টতম বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা নিজের প্রিয়, সে-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবেন,—ইহার অনেক অর্থ হয়। তাৎপর্য্য এই,—নিজের প্রীতিজনক বলিয়া ভোগ না করিয়া কৃষ্ণোদ্দেশ্যে দান করত তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেন।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত' প্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করাই মঙ্গলজনক।

শ্রীপঞ্চরাত্র বলিয়াছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ৯।২।৯৩ ধৃত শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র-বচন।)

তাৎপর্য্য এই যে,—মানবগণ সংসারে বর্ত্তমান হইয়া যে-সকল বৈদিকী বা লৌকিকী ক্রিয়া করিয়া থাকে, সে-সমস্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-ভাবে যেন না করে। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূলরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া সে-সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত। বিবাহাদি স্মার্ত্ত-সংস্কার-ক্রিয়া—বৈদিকী এবং লোক-রক্ষার্থ যে-সকল সাংসারিক ও শারীরিক ক্রিয়া করা হয়, সে-সমস্ত লৌকিকী। কৃষ্ণসংসার-পত্তনের জন্য বিবাহ; কৃষ্ণ-সেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া; কৃষ্ণের জীবসকলের তর্পণের জন্য ভোজন-মহোৎসব; এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে, আর বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ, গেহ সকলই কৃষ্ণের'—এই বোধে দেহ-রক্ষা, গেহ-রক্ষা ও সমাজ-রক্ষা করিবে। ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।

সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাপত্তিতে মণ্ডিত থাকিবে। ভক্তি-শাস্ত্রে অনেক স্থানে ষড়্‌বিধ-শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা, সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি বস্তুকে 'তদীয় বস্তু' বলা যায়। তুলসী-সেবা তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান। শ্রীস্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥
নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥

তাৎপর্য্য এই যে, সাধক প্রত্যহ শ্রীতুলসীকে এই নয় প্রকারে ভজন করিলে শ্রীহরিগৃহে বাস লাভ করেন। শ্রীতুলসীর দর্শন, শ্রীতুলসীর স্পর্শন, শ্রীতুলসীর ধ্যান, শ্রীতুলসীর কীর্ত্তন, শ্রীতুলসীর নমস্কার, শ্রীতুলসীর মাহাত্ম্যশ্রবণ, শ্রীতুলসীর রোপণ, শ্রীতুলসীতে জলসেবা ও শ্রীতুলসীর পূজা—এই নয় প্রকারে শ্রীতুলসীর ভজন।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রও তদীয়-বস্তুমধ্যে পরিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র তন্মধ্যে প্রধান। আবার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও সেই-প্রকার সম্মান। যাঁহারা এই সকল ভক্তিশাস্ত্র নিত্য পঠন ও শ্রবণ করেন, তাঁহারা ধন্য।

শ্রীমথুরাদি শ্রীকৃষ্ণতীর্থ সাধকের বাসযোগ্য স্থান। তন্মধ্যে শ্রীমথুরা-বাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাসও তদ্রূপ। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদায়িনী॥

শ্রীকৃষ্ণভক্ত-জন তদীয় মধ্যে গণনীয়। শ্রীআদি-পুরাণে লিখিয়াছেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥

ভক্তসেবা-সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী তদ্রচিত শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে শ্রীআদিপুরাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রীকৃষ্ণভক্তির যে-সকল অঙ্গ বলা হইল, প্রায় সেই-সকল অঙ্গ আবার শ্রীকৃষ্ণভক্ত-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানিয়া থাকেন। 'প্রায়'-শব্দের দ্বারা ভেদ এই হইল যে, শ্রীকৃষ্ণভক্তকে কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দিয়া পূজা করিতে হয়। প্রণতি-প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ একই প্রকার।

সাধকের যথাবৈভব মহোৎসব করা উচিত। সাধু-সঙ্গে মহোৎসব একটি প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে সতর্কতার প্রয়োজন এই যে, মহোৎসবের ছলে অসাধু সঙ্গ না হয়।

শ্রীভগবজ্জন্ম-দিনাদিতে উৎসবের প্রয়োজন। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় প্রীতি করা উচিত। মূঢ় লোকেরা অবিবেচনা-পূর্ব্বক নিরাকার-নিষ্ঠ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির অনাদর করে। তাহারা যদি সৎসঙ্গে সদ্বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে শ্রীমূর্ত্তি-সেবার নিত্য প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পায়।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ রসিক-জনের সহিত করা আবশ্যক। হেতুবাদী, তার্কিক ও শুষ্কবাদ-পরায়ণ লোকের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়ে, রসোদয় হয় না।

ভক্তসঙ্গ করা প্রয়োজন। জ্ঞানী, কর্ম্মী প্রভৃতি দুষ্ট-আশয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত ন'ন। স্বজাতীয়-ভক্তিবাসনা যাঁহাদের আছে, সেই স্নিগ্ধ-পুরুষ-দিগের মধ্যে যাঁহারা নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গই ভক্তি-সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য। নতুবা, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় করিবে না। শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে (৮।৫১) লিখিয়াছেন,—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলৈর্দ্বৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—যিনি যেরূপ সঙ্গ করিবেন, স্ফটিক-মণির ন্যায় তাঁহার সেরূপ সঙ্গ-ফল হইবে। স্বজাতীয় ভাবের সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ-যূথকেই আশ্রয় করিবেন। এ-বিষয়ে সকল সাধকের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতির সঙ্গ করিলে অতিশয় মন্দ-ফল হয়। আবার যাঁহারা শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ভক্ত-সঙ্গ' একটি প্রধান অঙ্গ।

যে-সকল ভক্তির অঙ্গ লেখা গেল, তাহাদের সকলের মধ্যে প্রধান পাঁচটি অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-আস্বাদন, স্বজাতীয়-বাসনা-দ্বারা স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্তের সঙ্গ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমথুরা-বাস—এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা বহু জন্ম শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে তৎফল-স্বরূপ শ্রীহরিনাম সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।১০৮-১০৯ ধৃত পাদ্ম-বচন)

শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণ এক বস্তু। শ্রীনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ জড়াতীত, অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। জড় জিহ্বাদিতে শ্রীনাম গ্রাহ্য নহেন। তবে, শুদ্ধ-চিদ্দেহে যখন জীব কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হ'ন, তখন চিন্ময় শ্রীনাম স্বয়ং তাঁহার জিহ্বাদিতে অবতীর্ণ হ'ন। চিন্ময়-বস্তুর এইরূপ স্বতন্ত্র-কৃপা।

শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীভগবন্নাম, শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, শুদ্ধভক্ত ও শ্রীমূর্ত্তি — এই পাঁচটী অলৌকিক পদার্থ। ইঁহাদের সঙ্গ হইলে ভাব ও শ্রীকৃষ্ণ সহসা উদিত হ'ন।

সাধনভক্তিতে এই প্রকার বৈধী ভক্তি বিবৃতা আছেন। আবার, রাগানুগা সাধনভক্তি সাধনকার্য্যে অত্যন্ত প্রবল। ব্রজজনের শ্রীকৃষ্ণসেবা দেখিয়া তদনুসরণ-প্রবৃত্তি হইতে যে সাধন-পর্ব্বের উদয় হয়, তাহাকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ কায়মনোবাক্যে এই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবেন। বৈধী সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি আছে, সাধক অধিকার-ভেদে সেই সেই কর্ম্ম প্রবর্ত্তনে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কেহ বা এক অঙ্গ সাধনে ও কেহ বা বহু অঙ্গ সাধনে ভাবরূপ পরমফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবসেবাবাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে রুচি-প্রাপ্তা হ'ন না। অতএব, সাধকগণ একান্ত শরণাগত হইয়া ভক্তিকার্য্যে উৎসাহ, দৃঢ়-নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিবেন।

মনোনিগ্রহ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৫২ পৃষ্ঠার পর)

গীতা ৭।১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ জানাইতেছেন—আমার ভগবৎস্বরূপে একান্ত প্রপত্তি ব্যতীত আমার ত্রিগুণময়ী দুরতিক্রমা দৈবী অর্থাৎ জীববিমোহিনী মায়া উত্তীর্ণ হইবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। অতিচঞ্চল বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে চিত্তের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক তিনি ব্যতীত আর কে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবে?

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

—'কৃষিঃ' ভূ অর্থাৎ আকর্ষক-সত্তা-বাচক এবং ণ নির্বৃতি বা পরমানন্দবাচক, এতদুভয়ের ঐক্যই পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটী আসুরী সম্পৎকে শ্রীভগবান্ আত্মবিনাশী নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়া জানাইয়া ঐ তিনটিকে ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। (গীঃ ১৬।২১)

গীতা ৩য় অধ্যায়ের ৩৬—৪৩ শ্লোকে ঐ কাম-ক্রোধ ত্যাগ করিবার উপায়ও জানাইয়াছেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৃষ্ণ, কাহার প্রেরণায় জীব অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?" তদুত্তরে কৃষ্ণ কহিলেন—রজোগুণ সমুদ্ভূত মনসিজ কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তিই জীবকে পাপে প্রবৃত্ত করে। ইহারই রূপান্তর

ক্রোধ। কামের অতৃপ্তিই তমোগুণাশ্রিত হইয়া ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কাম ও ক্রোধ জীবের অতি উগ্র ও সর্ব্বভুক্ মহাশত্রু। এই মহাভয়ঙ্কর শত্রুকে দমন করিতে না পারিলে সাধন-ভজন ত' দূরের কথা, সাধারণ মনুষ্য নামেরও অযোগ্য হইয়া নরকগতি লাভই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিনটিই এই কামরূপ মহাশত্রুর আশ্রয়স্থল। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত করিয়া এই জ্ঞান বিজ্ঞান বিধ্বংসী মহাপাপকে নাশ কর। পণ্ডিতগণ জড়বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলেন, ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বিজ্ঞান-রূপ বুদ্ধি প্রবলা, বুদ্ধি অপেক্ষা প্রবল আত্মা যিনি জীব, এই জীবাত্মাই ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়মিত করিয়া কাম জয় করিতে পারেন। এইরূপে বুদ্ধিরও পরতত্ত্ব জীবাত্মাকে সর্ব্বোপাধি হইতে পৃথগ্‌ভূত অপ্রাকৃততত্ত্বরূপে জানিয়া 'আত্মানং' অর্থাৎ মনকে 'আত্মনা' অর্থাৎ ঈদৃশী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা 'সংস্তভ্য' অর্থাৎ স্থির করিয়া কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার মর্ম্মানুবাদে লিখিয়াছেন—"এইরূপে আপনার অপ্রাকৃত-তত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জানিয়া আপনাকে চিৎশক্তি দ্বারা নিশ্চল করতঃ দুর্জ্জয় কামকে ক্রমমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নাশ কর।"

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"কিবা সে করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে, যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ"। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥" এমন সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া ইহাকে কামক্রোধের কিঙ্কর করিয়া মায়ার ঝাঁটালাথি খাইতে দিতে হইবে না। আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। আমার ভাল হইবার—সত্য সত্য সাধুত্ব লাভের অকৃত্রিম চেষ্টা বা অধ্যবসায় দেখিলে—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পদারবিন্দে নিষ্কপট ক্রন্দন জানাইলে শ্রীভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবার অবশ্যই কোন না কোন উপায় বিধান করিবেন। একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া ভোগ বাসনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে, সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য পালন করিবার কোন চেষ্টাই না করিলে কি করিয়া আমাদের মঙ্গল হইবে?

গীতা ২।৪১ শ্লোকোক্ত ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির গতি একাভিমুখিনী, অধ্যবসায়ী মনোধর্ম্মী কামিগণের বুদ্ধির গতি বহুশাখা বিশিষ্টা—বহুমুখিনী হইয়া থাকে। ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি 'একা এব' অর্থাৎ একটি মাত্র। শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমার শ্রীগুরুপদিষ্ট ভগবৎ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণপরিচর্য্যাদিই আমার একমাত্র সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু, সাধ্য-সাধন-দশায় ইহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না, ইহাই আমার কাম্য, ইহাই আমার কার্য্য, ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোন কার্য্য নাই, স্বপ্নেও অন্য কোন অভিলাষ নাই, ইহাতে আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, সংসার নষ্ট হইয়া যাউক বা নষ্ট না হউক, তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি নাই—এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একমাত্র অকপট ভক্তিতেই সম্ভব হইতে পারে। ভক্তিযোগ ব্যতীত এইরূপ একা—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদিতে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকেও "তস্মো ভজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইত্যাদি বাক্যেও এইরূপ সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ভজনের উপদেশ করিয়াছেন।

"ভক্তনিষ্ঠা ভজনোত্থা প্রাপ্তিস্তদ্দর্শনোত্থা স্বনিষ্ঠা কৃপা চেতি দ্বাভ্যামেব ভগবান্ বদ্ধো ভবেৎ" (ভাঃ ১০।৯।১৮ চক্রবর্ত্তী টীকা) অর্থাৎ ভক্তের ভজনজনিতা প্রাপ্তিদর্শনেই সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিনী পরমভাস্বতী কৃষ্ণকৃপার উদয় হয়, তখনই ভক্তিবশ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের ভক্তিরজ্জুর বন্ধন স্বীকার করেন, নতুবা দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা আর কিছুতেই দূর হয় না, কৃষ্ণকে বাঁধা যায় না।

তাঁহাকে পাইবার জন্য যত্নের কথা শ্রীভগবান্ গীতা ৯।১৪ শ্লোকেও জানাইয়াছেন। যত্নটি কিরূপ হইবে, তাহা

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সদৃষ্টান্ত জানাইতেছেন — "যেমন কুটুম্ব-পালনার্থ দরিদ্র গৃহস্থগণ ধনিকের দ্বারাদিতে গিয়া ধনার্থ যত্ন করে, তদ্রূপ আমার ভক্তগণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি লাভের জন্য সাধুসভাদিতে গমনপূর্ব্বক তৎসকাশে আমাতে ভক্তি-ধন লাভের জন্য যত্ন করিবেন। আবার সাধুর কৃপায় সেই ভক্তিধন লাভ করিয়া তাহা সংরক্ষণার্থ পরমাদরে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, সাধুগুরূপদিষ্ট নামমন্ত্রাদি জপ, শ্রীবিগ্রহার্চ্চনাদি দ্বারে বিশেষ যত্নের সহিত সেই ভক্তির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবেন। (দৃঢ়ব্রত কি প্রকারে হইতে হইবে, তাহাও বলিতেছেন—) শ্রীগুরুদেব আমাকে এত সংখ্যা নাম গ্রহণ, এত প্রণাম, এইরূপ অর্চ্চনাদি ভজনক্রিয়া যাহা যাহা করিতে বলিয়াছেন, আমি গুরুদত্ত সেই সমস্ত অবশ্যকর্ত্তব্য নিয়ম যথাযথ পালন করিতে প্রাণপণ যত্ন করিব, একাদশ্যাদি ব্রত অপতিত-ভাবে অবশ্য পালন করিব, ইন্দ্রিয় সংযমাদিতে বিশেষ যত্নবান্ হইব ইত্যাদি।" 'সাধু যাহার সঙ্কল্প ভগবান্ তাহার সহায়' এই ন্যায়ে ভজন-দম্ভ ছাড়িয়া সাধুগুরু-কৃপাপেক্ষা-মূলে ভজনচেষ্টা করিলে তাহা অচিরেই অবশ্য সফল হইবে। বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ— এই ছয়টি বেগ প্রবল হইয়া জীবকে সংসার সমুদ্রে হাবু-ডুবু খাওয়ায়। অত্যাহার, কৃষ্ণেতর-বিষয়-ভোগ-চেষ্টা, গ্রাম্য-বিষয়-কথাসক্তি, শাস্ত্রোক্ত-বিধি একেবারে স্বীকার না করা বা মুখ্যবিধি শ্রীকৃষ্ণস্মরণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গৌণবিধি পালনাগ্রহ বা নিজ অধিকার-বহির্ভূত নিয়মাদি পালনে যত্ন প্রদর্শনরূপ অনধিকারচর্চ্চা-ফলে 'ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইবার দুর্ভাগ্য বরণ-রূপ ছয়টি দোষে দুষ্ট হইয়া জীব নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে। পর-দুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি ভগবৎপার্ষদপ্রবর শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-প্রভু তাই "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ —এই ছয় প্রকারে ভজন-সম্পত্তি ভক্তি বৃদ্ধির উপদেশ করিতেছেন। ভজনে উৎসাহ, কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চয়তা, প্রেমলাভে ধৈর্য্য, পূর্ব্বপূর্ব্ব মহাজনানুষ্ঠিত ভক্ত্যনুকূল কর্ম্মপ্রবর্ত্তন ও নিত্য সত্য সনাতন সদ্বস্তু ভগবদনুশীলনকারী সাধুর বৃত্তি বা সৎ-স্বভাবানুসরণ— এই ছয়টি ভক্ত্যনুকূল বিচারাবলম্বনে জীব পূর্ব্বোক্ত ছয় বেগ ও ছয়দোষজনিত ভক্তিপ্রতিকূল ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রকৃত ভক্তিময় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ হন। অসৎসঙ্গ দোষদুষ্ট অসদ্-বিষয়কলুষিত মনই যাবতীয় অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইতে হইবে, নতুবা আত্মহত্যা মহাপাপ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। শ্রীভগবান্ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য আমাদিগকে নরতনুরূপ এমন সুন্দর সুপটু তরণীখানি দিয়াছেন, তাহাতে আবার গুরুরূপে তিনিই কর্ণধার হইয়া বসিয়াছেন, আবার কৃষ্ণের কৃপারূপ অনুকূল বায়ুরও ত' অভাব নাই, তথাপি যদি আমরা এই ভবসমুদ্রপারে যত্নবান্ না হই, তাহা-হইলে আমাদের মত হতভাগ্য বুদ্ধিহীন আর জগতে কে থাকিতে পারে? তাই শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥

(ভাঃ ১২।৪।৪০)

—"হে মহারাজ, আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখ-দাবানল-সন্তপ্ত এবং অতিদুস্তর সংসার-সমুদ্রোত্তরণাভিলাষী পুরুষের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির লীলাকথারস সেবন ব্যতীত অন্য কোন নৌকা বর্ত্তমান নাই।"

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

(ভাঃ ১।১।৩)

—"হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনা-চতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্য-প্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক্ অস্থি প্রভৃতি কঠিন

হেয়াংশরহিত তরল পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদ-কল্পতরুর প্রপক্কফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন। পরমমুক্ত পুরুষগণও স্বর্গাদি সুখের ন্যায় ইহাকে উপেক্ষা না করিয়া নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন।

নিতান্ত অজ্ঞ জীবও যাহাতে অনায়াসে শ্রীভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য শ্রীভগবান্ 'মন্মনা ভব', 'মামেকং শরণং ব্রজ', 'ময্যেব মন আধৎস্ব', 'ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়', 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যাদি শ্রীঅর্জ্জুন ও শ্রীউদ্ধবজীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগীতা ও ভাগবতাদি শাস্ত্রে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পরম হিতকারী বান্ধব ও পরমারাধ্য শ্রীভগবদভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ জানিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে তৎসকাশে যে-সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি তুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে। ভক্তির লক্ষণ (ভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১), ভক্তির প্রধান সাধন (ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪), ভক্তি অধিকারীর স্বভাব (ভাঃ ১১।২০।২৭-৩৪) ইত্যাদি—শ্রীউদ্ধবসমীপে কথিত শ্রীভগবানের এই সকল মহামূল্য কথা শ্রীগুরুমুখে বিশেষভাবে শ্রোতব্য। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত শ্রবণ কখনও সার্থক হয় না, সাধন-ভজনও শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, মনোধর্ম্মও যায় না, মনোনিগ্রহও হয় না। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ভাগবতচরিত্র শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীমুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদর্শ প্রদর্শন করিতেন। সাধুগুরুমুখে আমাদেরও ঐ সকল আদর্শ ভক্তচরিত্র পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করা আবশ্যক। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল। ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল॥ এই তিন সাধন হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥" এই সকল মহাজনবাক্যানুসরণে ইন্দ্রিয়সকলকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিলে ইহাদের বহির্ম্মুখতা-দোষ অপগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ক্রমশঃ অন্তর্ম্মুখ হইয়া উঠিবে।

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমুখ মহাজনগণের 'মনঃশিক্ষা' বিশেষ যত্নসহকারে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অনুশীলন ও অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা শীঘ্র-শীঘ্রই 'মনোনিগ্রহ' সম্ভাবিত হইয়া ভজন-পথে দ্রুতগতি অগ্রসর হইবার সৌভাগ্যোদয় হইবে। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিমুখনিরীক্ষক; ভক্তিব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে কোন ফলদান-সামর্থ্য নাই। কিন্তু ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা, কর্ম্মজ্ঞানাদি নিখিল-শ্রেয়ঃসাধক-পন্থাবলম্বনে যাহা কিছু শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে, ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপে তৎসমুদয়ই ভক্ত ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ভক্ত শ্রীভগবৎপাদ-পদ্মে প্রেমভক্তি ব্যতীত অন্য সকল ফলকেই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধ্যাদি তাঁহাকে দিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। ধর্ম্মার্থ-কাম ত' দূরের কথা, স্বয়ং মুক্তিই মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া ভক্তের দাস্য প্রার্থনা করেন। শ্রীভগবদ্ গীতার 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' (গীঃ ২।৫৯) বিচারানুসারে দেখা যায়—উৎকৃষ্ট পরবিষয়ানুরাগ প্রবল হইলে নিকৃষ্ট ইতর বিষয়ানুরাগ আপনা হইতেই শিথিল হইয়া যায়। মনকে কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিতে পারিলে মনের ইতরানুশীলন আপনা হইতেই থামিয়া যাইবে।

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২৭)

অর্থাৎ জড়বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে আর আমার চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত আমাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। গীতা ২।৬২-৬৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে — মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে বিষয়সঙ্গ বা বিষয়-ভোগস্পৃহা জন্মে। সেই সঙ্গ হইতে কাম, কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ কার্য্যা-কার্য্যবিবেক-রাহিত্য আসিয়া যায়। সম্মোহ হইতে শাস্ত্রোপদিষ্ট নিজ স্বার্থের বিস্মৃতি ঘটে। স্মৃতি ভ্রষ্ট হইলে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধি নষ্ট হইলে জীব সংসার-কূপে পতিত হইয়া থাকে, তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। সুতরাং

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥"

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি বা স্মরণই সকল অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিস্তার করে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ করে, আত্মার নিত্যবৃত্তি পরমাত্মভক্তি এবং বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত জ্ঞানের উদয় করায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিমধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন। এই শ্রীনামের আনুষঙ্গিক ফলেই চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইয়া যায় এবং অন্যান্য শুভোদয় হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের 'চেতোদর্পণ মার্জ্জনং' এই প্রথম শ্লোকে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের সপ্তশুভদত্ব বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং নামকৃপাভাসেই মনের সম্যক্ নিগ্রহ সাধিত হইবে। তাহা না হইলে জানিতে হইবে, শ্রীনামের চরণে আমার প্রচুর অপরাধ আছে। সাধুসঙ্গে সাধু-সেবাবৃত্তিসহকারে অবিশ্রান্ত নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনুশীলন করিতে করিতে নামকৃপোদয়ে সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায় সেই মনোনিগ্রহ অনায়াসেই সংসাধিত হইবে। ভক্তিপথ ব্যতীত অন্য কোন পথাবলম্বনে মনোনিগ্রহ আত্যন্তিকভাবে সাধিত হইবে না।

ভগবৎসম্পর্কে বা ভক্তিসম্পর্কে প্রাকৃতবস্তু অপ্রাকৃত হয় কি না ?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন —

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩)

শ্রীমহাপ্রসাদের অপূর্ব্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন —

প্রভু কহে,— "এইসব হয় 'প্রাকৃত' দ্রব্য।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, লবঙ্গ, গব্য॥
রসবাস, গুড়ত্বক-আদি যত সব।
'প্রাকৃত' বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ,— সবার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু—গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ।
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥
অলৌকিক-গন্ধ-স্বাদ, অন্য-বিস্মারণ॥
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।১০৮-১১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাই—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥
(ভাঃ ১১।২৫।২৫)

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ভগবন্নিকেতনন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবাৎ নির্গুণং স্থানম্।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও ঐ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেতস্যাপি নির্গুণত্বং ভবেৎ স্পর্শমণিন্যায়েন। তাদৃশত্বং তাদৃশ ভক্তি চক্ষুর্ভিরেবোপলব্ধব্যম্।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও উক্ত শ্লোকের স্বকৃত টীকায় উপরি উক্ত দুই মহাজনের উক্তিই উল্লেখ করিয়াছেন।

ভগবৎ-প্রসাদের নির্গুণতা সম্বন্ধেও শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর ভাঃ ১১।২৫।২৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"মন্নিবেদিতং তু নির্গুণম্" অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি নির্গুণ।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ ভাগবতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা॥
(বৃঃ ভাঃ ১।৩।৪৫)

তৎকৃতটীকা—মর্ত্ত্যশরীরমপি সচ্চিদানন্দরূপেণ পরিণমেৎ। যথোক্তং শ্রীমৈত্রেয়েণ চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবস্য পরমপদারোহণ প্রসঙ্গে—পরীত্যাভ্যর্চ্চ্যাধিষ্ঠ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ। ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুর্বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি॥ ব্যাখ্যাতঞ্চাত্র শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ—তদেব রূপং হিরণ্ময়ং বিভ্রৎ সন্নিতি। হিরণ্ময়ত্বঞ্চ প্রকাশময়ত্বং চিদ্‌ঘনত্বাদিতি জ্ঞেয়ং। লোকে চ রস-বিশেষ-পানেন রম্যরূপান্তর-প্রাপ্তিরিতি প্রসিদ্ধম্।

ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু।
ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩৯)

তৎকৃতটীকা — ভক্তাগামপি শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপেণ ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারতা প্রতীতেঃ কথমপ্রাকৃতত্বং স্বয়ং প্রকাশত্বঞ্চ সিধ্যতীতি তত্রাহ—ভক্তানামিতি। পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ।

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন টীকায় জানাইয়াছেন—

'ভক্তিসম্পর্কাৎ স্পর্শমণিন্যায়েন ত্রিগুণময়ী তনুরেব ত্রিগুণাতীতা ভবতি ধ্রুবাদৌ তথা দর্শনাৎ। (ভাঃ ১।৬।২৯)

'প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেনাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধুবুদ্ধ্যামহে।' (ভাঃ ৫।১২।১১)

'মদ্ভক্তস্য নির্গুণত্বম্। ভক্তিযোগস্য চ নির্গুণত্বং। স চ ভক্তিযোগোঽর্চ্চনাদিগন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপ-ছত্র-চামরাদি-ঘটিত ইতি তত্তদ্দ্রব্যাণামপি নির্গুণত্বং ভক্ত্যুপকরণমাত্রস্যৈব নির্গুণত্বম্।' (ভাঃ ১১।২৫।৩২)

'ভগবৎকৃপা তামেকাং (ব্রাহ্মণ পত্নীং) অভিসার সময়ে কর্ম্মানুবন্ধং দেহং ত্যজয়িত্বৈব প্রেমানুবন্ধং চিন্ময়দেহং গ্রাহয়ামাস। তদান্যাসাং সর্ব্বাসাং তু কর্ম্মানুবন্ধানেব দেহান্ স্পর্শমণিন্যায়েন প্রেমানুবন্ধাংশ্চিন্ময়ানেব চকারেতি তদ্দিনত্ব স্তাসাং ন স্ব-স্ব পত্যাশ্লেষ ইতি কিমশক্যং ভগবৎকৃপায়াঃ। (ভাঃ ১০।২৩।৩৫)

'গুরূপদিষ্টভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎ-প্রণতিপরিচর্য্যাদিময্যাং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু প্রবিষ্টায়াং সত্যাং "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভির্ভগবদ্‌গুণাদিকং বিষয়ীকুর্ব্বন্ নির্গুণো ভবতি ব্যবহারিকশব্দাদিকমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ গুণময়োঽপি ভবতীতি ভক্তদেহস্যাংশেন নির্গুণত্বং গুণময়ত্বঞ্চ স্যাৎ। ততশ্চ "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিতি "তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাস"মিতি ন্যায়েন ভক্তিবৃদ্ধি-তারতম্যেন নির্গুণদেহাংশানামাধিক্যতারতম্যং স্যাৎ, তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্যাৎ। সম্পূর্ণপ্রেম্ন্যুৎপন্নে তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেষু সম্যক্‌নির্গুণ এব দেহঃ স্যাৎ তদপি স্থূলদেহপতিস্তু বহির্মুখমতোৎথাত-

ভাবার্থং ভক্তিযোগস্য রহস্যত্ব-রক্ষার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া প্রদর্শ্যতে যথা মৌষললীলায়াং যাদবানাম্। ক্বচিত্তু ভক্তিযোগোৎকর্ষজ্ঞাপনার্থং ন দর্শ্যতে চ যথা ধ্রুবাদীনাম্। ভক্ত্যৈব গুণময়বস্তূনাং নির্জয়ো নাশ এবোক্তো ভগবতা একাদশে ২৫তম অধ্যায়ে—"যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে" ইতি।' (ভাঃ ১০।২৯।১০-১১)

'তেন মরণং বিনৈব তা গুণময়ান্ দেহান্ জহুঃ। বিরহ-তীব্রতাপরন্ধিতাস্তাসাং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ধ্রুবাদীনামিব প্রাপুরেব এব দেহত্যাগ ইত্যর্থোঽবগম্যতে।'

(গজেন্দ্রঃ) স্থূলদেহেন স্পর্শাৎ স্পর্শমণিন্যায়েন ভগবতো রূপং প্রাপ্তো ধ্রুব ইব। (ভাঃ-৮।৪।৬)

প্রদ্যুম্নেনাপি স্পর্শমণিন্যায়েনৈব স্বস্পর্শেন সা (রতিঃ) স্বকান্তা কৃতা। (ভাঃ ১০।৫৫।১২)

ভরতস্য তচ্ছরীরং শুকদেবাদীনামিবাপ্রাকৃতত্বাদ-নশ্বরং নিত্যমেব। (ভাঃ ৫।১০।৬)

রতিদেবী সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব প্রভুও বলেন—

'সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্ন-সঙ্গমে যোগ্যতা চাস্যাঃ স্পর্শমণিবত্তৎ সামীপ্যগুণাদেব মন্তব্যা। শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য নিজশক্তিস্তু শ্রীমদনিরুদ্ধমাত্মৈবেতি জ্ঞেয়ম্।

(কৃষ্ণসন্দর্ভ ৮৭-৮৮ অনুচ্ছেদ)

তৎস্পর্শেন (প্রদ্যুম্নস্পর্শেন) তাদৃশীত্বপ্রাপ্তেঃ।'

(ভাঃ ১০।৫৫।২২ লঘু তোষণী)

কুব্জা সম্বন্ধে—

তস্যাঃ প্রাচীনতৎস্পর্শপ্রভাবেন তস্যাস্তদেব শরীরং পরমদিব্যকুমারীভাবায় সম্পন্নম্।

(১০।৪৮।৫ লঘু তোষণী)

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন—

অশেষপ্রারব্ধক্ষয়েণ দেহপাতাপত্তৌ সত্যামপি নাম-সংকীর্ত্তন-প্রভাবতো নিত্য-প্রলয়াদি-ন্যায়েন তদানীমেব ভগবদ্জনার্থং তদ্যোগ্য-দেহান্তরোৎপত্ত্যা, কিংবা পূর্ব্বদেহ-মেব সদ্যোজাত-ভগবদ্জনোচিতগুণবিশেষবত্ত্বয়া নবীন-মিবাসৌ প্রাপেত্যুহ্যম্। যথা শ্রীধ্রুবেণ পরমপদারোহণ-সময়ে নিজপূর্ব্বদেহমেব পার্ষদোচিত-দেহগুণযুক্ততয়া ভিন্নমিব প্রাপ্তম্। তচ্চ বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি শ্রীস্বামি-পাদৈর্ব্যক্তং ব্যাখ্যাতম্। (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৭৬ টীকা)

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাই— (ভাঃ ১১।৯।২৩)

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।

যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্॥

পেশস্কারী ভ্রমর কর্ত্তৃক কোন এক দুর্ব্বল কীট স্বগৃহে আনীত ও আবদ্ধ হইয়া ভয়ে সর্ব্বদা ঐ নিরোধকারী বলবান্ কীটের চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ না করিয়াই ক্রমে ক্রমে তদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা — 'তৎসাত্মতাং তৎসমানরূপতাম্; পূর্ব্বরূপং পূর্ব্বদেহং অসন্ত্যজন্নিতি ধ্যাতৃদেহ এব ধ্যেয়-তুল্যাকারঃ স্যাৎ যথা ধ্রুবাদীনাং। ক্বচিত্তথা ধ্যাতৃণাং ভক্তানাং দৃশ্যমানো দেহত্যাগস্তু ভক্তিযোগস্য রহস্যত্ব-রক্ষার্থং মতান্তরোৎখাতাভাবার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া দর্শ্যতে।'

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর স্বকৃত মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থেও বলিয়াছেন—

ইদানীং করণকেদারিকাসু প্রাদুর্ভবন্ত্যা স্তস্যা এব ভক্তের্জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রত্বেন শুদ্ধয়া কল্পবল্ল্যা অপি নিরন্তর-ফলাভিসন্ধিতয়ৈব ধৃতব্রতৈ র্মধু ব্রতৈরিব ভব্যজনৈরাশ্রিয়-মাণায়াঃ স্ববিষয়ৈকানুকূল্য-মূল-প্রাণায়াঃ স্বস্পর্শেন স্পর্শ-মণিরিব করণবৃত্তিরপি প্রাকৃতত্ব-লোহতাং শনৈস্ত্যাজয়িত্বা চিন্ময়শুদ্ধ-জাম্বুনদতাং প্রাপয়ন্ত্যাঃ কন্দলী ভাবোন্তে সমুদ্গচ্ছন্ত্যাঃ সাধনাভিখ্যে দ্বে পত্রিকে বিভ্রিয়েতে।

(২য় বৃষ্টি ২ সংখ্যা)

জ্ঞানকর্ম্মাদির অমিশ্রিত ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলা হইয়াছে। এই ভক্তি কল্পলতা-সদৃশ। ইনি নিত্যা, অতএব ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তবে ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষেত্রে ইনি আবির্ভূতা হইয়া ভগবান্ ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার ফলাভিসন্ধি-ত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বী ভব্যভক্ত মধুব্রতগণ-কর্ত্তৃক আশ্রিয়মাণা হইয়া ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্য-মূল-

প্রাণযুক্তা হইয়া স্পর্শমণির ন্যায় স্বীয় স্পর্শের দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তির প্রাকৃতত্বরূপ লৌহত্ব ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করাইয়া অঙ্কুরভাবের অবশেষে সাধন-সঞ্জাত দুইটী পত্র প্রসব করেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

'প্রাকৃত বস্তু জড়ীয়গুণে অপ্রাকৃত হয় না।'

'ভোগবুদ্ধি না ছাড়িলে অপ্রাকৃত হয় না।'

(প্রাকৃত রস-শত-দূষণী)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপরি উক্ত উপদেশ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভোগবুদ্ধি থাকাকালে জড়দেহ চিন্ময় হয় না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিসম্পর্কে অপ্রাকৃত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ড ১০ম অধ্যায় ৩৬ পয়ারে গৌড়ীয় ভাষ্যে জানাইয়াছেন—

—'স্পর্শমণি দ্বারা লৌহ যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, ভক্তি-সংসর্গে প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদিও তদ্রূপ অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। **** ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে ভক্তের পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতা ৪।৬ শ্লোকের স্বকৃত রসিকরঞ্জন ভাষ্যে বলিয়াছেন—

'অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়জগতে প্রকাশ করিতে পারেন। অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন।

জীবনের লক্ষ্য

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি; কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

ভগবান মানুষকে শ্রেষ্ঠজীবরূপে সৃষ্টি করিয়া এ-জগতে পাঠাইয়াছেন। সেই কারণে অন্যান্য জীবের সহিত আহার-নিদ্রাদি কয়েকটি ধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকিলেও তাহার জীবন-যাপন-প্রণালী পশু-জীবন হইতে বহুলাংশে পৃথক্। পশুগণ চালিত হয় প্রবৃত্তি দ্বারা, আর মানুষ চলে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা, যাহা তাহার প্রতি ভগবানের বিশেষ দান। মোট কথা মানুষের জীবন-পথে চলিবার জন্য ভগবান্ দিয়াছেন স্বাতন্ত্র্য। সেই স্বাতন্ত্র্য সে বিচার-বুদ্ধিদ্বারা প্রয়োগ করিয়া জীবন-পথে চলে এবং এই কারণেই তাহার কর্ম্মফলের বিচার হয় ও কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া কখনও আনন্দে, কখনও বা দুঃখে জীবন-কাল অতিবাহিত করে। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া তাহার জীবনের কোনও না কোন লক্ষ্য থাকে, অন্ততঃ থাকা উচিত। লক্ষ্যহীন জীবন কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় চঞ্চল অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল। অধিকাংশ মানুষই ভালই হউক আর মন্দই হউক কোন না কোন প্রকার লক্ষ্য ঠিক করিয়া চলে। অবশ্য এই লক্ষ্য নির্বাচন বহুলাংশে তাহার স্বতন্ত্র বিচার বুদ্ধি, অধিকার এবং রুচির উপর নির্ভর করে। অনেক সময় তাহার প্রাক্তন সংস্কার, সমাজ এবং পরিবেশও লক্ষ্যনির্দ্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষ সচ্চিদানন্দ ভগবানের অণু অংশ বলিয়া তাহার দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি জ্ঞান লাভ করা ও আনন্দ লাভ করাও স্বাভাবিক। এই আনন্দ বা সুখ যে কি-প্রকারে লাভ করিতে পারে এবং সেই সুখ চিরস্থায়ী কি ক্ষণস্থায়ী হইবে, তাহা তাহাকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই সুখানু-সন্ধান ব্যাপারে তাহার ভগবদ্দত্ত বিচারবুদ্ধি বিশেষ করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, যাহা সর্বদা প্রেয়ঃ হয়, তাহা অনেক সময় শ্রেয়ঃ হয় না বরং যাহা অনেক সময় প্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় না, তাহাই শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে। সুতরাং এই ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞানি-ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। রোগ নিরাময়ের

জন্য যেমন উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইরূপ প্রকৃত আনন্দলাভ করিতে হইলে তদনুযায়ী উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের উপদেশ গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। আমি যাহা করিতেছি ঠিক করিতেছি, কাহারও উপদেশের প্রয়োজন নাই, ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। প্রকৃত জ্ঞানিব্যক্তি কখনও আপনার বুদ্ধির অহঙ্কার করেন না, বরং সর্বদা মনে করেন, তাঁহার হয়ত কোথাও ত্রুটি থাকিয়া গেল। যাহাই হউক প্রকৃত সুখ প্রাপ্তি যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে লক্ষ্য করিতে হইবে সাধুগণ বা শাশ্বত শাস্ত্রসমূহ সুখের প্রকার কি-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রকৃত সুখ বা নিত্যানন্দ কি-প্রকার জানা যাইতে পারিবে।

শাস্ত্র বলেন সুখ তিন প্রকার— (১) বৈষয়িক সুখ, (২) ব্রাহ্ম বা মুক্তি সুখ, (৩) ঐশ্বর সুখ বা ভগবানের সেবা সুখ। 'সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্ত্রিধা।' মানুষ এই তিন প্রকার সুখের যে-কোন এক প্রকার পাইতে কামনা করে। সে যে-প্রকার সুখ পাইতে ইচ্ছা করুক না কেন, তাহা এই তিন প্রকার সুখের একটির অন্তর্গত হইবেই। তবে শেষোক্ত দুইটির একটি বিশেষ সংজ্ঞা আছে এবং তাহাদের প্রকার একটি। কিন্তু প্রথমটির অর্থাৎ বৈষয়িক সুখের প্রকার অসংখ্য। কারণ বিষয় কিংবা বিষয়-গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাধিক বলিয়া তজ্জনিত সুখও বহুপ্রকার!

এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে উপরি উক্ত তিন প্রকার সুখের মধ্যে কোন্‌টির কিপ্রকার বৈশিষ্ট্য এবং পরিশেষে কোন্‌টি মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। (১) বৈষয়িক—বিষয় হইতে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহাকে বৈষয়িক সুখ বলে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপরসাদি যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বিষয় বলে এবং তজ্জনিত সুখকে বৈষয়িক সুখ বলে। আজ জগত মাতিয়াছে বিষয় সুখের সন্ধানে। যে যত বৈষয়িক ব্যাপারে বড় হইতে পারিবে, তাহার আদর ও সম্মান ততবেশী এবং ইহার জন্য সকলেই লালায়িত। তন্নিমিত্ত সর্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু মানুষ ভুলিয়া যায় জাগতিক সুখের পশ্চাতেই দুঃখ বিদ্যমান। নিরবচ্ছিন্ন সুখ পার্থিব বিষয়ে নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতের চিত্রকেতুর উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি জাগতিক প্রত্যেক বস্তুই হর্ষ-শোকপ্রদ। যত কিছু দ্বন্দ্ব, কলহ, বিরোধ, বিদ্বেষ সবই এই বৈষয়িক সুখকে কেন্দ্র করিয়া। বিষয়সুখবাসনা সংযত হইলে দ্বন্দ্ব, বিরোধাদি সংযত হইত। কিন্তু বিষয়ের ধর্মই এমন যে ভোগ করিতে করিতে ভোগের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভোগে বাধা প্রাপ্ত হইলেই দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টি হয়। 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি'-ইহা শাস্ত্র বাক্য। তথাপি মানুষ ইহার জন্য লালায়িত, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। মানুষ চোখের সামনে দিবারাত্র দেখিতেছে সব জিনিষই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, ভোগের সামগ্রী, ভোগকারী উভয়েই ধ্বংস হইতেছে। তথাপি সকলে ভোগমাত্রা বর্দ্ধিত করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। ভোগের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া বড় হইবার প্রতিযোগিতা জগতে চলিয়াছে। এই ভোগ সংযত করিবার শিক্ষাব্যবস্থা যদি থাকিত, তাহা হইলে কিছুটা সংযত হইতে পারিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এজগতে সমাজের নেতা, রাষ্ট্রনায়ক এবং শিক্ষক সম্প্রদায় যাঁহাদের উপর জনসাধারণকে চালিত করিবার ভার ন্যস্ত, তাঁহারাও মানুষকে বিষয় ভোগেরই শিক্ষা দিতেছেন। ফলে তাঁহারা জগতে দ্বন্দ্ব কলহেরই ইন্ধন যোগাইতেছেন। এদিকে দ্বন্দ্ববিরোধ মিটাইবার জন্য সমগ্র জগতে সভা-সমিতির অন্ত নাই। খুব বড় বড় বক্তৃতার দ্বারা শান্তি-প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ফল হইতেছে বিপরীত। দিনের পর দিন দ্বন্দ্ববিরোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাশকতামূলক অস্ত্রশস্ত্রেরও মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জগদ্‌বাসী মহা আতঙ্কের মধ্যে বাস করিতেছে। কিন্তু কেহই বিষয় সুখের স্বরূপ জনসাধারণের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সংযত হইতে উপদেশ করিতেছেন না। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা বড় লোক (greatman) বলিয়া পরিচিত,

তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই জাগতিক উন্নতির কথাই বলিয়াছেন। কেহই 'স্মর নিত্যমনিত্যতাম্' এই শাশ্বত সত্যের উপর গুরুত্ব দেন নাই। তাহা হইলে শান্তি আসিবে কি করিয়া এবং সুখ পাইবে কি করিয়া?

আজ সমাজের সর্বোচ্চস্তরের মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নিম্নস্তরের ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই বৈষয়িক সুখকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং তজ্জন্য যে-সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিতেছে, তাহার অধিকাংশকে আদৌ মনুষ্যোচিত বলা চলে না। সত্য, ন্যায় প্রভৃতি জগৎ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে। সুনীতি লুপ্ত হইয়া দুর্নীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ফলে অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যাহারা একটু সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, তাহাদের দুর্ভোগের সীমা নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বৈষয়িক সুখের পরিণাম যদি এই হয়, তবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাকে জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না।

কিন্তু মানুষ বিষয় সুখ ভোগে এত মত্ত হইয়াছে যে, তাহারা ভগবচ্ছক্তি দেবতাগণকেও বিষয়-ভোগার্থ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। দেবতাগণও ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া জীবকে বিষয় ভোগের সুযোগ দিয়া থাকেন। মানুষও ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বিবিধ উপায়ন সহকারে নানাপ্রকার যাগ-যজ্ঞ, দেবদেবীর পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতি করিয়া থাকে। এমনকি ভোগ-সুখের চরম সার্থকতারূপ স্বর্গলাভেরও বাসনা করিয়া নানা ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু স্বর্গসুখও যে অনিত্য, তাহা আমরা গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি।

বৈষয়িক-সুখের জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বিত হউক না কেন, তাহা অনিত্য ও জড়-আনন্দপ্রদ এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। পন্থা সৎ হউক কি অসৎ হউক, সুনীতিপূর্ণ হউক বা দুর্নীতি পূর্ণ হউক অথবা নানা দেব-দেবীর আরাধনায় লব্ধ হউক, বৈষয়িক-সুখের চরম পরিণতি পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর চক্রাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে ত্রিতাপ ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশ্য সুখের নিমিত্ত অসৎ বা পাপপথ অবলম্বিত হইলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু পন্থা সৎ হইলেও জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। এই প্রকারে সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বৈষয়িক সুখ-ভোগ মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে।

ব্রাহ্মসুখ বা মুক্তিসুখ—ইহা অবশ্য বৈষয়িক সুখ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নততর। ইহা পাইতে হইলেও বৈষয়িক সুখ বর্জ্জন করিতে হয় এবং নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়। ইহাতে জন্ম মৃত্যুর ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। ইহাতে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বন্ধন-জনিত ক্লেশের অবসান হয় সত্য, কিন্তু ইহাতে আনন্দের অনুভূতি নাই। ইহা সুষুপ্তি সুখের মত। গাঢ় নিদ্রায় যেমন কোন আনন্দের অনুভব হয় না, ইহাও সেইরূপ। অবশ্য বহু শাস্ত্র এই সুখলাভের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং তজ্জন্য বিবিধ পন্থাও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বহু অবতার-কল্প ব্যক্তিও এইমতের সমর্থক ও প্রচারক। কিন্তু যদি জীবের নিত্যানন্দ লাভই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহার দ্বারা তাহা হইবে না। জীব নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিতে চাহিবে ইহা স্বাভাবিক। রোগমুক্তির পর স্বাস্থ্যলাভের আনন্দ যেমন রোগীমাত্রেই পাইতে কামনা করে, সেই প্রকার পার্থিব বন্ধন-দশা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আনন্দ পাইতে পারিবে মানুষ এই আশা স্বাভাবিক ভাবেই করিবে। সুতরাং নিত্যানন্দ আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক মানুষ মাত্রেরই মুক্তিসুখ জীবনের লক্ষ্য হইবে না। ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে। ভগবানের অসম্যক্ প্রকাশ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভগবান্ পূর্ণানন্দ হইলে তাঁহার আংশিক বা অসম্যক্ প্রকাশের উপাসনায় সম্যক্ বা পূর্ণানন্দ লাভ হইবে কি প্রকারে? সুতরাং পূর্ণানন্দ লাভ করিতে হইলে ভগবানেরই উপাসনা করিতে হইবে।

ঐশ্বরসুখ—ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা ঐশ্বর-সুখ লাভ হয়। এই সুখ কেবল নিত্য নহে, নিত্য নূতনও বটে। বিধিপূর্বক ভগবদুপাসনায় নিত্য নূতন নূতন সুখের আস্বাদন করিতে পারা যায়—ইহা সাধু, বৈষ্ণব এবং শাশ্বত শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপাসনা জাগতিক কোন কামনাপূরণের জন্য বা বৈষয়িক সুখের জন্য করিতে চাহিলে তাহাতে নিত্য সুখলাভ হইবে না। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বর্জ্জন করিয়া ভগবানের প্রীতির জন্য এই উপাসনা করা হইলে সর্বসিদ্ধিলাভ হইবে। ইহাকে সহজ কথায় বলা হয় ভক্তি। ভক্তি বলিতে সেবা বুঝায়। ভগবানের প্রীতির জন্য ভগবানের সেবায় নিত্যানন্দ লাভ হয় এবং নিত্য নূতন আনন্দের আস্বাদন হইতে পারে। ভক্তির দ্বারা ভগবানের উপাসনা পদ্ধতিও সহজ। ইহার জন্য জীবকে নানাপ্রকার আড়ম্বরাদি বা কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় না। ভগবান্ অন্তর্য্যামী, তিনি অন্তরের সব কথাই জানেন। সুতরাং আন্তর-সেবায় ভগবান্ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অন্য কোন প্রকার সেবায় তিনি সন্তুষ্ট হন না। সেবাকার্য্যে অন্তর না থাকিলে তাহা সেবাই নহে। মহারাজ দুর্য্যোধন সোনার থালায় চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি নানা উপকরণ সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেও তিনি তাহা আদৌ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বিদুরের গৃহে ক্ষুদও তিনি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার দুর্বাসার কোপাগ্নি হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত দ্রৌপদীর কেবলমাত্র আন্তরিক কাতর আহ্বানেই তিনি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিই আন্তর সেবা। প্রাণ খুলিয়া ভগবানের নাম-গুণাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং ভজনকারি ব্যক্তিও আনন্দ পাইয়া থাকেন। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং'। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে সকলেই সন্তুষ্ট হন। সুতরাং নিজের আনন্দের অভাব কি? কিন্তু বিষয়টি এমন যে, লোকের ইহাতে সহজে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। অবশ্য ইহা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সাপেক্ষ। 'মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥'

আজ জগতে তথা-কথিত সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। মানুষ তাহার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হারাইয়া আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে বলিয়া এই প্রকার দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। মানুষ যদি প্রকৃত সুখের অনুসন্ধানে উদ্‌গ্রীব হইত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই হরিভজনে প্রবৃত্ত হইত। অবশ্য প্রাচীন কালে সকলেই যে হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন, তাহা নহে। তথাপি দুঃখ কষ্টের এত প্রাচুর্য্য ছিল না। যাহারা বৈষয়িক সুখের প্রত্যাশী ছিল তাহাদেরও জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে ধারণা ছিল এবং তাহারা মুক্তিকামীদিগকে বা ভগবদ্‌ভক্তগণকে বিশেষ অবজ্ঞা করিত না। তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিত। কেবল মায়ামুগ্ধ হইয়া দম্ভবশতঃ বিষয়-মদে মত্ত থাকিত। অবশ্য যখন যাহার বিষয়-পিপাসা সীমার বাহিরে গিয়াছে, তখনই তাহার আসিয়াছে অধঃপতন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার বিনাশই হইয়াছে। রাবণ, দুর্য্যোধন, কংস প্রভৃতি ভোগপিপাসু ব্যক্তিগণ তাহার প্রমাণ। তৎকালে সাধু, সন্ন্যাসী, শিক্ষক প্রভৃতি জনশিক্ষাদাতৃগণের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং তাঁহাদের উপদেশ সকলেই শুনিত। সেই কারণেই বর্ত্তমানকালের মত এত উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্ট হয় নাই। এযুগেও যাহাদের ভোগলিপ্সা সীমার বাহিরে গিয়াছে, তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহার বা যাহাদের যাইবে, তাহার বা তাহাদের ধ্বংসও অনিবার্য্য।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সকলেই ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া ঐশ্বরিক সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে না বা অন্ততঃ মুক্তির জন্যও ব্যগ্র হইবে না। কিন্তু যিনি যাহাই হউন না কেন, অন্যান্য দিকও আছে, ইহা স্বীকার বা সমর্থন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলে দ্বন্দ্ব বিরোধের অবসান ঘটিত। কিন্তু সাধারণতঃ বিষয়িগণই দ্বন্দ্ব পরায়ণ। তাঁহাদের ভোগের বাধা উপস্থিত হইলেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। আর ব্রহ্মজ্ঞানিগণও ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। দুর্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণ তাহার প্রমাণ, কিন্তু ভক্তগণ

নির্মৎসর, তাঁহারা কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব প্রভৃতি করিতে চাহেন না। তাঁহাদের জাগতিক কোন কামনা নাই। সুতরাং দ্বন্দ্বের বিষয়ও নাই। অতএব বিরোধ নাই। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ ভক্তের সহিত বিরোধে উদ্‌গ্রীব। ভক্তগণের আহার বিহার সংযত। যে পরিমাণ দ্রব্য জীবনযাত্রা-নির্বাহের জন্য প্রয়োজন, সেই পরিমাণ দ্রব্য মাত্রই তাঁহারা সংগ্রহ করেন। লোকে অধিক সংগ্রহের ইচ্ছা করে বলিয়াই ত' লিপ্সা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মোটকথা জগতের সর্বপ্রকার সমস্যার অবসান হইবে ভক্তি-পথ অবলম্বনে। বিশেষ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত ও আচরিত শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি-রূপা নবধা ভক্তি বা তাহার যে কোন একটি অঙ্গ অবলম্বন করিলেই-ঐশ্বরিক সুখের আস্বাদ মিলিবে।

সুখ বা আনন্দের তারতম্য আলোচিত হইবার পর এখন মানুষের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না—আশা করা যাইতে পারে। মহাজনগণের অনুভূত ও বিশেষ চিন্তাপ্রসূত এবং সাত্বত শাস্ত্রের বাণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান্‌ই আনন্দের আকর, তাঁহার আরাধনায় নিত্য নবনবায়মান আনন্দের আস্বাদ মিলিয়া 'রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।'—এই বেদবাণীর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হউক, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের নির্য্যাণ-সংবাদ

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন ত্রিদণ্ডি-যতিগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে গত ২১শে পৌষ, ১৩৭৩ (ইং ৬ই জানুয়ারী, ১৯৬৭) শুক্রবার একাদশী তিথিতে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকার সময় চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমা-সহরের নিকটবর্ত্তী ধলতিখা গ্রামে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারোদ্দেশ্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীননীগোপাল কুণ্ডু মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে অবস্থান-কালে সতীর্থ ও শিষ্যগণ সমীপে ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে সজ্ঞানে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বামীজী ঐ দিবস তথায় শ্রীহরিবাসরোপলক্ষে তাঁহার শিষ্যগণের নিকট কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী গ্রামে জনৈক সতীর্থের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি আসিলেই স্বামীজী তাঁহার চিরন্তন অভ্যাসানুরূপ তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গোত্থাপন-ক্রমে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক 'আয়ায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ', 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ' ও 'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং' শ্লোকচতুষ্টয় স্বয়ং আবৃত্তিপূর্ব্বক রসাস্বাদন করিতে থাকেন। বিপ্রলম্ভরসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি-স্বরূপ 'তবকথামৃতং' শ্লোকটি আলোচনা করিতে করিতেই স্বামীজীর হস্তপদাদি শ্রীঅঙ্গ শীতল হইয়া উঠায় তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে শোয়াইয়া দেন। সেই শায়িতাবস্থায়ও তিনি কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করেন। মহাযোগীর ন্যায় মৃত্যুক্লেশরহিত তাঁহার এই স্বচ্ছন্দ মহাপ্রস্থানে উপস্থিত সকলেই অতীব বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। 'অন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ'— বিশেষতঃ অন্তিমসময়ে পরম-পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলা গোপীমুখোদ্‌গীত

'তব কথামৃতং' শ্লোক-স্মৃতি-জাগরণ তাঁহার প্রতি কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কৃপার অপূর্ব্ব নিদর্শন-স্বরূপ। স্বামীজীর শিষ্য শ্রীবিনয়-কৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীহরেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় সমভিব্যাহারে রাত্রি ১০ ঘটিকায় একটি মোটরযানযোগে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ লইয়া কলিকাতা কেওড়াতলা যাত্রা করেন এবং শনিবার (৭।১।৬৭) ভোর ৬টায় কেওড়াতলা ঘাটে উপস্থিত হন। অতঃপর বেলা ১০ ঘটিকার মধ্যেই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শুক্রবার রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। শনিবার সমস্ত দিবারাত্রই এই বৃষ্টি সমানভাবে চলিতে থাকে। শনিবার সকালে সংবাদ পাইবা মাত্র ঐ দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ তাঁহার সতীর্থ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (কাপুরজী) প্রমুখ কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে দ্রুতগতিতে শ্মশান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সদ্যঃচিতারূঢ় স্বামীজীর চিন্ময়-কলেবর-প্রতি যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্য দেবের বড়ই ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বামীজীর কলেবরকে শ্রীধাম-মায়াপুরে লইয়া গিয়া শ্রীশ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদোক্ত সংস্কার-দীপিকা-বিধানানুযায়ী সমাধি প্রদান করেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাঁহাকে চিতারূঢ়াবস্থায় দেখিতে পাওয়ায় তাঁহার সে ইচ্ছা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। অবশ্য শ্রীধামে তাঁহার পুষ্পসমাধির জন্য চিতাভস্মাদি সংরক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ তাঁহার প্রকটকালে সগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রীত্যাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার দক্ষিণ কলিকাতা, শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ মঠে প্রায়শঃই অবস্থান করিতেন। অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি অসুস্থাভিনয়ে প্রায় দুইমাস কাল শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্ব্বক সুস্থ হইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠে কএকদিন অবস্থান করিয়া গিয়াছেন এবৎসর শ্রীউর্জ্জব্রত উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য-পাদের পদব্রজে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে তিনি শারীরিক অসমর্থতাহেতু তাঁহার সঙ্গে পরিক্রমা করিতে না পারিলেও সহর-বৃন্দাবন-পরিক্রমা তিনি তৎসহ পদব্রজেই করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কএকমাস ব্যাপী কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্ব্বক চক্ষুরাদির চিকিৎসা করাইয়া বেশ সুস্থ হন এবং অপহৃত দর্শনশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের সহিতই তিনি প্রত্যহ ষোলক্রোশব্যাপী শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা করিতেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবৈকনিষ্ঠ তাঁহার ন্যায় একজন বৈষ্ণব-বন্ধুকে হারাইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন — স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ।

দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়-মাণ মঠমন্দিরাদি তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আমরা কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইলেও আজ তাঁহাকে লইয়া সেই নবনির্ম্মিত মঠমন্দিরে প্রবেশ-সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত হইলাম, ইহাই আমাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া আজ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী-বিতরণের বিপুল আয়োজন-দর্শনে প্রীত হউন ও তাহার সাফল্য সাধন-সম্পর্কে শুভেচ্ছা প্রকাশ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্যের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা-শ্রবণে এবং তাঁহার বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণের বিপুল উদ্যম দর্শনে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ অত্যন্ত উল্লসিত হইতেন।

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঞ্চারিত শক্তি-প্রভাবে তাঁহার (প্রভুপাদের) শ্রীচৈতন্যবাণী-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের তিনি (শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ) ছিলেন একজন অন্যতম প্রধান সহায়—জীবন্ত মৃদঙ্গ স্বরূপ। জাগতিক বিদ্যা-

বক্তাদিতে তাঁহার অধিক নিপুণতা না থাকিলেও পরবিদ্যা-বধূ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-নিষ্ঠা-রূপ শুদ্ধ বিদ্যোৎসাহিতা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়া তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে চিরবরেণ্য করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতাভিমানী বহু স্নাতক অধ্যাপক অধ্যক্ষ তাঁহার শ্রীমুখে জ্ঞানকর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তির অপূর্ব্ব বিচার-বৈশিষ্ট্য শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়াছেন। বহু সদ্বংশ-সম্ভূত ধনী মানী জ্ঞানী অথবা সাধারণ দরিদ্র অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার নিকট ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিয়া পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় লাভের সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। অর্থাদি ভিক্ষা দ্বারাও শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীধামের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন, মঠমন্দিরাদির সেবা এবং ভক্তিগ্রন্থ ও পত্রিকাদি পরিচালন-কার্য্যে তিনি বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়া প্রভুপাদের পরম করুণা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি তাঁহার হরিকথা-কীর্ত্তন-কালে শ্রীলপ্রভুপাদের ব্যবহৃত শব্দাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিত সকলেরই বিস্ময় ও সুখ উৎপাদন করিতেন। ভক্তিবিরুদ্ধ বিচার খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপনে তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক্ নিরপেক্ষ বক্তা — শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-কুবাদ্ধান্তধ্বান্তের কৃতান্ত ভাস্কর-স্বরূপ। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর নামক গ্রামে। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকা অবস্থায়ই তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের অধিষ্ঠাতা জগদ্গুরু আচার্য্য-চরণে আকৃষ্ট হইয়া 'জহৌ যুবৈব মলবদ্বতমঃশ্লোক-লালসঃ' এই ভাগবতীয় বাক্যের অনুসরণাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য প্রশিষ্য—এমন কি তাঁহার (শ্রীল প্রভুপাদের) আচার প্রচার অনুমোদনকারী সকলেরই প্রতি তিনি অকৃত্রিম সৌহৃদ্য ও শুভানুধ্যান যথাযোগ্য ভাবে প্রদর্শন করিতেন।

আজ তাঁহার ন্যায় একজন অকৃত্রিম আদর্শ বৈষ্ণব-বান্ধবকে হারাইয়া আমরা সকলেই মর্ম্মাহত। তিনি তাঁহার চিরাভীপ্সিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় নিত্যাভিনিবিষ্ট থাকিয়া আমাদের স্ব-স্বাভীষ্ট-সেবা-লাভ-বিষয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

তাঁহার অপ্রকটের দিবস-চতুষ্টয় পরে গত ১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৭ তারিখে পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের বিশেষ আগ্রহে দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তাঁহার বিরহ স্মৃতি-তর্পণের এক বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ বহু বৈষ্ণব-সজ্জন উপস্থিত হইয়া তদ্গুণ-গাথা-শ্রবণ ও ভগবৎপ্রসাদ-সেবন-সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরলোকে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত মোহিনী মোহন শাস্ত্রী

ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত মোহিনী মোহন শাস্ত্রী জ্যোতিষ-সাগর মহোদয় গত ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩; ইং ২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৬ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় তাঁহার শ্রীরাধাশ্যাম, শ্রীঅনিল কৃষ্ণ, শ্রীকুমারশঙ্কর ও শ্রীপ্রাণগোপাল নামক চারিপুত্র এবং শ্রীঅন্নপূর্ণা ও শ্রীকণিকা নাম্নী দুই কন্যাকে রাখিয়া শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে শ্রীঅনিল কৃষ্ণ বিদ্যারত্ন ও শ্রীকুমারশঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয় পিতৃদেবের ন্যায় জ্যোতিষ-শাস্ত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জন-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। জ্যোতিষ-সাগর শাস্ত্রী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মনোহরা দেবী তাঁহার প্রয়াণের মাত্র ২৭ দিন পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

জ্যোতিষ-সাগর মহোদয় রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত-প্রবর কৃষ্ণধন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে ১২৯১ বঙ্গাব্দে ১৬ই মাঘ বুধবার শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে (ইং ২৮শে জানুয়ারী; ১৮৮৫ খৃঃ) ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, বেদবেদান্ত ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি ১৯৩৮ খৃঃ নিখিল ভারত জ্যোতিষ মহাসম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫৬ খৃঃ অল ইণ্ডিয়া য়্যাষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড য়্যাষ্ট্রোনমিক্যাল য়্যাসোসিয়েশন তাঁহাকে 'জ্যোতিষসাগর' উপাধি প্রদান করেন। ১৯৬১ খৃঃ তিনি ভারতীয় জ্যোতিষ পরিষদের সভাপতি রূপে মনোনীত হন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট তিনি গণিতজ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রভুপাদের বিশেষ স্নেহ ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মঃ মঃ পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণও তাঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু। পিতৃদেব কৃষ্ণধন বিদ্যাসাগর সমীপে করকোষ্ঠি বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাহাতেও বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। ভারত ও ভারতবহির্ভূত স্থানের বহু প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সামুদ্রিক ও করকোষ্ঠি-গণনায় যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে লিখিত 'বেদাঙ্গকোষমালা' গ্রন্থখানি বহু জ্যোতিষ-শিক্ষার্থি-কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছে।

তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির কএকমাস পূর্ব্বেও তিনি সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সৌজন্যে আহূত একটি বিশিষ্ট সভায় ভাষণ প্রদান কালে উক্ত সভার সভাপতিরূপে বৃত পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ ও তাঁহার প্রিয় গোষ্ঠীর আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতে শ্রীচৈতন্য-বাণী-বিভজন-কার্য্যে বিপুল আয়োজন, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রিয় গোষ্ঠী, প্রচার-প্রতিষ্ঠান ও প্রচার্য্য বিষয়ের প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবকে একদিন তিনি তাঁহার ভূপেন বসু এভিনিউস্থিত বাসভবনে পদার্পণার্থ বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ আর সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সম্পর্কিত তাঁহার ন্যায় একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বান্ধবকে হারাইয়া আজ আমাদের চিত্ত ব্যথিত। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

বিরহ-সংবাদ

আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার বগরি বাড়ী গ্রামের স্বনাম ধন্য শ্রীসতীশ চন্দ্র সাহা মহাশয় গত ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৭ শুক্রবার রাত্র ১ ঘটিকায় তাঁহার নিজ গৃহে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আমাদের শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজকে তিনি শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারে বহু ভাবে সহায়তা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছিলেন। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে সহায়তাকারী একজন প্রকৃত বান্ধবকে হারাইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় ও সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডপের দ্বারোদ্‌ঘাটন-উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মহোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠ সমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে গত ১২ই মাঘ, ১৩৭৩ (ইং ২৬।১।৬৭) বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা তিথিতে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ৩৫নং সতীশ মুখার্জী রোড্‌স্থ নিজস্ব ভূখণ্ডোপরি নবনির্ম্মিত সুরম্য শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধানয়ননাথ জিউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভ-বিজয় ও ঐ শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ বিশাল সংকীর্ত্তন-মণ্ডপের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে উক্ত ১২ই মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী মহাসমারোহে শ্রীচৈতন্যবাণী-সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠ হইতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ভক্তবৃন্দ এবং বঙ্গ আসাম উৎকল দাক্ষিণাত্য বিহার মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত এবং মঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন ও মহিলা এই উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন।

শ্রীমঠের নূতন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ-কালে মঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণ এবং মঠবাসি ভক্তবৃন্দসহ মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্য-দেব ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ ভবনের ত্রিতলোপরি অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কোমলমতি বালক-বালিকাগণকে সৎশিক্ষা প্রদানার্থ শ্রীমঠেরই পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় বিদ্যা মন্দির নামেএকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-দেবের শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তি-বশ্য ভক্তবৎসল ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ৩৫নং সতীশ মুখার্জী রোডে অভাবনীয়-রূপে পৌনে আট কাঠা জমি সংগৃহীত হইয়া তদুপরি পঞ্চতল বিশাল মঠ সৌধ ও সুবর্ণ কলস-সুদর্শনচক্র-ধ্বজাদি-শোভিত অভ্রভেদী অপূর্ব্বদর্শন পঞ্চচূড় শ্রীমন্দির প্রকটিত হইলে নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের অনেক সেবাকার্য্য অপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের অনিত্যতা বিচার পূর্ব্বক বিশেষতঃ সতীর্থগণের অনেকেই একে একে অন্তর্দ্ধান হইতেছেন দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব 'শুভস্য শীঘ্রং' এই ন্যায়াবলম্বনে যাঁহারা এখনও প্রকট আছেন, তাঁহা-দিগকে লইয়া যে কোন প্রকারে হউক নবনির্ম্মিত মঠমন্দিরে এত শীঘ্র শীঘ্র প্রবেশের আয়োজন করিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজের সতীর্থানুরাগ সত্যই আদর্শস্থানীয়। আমার দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যব্দ শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসবও এই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং মঠপ্রবেশ উৎসবের সহিত এই বার্ষিক উৎসবও একত্রে সম্মিলিত হইলেন।

১১ই মাঘ অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৩৫নং সতীশ মুখার্জী রোডস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও 'সংকীর্ত্তন-মণ্ডপ' প্রতিষ্ঠার অধিবাস-কুত্যাদি সাত্বত-স্মৃতিগ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও হয়শীর্ষপঞ্চ-রাত্রাদি শাস্ত্রবিধানানুসারী অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, মেদিনীপুর জেলান্তর্গত মুগবেড়িয়া 'ভোলানাথ-সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়ে'র প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক-তর্ক-ভক্তি (বৈষ্ণবদর্শন) বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ এবং শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলী যথাশাস্ত্র পৌরোহিত্য-কার্য্য করেন।

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠাবাসেও সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর বক্তৃতাদি-মুখে অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হয়।

১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার সকাল ৭-৩০ ঘটিকার মধ্যেই (৭-২০ মিনিটে) শুভক্ষণে শ্রীবিগ্রহগণ তাঁহাদের নবনির্ম্মিত নিজ মন্দিরে শুভ-বিজয়ার্থ গৃহাভ্যন্তর হইতে যাত্রা করিয়া গৃহের বহির্দ্দেশে অলিন্দে অবস্থান করিতে থাকেন। এদিকে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অয়োজন হইতে থাকে। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীপরম গুরুদেব, শ্রীপরাৎপর গুরুদেব ও শ্রীপরমেষ্ঠি গুরুদেবের জন্য ৪ খানি এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্যের নিমিত্ত ৪ খানি—এই ৮ খানি বিমান এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধানয়ননাথ জিউর জন্য একখানি বৃহদাকার ও শ্রীরাধা-নয়ননাথ জিউর বিজয়-বিগ্রহের জন্য অপর একখানি মধ্যমাকার রথ বহু বিচিত্র রঞ্জিত বস্ত্র-পুষ্পমাল্য-পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। বেলা আট ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ রথে আরোহণ করেন। মঠ ও অন্যান্যস্থানের সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীত্রয়, বিবিধ বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড ও বংশী-সহিত চারিটী বাদক-সম্প্রদায় (ব্যাণ্ড-পার্টি) এবং শোভাযাত্রার অন্যান্য সরঞ্জাম শ্রেণীবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হইলে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-করতাল-মৃদঙ্গ-জয়ঢাক-তুরী-ভেরী প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনির সহিত মঠবাসী ও মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জিউর ব্রহ্মাণ্ডভেদী জয়নির্ঘোষ এবং মহিলা মাতৃবৃন্দের মুহুর্মুহুঃ জয়কারে (হুলুধ্বনিতে) গগন-পবন—দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বাগ্রে পরমারাধ্য প্রভুপাদ, তৎপর যথাক্রমে পরমগুরুদেব, পরাৎপর গুরুদেব ও পরমেষ্ঠি-গুরুদেব এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্যপাদের বিমানাষ্টক এবং তৎপশ্চাৎ শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথের বিজয়-বিগ্রহের মধ্যমাকার রথ ও সর্ব্বশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধানয়ন-নাথের বৃহদাকার রথ শ্রেণীবদ্ধরূপে যথাক্রমে সুসজ্জিত হইলেন। অগণিত নরনারী-আবাল বৃদ্ধ বনিতা নানা বর্ণের পতাকা ও রথরজ্জুহস্তে দণ্ডায়মান। যথাসময়ে শুভক্ষণে মনঃপ্রাণোন্মাদী বিপুল মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি এবং অগণিত কণ্ঠের কীর্ত্তন ও জয় জয় ধ্বনি-মধ্যে শ্রীগুরুবর্গ, আচার্য্যবর্গ এবং শ্রীবিগ্রহগণ স্ব-স্ব বিমান ও রথে আরোহণ করিলেন। ৮-৫৫ মিনিটে শোভাযাত্রা সহ রথ চলিতে আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তন ও জয় জয় শব্দ মহানগরীর সকল শব্দকে স্তব্ধীভূত করিয়া ফেলিল। ভক্তবৃন্দ রথানুগমনে মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহকারে রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড (ল্যান্সডাউন রোড), রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট জংসন, গড়িয়াহাট রোড, গোলপার্ক পূর্ণদাস রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস্, লেকরোড, পুনঃ রাস-বিহারীএভিনিউ প্রভৃতি রাজপথ ভ্রমণ পূর্ব্বক সতীশ মুখার্জি রোডে পড়িয়া ক্রমশঃ বেলা প্রায় ১১-১৫ সওয়া এগার ঘটিকায় শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত নিজগৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ভক্তহৃদয়ে বিগত ১৯৩০ সালে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ ভাড়া বাড়ী হইতে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত মঠ ভবনে প্রবেশোপলক্ষে পরমারাধ্য প্রভুপাদ-কীর্ত্তিত "মাতল হরিজন বিষয় রঙ্গে। পূজল রাগপথ গৌরবভঙ্গে॥ * * ত্যাজল পরঘর অর্চ্চিতে গঙ্গে।" ইত্যাদি গম্ভীরার্থ বোধক গীতি স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের দক্ষিণ কলিকাতায়-শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার খুবই ইচ্ছা ছিল, তজ্জন্য কএক তারিখে তিনি আসিয়া কএকটি স্থানও দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাঁহার প্রকটকালে সে মনোহভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে নাই। আজ তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ কর্ত্তৃক তাঁহার সেই মনোহভীষ্ট কার্য্যে পরিণত হইল, প্রভুপাদ আজ প্রকট থাকিলে এই নয়নমনোহর মঠমন্দির দর্শনে কতই না প্রীত হইতেন। অবশ্য তিনি নিত্যপ্রকট, অলক্ষ্যে থাকিয়া তিনি তদ্‌গতপ্রাণ ভক্তগণহৃদয়ে নিত্য-কৃপাশক্তি সঞ্চার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রাণময়ী সকল সেবা-চেষ্টাতেই তিনি উল্লসিত হইতেছেন, তথাপি তাঁহার অপ্রকটলীলায় বিরহোদ্বেলিত ভক্তহৃদয় কিছুতেই সান্ত্বনা মানিতেছে না, মর্ম্মী ভক্ত কোনক্রমেই অশ্রু সম্বরণ করিতে

পারিতেছেন না, ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছেন।

বিবিধ বাদ্যধ্বনিসহ ভাববিহ্বল নর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দের উচ্চকীর্ত্তনধ্বনি মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া তৎকালে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পরিবেশের উদ্ভব করাইয়াছিল। এই দিব্য পরিবেশ মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রেমাশ্রুসিক্ত-নেত্রে তাঁহার পরমোপাস্য প্রাণারাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জিউ শ্রীবিগ্রহগণকে প্রথমে সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে পরে শ্রীমন্দিরাভিমুখে স্থাপন করিলেন। মহাভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল। পরমারাধ্য গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা শ্রীমন্দির-মধ্যে লওয়া হইল।

প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির বা সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডপ প্রতিষ্ঠার অঙ্গভূত বাস্তুপূজা, বিঘ্নাপসারণ, বসুধারা, বৈষ্ণবাগ্নি প্রকটনপূর্ব্বক বাস্তুযাগ ও বৈষ্ণব-হোমাদি যথাবিধি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহগণের মহা-ভিষেকের ব্যবস্থা হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রোতী মহারাজ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীজীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীবিগ্রহের অভিষেক ও অর্চ্চনাদি কার্য্যে এবং পঞ্চতীর্থ পণ্ডিত শ্রীমদ্ বঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা মহাশয় পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সংকীর্ত্তন মণ্ডপ প্রতিষ্ঠোপযোগি হোমাদি যাবতীয় কর্ম্মে লিপ্ত হন। শ্রীমন্দিরাভিমুখে দাক্ষিণাত্যবাসী বেদজ্ঞ বিপ্রগণ বেদপাঠের রীত্যনুসারে বেদপাঠ করিতে লাগিলেন, অন্যান্য বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় এই প্রস্থানত্রয় এবং সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে লাগিলেন। পরম পবিত্র বেদধ্বনি মুখরিত শ্রীমন্দিরাভিমুখে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক আরম্ভ হইল। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীমৎ পুরী মহারাজ প্রভৃতির সহায়তায় বেদ মন্ত্রপূত পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, চন্দনাগুরু কর্পূর সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি অভিষেক দ্রব্যমিশ্রিত গঙ্গোদক দ্বারা ঋগাদি বেদমন্ত্রচতুষ্টয় ও পুরুষসূক্তাবলম্বনে ১০৮ কলসে এবং পারমানী ও শ্রীসূক্ত দ্বারা সহস্রধারা কলসে সমুদয় শ্রীবিগ্রহের যথাবিধি মহাস্নান সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের গাত্রসম্মার্জ্জনান্তে উত্তম উত্তম বসন ভূষণ পরিধান করাইয়া মহা জয় জয় ধ্বনি মধ্যে তাঁহাদিগকে সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন। এই সমস্ত সময়েই সংকীর্ত্তন মণ্ডপে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। সর্ব্ব-শুভদায়ক নাম সংকীর্ত্তন মাধ্যমেই আমাদের যজ্ঞ অভিষেকাদি যাবতীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরমারাধ্য গুরুদেবেরও ইহাই অভীপ্সিত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-পাদও 'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব' এই প্রকার ইঙ্গিত দ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীবিগ্রহের ষোড়শোপচার পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন করিলে শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় শ্রীধর মহারাজ উচ্চনামসংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়ও উক্ত পূজ্যপাদ মহারাজই সংকীর্ত্তন মণ্ডপের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিক সম্পাদন করিলে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমণ পূর্ব্বক "মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হৃদয়ে সমর্পয়ামি শ্রীহরির্মে প্রীয়তাম্ ওঁ তৎসৎ" বলিয়া শ্রীমন্দির সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর আত্মসমর্পণ করেন। তদনন্তর সমবেত ভক্ত ও সজ্জন সাধারণকে যথাশক্তি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অগণিত লোকসংখ্যা, মঠে তিল ধারণের স্থান ছিল না। মধ্যাহ্ন হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত লোকভিড় প্রায় একরূপই ছিল।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তন মণ্ডপে মহাসভার অধিবেশন হয়। ১২ মাঘ হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় এইরূপ সভার অধিবেশন হইতেছে। আমরা

এই সকল সভার বিবরণ ও উৎসবের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরবর্ত্তি সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।

এই সপ্তাহব্যাপী সংকীর্ত্তন-মহোৎসবে উপস্থিত সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও সজ্জনগণের মধ্যে স্থানাভাব বশতঃ নিম্নে মাত্র কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল, — শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, সশিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, সশিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, সশিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ মহাযোগী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, শ্রীক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীমনোভিরাম দাসাধিকারী, শ্রীসজ্জনামোদী দাসাধিকারী, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা পঞ্চতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি টি; কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীসলিল কুমার হাজরা বার-য়্যাট্-ল, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় য়্যাড্‌ভোকেট্, শ্রীনন্দদুলাল দে সলিসিটর, শ্রীচন্দ্রনাথ দাস সলিসিটর, শ্রীসরোজ কুমার দাস সলিসিটর, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ২৮ পৌষ, ১৩৭৩ (ইং ১৩।১।৬৭) শুক্রবার নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহের নিকটবর্ত্তী যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরের বার্ষিক তিরোভাব তিথি পূজা মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎ শাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব এতদুপলক্ষে গত ২৭ পৌষ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে কএকজন মঠসেবক সমভিব্যাহারে যশড়া শ্রীপাটে শুভবিজয় করিয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির করেন। মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাদ্যধ্বনিসহ উদ্দণ্ডনর্ত্তনরত শতশত ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠে পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র এবং জয় জগন্নাথ জয় গান দিগদিগন্ত মুখরিত করিয়া সমগ্র চক্রদহ মিউনিসিপ্যালিটিকে এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভাবিত করিয়াছিল। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্য্যদেব 'ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি বাসরে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্য-দেব এবং শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরের পূত চরিত্র ও শিক্ষালোচনা মুখে ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবানের ভক্ত বাৎসল্য বিশেষভাবে আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথ ও শ্রীজগন্নাথজিউর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ১৪ই জানুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠে শুভবিজয় করেন। তথা হইতে ১৬ই জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠ-সেবকগণ এবং স্থানীয় শ্রীপাচু ঠাকুর প্রমুখ পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দের আপ্রাণ সেবাচেষ্টায় শ্রীমন্দিরের উৎসবটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ—নদীয়া
২৫ কেশব, ৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ
৭ পৌষ, ১৩৭৩ ; ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৬

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ), ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ, ৩০ গোবিন্দ, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা ও তৎপরদিবস মহোৎসব এবং শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট্ আয়োজন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব অনুগ্রহপূর্ব্বক উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী

২৩ গোবিন্দ, ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ রবিবার—শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ সোমবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্যভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ মঙ্গলবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বুধবার—শ্রীএকাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুম-স্থানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহর ক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপ আদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। মধ্যাহ্নে যাত্রিগণের নিজ নিজ বিছানাদি টিকিট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১ টায় শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন ও অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শুক্রবার—অর্চ্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিদ্যানগরে অবস্থান।

২৯ গোবিন্দ, ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ শনিবার—বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের বহুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ রবিবার — শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

১ বিষ্ণু (৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ), ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ সোমবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস — ৩৪।১৫, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১·০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিক অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫২০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভারভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৬।